সিডনি শেলডনের

এপিক থ্রিলার মাস্টার অব দ্য গেম-এর দুর্দান্ত সিকুয়েল

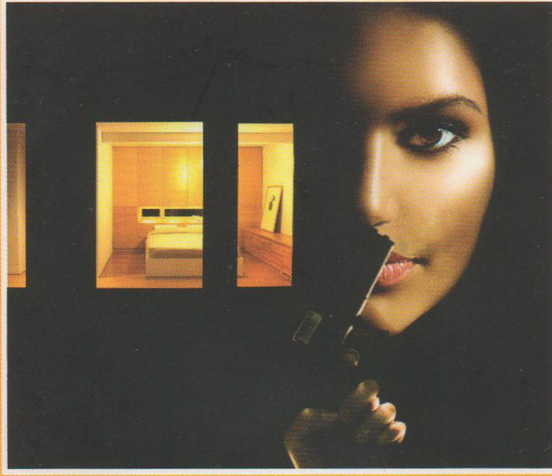
মিস্ট্রেস অব দ্য গেম

কাহিনীবিন্যাস • টিলি ব্যাগশ

রূ পা ন্ত র • অনীশ দাস অপু





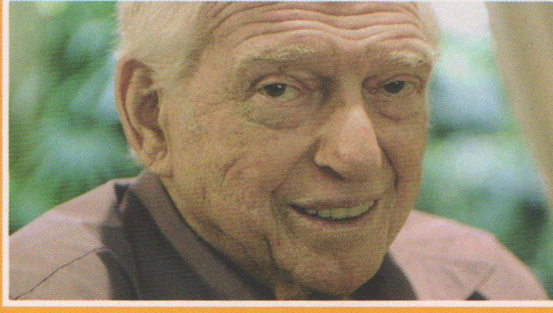


ব্যাকওয়েল পরিবার একটি প্রহেলিকা। তারা কল্পনাতীত ধনী এবং ক্ষমতাবান। কেট, টনি, ইভ এবং আলেকজান্দ্রার জীবন ছিল স্বপ্নের মতো, কিন্তু তাদের স্বপ্নের জন্ম হয়েছিল লোভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং হত্যাকাণ্ডের মাঝ দিয়ে।

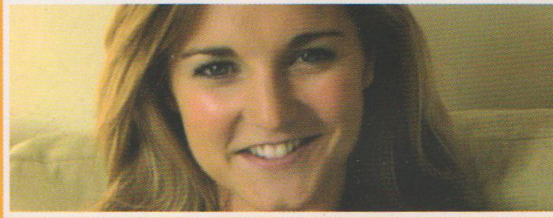
কলঙ্কিত সেই উত্তরাধিকার এখন বর্তেছে আগামী বংশধরের ওপর। সেই উত্তরাধিকারের নাম লেক্সি টেম্পলটন। শৈশবে তাকে একদল লোক অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং শারীরিক নির্যাতন করে। এই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নময় অতীত কি সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে লেক্সিকে? লেক্সির বড় ভাই রোবি টেম্পলটনকে তার বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। একটা পর্যায়ে সে নিজের পরিচয় নিয়েই সন্দিহান হয়ে ওঠে। ইভের ছেলে, লেক্সির কাজিন, ম্যাক্স ওয়েবস্টার স্বপ্ন দেখে একদিন সে ব্যাকওয়েলদের কোটি কোটি ডলারের মালিক হবে। কিন্তু তার সামনে একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়ায় লেক্সি টেম্পলটন।

সিডনি শেলডনের এপিক অ্যাডভেঞ্চার *মাস্টার অব দ্য গেম*-এর এক দুর্দান্ত সিকুয়েল *মিস্ট্রেস অব দ্য গেম*। এই উপন্যাসে রয়েছে একের পর এক চমক আর মাথা খারাপ করার মতো ক্লাইম্যাক্স!

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ



বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় থ্রিলার লেখক সিডনি শেলডন। তাঁর প্রথম বই 'দ্য নেকেড ফেস'কে নিউইয়র্ক টাইমস অভিহিত করেছিল 'বছরের সেরা রহস্যোপন্যাস' বলে। শেলডন যে ১৮টি থ্রিলার রচনা করেছেন, প্রতিটি পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলারের মর্যাদা। তাঁর সবচেয়ে হিট রোমাঞ্চোপন্যাসের মধ্যে রয়েছে : *দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট*, *ব্লাড লাইন*, *রেজ অভ এঞ্জেলস*, *ইফ টুমরো কামস*, *দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি*, *মাস্টার অব দ্য গেম*, *দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস*, *মেমোরিজ অভ মিডনাইট* ইত্যাদি। এই বিখ্যাত লেখক ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।



টিলি ব্যাগশ-এর পুরো নাম মাটিলডা এমিলি এন. ব্যাগশ, জন্ম ১৯৭৩ সালের ১২ জুন, ইংল্যান্ডে। তিনি একজন ব্রিটিশ ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং সাতটি বইয়ের লেখক। তাঁর প্রথম বই *Adored* প্রকাশিত হয় ২০০৫ সালে, তারপর তিনি *Showdown* (২০০৬), *Do Not Disturb* (২০০৮), *Flawless* (২০০৯), *Scandalous* (২০১০), *Fame* (২০১১), *Temptation* (২০১২) রচনা করেন। তবে টিলি লেখক হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছেন থ্রিলার কিং সিডনি শেলডনের আউটলাইন অবলম্বনে *মিস্ট্রেস অব দ্য গেম*, *আফটার দ্য ডার্কনেস*, *অ্যাঞ্জেল অব দ্য ডার্ক*, *দ্য টাইডস অব মেমোরি* ও *ইফ টুমরো কামস*-এর সিকুয়েল *চেজিং টুমরো* লিখে। কাহিনীবিন্যাসকারী হিসেবে শেলডনের বইগুলোতে টিলি'র নাম গেলেও এর মধ্যে কয়েকটি কাহিনী কিন্তু সম্পূর্ণই তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত। তবে কোন কোন বই তিনি নিজে লিখেছেন তা মূল বইতে উল্লেখ না থাকায় কাহিনীবিন্যাসকারী হিসেবেই তাঁর নাম লেখা হলো।

টিলি ব্যাগশ বিবাহিতা। তাঁর স্বামী রবিন নাইটস একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী। টিলি *দ্য সানডে টাইমস* এবং *দ্য ডেইলি মেইল*-এর নিয়মিত প্রদায়ক। সাংবাদিক এবং লেখক হিসেবে তাঁর ব্যস্ত সময় কাটে লন্ডন এবং লস অ্যাঞ্জেলেস-এর বাড়িতে। তিনি তিন সন্তানের জননী।

ISBN 978 984 91219 7 8

সিডনি শেলডনের

এপিক থ্রিলার মাস্টার অব দ্য গেম-এর দুর্দান্ত সিকুয়েল

মিস্ট্রেস অব দ্য গেম

কাহিনীবিন্যাস • টিলি ব্যাগশ

রূ পা ন্ত র • অনীশ দাস অপু



অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২১, ফেব্রুয়ারি-২০১৫
প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বিক্রয় কেন্দ্র
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২৪৪০৩, ০১৭১৮০৮২৫৪৫
বর্ণবিন্যাস
সাইবর্গ কম
১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
সেল ফোন ০১৯১২৭০৯৪১৯

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
বানান সমন্বয় : সুনীল দাস
সেল ফোন ০১৭৩১১৬৯২৯৬
মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৬০০.০০ টাকা

Sidney Sheldon's
MISTRESS OF THE GAME
Story Tilly Bagshawe Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossain, Anindya Prokash
30/1Ka, Hemendra Das Road, Dhaka-1100
Phone 9573769, 01711664970
e-mail anindya.prokash@yahoo.com

First Published February-2015

Price 600.00
US $ 30

ISBN 978 984 91219 7 8

লেখকের উৎসর্গ

For Alexandra Sheldon,
With love and thanks

অনুবাদকের উৎসর্গ

রিয়াসাত রহমান দীপ

সিডনি শেলডনের জাদুতে তাকে এমন পেয়ে বসেছে

সে এখন এ লেখকটি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারছে না!

লেখকের কথা

আমি চোদ্দ বছর বয়সে সিডনি শেলডনের *ইফ টুমরো কামস* পড়ার পরপরই তাঁর মহাভক্ত বনে যাই। আমি যখন আমার প্রথম উপন্যাস *Adored* লিখি, বইটির একটি কপি সিডনিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এবং সেসঙ্গে একটি চিরকুটে উল্লেখ করেছিলাম তাঁর কাজ আমাকে কতটা অনুপ্রাণিত করে। তিনি খুব সুন্দর এবং হৃদ্যতাপূর্ণ একটি জবাব দিয়েছিলেন যে চিঠিটি এখনও আমার লন্ডনের বাড়ির ডেস্কে সযত্নে রয়েছে। আমি তখন কল্পনাও করিনি পাঁচ বছর পরে শেলডনের পারিবারিক মহাকাব্য *মাস্টার অব দ্য গেম*-এর সিকুয়েল লেখার সম্মান পাবো।

সিডনি শেলডনকে সবাই জানেন *Master of the Unexpected* হিসেবে। তাঁর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সাসপেন্স, উত্তেজনা এবং সবার ওপরে মনোমুগ্ধকর টানটান একটি গল্প। তাঁর কাহিনীর নায়িকারা সকলেই অত্যন্ত শক্তিশালী, অবিস্মরণীয় নারী–আমি সিডনিকে একজন ফেমিনিস্ট বলেই দাবি করব, যা আমাকে এবং আমার মতো লাখো তরুণীকে তাঁর বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। জীবদ্দশায় শেলডন নারী এবং পুরুষদের কাছ থেকে হাজার হাজার চিঠি পেয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন শেলডনের বই তাঁদের জীবনে কতটা অর্থবহ।

মিস্ট্রেস অব দ্য গেম লিখে আমি অসম্ভব মজা পেয়েছি। আশা করি বিশ্বজুড়ে শেলডন ভক্তরা তাঁদের প্রিয় লেখকের গ্রন্থ পাঠের মতোই এ বইটি পড়ে আনন্দ পাবেন। আর নতুন প্রজন্মের পাঠকরা অতুলনীয় সিডনি শেলডনের জাদুকে আবিষ্কার করতে পারবেন।

টিলি ব্যাগশ

অনুবাদকের অনুভূতি

সিডনি শেলডনের এপিক উপন্যাস *মাস্টার অব দ্য গেম*-এর মন্ত্রমুগ্ধ পাঠকরা বহুবার আমাকে ফোন করে বা মেসেজ পাঠিয়ে জানতে চেয়েছেন এ বইটির সিকুয়েল *মিস্ট্রেস অব দা গেম* কবে আসবে বাজারে। অবশেষে তাঁদের প্রতীক্ষার প্রহর ফুরাল!
মিস্ট্রেস অব দা গেম সম্পর্কে আগাম কোনো তথ্য দিয়ে এর রহস্য আমি ভাঙতে চাই না। শুধু এটুকুই বলব সিডনি শেলডনের অসাধারণ লেখাটির সিকুয়েলের প্রতি টিলি ব্যাগশ সুবিচারই করেছেন। তাঁর লেখার ঢং কিংবা কাহিনী বিন্যাসে অনেক জায়গাতেই শেলডনের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। সেই টানটান গল্প, প্রতিটি পরিচ্ছেদ শেষে দারুণ উৎকণ্ঠা– এরপরে না জানি কী ঘটবে! আমার অত্যন্ত প্রিয় লেখকটি ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছেন আরও কয়েক বছর আগে। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো এ বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করতেন– বাহ্, চমৎকার লিখেছে তো মেয়েটি!
আশা করি *মাস্টার অব দ্য গেম*-এর মতো *মিস্ট্রেস অব দা গেম*ও শেলডন ভক্তদেরকে মুগ্ধ করবে। যেভাবে আমাকে করেছে!

অনীশ দাস অপু

পূর্বাভাস

চিঠিটি পড়ার সময় হাত কাঁপতে লাগল লেক্সি টেম্পলটনের। বিয়ের পোশাকে তার প্রপিতামহীর শয়নকক্ষের বিছানায় বসে আছে সে। তার মনে ঝড় বইতে লাগল।

ভাবো! তোমার হাতে বেশি সময় নেই।

কেট ব্ল্যাকওয়েল হলে কী করতেন?

লেক্সি টেম্পলটনের বয়স একচল্লিশ। তবে এখনও যথেষ্ট সুন্দরী সে। তার ঝলমলে সোনালি কেশরাজিতে ধূসরতার কোনো ছাপ নেই, একহারা, ছিপছিপে দেহলতা সাম্প্রতিক গর্ভধারণের কোনো চিহ্নই বহন করছে না। বিয়ের আগে নিজের দারুণ সুঠাম শরীরটি ফিরে পেতে সে ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। হাতির দাঁতের মতো ধবল লেসের মনিক লুলিয়েরের গাউনটির প্রতি সে ন্যায়বিচার করতে চেয়েছে এবং পেরেছে। অত্যন্ত মূল্যবান পোশাকটি তার একহারা গড়নের প্রতিটি খাঁজ ভাঁজের সঙ্গে চমৎকার মিশে গেছে।

মেইন এস্টেটে, ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের কিংবদন্তিসম সিডার হিল হাউজে আমন্ত্রিত শতাধিক অতিথি বাড়ির লনে লেক্সি টেম্পলটনকে দেখে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ আগে লেক্সি তার বাবাকে নিয়ে ওখানে গিয়েছিল অতিথিদেরকে দর্শন দিতে। লেক্সির বাবা, পিটার টেম্পলটন তাঁর সময়ে ছিলেন খ্যাতনামা মনোবিজ্ঞানী এবং নিউইয়র্কের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ব্যাচেলর। ভদ্রলোক এখন বুড়িয়ে গেছেন। বয়স এবং শোক তাঁকে ভঙ্গুর করে তুলেছে। গোলাপ আচ্ছাদিত বেদির দিকে মেয়ের হাত ধরে নিয়ে যেতে যেতে তিনি ভাবছিলেন *আমার এখন যাওয়ার সময় হলো। আমি এখন আমার প্রিয় আলেকজান্দ্রার কাছে যেতে পারি। আমার ছোট্ট মেয়েটি তো এখন সুখী।*

তিনি ঠিকই বলেছেন। লেক্সি টেম্পলটন সুখী। সে জানে তাকে দীপ্তিময়ী দেখাচ্ছে। যে ভালোবাসার মানুষটিকে সে বিয়ে করছে, তাকে ঘিরে আছে তার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। শুধু একজন অনুপস্থিত। যে লোকটি কখনো লেক্সির আরেকটি বিজয়ের সাথি হতে পারবে না। যে লেক্সির আরেকটি ব্যর্থতায় খুশি হতে পারবে না। তার জীবন এবং লেক্সির জীবন জন্মের পর থেকে প্রকাণ্ড বৃক্ষের বিস্তৃত শিকড়ের মতো একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে এখন চলে গেছে, আর কোনোদিন ফিরবে না। যা-ই ঘটুক না কেন, লেক্সি তার অভাব অনুভব করছিল।

তুমি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ, ম্যাক্স ডার্লিং? তুমি কি লক্ষ করছ? তুমি কি এখন দুঃখিত?

এক মুহূর্তের জন্য হারানোর বেদনা বিদ্ধ করল লেক্সিকে। সে তার হবু বরের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তার সকল অনুশোচনা অন্তর্হিত হলো। আজকের দিনটি একটি

যথার্থ দিন হতে চলেছে। গতানুগতিক। রূপকথার মতো। তার জীবনের সুখীতম দিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিয়েতে আসতে পারেননি। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ সংক্রান্ত কী একটা ঝামেলার মিটিংয়ে গেছেন। তবে তিনি অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন। লেক্সির ভাই রোবি সেই চিঠিটিই জোরে জোরে পড়ে শোনাল যখন নববিবাহিত দম্পতি কেক কাটল। বিয়েতে সবাই এসেছেন। বড় বড় শিল্পপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজা, চলচ্চিত্র তারকা। বিশাল ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের চেয়ারউওম্যান লেক্সি টেম্পলটন আমেরিকার রানি। তাকে দেখতেও লাগে রানির মতো। সে একজন রানির মতো সব পেয়েছে। দারুণ সৌন্দর্য, বিপুল সম্পত্তি, সীমাহীন ক্ষমতা যা ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর চারকোণে। এখন সে প্রেমও পেয়েছে। তার নতুন বর।

তবে লেক্সির শত্রুরও অভাব নেই। প্রভাবশালী শত্রু। এদের একজন তাকে ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর, এমন কী কবরের নিচে থেকে হলেও।

চিঠিটি আবার পড়ল লেক্সি।

আমি জানি তুমি কী করেছ। আমি সব জানি।

জাল কাছিয়ে আসছে। লেক্সির পেটের ভেতরে ভয়ের শিরশিরানি।

এ থেকে বেরুবার রাস্তা পেতেই হবে। রাস্তা কিছু না কিছু থাকেই। আমি জেলে যেতে পারব না। আমি ক্রুগার-ব্রেন্ট হারাতে পারব না। আমি আমার পরিবার হারাতে পারব না। ভাবো!

ঘণ্টা কয়েক আগে মেইন শহরের গভর্নর রিসেপশন অনুষ্ঠানে লেক্সিকে নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

এক স্মরণীয় নারী, এক স্মরণীয় পরিবারের। লেক্সি টেম্পলটনের ব্যক্তিগত সাহস এবং সংহতির বিষয়ে আমরা সকলেই অবগত রয়েছি। তাঁর শক্তি, তাঁর সংকল্প, তাঁর ব্যবসায়িক ধীশক্তি, তাঁর সততা...

সততা? ওরা যদি আসল ব্যাপারটা জানত!

এ সবই লেক্সি টেম্পলটনকে পাবলিক ফেসে পরিণত করেছে। তবে আজ আমরা এখানে অন্য কিছু সেলিব্রেট করতে এসেছি। একটি ব্যক্তিগত আনন্দ। একটি একান্ত ব্যক্তিগত প্রেম। এবং এমন একটি প্রেম যারা আমরা লেক্সিকে চিনি তারা জানি তিনি এটি পাবার জন্য কত দারুণভাবে যোগ্য।'

তোমরা কেউই আমাকে চেনো না। আমার স্বামীকেও না। আমি এই প্রেম পাবার 'যোগ্য' নই। তবে এ প্রেম অর্জনের জন্য আমি লড়াই করেছি এবং আমি জিতেছি এবং এ প্রেম যদি কাউকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে দিই তাহলে আমি নিঃশেষ হয়ে যাব।

এখন বেশিরভাগ অতিথি চলে গেছেন। লেক্সির রোবি ভাইয়া এবং তার সঙ্গী-সাথিরা নিচতলায় আছে। লেক্সির শিশু কন্যা ম্যাক্সিনও। সঙ্গে ন্যানি। লেক্সির স্বামী যে কোনো মুহূর্তে তার খোঁজে চলে আসবে। এখন মধুচন্দ্রিমার উদ্দেশে রওনা হওয়ার সময়।

এখন সময়...

জানালার কাছে হেঁটে গেল লেক্সি টেম্পলটন। সিডার হিল হাউজের ফর্মাল লন ছাড়িয়ে

ডার্ক হারবারের সাদা ছাদ দেখতে পাচ্ছে ও। বাড়িগুলোর পেছনে কালো সমুদ্র। আজ রাতে সমুদ্রের ঢেউগুলো কেমন অদ্ভুত লাগছে।

ওটা অপেক্ষা করছে। একদিন ওই সমুদ্র গোটা দ্বীপ গিলে খাবে। প্রকাণ্ড একটা ঢেউ এসে সবকিছু ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে। যেন এসবের কোনোদিন কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

সুট পরা দুই লোক তাদের গাড়ি থেকে নেমে সিকিউরিটি গেটের দিকে এগোল। তারা তাদের পরিচয়পত্র দেখানোর আগেই লেক্সি টেম্পলটন বুঝে ফেলল ওরা কে। চিঠিতে এরকমই একটি কথা লেখা ছিল *পুলিশ রওনা হয়ে গেছে। তোমার পালাবার কোনো পথ নেই আলেকজান্দ্রা। এবারে নয়।*

লেক্সির চোখে জল আসছে। ইভ আন্টির কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে সে যেন তিনি বেঁচে আছেন, ওকে বিদ্রূপ করছেন, তাতে আক্রোশ ভরা। তিনিই কি ঠিক ছিলেন? খেলার কি এখানেই পরিসমাপ্তি? লেক্সির এতটা সংগ্রামের পরে? স্কুল জীবনে পড়া ডিলান টমাসের একটি কবিতা মনে পড়ে গেল ওর

Do not go gentle into that good night... Rage,
Rage against dying of the light.
Damn right I'll rage. I'll not let that old
Witch beat me without a fight.

পুলিশ দুজন এখন গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। প্রায় দরজার কাছাকাছি চলে এসেছে। লেক্সি টেম্পলটন বুক ভরে একটি দম নিল এবং ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য নেমে গেল নিচে।

প্রথম খণ্ড



ডার্ক হারবার, মেইন
১৯৮৪

গাছের মগডালে পা ঝুলিয়ে বসেছে ডেনি কোরেত্তি। নিচে অনেক মানুষ ঘোরাফেরা করছে। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে ডেনির।

'আমরা এখানে করছিটা কী?'

চোখ বুজে ইউ গাছটাকে জোরে জড়িয়ে ধরল ডেনি। নিশ্চিত করল ঘন সবুজ পাতার আড়ালে সে এবং তার ক্যামেরা আত্মগোপন করে আছে।

'টাকা বানাচ্ছি,' উত্তেজিত গলায় ফিসফিস করল তার সাথি। 'ওই যে দ্যাখো সে!'

'কোথায়?'

বন্ধুর দৃষ্টি অনুসরণ করে ডেনি কোরেত্তি তার ক্যামেরার জুম লেন্স ফোকাস করল শোকাবহ লোকগুলোর ঠিক মাঝখানের মানুষটির ওপর। আপাদমস্তক কালো পোশাকে আবৃত, মেঝে পর্যন্ত লম্বা লেসের ওড়নাটি তার নিখুঁত ছাঁটের ডিওর সুটটি ঢেকে রেখেছে, সে সঙ্গে কাঁধ এবং মুখও। ফলে তার চেহারা চেনা যাচ্ছে না কিছুতেই। এরকম ঘোমটাওয়ালি যে কেউ হতে পারে। তবে সে যে কেউ নয়।

'ঠাট্টা করছ?' ভুরু কোঁচকাল ডেনি। তার নিচে চার্চটিকে মনে হচ্ছে অশুভ, প্রাচীন কবরগুলো যেন ভৌতিক ক্যারুজেলের ঘোড়াদের মতো উঠছে এবং নামছে।

'আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তুমি নিশ্চিত এটা সে? অন্য কেউও তো হতে পারে।'

তার সঙ্গী মুচকি হাসল। 'ওইরকম পাছাওয়ালি অন্য কেউ হতেই পারে না। ওটা সে-ই।'

গাছের বাম দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যামেরাম্যানের ক্যামেরার ঘররঘরর এবং ক্লিক শব্দ শুনতে পেল ডেনি। সে জুম আবার ফোকাস করে নিয়ে ছবি তুলতে শুরু করল।

এসো বেবি। তোমার ড্যাডিকে হাসিমুখের একটি ছবি দাও।

ইভ ব্ল্যাকওয়েলের মুখের পরিষ্কার ছবি যে ফটোগ্রাফার দিতে পারবে সে-ই পেয়ে যাবে এক লক্ষ ডলার। আর স্ফীত উদরের ছবি দিতে পারলে তার সঙ্গে যোগ হবে আরও একশো হাজার।

দুই লক্ষ ডলার!

ব্ল্যাকওয়েলদের কাছে এ টাকা কিছুই নয়। কারণ তারা মাল্টি বিলিয়ন ডলারের কোম্পানি ক্রুগার-ব্রেন্টের উত্তরাধিকারী, গোটা পৃথিবীজুড়ে তাদের হিরের ব্যবসা, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো একত্রীভূত হয়ে তাদেরকে আমেরিকার ধনীতম পরিবারের মর্যাদা দিয়েছে। তবে ডেনির কাছে দুই লক্ষ ডলার বিরাট কিছু। ব্ল্যাকওয়েলদের কারণেই ফেব্রুয়ারির এ কনকনে শীতের সকালে ডেনি এবং তার সহকর্মী পাপারাজ্জিরা সেন্ট স্টিফেন্স গির্জায় এসেছে। ব্ল্যাকওয়েলরা এসেছে তাদের পরিবার প্রধান কেট ব্ল্যাকওয়েলকে সমাধিস্থ করতে। তিনি বিরানব্বই বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন।

ওদেরকে দ্যাখো। মোটা মোটা কালো মাছির মতো বৃদ্ধার লাশের পাশে ভনভন করছে। বমি এসে যায়।

সত্যি বমি বমি ভাব হচ্ছে ডেনির। গত ছয় ঘণ্টা ধরে গাছের ডালে বসে থাকতে থাকতে পিঠ ব্যথায় বিষ। খিল ধরেছে গায়ে। হাত-পা টানটান করে খিল ছাড়ানোর সাহস পাচ্ছে না, ডেনি যদি নিচে ঘুরঘুর করা ক্রুগার-ব্রেন্ট নিরাপত্তা প্রহরীরা টের পেয়ে যায়। কালো পোশাক পরা, কঠোর চেহারার লোকগুলো গির্জার চৌহদ্দিতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। সিকিউরিটির ব্ল্যাংকেটের মতো বুকের কাছে ধরা পিস্তল। এরা সবাই সাবেক মেরিন কর্মকর্তা। দেখলেই ভয় লাগে।

ডেনি আপনমনে বিড়বিড় করে বলল, *কোনো ভয় নেই। স্রেফ ছবিটা তুলেই এখান থেকে আমি বেরিয়ে যাব। এসো, ইভ, বেবী। চলে এসো।*

গাছের আড়াল নিয়ে কাজ করার মতো শারীরিক কাঠামো নয় ডেনি কোরেত্তির। সে লম্বা, রোগা, পা জোড়া অস্বাভাবিক লম্বা এবং ইটালিয়ান হওয়া সত্ত্বেও তার চুলের রঙ সাদা-সোনালি। মেইন চার্চইয়ার্ডে লুকানোর খুব বেশি জায়গা নেই, যেখানে নিজের ছয় ফুট দুই ইঞ্চি দেহটাকে আড়াল করা যায়। ইউ গাছটিকেই শেষে তার পছন্দ হয়। তবে গাছের মধ্যে ভালো একটা জায়গায় যেন বসা যায় এ আশায় প্রতিদ্বন্দ্বী আলোকচিত্রীদের অনেক আগেই, সেই সাত সকালে এখানে এসে হাজির হয়েছে ডেনি। মগডালে উঠে বসেছে। একঠায় বসে থাকার কারণে শরীরের প্রতিটি মাংসপেশিতে খিঁচ ধরে গেছে, এত ঠাণ্ডা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে আগুন জ্বলছে। দাঁতে দাঁত ঘষল ডেনি। এত লম্বা পায়ের অধিকারী কেন হলো সে জন্য দেবতাদেরকে গালি দিল।

শুধু টাকার কথা ভাবো।

হাস্যকর শোনালেও সত্যি, এই লম্বা ঠ্যাংয়ের কারণেই ডেনিকে আজ এ কাজ করতে হচ্ছে।

'ডেনির ঠ্যাং যদি লম্বা না হতো তাহলে তার প্রেমিকার স্বামী তাদের বিয়ের খাটিয়ার নিচে থেকে ওর বারো সাইজের পা'দুটো দেখতে পেত না।

আহ, কার্লা, গড, কী যে সুন্দরী ও! ওই বক্ষ জোড়া, নরম নরম রসালো পিচ ফলের মতোই টসটসে। এমন কোনো পুরুষ নেই যে ওকে দেখে টসকে যাবে না। শুধু যদি

সেদিন ওর বিয়ে করা ওই নিয়ানডারথাল প্রাগৈতিহাসিক বানরটা আগেই ঘরে চলে না আসত...

খাটের নিচে থেকে বেরিয়ে আসা ডেনির লম্বা ঠ্যাং দুটো ধরে লোকটা ওকে হিড়হিড় করে টেনে বের করে নিয়ে আসে এবং ধরে লাগায় মার। ডেনিকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। ডেনির স্ত্রী লোরেটা তার স্বামীর পরকীয়া আবিষ্কার করার পরে তাকে ডিভোর্স দিয়েছিল এবং বাড়িটিও দখল করে নিয়েছে। তারপর লোকটার ছুঁচোমুখো আইনজীবীটা ডেনিকে প্রতি মাসে তার স্ত্রীকে এক হাজার ডলার করে খোরপোষ দেওয়ার দাবি করেছে।

এক হাজার ডলার! ওরা তাকে কী মনে করে? ডোনাল্ড ফ্রিকিং ট্রাম্প?

হ্যাঁ, ডেনি তার সাম্প্রতিক দুর্দশার জন্য নিজের লম্বা ঠ্যাং দুটোকেই দায়ী করে। নইলে তাকে কেন রোববার সকালে চারশো বছরের প্রাচীন একটি গাছের মগডালে ঘাড় গুঁজে বসে, ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে 'দ্য বিস্ট অব দা ব্ল্যাকওয়েলস' উপাধি পাওয়া এক বিশ্রী মহিলার ছবি তোলার জন্য এত কষ্ট করতে হবে?

ইভ ব্ল্যাকওয়েলের ছবি তাকে তুলতেই হবে। এতে যদি সে পটলও তোলে, তা-ও সই।

ফেব্রুয়ারির কনকনে শীতল হাওয়া ছাপিয়ে পুরোহিতের গম্ভীর, তেজোদ্দীপ্ত এবং শক্তিশালী কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল।

'দয়াময় ঈশ্বর, তুমি জানো দুঃখিতদের যাতনা...

মোটা ঘোমটার আড়ালে মুখ ভেংচাল ইভ। *দুঃখিত? ওই বুড়ি ডাইনিকে মৃত এবং কবরস্থ হতে দেখে দুঃখিত, আরে, আমার বয়স দশ বছর কম হলে আমি এখন আনন্দে নাচতাম।*

আজ ইভ তার এক শত্রুকে কবর দিতে এসেছে। তবে সবাইকে কবর না দেওয়া পর্যন্ত সে শান্তি পাবে না মনে।

একজন গেল, আরও আছে তিনজন।

'তুমি বিনম্রদের প্রার্থনায় মনোযোগী হও...

পরিবার এবং বন্ধুদের ছোট দলটির ওপর চোখ বুলাল ইভ ব্ল্যাকওয়েল। এরা সবাই এসেছে তাদের দাদিমা কেটকে চিরবিদায় জানাতে। কিন্তু এদের কাউকে খুব একটা বিনম্র বলে মনে হচ্ছে না ইভের।

এখানে আছে তার যমজ বোন আলেকজান্দ্রা। চল্লিশ চলছে ওর। এখনও দুর্দান্ত সুন্দরী। উঁচু চোয়াল, ঝলমলে কেশ এবং ক্রুগার-ব্রেন্টের প্রতিষ্ঠাতা, তার প্রপিতামহ জেমি ম্যাকগ্রেগরের মতো বুদ্ধিদীপ্ত ধূসর চক্ষু পেয়েছে আলেকজান্দ্রা।

ঘৃণায় চোখ সরু হয়ে এলো ইভের। যেদিন ওরা ওদের মায়ের জরায়ু থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেদিন থেকেই আলেকজান্দ্রাকে ঘৃণা করে আসছে ইভ।

ওর সাহস কত! আমার বোন এখনও এত সুন্দরী থাকে কী করে!

ছেলে রবার্টের হাত ধরে হাউমাউ করে কাঁদছে আলেকজান্দ্রা। সোনালি চুলের রবার্টের বয়স দশ বছর, তার মায়ের কার্বন কপি। পিয়ানোয় ঈশ্বর প্রদত্ত এক প্রতিভা. সে কেট ব্ল্যাকওয়েলের সবচেয়ে পছন্দের পাত্র ছিল, ক্রুগার-ব্রেন্টের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার।

খুব বেশিদিনের জন্য নয়, ভাবছে ইভ। কেটবিহীন এ ছেলেকে কে রক্ষা করে দেখা যাবে।

ইভ ব্ল্যাকওয়েলের বুকটা যেন কেউ চেপে ধরল। সে ওদেরকে যে কী ঘৃণা করে। মা এবং ছেলেকে। আর তাদের কুম্ভীরাশ্রু! আজ যদি মুখ হাঁ করে থাকা কবরের শীতল মাটিতে আলেকজান্দ্রার লাশ শোয়ানো হতো, ইভের চেয়ে খুশি আর কেউ হতো না।

আলেকজান্দ্রার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার স্বামী বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী পিটার টেম্পলটন। লম্বা, ফরসা, সুদর্শন, নীল চোখের পিটারকে সাইকিয়াট্রিস্টের চেয়ে ফুটবলের কোয়ার্টারব্যাক হলেই যেন বেশি মানাতো। সে এবং অ্যালেক্স মিলে একটি চমৎকার জুটি হয়েছে। পিটার একসময় ভাবত সে ইভকে বুঝতে পারে। বিশ্বাস করত সে ইভের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে। তার ভেতরে উথলে ওঠা ঘৃণা দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু আলেকজান্দ্রা, তার যমজ বোন, কোনোদিন জানতে পারেনি ইভ তাকে কী প্রবল ঘৃণা করে। কিন্তু তার স্বামী জানে।

হাসল ইভ।

গর্দভ। ও ভাবছে ও আমাকে চিনতে পেরেছে কিন্তু আমার উপরিভাগটাও ভালো করে দেখতে পায়নি।

না, খ্রীস্ট পিটার টেম্পলটনের মধ্যে কোনো বিনম্র ভাব খুঁজে পাবেন না।

আর ইভের নিজের স্বামী, প্রখ্যাত প্লাস্টিক সার্জন কিথ ওয়েবস্টার? অনেকেই কিথকে বিনয়ী হিসেবে জানে। তার কৃতজ্ঞ রোগীদের কথা ইভের কানে যেন বাজে; প্রিয় ড. ওয়েবস্টার, এমন ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা, অথচ বড্ড লাজুক এবং অমায়িক। নিজের প্রতিভার কথা স্বীকারই করতে চান না। কিথ ইভের কাঁধ জড়িয়ে রেখেছে সুরক্ষার হাত দিয়ে। কিন্তু ইভের মনে হচ্ছে তার গায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে কীট।

সুরক্ষক? কিথ সুরক্ষক নয়। সে কর্তৃত্বপরায়ণ। এবং সাইকোটিক। ও আমাকে ব্ল্যাকমেইল করে বিয়ে করেছিল। তারপর ইচ্ছা করে আমার মুখখানা ধ্বংস করেছে, আমার সুন্দর চেহারাটা বিকৃত করে ভয়ঙ্কর দানবীর রূপ দিয়েছে যাতে আমি আর তাকে ছেড়ে চলে যেতে না পারি।

একদিন আমি এই হারামজাদার ওপর শোধ নেব।

ইভ ব্ল্যাকওয়েল নির্বোধ নয়। সে জানে সেন্ট স্টিফেন্স চার্চের গাছপালা এবং ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে ফটোগ্রাফাররা। এবং কেন তাও জানে সবাই তার বিকট বিকৃত চেহারার একটি ছবি তুলতে চায়।

ওরা সবাই জাহান্নামে যাক। পেছন থেকে ইভের নিখুঁত শরীরের যত খুশি ছবি তুলুক কিন্তু তার সামনের অংশের ছবি তোলার কোনো সুযোগ নেই। পৃথিবীর কোনো ক্যামেরার লেন্স তার হাতে বোনা মোটা ঘোমটার আড়াল ভেদ করে মুখের ছবি নিতে পারবে না। ইভ এ ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত।

একদা তার বোনের মতোই অনিন্দ্যসুন্দর ইভ ব্ল্যাকওয়েল এখন তার ম্যানহাটানের পেন্থ হাউজে একরকম নির্বাসিত জীবন যাপন করছে। কারণ বাইরের পৃথিবীকে সে তার ক্ষতবিক্ষত ভয়ঙ্কর চেহারাটি দেখাতে ভয় পায়। গত দু'বছর তাকে জনসমক্ষে দেখাও যায়নি। সর্বশেষ সে এসেছিল তার নানীর নব্বইতম জন্মদিনের পার্টিতে সিডার হিল হাউজে, ব্ল্যাকওয়েলদের প্রাসাদে। ওই প্রাসাদ থেকেই খানিক দূরে এখন তাঁকে সমাধিস্থ করা হচ্ছে।

কেট ব্ল্যাকওয়েল ভাগ্যবতী। তিনি তাঁর প্রিয় প্রেতাত্মাদের সঙ্গে যোগ দিতে চলে গেছেন; জেমি, মার্গারেট, বান্দ্রা, ডেভিড। তবে ইভের কোনো বিশ্রাম নেই। তার প্রেগন্যান্সি নিয়ে ইতোমধ্যে বাতাসে উড়তে শুরু করেছে খবর– ইভ এবং আলেকজান্দ্রা উভয়েই মা হতে চলেছে। তবে প্রেসের কাছে এ সংবাদের সত্যতা স্বীকার করেনি পরিবার। ইভ জানে ঘটনার সত্যতা জানতে পারলে তার মাথার মূল্য হয়ে যাবে দ্বিগুণ। সন্তান-সম্ভবা 'বিস্ট অব ব্ল্যাকওয়েলস'-এর একখানা ছবি ছাপানোর জন্য আমেরিকার সবগুলো ট্যাবলয়েড পত্রিকার সম্পাদক নিজেদের আত্মা বিক্রি করে দিতেও রাজি।

এবং ভাবো ওরা আমাকে দানবী বলে সম্বোধন করে...

'প্রভু, তোমার লোকদের কথা শোনো, যারা তাদের প্রয়োজনে তোমার জন্য কাঁদে...'

ইভ নিরবে দেখছে সদ্য খোঁড়া কবরে কেট ব্ল্যাকওয়েলের কফিন নামানো হচ্ছে। তিন দশক ধরে ক্রুগার-ব্রেন্টের দ্বিতীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী, কেটের অতি প্রিয় ব্রাড রজার্স ফুঁপিয়ে উঠলেন। তিনি এখন ভীষণ বুড়িয়ে গেছেন, চুলগুলো ফেব্রুয়ারির হালকা তুষারের মতোই সাদা এবং পাতলা, কেটের মৃত্যুতে ভীষণ ভেঙে পড়েছেন। তিনি কেটকে গোপনে ভালোবাসতেন। কিন্তু কেট তাঁর ভালোবাসা কোনোদিন ফিরিয়ে দিতে পারেননি।

মাটি ফেলে ভরাট করা হচ্ছে কবর। সেদিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে ইভ। মনে মনে ভাবছে এই মানুষটিকে একসময় বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট এবং রাজারা কত সম্মান করতেন। আর এখন তিনি প্রিয় ডার্ক হারবারের মাটির নিচের পোকাদের খাদ্যে পরিণত হবেন। সে মনে মনে এক ধরনের জান্তব তৃপ্তি অনুভব করল।

কেট ব্ল্যাকওয়েল বহুদিন ধরে ইভের শত্রু ছিলেন। নাতনিকে তিনি তাঁর বিপুল সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন। অথচ ইভের একমাত্র উচ্চাশা ছিল একদিন সে বিশাল ক্রুগার-ব্রেন্টের মালিক হবে।

এখন কেট ব্ল্যাকওয়েল চলে গেছেন।

'ওঁকে অনন্ত শান্তি দাও, হে প্রভু, এবং ওঁর ওপর বিরতিহীন আলো বিচ্ছুরিত হোক।'

প্রতিহিংসাপরায়ণ বুড়ি ডাইনি, তুমি নরকে গিয়ে পচে মরো।

'ওঁর আত্মা যেন শান্তিতে থাকে।'

নেগেটিভগুলোর দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডেনি কোরেত্তি। সকালের জের এখনও কাটেনি, ব্যথা করছে পিঠ। এখন মনে হচ্ছে মাথাব্যথাও শুরু হবে।

'কিছু পেলে?'

তার বন্ধুর কণ্ঠে আশার বাণীর সুর ফোটাতে চাইল। কিন্তু উত্তরটা সে ইতোমধ্যে জেনে ফেলেছে।

তাদের কেউই দুই লাখ ডলারের ছবিটি তুলতে পারেনি।

ইভ ব্ল্যাকওয়েল তাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়েছে।



নিউইয়র্কের মাউন্ট সিনাই মেডিকেল সেন্টারের ম্যাটারনিটি ইউনিটে স্টাফ নার্স গেনর ম্যাথিউস দেখছে মধ্যবয়স্ক সুদর্শন পিতাটি প্রথমবারের মতো তার নবজাতক সন্তানকে কোলে তুলে নিল।

সে পারিপার্শ্বিকতা সব ভুলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শিশু কন্যাটির দিকে। নার্স ম্যাথিউস মনে মনে বলল *উনি ভাবছেন মেয়েটি দেখতে কী সুন্দরী হয়েছে!*

নার্স ম্যাথিউস বেশ মোটাসোটা, গোল মুখে সবসময় ফুটে থাকে হাসি, দুচোখের কোণে ভাঁজ ফেলে। সে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ধাত্রীর কাজ করছে। এ মুহূর্তটি হাজারবার প্রত্যক্ষ করেছে– এ ঘরে শতাধিক বাবাকে দেখেছে– তবে কখনো ক্লান্তবোধ করেনি। হতবুদ্ধি পিতা, তাদের চোখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ভালোবাসায়, খাঁটি স্নেহ যার কথা তারা কোনোদিন জানতেও পারবে না। এরকম মুহূর্ত দেখলে মনে হয় ধাত্রী জীবন সফল।

বাবা শিশুর গালে আদর করছে। লোকটি দেখতে বেশ সুদর্শন, মনে মনে স্বীকার করল নার্স ম্যাথিউস। লম্বা, ফরসা, চওড়া কাঁধ। এ ধরনের পুরুষদের খুব পছন্দ তার।

ভাবতেই গাল লাল হয়ে গেল নার্সের। এসব কী করছে সে? তার এসব কথা ভাবার অধিকার নেই। বিশেষ করে এ সময়ে।

বাবাটি ভাবছিল *যীশাস ক্রাইস্ট! এ দেখতে হয়েছে অবিকল তার মায়ের মতো।*

কথা সত্য। ছোট্ট মেয়েটির গায়ের ত্বক তার মায়ের মতোই মসৃণ এবং স্বচ্ছ, যেন আলো ভেদ করে যাবে। বাচ্চার বড় বড় অনুসন্ধিৎসু চোখজোড়াও তার মায়ের মতো, হালকা ধূসর, যেন সাগরের ভোরবেলার কুয়াশা। এমনকি থুতনির নিচে ছোট্ট ভাঁজটি পর্যন্ত তার মাকে মনে করিয়ে দেয়। এক সেকেন্ডের জন্য পিতার বুকটা লাফিয়ে উঠল শিশুর ঠোঁটে অস্পষ্ট একটি হাসির রেখা দেখতে পেয়ে।

তার মেয়ে। তাদের মেয়ে। ছোট্ট কিন্তু একদম পারফেক্ট।

এমন সময় নিজের হাতে লেগে থাকা রক্ত দেখতে পেল সে।

এবং চিৎকার করে উঠল।

ওইদিন সকালে পিটার যখন তার বউ অ্যালেক্সকে নিয়ে গাড়ি **চালিয়ে হাসপাতালে** যাচ্ছিল, খুব উত্তেজিত ছিল সে।

'বিশ্বাস হয় আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ও এখানে থাকবে?'

অ্যালেক্সের পরনে পাজামা, সোনালি লম্বা চুলগুলো রাতের ছাড়াছাড়া ঘুমের কারণে আলুথালু। তবে ওকে এর আগে এতটা ঝলমলে দেখেনি পিটার। লিংকন টানেলের চেয়ে চওড়া হাসি তার মুখে। নার্ভাস হয়ে থাকলেও আচরণে তার প্রকাশ ঘটছে না।

'অবশেষে মেয়েটি আসছে আমাদের ঘরে!'

'কিংবা ছেলেটি' প্যাসেঞ্জার সিটে হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর হাতে মৃদু চাপ দিল পিটার।

'উহুঁ, তা হবে না। আমার মেয়েই হবে দেখো। আমি জানি।'

ভোর ছটায় সামান্য খিঁচুনি নিয়ে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আলেকজান্দ্রার। মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে যাওয়ার আগে আরও ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করতে চেয়েছে সে। এই দুই ঘণ্টায় পিটার টেম্পলটন তাদের ওয়েস্ট ভিলেজের বাড়ির বেলেপাথরের সিঁড়িতে ষোলবার ওঠানামা করেছে, অনর্থক চার কাপ কফি বানিয়েছে, তিন স্লাইস টোস্ট পুড়িয়েছে এবং ছেলে রবার্ট স্কুলে যাওয়ার জন্য এখনও কেন রেডি হয়নি বলে বকাবকি করেছে। তখন হাউজকীপার তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে সময়টা মধ্য জুলাই এবং রবার্টের স্কুল পাঁচ সপ্তাহ ধরে বন্ধ।

এমনকি হাসপাতালেও মা মুরগির মতো বেহুদা পাখা ঝাপটেছে। সে রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে।

'তোমার কিছু লাগবে? হট টাওয়েল?'

'আমি ঠিক আছি।'

'পানি?'

'না, ধন্যবাদ?'

'আইস কিউব?'

'পিটার...'

'মেডিটেশন মিউজিক চালিয়ে দেব যেটা তুমি সবসময় শোনো? তাহলে তোমার মনটা শান্ত হবে। আমি এক দৌড়ে গাড়ি থেকে টেপটা নিয়ে আসি?'

হেসে উঠল অ্যালেক্স। সে আশ্চর্যরকম শান্ত।

'তোমার আসলে শান্ত থাকা দরকার। সত্যি বলছি, ডার্লিং, তুমি একটু রিল্যাক্স করার চেষ্টা করো। আমার বাচ্চা হবে। প্রতিদিনই কেউ না কেউ মা হচ্ছে। আমি ঠিক থাকব।'

আমি ঠিক থাকব।

এক ঘণ্টা পরে প্রথম সমস্যা শুরু হলো। মনিটরের দিকে তাকিয়ে কপালে ভাঁজ ফেলল ধাত্রী নার্স। সবুজ রেখাটি অকস্মাৎ আঁকাবাঁকা হতে শুরু করেছে।

'আপনি একটু সরে দাঁড়ান, ড. টেম্পলটন।'

পিটার মহিলার চেহারা দেখে এ কথা বলার মর্মোদ্ধার করার চেষ্টা করল, যেভাবে হাওয়ার দাপাদাপির মধ্যে প্লেন পড়ে গেলে নার্ভাস বিমানযাত্রী স্টুয়ার্ডেসের মুখ দেখে ঘটনা আঁচ করার চেষ্টা করে... স্টুয়ার্ডেস যদি হাসতে থাকে এবং যাত্রীদেরকে জিন ও টনিকের গ্লাস ধরিয়ে দেয় তাহলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, ঠিক? তবে নার্স ম্যাথিউস একজন প্রথম শ্রেণির পোকার খেলোয়াড় হতে পারবে। সে নিশ্চিত পদক্ষেপে, আত্মবিশ্বাস নিয়ে যেভাবে ঘরে হাঁটাহাঁটি করছে, অ্যালেক্সের জন্য নির্ভয়ের পেশাদার হাসি ফুটিয়ে রেখেছে মুখে এবং এক আরদালিকে নির্দেশ দিল *এখুনি ডা. ফারারকে খবর দাও*, তাতে তার ময়দার তালের মতো চেহারা দেখে কিছুই বোঝা গেল না।

'কী ব্যাপার? কোনো সমস্যা?'

অ্যালেক্সের কারণে গলার স্বরে আতঙ্ক ফুটতে না দেওয়ার চেষ্টা করল পিটার। অ্যালেক্সের মা তাকে এবং তার যমজ বোন ইভকে জন্ম দেওয়ার সময় মারা গিয়েছিলেন। ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের এ ঘটনা সবসময়ই ভীত করে রেখেছে পিটারকে। আলেকজান্দ্রাকে সে জানের চেয়েও ভালোবাসে। ওর যদি কিছু হয়ে যায়...।

'আপনার স্ত্রীর ব্লাড প্রেশার যে কোনো কারণেই হোক বেড়ে গেছে, ড. টেম্পলটন। তবে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি ডা. ফারারকে আসতে বলেছি। তিনি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবেন।'

এই প্রথম আলেকজান্দ্রার মুখে উদ্বেগের ছায়া ঘনাল।

'আমার বাচ্চার কী অবস্থা? ও ঠিক আছে তো? ওর কোনো সমস্যা হবে না তো?'

এ হলো সেই চিরচেনা অ্যালেক্স। নিজের জন্য কক্ষনো চিন্তা করে না, সারাক্ষণ ভাবে বাচ্চাকে নিয়ে। রবার্টের জন্মের সময়েও একই রকম দুশ্চিন্তা করত ও। দশ বছর আগে, রবার্ট জন্ম নেওয়ার পর থেকে মায়ের চোখের মনি হয়ে আছে। পিটার যদি অন্য ধাঁচের মানুষ না হতো, ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠত সে। মা এবং পুত্রের বন্ধন তাকে দারুণ আনন্দ দেয়।

আলেকজান্দ্রার মতো সন্তানপরায়ণা, নিঃস্বার্থ, স্নেহময়ী মা জগতে দুটি আছে কিনা সন্দেহ। সেবার যখন চিকেন পক্সে আক্রান্ত হলো রবার্ট, সে দিনগুলোর কথা জীবনে ভুলবে না পিটার। তখন রবার্টের বয়স পাঁচ, অ্যালেক্স আটচল্লিশ ঘণ্টা ঠায় বসে ছিল সন্তানের শিয়রে। সন্তানের কখন কী লাগে এ চিন্তায় এক গ্লাস পানি পর্যন্ত পান করতে ভুলে গিয়েছিল। পিটার অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখে মেঝেতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে রয়েছে অ্যালেক্স। শরীরে পানি শূন্যতার কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল।

ধাত্রীর গলার স্বরে ঝাঁকি খেয়ে বর্তমান সময়ে ফিরে এলো পিটার।

'বাচ্চা ঠিকই আছে, মিসেস টেম্পলটন। তবে অবস্থা বেগতিক দেখলে আমরা সিজারিয়ান করব।'

অ্যালেক্সের মুখ সাদা হয়ে গেল।

'সিজারিয়ান?'

'ভয় পাবেন না। সিজারিয়ান না-ও লাগতে পারে। এ মুহূর্তে হার্টবিট খুব ভালো দেখাচ্ছে। আপনার বাচ্চা ষাঁড়ের মতোই বলশালী।'

নার্স ম্যাথিউস চেষ্টাকৃত একটি হাসি ফোটাল ঠোঁটে।

ওই হাসিটি যতদিন বেঁচে রইবে মনে থাকবে পিটারের। কারণ তারপরই তার জীবনে শুরু হয়ে যায় দুঃস্বপ্নের বাস্তবতা। ধাত্রী বিদ্যাবিশারদ ডা. ফারার চলে আসেন। ষাট বছর বয়সের লম্বা এক ভদ্রলোক, চোখে চশমা, ঝুলে আছে ছুঁচোর মতো লম্বা নাকের ডগায়, যেন যে কোনো মুহূর্তে উল্টে পড়ে যাবে। মনিটরের সবুজ রেখাটি যেন অদৃশ্য কোনো হাত ক্রমে ওপরের দিকে টেনে তুলছিল। তারপর বিপবিপ শব্দ হতে লাগল। প্রথমে একটি মেশিন থেকে, তারপর দুটি, তারপর তিনটি, সবগুলো যেন পিটারের দিকে তাকিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে চলছিল। চিৎকারগুলো পরিণত হলো অ্যালেক্সের কণ্ঠে। *পিটার! পিটার!* সে অ্যালেক্সের হাত ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। মনে হলো এটি তাদের বিবাহের দিন এবং তার হাত কাঁপছে।

আপনি কি এই মহিলাটিকে আপনার স্ত্রী হিসেবে স্বীকার করছেন?

করছি।

করছি! আমি এখানে আছি, অ্যালেক্স! আমি এখানে, ডার্লিং।

ডাক্তারের গলা *যিশুর দোহাই কেউ একে এখান থেকে নিয়ে যাও।*

পিটারকে কেউ ঠেলে বাইরে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু পিটার যাবে না। সে উল্টো ওই লোকটাকে ধাক্কা দিল। তারপর মেঝেতে হুড়মুড় করে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ। তারপর সমস্ত কোলাহল থেমে গেল, সবকিছু রঙিন হয়ে উঠল। প্রথমে সাদা সাদা কোট, সাদা আলো, এত জোরালো যে ধাঁধিয়ে গেল পিটারের চোখ। তারপর লাল, অ্যালেক্সের রক্তের মতো লাল, সবখানে শুধু রক্ত আর রক্ত; রক্তের নহর বইছে যেন। যেন মুভিসেটের কোনো প্রপ। সবশেষে কালো। যেন মুভিস্ক্রিন মিলিয়ে যাচ্ছে আর পিটার একটি কুয়োর মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, অন্ধকারের গভীর থেকে গভীরে সে ঢুকে যাচ্ছে, তার সামনে তার প্রিয়তমা অ্যালেক্সের নানান ছবি মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠছে।

সে অ্যালেক্সকে দেখতে পেল তার নিজের অফিসে যখন আলেকজান্দ্রার সঙ্গে সাইকোপ্যাথ জর্জ মেলিসের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল।

সে দেখতে পেল বিয়ের সাদা পোশাক পরা দেবদূতের মতো অ্যালেক্সকে। হাসছে। হেঁটে আসছে আইল ধরে।

বদলে গেল ছবি। ফুটে উঠল রবার্টের প্রথম জন্মদিনের দৃশ্য। সারা মুখে চকোলেট কেক মাখানো, খিলখিল হাসিতে ফেটে পড়ছে অ্যালেক্স।

তারপর আজকের সকালের ছবি।

অবশেষে মেয়েটি আসছে আমাদের ঘরে।

ড. টেম্পলটন? ড. টেম্পলটন? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?

উনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন।

জলদি ওঁকে ধরো।

আর কোনো ছবি দেখতে পেল না পিটার। **কেবলই অন্ধকার।**

বাচ্চার কান্না শোনার পরে যেন বাস্তবে ফিরে এলো পিটার।

আধঘণ্টা আগে জ্ঞান ফিরেছে ওঁর। ডাক্তার এবং হাসপাতালের কর্মচারীদের কথা শুনেছে সে, ফর্মে সাইন করেছে। তবু সবকিছু অবাস্তব মনে হচ্ছিল। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারবেন, ড. টেম্পলটন। যে ভয়ানক হেমোরেজ হয়েছিল...

'যে হারে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল...'

'এ তো খুবই অস্বাভাবিক... বোধকরি তার পরিবারে আগেও এরকম ঘটেছে?'

'একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর হার্ট ফেইলিওর ঠেকানো যায় না।'

'আপনার এ ক্ষতির জন্য আমরা গভীরভাবে বেদনাহত।'

পিটার শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে যাচ্ছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে বুঝতে পারছে। নিশ্চয় তাঁরা তাঁদের যথাসাধ্য করেছেন। পিটার তো দেখেছে যখন অ্যালেক্সকে স্ট্রেচারে করে তাঁরা নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন অ্যালেক্সের মুখ ছিল রক্তশূন্য, গায়ের চাদর ছিল রক্তে ভরা। পিটার ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর শ্বাস একবার প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, আবার শ্বাস করছিল। কিন্তু ওটা নিশ্চয় বাস্তবে ঘটছিল না। তা কী করে হয়? তার অ্যালেক্স মরতে পারে না। গোটা ব্যাপারটাই উদ্ভট এবং অসম্ভব। মহিলারা আজকালকার দিনে এ বয়সে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায় না। এটা ১৯৮৪ সাল। আর শহরটি নিউইয়র্ক।

তীক্ষ্ণ, বিলাপপূর্ণ একটি চিৎকার যেন বেরিয়ে আসতে চাইল কোথাও থেকে। ভয়ানক গভীর এ শকের অবস্থাতেও, কোনো আদিম ইন্সটিংক্ট পিটারকে এটি অগ্রাহ্য করতে দিল না। হঠাৎ কে যেন কাপরে মোড়া একটি বান্ডিল তার হাতে তুলে দিল। এবং পিটার পরমুহূর্তে আবিষ্কার করল সে তার মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে, হৃদয়ের চারপাশে যে সুরক্ষিত দেয়ালটি তুলে রেখেছিল পিটার, ওটির শেষ ইটখানাও ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য, একটি নন্দিত মুহূর্তের জন্য তার হৃদয়ে উথলে উঠল প্রকৃত ভালোবাসা।

তারপর ওটি ভেঙে খানখান হয়ে গেল।



বাচ্চাটি পিটার টেম্পলটনের হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে দেখে নার্স ম্যাথিউস দ্রুত শিশুটিকে এক আরদালির হাতে তুলে দিল।

'ওকে জলদি নার্সারিতে নিয়ে যাও। আর একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো।'

নার্স ম্যাথিউস বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে জানে। তবে ভেতরে ভেতরে সে অপরাধবোধে ভুগছিল। এ লোকের হাতে তার বাচ্চাকে তুলে দেওয়া মোটেই উচিত হয়নি। নার্স ম্যাথিউস কোনো ভাবনায় ডুবেছিল? বেচারা এমন একটা শক পেয়েছে। বাচ্চাটা ওর হাত থেকে পড়ে গিয়ে মারাও যেতে পারত।

তবে ম্যাথিউস মনে মনে আত্মপক্ষ সমর্থন করে ভাবছিল পিটারকে তো সুস্থ, স্বাভাবিকই মনে হচ্ছিল। মিনিট পনেরো আগে সে ফর্মে সই করছিল, কথা বলছিল ডা. ফারারের সঙ্গে এবং...

পিটার আরও জোরে চিৎকার করছে। করিডোরের বাইরে, ভিজিটররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, কেউ কেউ ডেলিভারি রুমের কাচের জানালায় গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল।

পিটারকে আবার একজোড়া হাত চেপে ধরল। বাহুতে সুচের তীক্ষ্ণ খোঁচা অনুভব করল সে। জ্ঞান হারাচ্ছে পিটার, ভাবছিল কুয়োর সেই শান্তিময় অন্ধকার তার জীবনে আর ফিরে আসবে না।

এটা কোনো দুঃস্বপ্ন নয়। এটা বাস্তবতা।

তার প্রিয় অ্যালেক্স আর নেই।

পরের দিনটি ছিল গণমাধ্যমের।

সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে আলেকজান্দ্রা ব্ল্যাকওয়েলের মৃত্যু

জনতার কাছে সে চিরদিন আলেকজান্দ্রা ব্ল্যাকওয়েল নামেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইভকে যেমন তার বিবাহপূর্ব পারিবারিক নামেই সবাই চেনে 'টেম্পলটন' কিংবা 'ওয়েবস্টার' পদবির মধ্যে সেই সম্মানটা নেই।

ক্রুগার-ব্রেন্ট উত্তরাধিকারীর চৌত্রিশ বছরেই মৃত্যু।

আমেরিকার ফার্স্ট ফ্যামিলিটি শোক সামলে ওঠার চেষ্টা করছেন।

পত্রিকায় নানান গুজব ছড়াল। বলা হলো আলেকজান্দ্রার আসলে কোনো বাচ্চা হয়নি। সে এইডস হয়ে মারা গেছে।

আরেক পত্রিকা লিখল আলেকজান্দ্রার সুদর্শন স্বামী পিটার টেম্পলটনের পরকীয়া প্রেম ছিল এবং স্ত্রীর জীবনাবসানের জন্য সে ফন্দি এঁটেছিল।

আবার আরেক পত্রিকার ধারণা, এটা ছিল সরকারের ষড়যন্ত্র। তারা চেয়েছে ক্রুগার-ব্রেন্টের শেয়ার মূল্য নামিয়ে এনে বিশ্ব মঞ্চে কোম্পানির বিশাল শক্তিকে সীমাবদ্ধ করে তুলবে।

পিটার টেম্পলটনের মতোই কেউ বিশ্বাস করল না যে স্বাস্থ্যবতী, ধনবতী এক যুবতীকে ১৯৮৪'র গ্রীষ্মে নিউইয়র্কের শ্রেষ্ঠতম মাতৃসদন হাসপাতালে ভর্তি করার চব্বিশ ঘণ্টা পরে তার লাশ মর্গে পাঠাতে হয়েছে।

পরিবার এবং ক্রুগার-ব্রেন্ট প্রেস অফিস প্রস্তরবৎ নীরবতা পালন করার কারণে গুজবে যেন ঘৃতাহুতি হলো। কেট ব্ল্যাকওয়েলের মৃত্যুর পরে কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ব্রাড রজার্স মাত্র একবার ক্যামেরার মুখোমুখি হয়েছিলেন। আটাশি বছর বয়স তাঁর, তবে তাঁকে আরও বুড়ো লাগছিল। মনে হচ্ছিল সাদা চুলের এক প্রেতাত্মা। বাহুল্যবর্জিত, সংক্ষিপ্ত বিবৃতিটি তিনি পড়ছিলেন কাঁপা হাতে ধরে।

আলেকজান্দ্রা টেম্পলটনের করুণ এবং অকাল মৃত্যু পুরোটাই একটি ব্যক্তিগত বিষয়। ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের সঙ্গে মিসেস টেম্পলটনের কোনো অফিশিয়াল ভূমিকা ছিল না এবং তাঁর মৃত্যুতে এই বিরাট কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট কিংবা ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে প্রাসঙ্গিক কোনো প্রভাবও পড়বে না। এই কঠিন সময়ে আমরা পরিবারটির অনুরোধক্রমে তাদের প্রাইভেসির প্রতি সম্মান জানাতে আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ।

সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়েই ব্রাড রজার্স ক্রুগার-ব্রেন্ট সদর দপ্তরের গোলক-ধাঁধার মধ্যে ভীত গুবরে পোকার নিরাপদ আস্তানার সন্ধানের মতো চট করে ঢুকে পড়েছিলেন। তারপর থেকে তাঁর তরফ থেকে আর টুঁ শব্দটি শোনা যায়নি।

অফিসিয়ালি কোনো তথ্য পেতে ব্যর্থ হয়ে, এবং সম্ভবত এর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো নিজেদের ইচ্ছেমতো গল্প ছাপতে শুরু করে। শীঘ্রি গুজবের এমন পাখা মেলতে শুরু করে যে পরিবার বা অন্য কেউ একে বাধা দিতে পারছিল না।

'এই প্রেস রিপোর্টারগুলোর ব্যাপারে কিছু একটা করা দরকার

বাড়িতে, স্টাডি রুমে পিটার টেম্পলটন, পার্শিয়ান কার্পেট, অ্যান্টিক ভিক্টোরিয়ান পিয়ানো, প্রথম সংস্করণ– সব মিলে এটি ছিল অ্যালেক্সের অন্যতম প্রিয় একটি কক্ষ, এখানে সে সারাদিনের কর্মব্যস্ততার শেষে বিশ্রাম নিতে আসত। এ ঘরে খাঁচাবদ্ধ ব্যাঘ্রের

মতো পায়চারি করছে পিটার। হাতে ধরা খবরের কাগজ ধরে নাড়ল।

'এটা দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, বাজারের কোনো ফালতু কাগজ নয়।' খবরটি পড়ার সময় তার কণ্ঠে পরিষ্কার ফুটে উঠল বিতৃষ্ণা *'ধারণা করা হয় আলেকজান্দ্রা ব্ল্যাকওয়েল ইমিউন সিস্টেম জটিলতায় ভুগছিলেন।'* কে ধারণা করছে? এসব আজেবাজে খবর এরা পায় কোত্থেকে?'

ড. বার্নাবাস হান্ট, মোটাসোটা, সান্তাক্লস মার্কা চেহারা, মাথা জোড়া টাক, শুধু কানের দু'পাশে কয়েক গাছি চুল আছে, লাল টকটকে চেহারা, মুখে সারাক্ষণ পাইপ ঝুলছে। তিনিও একজন সাইকিয়াট্রিস্ট, পিটার টেম্পলটনের দীর্ঘদিনের বন্ধু। অ্যালেক্সের মৃত্যুর পরে ঘনঘন আসছেন এ বাসায়।

'ওরা কোত্থেকে খবর পেল তাতে কী এসে যায়? তুমি বরং এসব আবর্জনা না পড়লেই পারো। এসব পাত্তা দিয়ো না।'

'আমি না হয় পাত্তা দিলাম না, বার্নি। কিন্তু রোবি? সারাদিন এসব বিষ ওর কানে ঢুকছে। বেচারা।'

গত কয়েক সপ্তাহে এই প্রথম ছেলের প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করল পিটার। বার্নি ভাবলেন *এটি ভালো লক্ষণ।*

'যেন ওর মা বেশ্যাজাতীয় কেউ ছিল,' রাগে গরগর করছে পিটার। 'কিংবা সমকামী অথবা একটা... একটা মাদকসেবী। এমনকি ওকে এইডস রোগীও বানিয়ে দিয়েছে ওরা...'

আলেকজান্দ্রার মৃত্যুর পরে দেড় মাস কেটে গেছে। শোক এখনও সামলে উঠতে পারেনি পিটার। কাচা ঘায়ের মতো দগদগ করছে বুকে। ক্রুগার-ব্রেন্ট সদর দপ্তরে তার অফিস খালিই পড়ে আছে। যাচ্ছে না পিটার। আলেকজান্দ্রাকে বিয়ে করার সময়ই কেট ব্ল্যাকওয়েলকে বলেছিল সে পারিবারিক ব্যবসায় নিজেকে কখনো জড়াবে না।

'আমি আমার সাইকিয়াট্রিস্ট প্রাকটিস নিয়েই থাকতে চাই, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, অবশ্য আপনার যদি কোনো অমত না থাকে। আমি একজন ডাক্তার, ব্যবসায়ী নই।'

কিন্তু বছর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাটি পিটারকে তার সংকল্প থেকে দূরে সরিয়ে এনেছিলেন। কেট ব্ল্যাকওয়েল আশা করতেন তাঁর পরিবারের পুরুষেরা তাঁর 'ফার্ম'-এর জন্য অবদান রাখবে। কোম্পানিকে তিনি 'ফার্ম' বলেই সম্বোধন করতেন। আর কেট ব্ল্যাকওয়েল একবার যা চেয়েছেন, শেষে সবসময় তা পেয়েছেন।

কিন্তু এখন আলেকজান্দ্রার মতো কেউ নেই। এখন পিটার যদি ফোনের তার খুলে রেখে স্টাডিরুমে বসে সারাদিন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে, তাকে কেউ বাধা দেবে না।

আলেকজান্দ্রার মৃত্যুর আসল ট্র্যাজেডি এ নয় যে পিটার তার জীবন থেকে পালিয়ে যেতে চাইবে। আসলে এটা তার এবং তার পুত্র রবার্টের মধ্যে বিরাট এক পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

রোবি টেম্পলটন বার্নি হান্টের গডসন। জন্মের পর থেকে ছেলেটিকে দেখে আসছেন তিনি, ছেলে এবং মায়ের অসম্ভব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেরও সাথি তিনি। একজন মানোবিজ্ঞানী হিসেবে বার্নি জানেন একটি দশ বছরের ছেলের জন্য তার মাকে হারানো কতটা বেদনাদায়ক হতে পারে। সঠিকভাবে সামাল দিতে না পারলে এ ঘটনা একজনের ব্যক্তিত্বের ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। মৃত মা এবং পর হয়ে যাওয়া বাবা মানসিক রোগীর মতো আচরণের জন্য এ দুটিই প্রধানত দায়ী। সিরিয়াল কিলার, ধর্ষণকারী এবং আত্মঘাতী বোমাবাজরা এসব কারণেই অপরাধের পথ বেছে নেয়। রোবির জন্যও তার মায়ের মৃত্যু একটি অশনিসংকেত বিশেষ। কিন্তু পিটার তা দেখেও দেখছে না। 'ও ঠিকই আছে, বার্নি। ওকে বরং একা থাকতে দাও।'

বার্নি রোবিকে নিয়ে শঙ্কিত কারণ ছেলেটি অত্যন্ত চাপা স্বভাবের, নিজের শোক সে কাউকে বুঝতে দেয়নি। মায়ের মৃত্যুর পরে সে এককোঁটাও চোখের জল ফেলেনি বলে বার্নি নিদারুণ চিন্তিত। যদিও পিটারের দাবি তার ছেলে ঠিকই আছে। অবশ্য তার সাইকিয়াট্রিস্ট মন জানে অন্য কথা। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী পিটার টেম্পলটন মানুষ পিটার টেম্পলটনের যাতনা দ্বারা এতটাই অবরুদ্ধ যে সাময়িকভাবে সে নিজেকে সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

কিন্তু বার্নি হান্টের মনোবিজ্ঞানী মনোভাবের একটুও হেরফের ঘটেনি এবং তিনি সত্যটি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। রোবি তার বাবার জন্য আর্তনাদ করছে। কাঁদছে সাহায্য পাবার জন্য, চিৎকার করছে ভালোবাসা এবং সান্ত্বনা পাবার জন্য।

তবে দুর্ভাগ্যবশত তার এ আর্তনাদ, কান্না এবং চিৎকারের কোনো ভাষা নেই। সবই ঘটছে নিরবে।

পিটার এবং রোবি যখন ভেসে বেড়াচ্ছে দুই ধ্বংসপ্রাপ্ত ভূতের মতো, টেম্পলদের বাড়িতে একটি মানুষ তখন কেবল ছোট একটি আশার প্রদীপ জ্বেলে রাখছে। তার নাম আলেকজান্দ্রা, তার মায়ের নামে নাম, যদিও সবাই তাকে লেক্সি বলে ডাকে, যে শিশুটিকে জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে আলেকজান্দ্রাকে, সে-ই শুধু এ ঘরের একমাত্র আলো।

মায়ের মৃত্যুর জন্য, লেক্সিকে কেউ শোক করতে বলেনি। ফলে সে চিৎকার-চেঁচামেচি করছে, কুঁইকুঁই শব্দ করছে, হাসছে, ছোট ছোট মুঠি নাড়ছে, পৃথিবীতে তার আগমনের কারণে যে শোকাবহ ঘটনাগুলো ঘটে গেল সেগুলো সম্পর্কে সে একেবারেই অজ্ঞ। চিরকুমার এবং সমকামী বার্নি হান্ট বাচ্চাকাচ্চা তেমন পছন্দ করেন না, মনোবিজ্ঞানই যার কাছে জীবন তিনি লেক্সির জন্য একটি ব্যতিক্রম হিসেবে আবির্ভূত হলেন। এত সুন্দর, ঝলমলে শিশু তিনি জীবনে দেখেননি। দেড় মাস মাত্র বয়স লেক্সির, মাথা ভরা নরম সোনালি চুল, বেশ নাদুসনুদুস, মায়ের মতো অনুসন্ধিৎসু ধূসর চক্ষু, চেনা-অচেনা যাকেই দেখুক, তার মুখে ফুটে ওঠে অপূর্ব স্বর্গীয় হাসি। এমন বাচ্চাকে কারই বা আদর করতে ইচ্ছে করে না?

তবে লেক্সি সবচেয়ে হাসে তার ভাইকে কাছে পেলে। হাসপাতাল থেকে বাড়ি আনার পর থেকে বোনের ন্যাওটা হয়ে গেছে রোবি। স্কুল শেষে বাড়ি ফিরেই সে ছুটে যায় লেক্সির কাছে, ম্যাটার্নিটি নার্সের বিরক্তি উৎপাদন করে বোনকে সরাসরি দোলনা থেকে তুলে নেয় কোলে। এমনকি মাঝরাত্তিরে লেক্সি কোনো কারণে কেঁদে উঠলেও সে একই কাজ করে।

'এত ভয় পাবার কিছু নেই, মাস্টার রবার্ট।'

ধৈর্য ধরার চেষ্টা করে নার্স। শত হলেও ছেলেটি মাত্রই তার মাকে হারিয়েছে।

'শিশুরা কাঁদবেই। তার মানে এ নয় যে ওদের কোনো অসুখ করেছে।'

রোবি মহিলার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকায়।

'তাই নাকি? আপনি কী করে জানেন?'

নরম কাশ্মীরি কম্বল সরিয়ে বোনকে বুকে তুলে নেয় রোবি, দোলা দিতে থাকে তার কান্না বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত। রাত তখন দুটো, নার্সারির জানালার বাইরে, ম্যানহাটনের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ জোছনা বিলোচ্ছে।

তুমি কি ওখানে আছ মা? আমাকে দেখতে পাচ্ছ? দেখছ আমি কীভাবে আমার বোনের খেয়াল রাখছি?

সবাই, এমনকি বার্নিও ভেবেছিলেন রোবি হয়তো বাচ্চাটিকে সহ্য করতে পারবে না। ওর প্রতি হিংসাত্মক হয়ে উঠবে, মায়ের মৃত্যুর জন্য ওকেই দোষারোপ করবে। কিন্তু ছোট বোনের প্রতি বড় ভাইয়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা দিয়ে রোবি বুঝিয়ে দিয়েছে সবার ধারণা কত ভুল।

লেক্সি ছিল রোবির থেরাপি– লেক্সি এবং তার প্রিয় পিয়ানো। শীতল, হাতির দাঁতের চাবিগুলো আঙুলের স্পর্শ পেলেই রোবি চলে যায় অন্য সময়ে, অন্য কোনোখানে। অন্য সবকিছুতে বিস্তৃত হয়ে যায় সে, যন্ত্রটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে, পিয়ানোটি হয়ে যায় তার শরীর এবং আত্মা। ওই সময় সে অনুভব করে তার মা তার সঙ্গে আছে।

'রবার্ট ডার্লিং, উঁকি মারতে হবে না। চলে এসো।'

পিটারের কণ্ঠের জোর করা আন্তরিকতার সুর শুনে বাস্তবে ফিরে এলেন বার্নি হান্ট। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন তার ঈশ্বরপুত্রটি দোরগোড়ায় কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

'বার্নি চাচা এখানে আছে। তাকে এসে হ্যালো বলো।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল রোবি।

'হাই, বার্নি চাচা।'

ওকে তো কখনো নার্ভাস দেখিনি, ভাবলেন বার্নি। *ও কিসে ভয় পাচ্ছে? ওর বাবাকে?*

তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। রোবির পিঠ চাপড়ে দিলেন।

'হেই, চান্দু। চলছে কেমন সব?'

'ভালো।'

মিথ্যা কথা।

'তোমার বাবার সঙ্গে তোমাকে নিয়েই কথা বলছিলাম। আলোচনা করছিলাম স্কুলে তোমাকে নিয়ে কেউ কিছু বলছে কিনা।'

বিস্মিত দেখাল রোবিকে। 'স্কুল?'

'হুঁ। স্কুলের বাচ্চাগুলো তোমাকে আজেবাজে কোনো কথা বলছে না তো? কাগজে যেসব খবর ছাপা হচ্ছে তা নিয়ে?'

'না তো! স্কুলে সব ঠিক আছে। স্কুলে যেতে আমার ভালোই লাগে।'

স্কুলে যেতে ওর ভালো লাগে কারণ এ দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে ও মুক্তি পায়।

'তুমি কি আমাকে কিছু বলতে এসেছিলে, রবার্ট?'

পিটারের গলার স্বর তীক্ষ্ণ, বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। সে ডেস্কের পেছনে চুপচাপ বসে রইল। তার ছেলে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো, যেন ফায়ারিং স্কোয়াডে যাচ্ছে কয়েদি। রোবি এখন না এলেই খুশি হতো পিটার।

পিটার টেম্পলটন তার ছেলেকে ভালোবাসে। জানে ছেলের প্রতি সে ঠিকমতো খেয়াল রাখতে পারছে না। তবে ছেলেটির দিকে তাকালেই প্রচণ্ড রাগ উঠে যায় তার শরীরে। এমন রাগ যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। রোবি এবং আলেকজান্দ্রার বন্ধন, যা তারা একদা শেয়ার করত, পুত্র এবং মাতার যে ভালোবাসার সম্পর্ক খুব উপভোগ করত পিটার, এখন সে জায়গা দখল করেছে ঈর্ষাপরায়ণ ক্রোধ। যেন রোবি সেই ঘণ্টাগুলো তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল, অ্যালেক্সের সঙ্গে সেই সীমাহীন প্রেমময় মুহূর্তগুলো। এখন চিরদিনের জন্য চলে গেছে অ্যালেক্স। আর পিটার ওই মুহূর্তগুলো ফিরে চায়।

সে জানে এটা পাগলামি। রবার্টের এতে কোনোই দোষ নেই। কিন্তু প্রচণ্ড রাগটা তার হৃদয় ঝলসে দিচ্ছে অ্যাসিডের মতো। মজার ব্যাপার হলো, পিটার লেক্সির জন্য ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করে না, যে শিশুটি অ্যালেক্সের মৃত্যুর জন্য দায়ী। তার শোকাতুর মনে লেক্সি তার মতোই একজন ভিক্টিম মাত্র। বেচারি তার মাকে দেখতে পর্যন্ত পারেনি। কিন্তু রবার্ট? রবার্ট একটা চোর। সে পিটারের কাছ থেকে আলেকজান্দ্রাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। এজন্য পিটার কোনোদিন তাকে ক্ষমা করতে পারবে না।

এখনও পিটার মাঝে মাঝে শুনতে পায় ছেলেটা তার মা'র সঙ্গে কথা বলছে।

মা, তুমি কি ওখানে আছ? মা, আমি তোমার ছেলে বলছি।

রোবি পিয়ানোয় বসে, মুখে ফুটে থাকে সুন্দর একটি হাসি, এবং পিটার জানে অ্যালেক্স তার ছেলের সঙ্গে আছে, তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, আদর করছে, জড়িয়ে ধরে রেখেছে। কিন্তু পিটার রাতের বেলা অ্যালেক্সের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে তখন কাউকে দেখতে পায় না সে। ঘরে কবরের অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা ছাড়া কিছু থাকে না।

'না, বাবা,' প্রায় ফিসফিসে শোনাল রোবির কণ্ঠ। 'আমি কিছু বলতে আসিনি।

আ... আমি পিয়ানো বাজাতে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, পরে আসবখন।'

'পিয়ানো' শব্দটি শোনামাত্র পিটারের চোয়ালের একটি পেশি তিরতির করে লাফাতে লাগল। সে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে টেবিলে একটি পেন্সিল ঠুকঠুক করছিল। ওটা ধরে এমন জোরে চাপ দিল যে মট করে ভেঙে গেল।

কপাল কোঁচকালেন বার্নি হান্ট। 'তুমি ঠিক আছ?'

'হুঁ।'

কিন্তু ঠিক নেই পিটার। ভাঙা পেন্সিল গেঁথে গিয়ে রক্ত পড়ছে হাত দিয়ে। ডেস্কের পালিশ করা চকচকে কাঠের ওপর ধীরে এবং ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়তে লাগল।

গড সনের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয়তা দেয়ার ভঙ্গিতে হাসলেন বার্নি। 'আমাদের বেশিক্ষণ লাগবে না। পাঁচ মিনিট। তারপর তোমার কাছে আসছি। ক্যাচ খেলব, কেমন?'

'আচ্ছা।'

লাজুক হেসে চলে গেল রোবি। যেমন নিরবে এসেছিল তেমনিভাবে।

বার্নি বুক ভরে দম নিলেন। 'তুমি জানো, পিটার, বাচ্চাটার তোমাকে দরকার। ও-ও শোকে কাতর। ও...'

হাত তুলল পিটার। 'এসব নিয়ে আগেও আমরা কথা বলেছি, বার্নি। রবার্ট ঠিক আছে। তোমার যদি চিন্তা করতেই হয় তাহলে এই ফালতু কাগজগুলো নিয়ে মাথা ঘামাও। এগুলো এখন আমার জন্য সমস্যা। বুঝেছ?'

বার্নি হান্ট মাথা ঝাঁকালেন।

রবার্টের জন্য তাঁর মন খারাপ লাগছে। খুব মন খারাপ হচ্ছে। কিন্তু ওর জন্য তাঁর কিছুই করার নেই।



চোখ বুজল ইভ ব্ল্যাকওয়েল, এমন কিছু কল্পনা করার চেষ্টা করল যাতে তার রেতঃপাত হয়।

'ভালো লাগছে, বেবি? মজা পাচ্ছ তো?'

কিথ ওয়েবস্টার, তার স্বামী, ঘামে ভিজে সপসপে শরীর, মহা উত্তেজিত টেরিয়ার কুকুরের মতো পেছন থেকে চড়াও হয়েছে। জোরে জোরে ধাক্কা মারছে। ইভ গর্ভবতী হলেও প্রতিদিন তার ওটা করা চাই। ইভের ডেলিভারির সময় ঘনিয়ে আসছে, পেট এমন স্ফীত যে পেছন থেকে কুকুর স্টাইলে উপগত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবে ইভ এতে খুশিই কারণ কিথের দুর্বল, সরু ছুঁচো মুখটা তাকে দেখতে হচ্ছে না। প্রতিবার যৌন মিলনের সময় উত্তেজনায় কিথের চেহারা দুমড়ে মুচড়ে এমন কিম্ভূত আকার ধারণ করে যে ওদিকে তাকাতেই বিশ্রী লাগে ইভের।

অবশ্য এটাকে যদি যৌন মিলন বলা যায়। কিথের পুরুষাঙ্গটি এতই ছোট যে ইভের জন্য তা রীতিমতো বিরক্তিকর। তবু সে নকল রাগমোচনের ভঙ্গি করল।

'দারুণ লাগছে, ডার্লিং! আমার প্রায় হয়ে এলো!'

এবং অতীতের কিছু দারুণ দারুণ স্মৃতি মনে করতে সত্যি অর্গাজম ঘটল ইভের।

তার বয়স তখন তেরো, বিবাহিত ইংরেজির শিক্ষক মি. পারকিনসনকে সিডিউস করছে ইভ। তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে চিৎকার-চেঁচামেচি করে বেচারার জীবনটাই বরবাদ করে দিয়েছিল ও। অবশ্য এটা লোকটার পাওনা ছিল। ওদের সকলেরই পাওনা ছিল।

তখন সুইটজারল্যান্ডের স্কুলে পড়ে সে এবং আলেকজান্দ্রা। পাশের মিলিটারি একাডেমির প্রতিটি ছাত্র এবং শিক্ষকের সঙ্গে যৌন অভিজ্ঞতা হয়েছিল ওর। কী যে দারুণ উত্তেজক ছিল সেই দিনগুলো যখন পুরুষগুলো ওর একটু পরশ পাবার আশায় হুমড়ি খেয়ে পড়ত পদতলে।

ডার্ক হারবারের সাগরে জর্জ মেলিসকে ছুরি মেরে হত্যা করেও দারুণ আনন্দ পেয়েছিল ইভ। গলা কাটা জর্জ, দরদরিয়ে রক্ত ঝরছে, হত্যাকারী ইভকে চিনতে পেরে তার চোখে-মুখে সে কী বিস্ময়! ওই দৃশ্য মনে করেও বেশ কয়েকবার রেতঃপাত হয়েছে ইভের।

দুনিয়াবাসী জানত আলেকজান্দ্রা ব্ল্যাকওয়েলের প্রথম স্বামী জর্জ মেলিস। কিন্তু বাস্তবে সে ছিল এক ধর্ষকামী প্লেবয় এবং মহা মিথ্যুক যে একবার ইভকে ধর্ষণ করেছিল, ভয়ঙ্কর অত্যাচার করেছিল। এ অপরাধের সাজা সে পেয়েছে নিজের জীবনের বিনিময়ে।

তবে জর্জ মেলিসের আসল পরিচয় কোনোদিনই জানতে পারেনি অ্যালেক্স। কোনোদিন জানেনি জর্জ তার শয়তান যমজ বোন ইভের সঙ্গে পরকীয়া করছে; জানেনি অ্যালেক্সের সংক্ষিপ্ত বিবাহিত জীবনের পুরোটা জুড়েই ইভ এবং জর্জ প্রেমিক যুগল ছিল; জানতে পারেনি ওরা ওকে হত্যা করে তার উত্তরাধিকার দখলের মতলব করেছিল; এটাও জানতে পারেনি পরিকল্পনা ভেস্তে গেলে ইভ জর্জকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল।

অ্যালেক্স কোনোদিন সত্যটা জানতে পারেনি। কিন্তু ইভ জানে। ইভ সব জানে।

জর্জকে হত্যা করতে একটুও হাত কাঁপেনি ইভের। বরং কাজটা সে উপভোগ করেছিল।

ধাক্কার বেগ বাড়িয়ে দিল কিথ ওয়েবস্টার, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে, সে পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর বড় বড় বক্ষজোড়া চেপে ধরল।

'ওহ্, ক্রাইস্ট ইভ, আই লাভ য়ু! আয়াম কামিং বেবি, আয়াম কামিং!'

সে গোঁ গোঁ করে গুঙিয়ে উঠল। ইভ তখন জর্জ মেলিসের মৃত্যু দৃশ্য স্মরণ করছে। জর্জের বদলে কিথের মুখটা কল্পনায় খাড়া করল সে, মৃত্যু যন্ত্রণায় মুচড়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে রাগমোচন ঘটল ইভের।

ভেজা পাথরের গা থেকে ব্যাঙ খসে পড়ার মতো ইভের পিঠ থেকে পিছলে বিছানায় শুয়ে পড়ল কিথ। বালিশে মাথা দিয়ে চোখ বুজে রইল। তৃপ্তির ছাপ চোখে মুখে। 'দারুণ মজা পেয়েছি। তুমি ঠিক আছ তো বেবি? বাচ্চা ঠিক আছে তো?'

ইভ তার স্ফীত উদরে সস্নেহে হাত বুলাল। 'বাচ্চা ঠিক আছে, ডার্লিং। তুমি কিছু ভেবো না।'

স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার পর থেকে মহা উল্লসিত কিথ ওয়েবস্টার। একই সঙ্গে চিন্তিতও। তবে কয়েক সপ্তাহ আগে আলেকজান্দ্রার মৃত্যু তার দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে দশগুণ। সবাই জানে ইভ এবং আলেকজান্দ্রার মা সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় মারা যান। একই দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হয়েছে আলেকজান্দ্রাকেও। ইভের নিয়তিতেও তাই লেখা আছে কিনা কে জানে। হয়তো অদৃশ্য কোনো জেনেটিক ত্রুটি ঘাপটি মেরে আছে আঁধারে, অপেক্ষা করছে তার প্রিয়তমাকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেবে।

ইভ ব্ল্যাকওয়েলকে প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেলেছিল কিথ ওয়েবস্টার। এ কথা সত্য, বিয়ের কিছুদিন বাদে সে স্বেচ্ছায় স্ত্রীর মুখখানা অপারেশন করে বিকৃত করে দিয়েছিল। ইভের চোখের কোণের ভাঁজ দূর করার কথা বলে তার অপূর্ব সুন্দর মুখখানা ধ্বংস করে দিয়েছে চিরতরে।

প্রথমে ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিল ইভ। রেগে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। তবে এখন ব্যাপারটি বুঝতে পারছে সে। কিথকে কাজটা করতেই হতো। এ ছাড়া কোনো উপায়ই

ছিল না। ইভের অনিন্দ্য সুন্দর চেহারার কারণে তাকে হারানোর ভয় সবসময় কাজ করত কিথের মধ্যে। হয়তো ইভ তাকে ছেড়ে এমন কোনো লোকের কাছে চলে যাবে যে ইভকে তার মতো করে কোনোদিন ভালোবাসতে পারবে না। জর্জ মেলিসের মতো লোক যে একবার ইভকে পিটিয়ে প্রায় মেরেই ফেলছিল। ওই হামলার পরে কিথ ওয়েবস্টারই প্লাস্টিক সার্জারি করে ইভের জখম হওয়া মুখ ঠিক করে দেয়, ফিরিয়ে দেয় তার অবিকল আগের চেহারা। ইভ তার প্রতি ভীষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল। ওইসময়ই ইভের প্রেমে পড়ে যায় কিথ।

তবে কিথ ওয়েবস্টার কাউকে কিছু দিলে তা আবার কেড়েও নিতে জানে।

আর এ শিক্ষাটাই দেওয়া দরকার ছিল ইভকে।

অন্যদের চোখে তার স্ত্রীর ক্ষতবিক্ষত মুখখানা ভয়ঙ্কর মনে হলেও কিথের কাছে তা মোটেই মনে হয় না। তার চোখে ইভ সবসময়ই সুন্দরী থাকবে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর প্রাণী।

নিজের চেহারা নিয়ে কিথ ওয়েবস্টারের কোনো ভ্রান্ত ধারণা নেই। আয়নায় তাকালে সে দেখতে পায় প্রায় টাক মাথা ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন একজন মানুষকে। মাথায় অল্প ক'গাছি বালুরঙা চুল ছাড়া বাকিটা পাথরের মতো নিরেট। কোনো নারী কোনোদিন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। ইভকে ব্ল্যাকমেইল করে (কিথ জানত সে জর্জ মেলিসকে হত্যা করেছে এবং কিথকে বিয়ে না করলে পুলিশের কাছে যাবার ভয় দেখিয়েছিল) সে বিয়ে করেছে এবং এজন্য তার কোনো অপরাধবোধ নেই। কিন্তু এছাড়া ইভকে পাবার অন্য কোনো উপায় কি তার ছিল? না, ছিল না।

ইভের ফুলে থাকা পেটের ওপর একটি হাত রাখল রতিতৃপ্ত কিথ ওয়েবস্টার। ফটোগ্রাফারদের ভয়ে ইভ ঘরের বারই হয় না, প্রায় কয়েদির জীবন বেছে নিয়েছে তাদের বিলাসবহুল পেন্থহাউজ অ্যাপার্টমেন্টে। দীর্ঘ, একাকী মুহূর্তগুলো তাকে কাটিয়ে দিতে হয় কিথের খেয়াল চরিতার্থে। কিথ বাবা হওয়ার স্বপ্ন দেখত। তার স্বপ্ন এবারে পূরণ হতে চলেছে।

একজন মানুষের আর কী চাই?

ইভ সকালে প্রায়ই বমি করছে। কিথ যদিও জানে ইভ তার যমজ বোনকে ভালোবাসত না তবু আলেকজান্দ্রার আকস্মিক মৃত্যু তাকে ভীত করে তুলেছে।

তবে প্রসবের এখনও কয়েক সপ্তাহ বাকি।

মাথা নামিয়ে সে স্ত্রীর পেটে চুমু খেল, অনাগত সন্তানের উদ্দেশে বিড়বিড় করে কিছু সোহাগভরা কথা বলল।

শীঘ্রি জন্ম নেবে সন্তান। সকল সমস্যা দূর হয়ে যাবে। বিস্মৃত হবে অতীতের ব্যথা-বেদনা।



প্রসব বেদনা উঠেছে ইভ ব্ল্যাকওয়েলের। দীর্ঘস্থায়ী এবং দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক। হাসপাতালের জানালার নিচে যখন ব্লাডহাউন্ডের মতো জড়ো হয়েছে প্রেসের লোকজন, ওইসময় গত ষোল ঘণ্টা ধরে তীব্র প্রসব বেদনায় ছটফট করছে ইভ। মনে হচ্ছে তীব্র ব্যথায় তার শরীরটা ছিঁড়েখুঁড়ে যাবে।

'আপনি পেইন রিলিফ সত্যি নেবেন না, মিসেস ওয়েবস্টার? একটা পেথিড্রিন ইনজেকশন দিলেই খিঁচুনিটা কমে যেত।'

'আমার নাম ব্ল্যাকওয়েল,' দাঁতে দাঁত চেপে হিসিয়ে উঠল ইভ। 'এবং জবাব হচ্ছে 'না'।'

ইভ জিদ ধরে আছে। কোনো ওষুধ সে খাবে না। কোনো পেইন রিলিফ নেবে না। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে সন্তান সম্ভবা হয়েছে। তার শত্রুদের ওপর সে শোধ তুলবে এবং তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া ক্রুগার ব্রেন্টের উত্তরাধিকার পুনরায় দাবি করবে। তার বাচ্চা তার যন্ত্রণার মধ্যে থেকেই জন্ম নিক। জন্মের পরপরই সে যেন প্রথম শব্দটি শোনে তার মায়ের চিৎকার।

কিথ ওয়েবস্টার ভেবেছে তাদের ভালোবাসাবাসির ফসল এই সন্তান। কী নির্বোধের মতো চিন্তা! উঁচু গলায় হেসে উঠল ইভ।

সত্য এটাই যে ইভ তার স্বামীকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। এতই ঘৃণা তার ত্বক থেকেও যেন ঘৃণার গন্ধটা নির্গত হয়।

পাঁচ বছর আগে কিথ যখন তার মুখের ব্যান্ডেজ সরিয়ে ফেলেছিল, আয়নায় নিজের কুৎসিততম বিভীষিকাময় চেহারাটা দেখে চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল ইভ। তারপরের কয়েক সপ্তাহ সে শুধু হাউমাউ করে কেঁদেছে আর প্রচণ্ড রাগে ফুঁসেছে। তার আবেগগুলো প্রথম শক তারপর অবিশ্বাস এবং শেষে আতঙ্কে গিয়ে ঠেকে। শুরুর দিকে এমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল ইভ যে পাগলের মতো আঁকড়ে ধরে রেখেছিল কিথকে।

হ্যাঁ, কিথ তার চেহারাটা নষ্ট করে দিয়েছে বটে তবে কিথ ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ ছিলও না তার। কিথ ওকে সুরক্ষা না দিলে একপাল নেকড়ের মাঝে পড়ে যাওয়ার ভীতি কাবু করে ফেলেছিল ইভকে। ভয় পাচ্ছিল বাগে পেলে জানোয়ারগুলো তাকে টুকরো করে ফেলবে। তবে সময় গড়াতে থাকে এবং কিথ তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার দুশ্চিন্তা

মাথা থেকে দূর করে দেয় ইভ। সে আমোদিত আতঙ্ক নিয়ে আবিষ্কার করে এ লোকটার এমনই মানসিক বৈকল্য ঘটেছে যে ইভ তার চোখে এখনও সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়া। কিথ ওয়েবস্টার ইভ ব্ল্যাকওয়েলকে এক দানবীতে পরিণত করেছিল *দ্য বিস্ট অব ব্ল্যাকওয়েলস।* তবে সে শুধু কিথের দানবী।

'বাচ্চাটা আসতে শুরু করেছে মিসেস ওয়েব– ব্ল্যাকওয়েল। ওর মাথাটা দেখতে পাচ্ছি!'

নার্সগুলো দাঁত বের করে হাসছে কেন? ওরা কি ইভের কষ্টটা বুঝতে পারছে না? ইচ্ছে করছে ওদের মাথা ঠুকে দেয়।

কিথ ডেলিভারির সময় থাকতে চেয়েছিল। মানা করেছে ইভ। তাই সে এখন ওয়েটিং রুমে বসে আছে।

'আরেকবার পুশ করুন! এইতো প্রায় এসে গেছে!'

ব্যথাটা যে কী অসহ্য। এখনও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেনি দেখে অবাকই লাগছে ইভের। যেন একটা স্রোত ওকে টানছে। একটা সময় জরায়ুর ভেতরের শিরশিরে অনুভূতি ছাড়া আর কোনো অনুভূতি ওর মধ্যে কাজ করল না।

অ্যালেক্সের কথা ভাবছে ও, প্রথমবারের মতো বুঝতে পারছে তার বোনের মৃত্যুটা শারীরিকভাবে কতটা যাতনাময় এবং ভয়ানক ছিল।

ভালোই হয়েছে ও যন্ত্রণা পেয়ে মরেছে।

ইভের মনে আছে সে তার যমজ বোনকে হত্যা করতে কতরকম চেষ্টাই না করেছিল ওদের পঞ্চম জন্মদিনের পার্টিতে সে আলেকজান্দ্রার নাইটগাউনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল; ঘোড়ায় চড়ার সময় দুর্ঘটনার ভান করে মারতে চেয়েছে, বোট সেইলিংয়ে গিয়ে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে, অবশেষে জর্জ মেলিসের সঙ্গে মিলে খুনের পরিকল্পনা করেছিল। জর্জ কপর্দকহীন এবং সাইকোটিক, তার ধনী প্লেবয়ের ভূমিকা পুরোটাই সাজানো জেনেও ইভ তাকে তার বোনকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিয়ে করার ইন্ধন যুগিয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল জর্জ অ্যালেক্সের বিশ্বাস অর্জন করবে, তার নামে নতুন উইল করতে পেছনে লেগে থাকবে যাতে সমস্ত সম্পত্তি জর্জের হাতে চলে আসে, সঙ্গে ক্রুগার-ব্রেন্টের কর্তৃত্বও, তারপর আলেকজান্দ্রাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়ে ইভের সঙ্গে সে বিষয় বৈভব ভাগাভাগি করে উপভোগ করবে।

কিন্তু আলেকজান্দ্রা কীভাবে যেন ইভের প্রতিটি ফাঁদ টপকে যাচ্ছিল। শয়তানীটা জন্মদিনের সেই মোমবাতির মতো যেটিকে বারবার ফুঁ দিয়েও নেভানো যায় না। এখন অবশ্য আলেকজান্দ্রা নেই, নিভে যাওয়া মোমবাতির মতোই ফুঁস করে তার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর।

আলেকজান্দ্রা ব্ল্যাকওয়েল, ক্রুগার-ব্রেন্টের উত্তরাধিকারী এবং বিখ্যাত সুন্দরী, সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে।

তীক্ষ্ণ পাশবিক একটা আওয়াজ শুনল ইভ। বুঝতে এক মুহূর্ত সময় লাগল যে এটি

তারই কণ্ঠস্বর, ব্যথার শেষ খিঁচুনিতে আর্তনাদ করছে। কয়েক সেকেন্ড পরে দুই উরুর ফাঁকে গরম ভেজা ভেজা একটা অনুভূতি হলো ওর। পিচ্ছিল, গায়ে রক্তমাখা, শরীরে মোমের মতো সাদা সাদা শ্লেষ্মা জড়ানো একটি ছোট্ট শরীরকে হাতে তুলে নিয়েছে ধাত্রী নার্স।

'ছেলে হয়েছে!'

'অভিনন্দন, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল।'

একজন নার্স নবজাতকের কর্ড কেটে দিল। আরেকজন তোয়ালে দিয়ে মুছে দিল গা।

চরম শারীরিক শ্রান্তি এবং রক্তক্ষরণে দুর্বল ইভ ঘামে ভেজা চাদরে আবার এলিয়ে দিল গা। দেখছে নার্সরা বাচ্চাটার শরীর পরিষ্কার করছে, তাকে পরীক্ষা করে দেখছে, চার্টে কিসব লিখছে। হঠাৎ আতঙ্ক গ্রাস করল ওকে।

'ওর কী হয়েছে?' ঝট করে উঠে বসল ইভ। 'ও কাঁদছে না কেন? ও কি মারা গেছে?'

হাসল দাই। 'ও সম্পূর্ণ ঠিক আছে, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। নিজেই দেখুন না।'

সাদা বান্ডিলটিকে হাতে নিল ইভ। নবজাতকের গায়ের রক্ত এবং শ্লেষ্মা মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে। ইভ তাকিয়ে রইল ছোট, জলপাইরঙা একটি মুখের দিকে। বাচ্চাটির মাথাভর্তি নীলচে কালো চুল। নাক-মুখ অসাধারণ কিছু নয় তবে বড় বড় বাদামি চোখজোড়া দারুণ। চোখের পাপড়িগুলো বড় বড়। ছেলেটি ইভের দিকে তাকিয়ে আছে, নিরবে দেখছে তার মাকে। গোটা দুনিয়ার কাছে ইভ বিকট এবং বীভৎস একটা মানুষ। কিন্তু তার বাচ্চার কাছে সে তার দুনিয়া।

ইভ ভাবল *ও বুদ্ধিমান। ধূর্ত, ছোট্ট জিপসির মতো।*

হাসল ইভ। এবং অসম্ভব হলেও মনে হলো বাচ্চাও যেন তার দিকে তাকিয়ে হাসি দিল।

'ওর নাম ঠিক করেছেন?'

মুখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত ইভ। বলল, 'ম্যাক্স। ওর নাম ম্যাক্স।'

ইভ একটা মাত্র কারণে কিথ ওয়েবস্টারের সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে। কারণ তার দুষ্কর্মের একজন সহযোগী দরকার। এমন কেউ যাকে সে নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলবে, নিজের ঘৃণা তার মধ্যে জাগিয়ে তুলবে এবং তাকে পৃথিবীর বুকে ছেড়ে দেবে। সেইসব কাজ করতে যেগুলো নিজের ঘরে বন্দী থেকে কখনো করতে পারেনি ইভ।

কিথ ওয়েবস্টার তার যে দশা করেছে ম্যাক্সকে দিয়ে তার শোধ নেবে ও।

ম্যাক্স ওর কাছে ফিরিয়ে আনবে ক্রুগার-ব্রেন্ট।

ম্যাক্স ওর পুজো করবে, ওকে মান্য করবে, ওর আদেশ মেনে চলবে যেভাবে প্রতিটি পুরুষ একদা তার আরাধনা করত, ওর স্তাবক ছিল, ওর প্রতিটি নির্দেশ শিরোধার্য করত। কিথ ওর চেহারাটা নষ্ট করে দেয়ার আগে।

'নক নক।'

হাতে গোলাপের বিরাট তোড়া নিয়ে উদয় হয়েছে কিথ ওয়েবস্টার। এক নার্সের হাতে গোলাপের তোড়াটি দিয়ে সে ইভকে নিতান্তই অবহেলায় কপালে একটি চুমু খেয়ে ছেলেকে কোলে তুলে নিল।

'ও... ও সুন্দর,' আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো কিথের। ইভ মুখ তুলে দেখে তার স্বামীর গাল বেয়ে আনন্দাশ্রু বইছে।

'ধন্যবাদ, ইভ। ধন্যবাদ, ডার্লিং। তুমি জানো না ও... আমার সন্তান আমার জন্য কী।'

ইভ সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে হাসল।

'ইউ আর ওয়েলকাম, কিথ।'

এবং সে শান্তিময়, স্বপ্নহীন ঘুমের জগতে তলিয়ে গেল।



পার্ক এভিনিউর ক্রুগার-ব্রেন্ট ভবনের রিভলভিং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢোকার সময় পেটের ভেতরে সেই পরিচিত শিরশিরে অনুভূতিটি জাগল রোবি টেম্পলটনের।

'গুডমর্নিং, মি. রবার্ট।'

'নাইস টু সি ইউ অ্যাগেইন, মি. রবার্ট।'

'আপনার বাবা কি আপনাকে আশা করছেন?'

এখানকার সবাই ওকে চেনে। ধূসর রঙা ফ্ল্যানেলের কোম্পানি ইউনিফর্ম পরা রিসেপশনিস্ট, সিকিউরিটি গার্ড, এমনকি ঝাড়ুদার হোসে পর্যন্ত। পনেরো বছরের রবার্ট টেম্পলটন হলো কেট ব্ল্যাকওয়েলের প্রপৌত্র, পৃথিবী যার পদতলে। একদিন সে কোম্পানির সিইও এবং চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেবে।

ওরা তাই বলে।

এতটুকুন বাচ্চা বয়স থেকে মায়ের সঙ্গে এই ভবনে আসত রোবি। মার্বেল পাথরের অট্রিয়াম, ছয় ফুট দৈর্ঘ্যের ফুলের ছোট বাগান, দেয়ালে ঝোলানো বহুমূল্য আধুনিক চিত্রশিল্প ইত্যাদি ছিল রোবির প্লেরুম। সে এলিভেটরে ঢুকে উঁকি মারার খেলা খেলত, লুকোচুরি করত লম্বা কর্পোরেট করিডোরে। কেট ব্ল্যাকওয়েলের সুইভেল চেয়ারে বসে মাথা ঝিমঝিম না করা পর্যন্ত ঘুরতেই থাকত।

সারাজীবন এ জায়গাটাকে ভালোবাসার চেষ্টা করেছে রোবি। আবেগ এবং নস্টালজিয়াকে ছুঁতে চেয়েছে। কিন্তু লাভ হয়নি। চিরচেনা রিভলভিং ডোর দিয়ে ঢোকার সময় বরাবরের অনুভূতিটিই হয়েছে তার মনে হয়েছে নরকের দরজা দিয়ে ঢুকছে।

নিজের সপ্তম জন্মবার্ষিকীর কথা মনে পড়ে যায় রোবির। তার প্রপিতামহী কেট তাকে একটি দারুণ উপহার দেবেন বলেছিলেন।

'খুবই চমৎকার একটি উপহার দেব আমি তোমাকে, রবার্ট। তবে এ কথা তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ যেন না জানে।'

রোবির মনে আছে উত্তেজনায় সে আগের রাতে ঘুমাতেই পারেনি। *খুবই চমৎকার উপহার।* FAO শোয়ার্টজে ওকে বেড়াতে নিয়ে যাবেন বড় নানী? নাকি ওরা চাক ই. চিজে খেতে যাবে? অথবা ডিজনিল্যান্ডে ঘুরতে যাবে?

কেট যখন ওকে নিয়ে নিরস অফিস ভবনের দরজা খুলে ভেতরে যাচ্ছিলেন রোবি

ভাবছিল বড় নানী অফিসেই বোধহয় তার জন্য উপহারটি লুকিয়ে রেখেছেন। কোনো সুন্দর ছাতা? অথবা মিকি মাউসের কান?

'না, সোনা,' বললেন তিনি, তার ঘোলাটে চোখে ছলছল করছিল আবেগ যার মর্ম বুঝতে পারছিল না ছোট্ট রোবি। 'এটাই তোমার সারপ্রাইজ। তুমি জানো আমরা কোথায় এসেছি?'

বিরসবদনে মাথা ঝাঁকায় রোবি। এটা তার বাবার অফিস। এখানে সে তার মায়ের সঙ্গে বহুবার এসেছে এবং এ জায়গাটি তার মোটেই ভালো লাগেনি। এটা আকারে খুবই বড় এবং শূন্য। জোরে চিৎকার দিলে দেয়ালে তা প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে। যদিও ব্যাপারটা ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারবে না রোবি তবু তার মনে হয় এ অফিসে এলে তার বাবারও মন খারাপ হয়ে যায়। ওদের দুজনের কারোরই জন্য উপযুক্ত নয় এ স্থান।

কিন্তু ওর বড় নানীর দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম।

'এ আমাদের রাজ্য, রোবি। আমাদের প্রাসাদ। একদিন আমি চলে যাব এবং তুমি বড় হবে। এর সবকিছু তোমার হবে। তুমিই এর মালিক হবে।'

রোবির হাতে চাপ দেন তিনি। রোবি ভাবছিল তার বড় নানী আসলে কী বলার মতলব করছেন এবং কতক্ষণ ধরে তিনি বকবক করে চলবেন। সে তার বড় নানীকে খুব ভালোবাসে যদিও তিনি এই পুরনো, বিশ্রী অফিস ভবনটিকে প্রাসাদ-ট্রাসাদ কত কিছু বললেন। রোবি আশা করল বড় নানী বেশিক্ষণ এখানে থাকবেন না।

সেদিনটি ছিল রোববার। গোটা বিল্ডিং জনশূন্য। রোবিকে নিয়ে এলিভেটরে ঢুকে কুড়ি নম্বর ফ্লোরের বোতাম টিপে দিলেন কেট। শীঘ্রি তিনি নিজের অফিসে এসে পৌঁছালেন। ডেস্কের পেছনে, চামড়া মোড়ানো সুইভেল চেয়ারে প্রপৌত্রকে বসিয়ে দিয়ে কিনারের আর্মচেয়ারটিতে গা এলিয়ে দিলেন কেট। এ চেয়ারটিতে সাধারণত অত্যন্ত সম্মানিত অতিথিরা এলে বসেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন– রাষ্ট্রদূত, প্রেসিডেন্ট এবং রাজা।

রোবি এ মুহূর্তে তার বড় নানীর গলা শুনতে পাচ্ছে।

'তোমার চোখ বন্ধ করো, রবার্ট। তোমাকে আমি এখন একটি গল্প বলব।'

সেবারেই প্রথম ক্রুগার-ব্রেন্টের গল্প শোনে রোবি যে কোম্পানি তার পরিবারকে ধনবান এবং বিখ্যাত করে তুলেছে, যা অন্য দশটা পরিবার থেকে তাদেরকে আলাদা করে রেখেছে। এমনকি সাত বছর বয়সেও রোবি টেম্পলটন বুঝতে পারত সে অন্য বাচ্চাদের থেকে আলাদা। কিন্তু তখন থেকেই প্রার্থনা করত সে আলাদা হতে চায় না, সবার মতো থাকতে চায়।

ক্রুগার-ব্রেন্টের কিংবদন্তী এখন রোবি টেম্পলটনের মুখস্থ। এ যেন তার রক্তশিরা এবং মাথার চুলেরই একটা অংশ। সে কেটের বাবা জেমি ম্যাকগ্রেগরের গল্প জানে। নে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে তিনি স্কটল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছেছিলেন পর্দকহীন অবস্থায়। তবে তাঁর মনে দৃঢ় সংকল্প ছিল এবং বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক

হীরার খনির ব্যবসার সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন। জেমিকে নির্মমভাবে ঠকিয়েছিল স্থানীয় ব্যবসায়ী সালোমন ভ্যান ডার মার্ভি। ভ্যানডার মার্ভির সাহসী কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্য বান্ডার সাহায্যে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন জেমি। কুড়ি ক্যারাটের হীরা চুরি করে ক্রুগার-ব্রেন্ট সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তারপর অন্তঃসত্ত্বা করে তোলেন ভ্যানডার মার্ভির কন্যা মার্গারেটকে– কেট ব্ল্যাকওয়েলের মা।

জেমি কোম্পানির যে নাম দিয়েছিলেন তাও ভ্যানডার মার্ভির জন্য ছিল অপমানকর। সে জেমির সঙ্গে শুধু শঠতাই করেনি তাকে হত্যারও চেষ্টা করেছিল। ক্রুগার এবং ব্রেন্ট ছিল দুই আফ্রিকান গার্ডের নাম, তারা ভ্যানডার মার্ভির সাগর সৈকতের হীরার খনি পাহারা দিত। হিরে নিয়ে পালানোর সময় ওই দুজন গার্ড ধাওয়া করেছিল জেমি এবং বান্ডাকে।

নিজের বাবার স্মৃতি মনে নেই কেটের। কারণ অতি শৈশবে তিনি তাঁর বাবাকে হারিয়েছিলেন। তবে তিনি যেরকম সম্ভ্রম এবং সম্মান নিয়ে জেমির কথা বলছিলেন তাতে রোবির মনে হচ্ছিল লোকটি তাঁর কাছে ঈশ্বরের মতো। কেট রবার্টকে প্রায়ই খুশি খুশি গলায় বলতেন সে তার গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডফাদারের মতো দেখতে হয়েছে। সিডার হিল হাউজে জেমি ম্যাক গ্রেগরের যে ছবিটি টাঙানো রয়েছে তার সঙ্গে রোবির চেহারার সত্যি অপূর্ব মিল আছে।

রোবি জানে তার বড় নানী তার গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডফাদারের সঙ্গে তুলনাটা করছেন স্রেফ প্রশংসা হিসেবে। কিন্তু একই কথা বারবার শুনতে রোবির ভালো লাগত না।

জেমি ম্যাকগ্রেগরের মৃত্যুর পরে দুই দশক ধরে কোম্পানিটি চালিয়ে নিয়েছেন তাঁর বন্ধু এবং ডান হাত, আরেকজন স্কট ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল। ডেভিডের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন কেট। দুজনের বয়সের ব্যবধান কুড়ি হলেও এবং আরেকজন নারীর প্রতি অনুরক্ত হওয়া সত্ত্বেও ডেভিড শেষতক কেটকেই বিয়ে করেন। আর কেট জীবনে যা চেয়েছেন তা হাতের মুঠোয় না আসা পর্যন্ত কোনোদিন ক্ষান্ত হননি।

ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল ছিলেন কেটের জীবনের দ্বিতীয় ভালোবাসা।

প্রথম ভালোবাসার নাম ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড।

যুদ্ধের কিছুদিন পরে একটি খনি বিস্ফোরণে ডেভিড মারা গেলে সবাই ভেবেছিল তাঁর তরুণী, গর্ভবতী স্ত্রীটি বছরখানেক শোক করার পরে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। কিন্তু তা কদাপি ঘটেনি। একটি ভালোবাসাকে হারিয়ে কেট ব্ল্যাকওয়েল তাঁর দীর্ঘ জীবন উৎসর্গ করেন অপর ভালোবাসাটির প্রতি। ক্রুগার-ব্রেন্ট হয়ে উঠেছিল তাঁর চন্দ্র-সূর্য, তাঁর প্রেমিক, তাঁর অবশেসন, তাঁর দুনিয়া। কেটের চেয়ারম্যানশিপের অধীনে কোম্পানিটি সফল আফ্রিকান হিরে ব্যবসা থেকে হয়ে ওঠে বিশ্বদানব, তামা, ইস্পাত, পেট্রোকেমিকেল, প্লাস্টিক, টেলিকম, এরোস্পেস, রিয়েল এস্টেট এবং সফটওয়্যারের ব্যবসাও তারা কুক্ষিগত করে নেয়। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের, প্রতিটি সেক্টরে এ কোম্পানির অফিস রয়েছে। তবু আরও বেশি অর্জনের লোভ এবং কোম্পানিকে আরও

বড় করে তোলার তীব্র লালসা ছিল কেটের চিরঅতৃপ্ত মনে। তবে একজন উত্তরাধিকারীর জন্য অবশেসন ছিল আরও শক্তিশালী। ব্ল্যাকওয়েল বংশের কেউ একজন তাঁর কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যাবে, তার মৃত্যুর পরে ফার্মকে পৃথিবী শাসন করার শীর্ষ সীমায় তুলে দেবে– এ ছিল তাঁর স্বপ্ন।

যখন তাঁর নিজের ছেলে টনি উত্তরাধিকারের চাপ সইতে না পেরে পাগল হয়ে যায় তখন কেট তাঁর দুই যমজ নাতনি আলেকজান্দ্রা এবং ইভের মধ্যে তাঁর উচ্চাশার বীজ রোপণ করেন। আলেকজান্দ্রা, রোবির মা, ইভ, তার বীভৎস চেহারার খালা। এদের বাবাকে পাগলাগারদে পাঠিয়ে দেওয়ার পরে কেট তাঁর দুই নাতনিকে লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন।

শুরু থেকেই কেট সংকল্পবদ্ধ ছিলেন বড় হওয়ার পরে তাঁর এক নাতনির হাতে ক্রুগার-ব্রেন্টের দায়িত্ব তুলে দেবেন। ইভ ছিল তাঁর প্রথম পছন্দ। ইভ ছিল জিদ্দি, কর্তৃত্বপরায়ণ, কেটের উত্তরাধিকার হওয়ার যোগ্য। তারপর কী ঘটল কে জানে, নিশ্চয় খুব খারাপ কিছু ঘটেছিল, রোবির বড় নানী ইভকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেন।

খারাপ ঘটনাটি যা-ই হোক না কেন, কেউ তা জানতে পারেনি। কেট ওই রহস্য নিজের মধ্যে নিয়েই কবরে গেছেন। রোবি ভেবেছে ইভ খালাকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করবে কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারেনি। খালার বিকট চেহারা এবং কথা বলার ভুতুড়ে ভঙ্গি রোবির কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। এমনকি ওর বাবা-মাও যেন খালাকে ভয় করেন। ফলে রোবির ভয়টা আরও বেড়ে যায়।

তবু তার এখনও জানতে ইচ্ছে করে তার বড় নানী এবং খালার মধ্যে কী ঘটেছিল। টনি দাদুর মতো রোবিরও ক্রুগার-ব্রেন্টের বাইরে স্বপ্ন ছিল। সে শুধু পিয়ানো বাজাতে চেয়েছিল। কিন্তু কেট ব্ল্যাকওয়েল প্রপৌত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছেন। আর তিনি কিছু চাইলে সেটি আদায় করেও ছাড়েন।

হেড রিসেপশনিস্ট ক্যারিস ব্রাউনের দিকে তাকিয়ে হাসল রোবি। মধ্য চল্লিশের মৃদুভাষী এক কৃষ্ণকেশী, হালকা-পাতলা গড়ন, চোখের তারায় সবসময় নৃত্য করে কৌতুক। ক্যারিসের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় সে একটি দয়াবতী নারী। তেমন সুন্দরী নয় ক্যারিস তবে ওকে দেখলে নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে যায় রোবির। তার মায়ের সঙ্গে কোথায় যেন মিল রয়েছে ভদ্রমহিলার।

'বাবা আমাকে আশা করছেন না। অন্তত আমার তাই ধারণা।'

অবশ্য এরকম একটি সম্ভাবনা রয়েছে যে সেন্ট বিডসের প্রিন্সিপাল মি. জ্যাকসন ওর বাবাকে ফোন করেছেন। এটি অত্যন্ত নামিদামি প্রাইভেট একটি স্কুল। এ স্কুলেই পড়ছে রোবি।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ভুরু তুলল ক্যারিস ব্রাউন। 'কোনো ঝামেলা পাকাওনি তো?'

রোবি কাঁধ ঝাঁকাল। 'গতানুগতিক ঝামেলার বাইরে কিছু নয়।'

'তাহলে তোমাকে ভেতরে যেতে দেওয়া যায়। গুড লাক।'

ক্যারিস ওকে একটি বিশেষ কোডেড কার্ড ধরিয়ে দিল এলিভেটরে চেপে যাওয়ার জন্য। ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের প্রাইভেট অফিসগুলোর জন্য বিল্ডিংয়ের দুটো টপ ফ্লোর নির্ধারিত। আর এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুব্ই প্রখর।

'ধন্যবাদ।'

ক্যারিস ব্রাউন দেখল অনিচ্ছাসত্ত্বেও এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে রোবি, হাতজোড়া পকেটে ঢোকানো। ভাবল এবারে রোবি কী দুষ্টামি করেছে কে জানে। ক্রুগার-ব্রেন্টের বেশিরভাগ কর্মচারীর মতো রোবির জন্য ক্যারিস ব্রাউনের মনে একটি নরম জায়গা আছে। অমন মায়াভরা ধূসর চোখের, সোনালি চুলের ছেলেকে ভালো না বেসে পারা যায় যার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বললেই লাজে রাঙা হয়ে পড়ে। ফার্মের সবাই জানে রোবি টেম্পলটন একটু বেয়াড়া টাইপের। ওর মা মারা যাওয়ার পর থেকেই ছেলেটা কেমন বখাটে হয়ে গেছে। গত পাঁচ বছরে কত স্কুল থেকে যে ওকে বের করে দিয়েছে কর গুনেও বলতে পারবে না ক্যারিস। কিন্তু ওর সঙ্গে সামনাসামনি কথা বললে বিশ্বাসই হয় না এমন মিষ্টি, লাজুক, বিনয়ী ছেলে স্কুল থেকে বিতাড়িত হতে পারে।

রোবির পেছনে বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটর ডোর। ক্যারিস ব্রাউন মনে মনে আশা করল ওর বাবা ওকে খুব বেশি বকাঝকা করবেন না।



'তুমি কী করেছ?'

আজকের দিনটা খুব বাজে যাচ্ছে পিটার টেম্পলটনের।

হ্যাংওভার নিয়ে তার ঘুম ভেঙেছে। গত রাতে প্রচুর মদ গিলেছিল সে। কিন্তু মদ তাকে তার অপরাধবোধ থেকে মুক্তি দেয়নি, উল্টো বিশ্রীরকম মাথা ধরিয়েছে। লোকে বলে সময়ের সঙ্গে তার শোক কমে আসবে। কিন্তু চার বছর হলো অ্যালেক্সকে হারিয়েছে সে, একাকীত্ব তার পেছন ছাড়েনি। দিনের বেলা সে নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে অথবা লেক্সিকে নিয়ে।

চার বছরের লেক্সি আনন্দ আর বিস্ময়ের এক প্যান্ডোরার বাক্স। প্রতিদিনই সে এমন মজার মজার কাণ্ড করে যে তার পিতার হৃদয় বিগলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু রাত আটটা বাজলেই দুচোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসে লেক্সির, পিটার তাকে যতই জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করুক না কেন কাজ হয় না। লেক্সি ঘুমিয়ে পড়লেই পিটারের মনে হয় কেউ তার লাইফ সাপোর্ট মেশিনের সুইচটি অফ করে দিল। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ সে বসে যায় হুইস্কির বোতল নিয়ে। আর দশটার দিকে বেশিরভাগ সময় মদ খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে যায় পিটার।

আজ সকালে হ্যাংওভার নিয়েই সে অফিসে এসেছে। দেখে ডেস্ক ভর্তি ফাইল। ক্রুগার-ব্রেন্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এখন বোনাস দেওয়ার সময়। বছরের এ সময়টা সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক সময়। অন্যান্য বোর্ড সদস্যরা বেশিরভাগ বড় বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কিন্তু ব্রাড রজার্স অবসরে যাওয়ার পর থেকে পিটার টেম্পলটন কোম্পানির নমিনাল সিইও। এর মানে হলো তার কাজ হচ্ছে ক্রুগার-ব্রেন্টের তারকা কর্মীদের প্রত্যাশা পূরণ করা এবং যারা কোম্পানির প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা।

অন্যদের ভর্ৎসনা করার কী অধিকার আমার আছে? সবাই জানে আমি গোটা কোম্পানির জন্য একটি বাতিল মাল। আমি একজন মনোবিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী নই। আমি যদি সেই সময়ে কেট ব্ল্যাকওয়েলের কথার প্রতিবাদ করতে পারতাম তাহলে এখন আর ক্রুগার-ব্রেন্টের দায়িত্ব পালন করার প্রয়োজন হতো না। এ কথা আমার চেয়ে ভালো

কেউ জানে না।

তার মাথার কুয়াশাচ্ছন্ন ভাবটি ধীরে ধীরে দূর হতে শুরু করেছে এমন সময় রবার্ট এসে বুক চিতিয়ে বলে কিনা তাকে সেন্ট বিড স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

'আমি কী করেছি বললামই তো, বাবা। আমি শুধু একটা গাঁজা মেশানো সিগারেট খেয়েছিলাম। একটাই। এটা এমন কোনো ব্যাপার না।'

পিটারের মাথার তালুতে দপদপে ব্যথাটা আবার ফিরে এলো।

'রবার্ট, তুমি অঙ্ক ক্লাসে গাঁজা মেশানো সিগারেট খেয়েছ। তুমি কী ভেবেছিলে? ভেবেছিলে তোমার টিচার ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করবেন?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রোবি। এমনিতে বাবার অফিস থেকে ম্যানহাটনের আকাশছোঁয়া ভবনগুলোর রুদ্ধশ্বাস দৃশ্যটি দেখা যায় তবে আজ আকাশে এত মেঘ জমেছে যে বিল্ডিংগুলো মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'গড ড্যাম ইট, রবার্ট। আমি সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। তুমি যদি নিজের জীবন এভাবে উচ্ছন্নে নিয়ে যেতে থাক তাহলে আমি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমার একটুও চিন্তা হয় না?

আমার ভবিষ্যৎ? আমি আমার বর্তমান কেমন হবে জানি না, ভবিষ্যতের কথা ভেবে কী হবে? আমি যে কে তাও তো জানি না।

'তুমি যদি ভেবে থাকো তোমার বাকি জীবনটা এভাবে কাটিয়ে দেবে তা হবে না।' এত জোরে চেঁচাচ্ছে পিটার যে করিডোরের অপর প্রান্তের সেক্রেটারিরা তার চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছে। তোমাকে আমি ঘরে বন্দী করে রাখব। কারো সঙ্গে দেখা করতে দেব না। কারো সঙ্গে কথা বলতে দেব না। তুমি কি তোমার জীবনটা নষ্ট করতে চাও, রবার্ট? জেলের ভাত খেতে চাও? ওটুকুই তো কেবল বাকি আছে– জেলে যাওয়া।'

হেসে উঠল রোবি। মনে মনে বলল– তুমি আমাকে জেলের ভাত খেতে বলছ, বাবা? আরে, আমার গোটা জীবনটাই তো একটা জেলখানা। যেখানে কোনো জামিনে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই। তুমি দেখতে পাচ্ছ না? আমি ফাঁদে পড়েছি।

'তুমি কি ভাবছ আমি তোমার সঙ্গে মশকরা করছি? রাগে কাঁপছে পিটার।

রোবি বাপের দিকে ফিরল। 'না, না। আমি তা ভাবছি না। আমি–

চটাশ!

থাপ্পড়টা কোত্থেকে এলো বুঝতেই পারল না রোবি। পিটার এত জোরে চড় মেরেছে, ঘুরতে ঘুরতে পড়ে গেল ও। মাথাটা ভীষণভাবে ঠুকে গেল জানালার কাচে। সেখান থেকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। একদম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।

বাপ আর ছেলে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল তারপর কথা বলল পিটার।

'আমি দুঃখিত, রবার্ট। তোমাকে আমার চড় মারা উচিত হয়নি।'

রোবির চোখ সরু হয়ে এলো। তার লাল হয়ে যাওয়া গালটা ভীষণ জ্বলছে।

'না, তোমার উচিত হয়নি।'

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে সিধে হলো রোবি, তারপর বাপকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে, মাথা নিচু করে হনহন করে এগোল এলিভেটরে।

'রবার্ট! কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

কয়েক সেকেন্ড পরে লবিতে চলে এলো রোবি। রিভলভিং ডোর ঠেলে বেরিয়ে এলো রাস্তার শীতল তাজা বাতাসে।

তার চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

ঈশ্বর?

মা?

অন্য কেউ?

হেল্প মি। প্লিজ, প্লিজ হেল্প মি!

পার্ক এভিনিউ ধরে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধের মতো ছুটল রোবি টেম্পলটন।

বারো বছর বয়সে, বয়ঃসন্ধিকালে হতাশা গ্রাস করে রোবিকে।

তার আগে, মনে আছে মায়ের কথা ভেবে খুব কষ্ট হতো ওর। শারীরিক বেদনার মতো অনুভূত হতো কষ্ট। তবে এসব পীড়া ছিল সাময়িক। পিয়ানো বাজিয়ে, বাইরে হাঁটতে গিয়ে কিংবা লেক্সির সঙ্গে দুষ্টামি করে এ বিষাদগুলো ঝেড়ে ফেলতে পারত ও।

কিন্তু বারো বছরে পদার্পণ করার পরে ওর ভেতরে ভূমিকম্পের মতো কী যেন একটা ঘটে যায়। অভ্যন্তরীণ একটা আঁধারের পর্দা ওকে গ্রাস করতে শুরু করে এবং এবারে এর উপস্থিতি থেকে যায় সার্বক্ষণিক। রোবির মনে হতে থাকে তাকে সীমাহীন এক টানেলে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কেউ বেরনোর রাস্তাটা আটকে দিয়েছে। সামনের দিকে এক পা করে এগোনো ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই। মিষ্টি মিষ্টি কিছু কণ্ঠ তাকে আত্মহত্যার প্ররোচনা জোগায়, ওকে অনুসরণ করে সর্বত্র। লেক্সি না থাকলে এদের আহ্বানে বহু আগেই সাড়া দিত রোবি। যেন শুধু ছোট বোনটির খাতিরেই সে টিকে থাকছে। সে ক্রমে অনিঃশেষ অন্ধকারের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করছে।

একবার সে তার সমস্যার কথা বার্নি চাচাকে বলেছিল। পরদিনই তার বাবা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ঘরে ঢুকে তার হাতে প্রজাক ট্যাবলেট ধরিয়ে দিয়ে একজন থেরাপিস্টের সঙ্গে সপ্তাহে তিনদিন সেশনে যেতে বাধ্য করেন। রোবি এক বছর চুপচাপ থেরাপিস্টের ভাষণ শুনেছে আর প্রজাক ফেলে দিয়েছে টয়লেটে। সে জানত এসব বড়ি খেয়ে কোনো লাভ হবে না।

বড়দের কাছ থেকে জীবনে ওটাই শেষবারের মতো কোনো পরামর্শ নিয়েছিল রোবি টেম্পলটন। তারপর থেকেই সে একা।

শুধু অন্ধকার নয়, রোবি যন্ত্রণাকাতরভাবে সচেতন যে সে অন্যভাবেও 'স্বাভাবিক' নয়। মেয়েরা তার জন্য একটি সমস্যা। তার তথাকথিত বন্ধুরা, যারা তার চারপাশে ঘুরঘুর করে সে ধনী এবং সুদর্শন বলে এবং যারা বিমর্ষ এ বালকটির ভেতর সম্পর্কে

কিছুই জানে না, তাদের মাথায় শুধু মেয়েদের চিন্তা গিজগিজ করে। মেয়েদের বুক, পা এবং যোনি তাদের আলোচনার প্রধান বিষয়।

'এবারের সেমিস্টারে র‍্যাফেল ম্যাকফির দুধ দুটো দেখেছ? দারুণ!'

'ক্লাস টেনের সবচেয়ে মিষ্টি এবং টাইট যোনি হলো অ্যানি ম্যাথিসের।'

'অ্যাঞ্জেলা ব্রিকলির ওই টসটসে ঠোঁট দিয়ে এ বছর যদি আমার যন্ত্র চোষাতে না পারি তাহলে নিজের নামই পাল্টে ফেলব।'

এ ছাড়াও আরও অশ্লীল এবং হাবিজাবি কথা বলে ওরা। রোবি জানে তার ক্লাসের বেশিরভাগ ছেলেই এখনও যৌন অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি যদিও তারা মেয়েদের পুসি, মুখমেহন ইত্যাদি নিয়ে অনর্গল বকবক করে। এবং এদের সমস্ত আগ্রহ কেবল মেয়েদেরকে নিয়ে। কিন্তু রোবি টেম্পলটনের এদের ব্যাপারে একটুও আগ্রহ নেই।

তার মনে আছে সপ্তাহকয়েক আগে লেক্সি যখন হাসতে হাসতে বলেছিল, 'আমি জানি কেন তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই' তখন দম প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়েছিল রোবির।

রাজকুমারীর প্রিয় গোলাপি পোশাক পরে কিচেনে বসে স্ট্র দিয়ে চেরি কোক খেতে খেতে রোবির দিকে তাকিয়ে মে ওয়েস্টের মতো ঘন ঘন চোখের পাপড়ি ফেলছিল লেক্সি।

মাত্র চার বছর বয়স ওর কিন্তু এখনই দিব্যি ফ্লার্ট করতে শিখে গেছে, ভাবছিল রোবি।

'না, তুমি জানো না, লেক্সি।'

'জানি।'

সত্যি কি জানে ও?

লেক্সি আদরমাখা দৃষ্টিতে তাকাল ভাইয়ের দিকে।

'কারণ তুমি অপেক্ষা করছ আমি কবে বড় হব। যাতে তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার! ঠিক?'

হেসে ফেলল রোবি। বোনকে কোলে তুলে নিল। 'ঠিক বলেছ, সোনা। একদম ঠিক কথা বলেছ।'

'আমি তোমার রাজকুমারী।'

'অবশ্যই, লেক্সি। তুমি আমার রাজকুমারী।'

'চোখ খুলে হাঁটো, গর্দভ।'

রোবি মুখ তুলে চাইল। নিজের ভাবনায় এমনই বুঁদ হয়েছিল খেয়ালই করেনি কোথায় যাচ্ছে। এক লোকের সঙ্গে এইমাত্র বাড়ি খেয়েছে ও। ধাক্কার চোটে লোকটা প্রায় ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল।

ঘাউ করে উঠল লোকটা। 'চোখ দুটো পকেটে নিয়ে হাঁটো নাকি? ফালতু কোথাকার।'

'দুঃখিত। আমি আপনাকে দেখতে পাইনি।'

মাথা নামিয়ে আবার রওনা দিল রোবি। ওর মাথার ভেতরে লোকটার কথাগুলো টেপ রেকর্ডারের মতো বাজছে। *লোকটা ঠিকই বলেছে আমি একটা ফালতু।*

কোথায় যাচ্ছে জানে না রোবি। শুধু জানে অবশেষে তাকে বাড়ি ফিরতে হবে কিন্তু এ মুহূর্তে সে বাড়িমুখো হতে চাইছে না। গ্রান্ড সেন্ট্রালে মোড় নিল ও, একটা টিকেট কেটে সামনে যে ট্রেনটি পেল ওটিতেই লাফ মেরে উঠে পড়ল।



মেয়েটির মাথার চুল লাল। ছাগলের লোম দিয়ে তৈরি আঁটসাঁট সোয়েটার ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে পুরুষ্টু দুই বক্ষ। পরনের মিনি স্কার্টটি এতই ছোট যে তার সাদা কটন প্যান্টির গায়ে আঁকা ফুলেল প্যাটার্ন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে রোবি।

ওর নাম মরিন সোয়ানসন। চিয়ারলিডিং স্কোয়াডের ক্যাপ্টেন, স্কুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় মেয়ে। সেন্ট বিডস স্কুলের প্রতিটি ছেলে ওকে বিছানায় নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে।

প্রায় প্রতিটি ছেলে।

মরিন সোয়ানসন এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রোবির দিকে।

'তোমাকে চেনা চেনা লাগছে।'

রোবি তার জুতার দিকে তাকাল।

'হেই, রেইনম্যান। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি। হ্যাল্লোওওও!'

দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে। গ্রান্ড সেন্ট্রাল স্টেশন দিয়ে আজ বিকেলে শতশত, হয়তো হাজারখানেক ট্রেন ছেড়ে গেছে আর বেছে বেছে কিনা রোবিকে সেই ট্রেনেই উঠতে হলো যেখানে মরিন নামের রাক্ষসীটি আছে।

'তুমি ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের খোকা, না?'

রোবি পালিয়ে যাওয়ার জন্য চারপাশে তাকাল। কিন্তু কোনো রাস্তা খুঁজে পেল না। নিয়মিত যাত্রীতে বোঝাই বগি। সে একটা টিনের মধ্যে সার্ডিন মাছের মতো আটকে আছে।

'ববি, রাইট? ক্লাস টেন?'

'রোবি।'

'চিনি তো তোমাকে!' সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল মরিন– যেন এইমাত্র কঠিন একটা অঙ্কের সূত্রের সমাধান করে ফেলেছে। 'রোবি ব্ল্যাকওয়েল।'

ব্ল্যাকওয়েল নামটি শুনে অনেক যাত্রীই রোবির দিকে তাকাল। কেউ কেউ সারসের মতো গলা বাড়িয়ে ওর চেহারাটা ভালোভাবে দেখতে চাইল। এ কি সত্যি ওদের কেউ?

'আমার পদবি আসলে টেম্পলটন। আর তুমি আমাকে চেনো না। কারণ তোমার

সঙ্গে আমার কখনো সাক্ষাৎ হয়নি।'

দাঁড়িয়ে পড়ল মরিন। তার দিকে সপ্রশংস ও লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পুরুষ যাত্রীরা। আর মহিলারা কটমট করে চাইল।

'বেশ, রোবি টেম্পলটন,' মদালসা ভঙ্গিতে হেসে রোবির কোলে বসে পড়ল মরিন। 'ও নিয়ে পরে কথা বলা যাবে।'

রোবির শরীরের ভেতরটা তরল হয়ে গেল। কামনায় নয়, ভয়ে। যখন সুযোগ ছিল ও কেন রেইলিং-এর ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল না? মরিন সোয়ানসনের গভীর গিরিখাদের উপত্যকার চাপে শ্বাস বন্ধ হওয়ার চেয়ে রেইলিং-এর ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যু অনেক ভালো হতো।

'তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

ভালো প্রশ্ন। কোথায় যাচ্ছে ও? জানে না রোবি। ট্রেনের গতি মন্থর হতে শুরু করেছে। খনখনে একটি যান্ত্রিক কণ্ঠ যাত্রীদেরকে জানাল, ট্রেন ব্রনক্সভিলে পৌঁছেছে।

'ব্রনক্সভিল। এখানেই আমি নামব।'

মরিনের নাগপাশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করল রোবি, মানবপ্রাচীর ঠেলেঠুলে পথ করে এগোল সামনে। ক্যারিজ ডোর বন্ধ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে ট্রেন থেকে নেমে পড়তে পারল ও। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছে, ট্রেনও ছেড়ে দিল।

থ্যাংক গড। মেয়েটা চলে গেছে।

মরিন সোয়ানসেনের গলা ভেসে এলো পেছন থেকে। 'কী কাকতালীয় ব্যাপার। এটা আমারও স্টপেজ।'

দারুণ দমে গেল রোবি।

ও কি করে ট্রেন থেকে নামল? রোবি একদমই লক্ষ করেনি। কে ও, হ্যারিয়েট হুডিনি?

মরিন সোয়ানসন রোবি টেম্পলটনের চেয়ে দুই বছরের বড়। মরিন সোয়ানসনকে দেবীও বলা যায়। সে সেই ধরনের মেয়ে যারা যে কোনো পুরুষ মানুষকে চাইলেই পেতে পারে। তবে মরিন সোয়ানসন শুধু ও.জে. সিম্পসনের শারীরিক গঠনের মতো কলেজ লাইনবেকারদেরকে চায়। রোবি খুবই সুদর্শন তবে পনেরো বছর বয়স হলেও তার গঠন ছোট এবং হালকা বলে তাঁকে দেখলেই বোঝা যায় সে ক্লাস টেনে পড়ে।

তাছাড়া রোবি ক্রুগার-ব্রেন্ট ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী। মোটামুটি দশ বিলিয়ন ডলারের মালিক ওদের কোম্পানি। কাজেই প্রচলিত ডেটিং ক্রাইটেরিয়া দূরে সরিয়ে রেখে রোবির জন্য একটু ব্যতিক্রমী উদাহরণ সৃষ্টিতে নিজেকে প্রস্তুত করেছে মরিন। রোবি টেম্পলটনের শারীরিক গঠন ফুটবল খেলোয়াড়দের মতো শক্তপোক্ত না হতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ পেশাদারের চেয়ে তার অর্থমূল্য অনেক বেশি।

হাসল মরিন। 'আমি এক লোককে চিনি। এখানেই থাকে। তার বাড়িতে পার্টি লেগেই থাকে। যাবে নাকি একবার?'

রোবি ভাবছে। পার্টিতে যাওয়ার ইচ্ছে তার নেই, বিশেষ করে মরিন সোয়ানসনের সঙ্গে। সে একা থাকতে চায় যাতে আত্মহত্যা করতে পারে।

তবু... পার্টি মানে নানান লোকজন। শব্দ। ড্রাগস। মরিনের জন্য চিত্তবিনোদন।

'ড্রাগস।'

কাঁধ ঝাঁকাল রোবি। ক্ষতি কী?

'যাওয়া যায়। অবশ্য আমার এ মুহূর্তে কোনো কাজও নেই।'

সেদিন সন্ধ্যায় পিটার টেম্পলটন বাড়ি ফিরল এ আশা নিয়ে যে দেখতে পাবে তার ছেলে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

'রবার্ট!'

দড়াম করে সদর দরজা বন্ধ করল সে।

রবার্ট!

বিকেলে রোবিকে চড় মেরেছে বলে কোনোরকম অনুশোচনা হচ্ছে না পিটার টেম্পলটনের। সে এমনিতে গায়ে হাত তোলার পক্ষপাতী নয়। তবে মাঝে মাঝে হাত না তুলে উপায় থাকে না। রবার্ট তারই অফিসে, তারই সামনে দাঁড়িয়ে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছিল। ও তো কম যন্ত্রণা দিচ্ছে না পিটারকে। স্কুল থেকে কয়েকবার বহিষ্কার হয়েছে, গ্রেপ্তার হয়ে থানায় গেছে, শপলিফটিংয়ের অভিযোগ আছে ওর বিরুদ্ধে। ছেলেকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে কত কষ্টই না করছে পিটার। প্রচুর টাকা ঢালছে ওর পেছনে। থেরাপিস্টের কাছে নিয়ে যাচ্ছে, ছুটি কাটাতে নিয়ে যাচ্ছে, পিয়ানো শেখানোর জন্য প্রতি মাসে একটা খরচা আছে; অথচ এসবের দিকে রবার্টের কোনো খেয়ালই নেই। পুরো ব্যাপারটাকে সে একটা মস্ত ঠাট্টা ধরে নিয়েছে।

তবে এবারে আর ঠাট্টা করে পার পায়নি রবার্ট। পিটার টেম্পলটন অনেক সয়েছে। আর নয়।

একেকবারে দুটো করে সিঁড়ি ধুপধাপ টপকে সিধে রোবির বেডরুম অভিমুখে চলল পিটার, দেখতে পেল হাউসকিপার মিসেস কার্টারকে। কাচুমাচু ভঙ্গিতে ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'মাস্টার রবার্ট ঘরে নেই, স্যার। সকালে স্কুলে যাওয়ার পরে আর বাড়ি ফেরেনি সে। কোনো সমস্যা হয়েছে?'

খেঁকিয়ে উঠল পিটার। 'অবশ্যই সমস্যা হয়েছে। ওকে সেন্ট বিড থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। নিউইয়র্কের আর কোনো স্কুল ওকে ভর্তি করবে কিনা সন্দেহ আছে আমার। না করলে ওদেরকে দোষ দেওয়াও যাবে না।'

'আহারে!'

হাতে হাত ঘষতে লাগল মিসেস কার্টার। সে রোবিকে খুব আদর করে কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে ছেলেটা একটার পর একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে।

'ভাইয়া? তুমি এলে?'

সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনেছে লেক্সি। নাইটগাউন পরেই নার্সারি থেকে ছুটে এসেছে তার ভাইকে দেখতে। মেয়েকে দেখে বরাবরের মতো বুকটা দুলে উঠল পিটারের।

দিন দিন মেয়েটা আরও বেশি ওর মায়ের মতো হয়ে উঠছে। অ্যালেক্সের চোখ, ঠোঁট এবং চুল পেয়েছে সে। অ্যালেক্সের হাসি, আধেক লাজুক, আধেক চতুর, ওপরের ঠোঁটটা সামান্য বেঁকে যাওয়ার ভঙ্গি– পুরোটাই পেয়েছে লেক্সি। এমনকি হাঁটার ভঙ্গিও ওর মায়ের মতো। শুধু মেজাজে কোনো মিল নেই। অ্যালেক্স ছিল নরমশরম, ভদ্র চুপচাপ আর লেক্সির মেজাজ হয়েছে তিরিক্ষি, শক্তিতে ভরপুর।

মিসেস কার্টার লেক্সিকে আদর করে ডাকে 'আমাদের ছোট্ট পিরানহা।'

'এই যে আমার রাজকন্যা এসে গেছে,' পিটার চুমু খেল লেক্সির কপালে। ওর মুখে গরম বিস্কিট আর ট্যালকম পাউডারের গন্ধ। পিটারের রাগ পানি হয়ে গেল।

'এত রাতে কী করছিলে? ঘুমাওনি যে!'

ভুরু কোঁচকাল লেক্সি, তারপর ঠোঁট ফোলাল, তার গভীর ধূসর চোখ ভরে গেল অশ্রুতে।

'ভাইয়া!' কান্না জুড়ে দিল লেক্সি। 'আমি ভাইয়াকে চাই! কোথায় ভাইয়া? কোথায় সে?'

তিক্ত একটা অনুভূতি যেন নিশ্বাস বন্ধ করে দিল পিটারের। প্রথমে অ্যালেক্স, এখন লেক্সি। রবার্ট ওদের ভালোবাসা ভ্যাম্পায়ারের মতো শুষে নিয়েছে, পিটারের জন্য রাখেনি কিছুই। বহু কষ্টে রাগটা দমন করল সে।

'ভাইয়া এখানে নেই, সোনা। বাবা তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে? আমি তোমাকে গল্প শোনাব?'

'না!' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল লেক্সি। 'আমি তোমার কাছে গল্প শুনব না। ভাইয়ার কাছে শুনব। ভাইয়ায়ায়া।'

এগিয়ে এলো মিসেস কার্টার। লেক্সিকে জোর করে নিয়ে গেল তার বেডরুমে। বেচারা মি. টেম্পলটন। দেখলে মনে হয় এইমাত্র কেউ যেন তার মুখে এসিড ঢেলে দিল। ওনাকে শিখতে হবে সবকিছু নিয়ে মন খারাপ করা উচিত নয়। মিসেস কার্টারের নিজের চার ছেলেমেয়ে। প্রতিটি মায়ের মতো সেও জানে বাচ্চারা কতটা নিষ্ঠুর এবং বিদ্বেষপূর্ণ হতে পারে, বিশেষ করে লেক্সির বয়সে। বাচ্চাদের নির্মম আচরণ নিয়ে মন খারাপ করতে নেই।

লেক্সিকে ঘুম পাড়িয়ে নিচে নেমে এলো মিসেস কার্টার। তার মালিককে দেখতে পেল পড়ার ঘরে।

'ঘুমিয়েছে?'

পিটারের কণ্ঠ কেমন অদ্ভুত শোনাল। নিষ্প্রাণ এবং নিস্তেজ। তার হাতে ধরা

হুইস্কির গ্লাস, টেবিলের ওপর মদের বোতল। একটা অশুভ আশঙ্কায় মিসেস পার্কারের হাতের রোমগুলো শিরশিরিয়ে উঠল।

'জ্বি স্যার। গভীর ঘুম।'

মদের গ্লাসে মস্ত একটা চুমুক দিল পিটার। যখন মুখ তুলে চাইল, চকচকে দেখাল চোখ।

'গুড। থ্যাংক ইউ। আপনি এখন যেতে পারেন।'

মিসেস কার্টারের হঠাৎ আশঙ্কা জাগল লেক্সিকে তার বাবার সঙ্গে একা বাড়িতে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। মি. টেম্পলটন যদি অজ্ঞান হয়ে যান এবং লেক্সির যদি কিছু হয়? তাহলে নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে না মিসেস কার্টার।

'ঠিক আছে, স্যার। আমি আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারি। মাস্টার রবার্ট বাড়ি ফিরুক।'

তার স্বামী, মাইক বাড়িতে ডিনারে তার জন্য অপেক্ষা করবে। দেরি হলে রাগারাগি করবে। কিন্তু এ মুহূর্তে যেতে পারছে না মিসেস কার্টার।

'আপনার জন্য কোনো খাবার বানিয়ে দিই? প্যান্ট্রিতে গরুর মাংস আছে। মাংসের বড়া করে দেব?'

'না, ধন্যবাদ।'

পিটার গ্লাস শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আরেক গ্লাস মদ ঢেলে নিল।

'বাড়ি যান, মিসেস কার্টার। কাল সকালে দেখা হবে।'

ইতস্তত করছে হাউজকীপার। ভাবছে লেক্সি এবং বেচারা মাস্টার রবার্টের কথা। মাতাল বাপের কাছে ওদেরকে একা রেখে যাওয়া কি ঠিক হবে? বোধহয় ঠিক হবে না। কিন্তু সে জোর করে থাকতে চাইলে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে। তার চাকরিটা খতম হয়ে যেতে পারে। তাহলে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে। মাইক বেকার, মিসেস কার্টারের বেতন দিয়েই সংসার চলে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে।

'ঠিক আছে, স্যার। আমি তাহলে গেলাম।'

আশা করা যায় বাচ্চাগুলো ভালো থাকবে। ওদের কোনো বিপদ হবে না। সে খামাখাই দুশ্চিন্তা করছে।



বিছানায় বসে আছে রোবি, মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করছে।

'আমি জানি তুমি এটা চাইছ। সারা সন্ধ্যা আমার দিকে একঠায় তাকিয়ে ছিলে। তুমি কিসের জন্য অপেক্ষা করছ?'

কোমর পর্যন্ত নগ্ন মরিন সোয়ানসন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এলো ওর দিকে। গরুর পালানের মতো স্ফীত দুই স্তন ঝুলে আছে। প্যান্ট খুলে ফেলল সে। চমৎকার করে ছাঁটা লালচে যৌনকেশ, পচা মাছের গন্ধ আসছে। বমি এসে গেল রোবির। শুকিয়ে গেছে মুখ।

'ইটস ওকে,' খসখসে গলায় ফিসফিস করল মরিন। 'প্রথমবারে সবাই একটু-আধটু নার্ভাস বোধ করে। রিল্যাক্স করো, সবকিছু আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

মরিন নখে রং লাগানো সত্ত্বেও ভেতরে ময়লা দেখতে পেল রোবি। সে ওর কেলভিন ক্লাইন আন্ডারশর্টসের ওয়েস্টব্যান্ডে ঢুকিয়ে দিল হাত।

'হোয়াট দ্য হেল?'

কটমট চোখে রোবির দিকে তাকাল মরিন। রোবির নেতানো পুরুষাঙ্গ হাতের তালু দিয়ে ঘষছে।

'তুমি সমকামী নাকি? এখনও শক্তই হওনি দেখছি।'

'আমি অবশ্যই সমকামী নই,' অবশেষে গলায় রা ফুটল রোবির। 'আ...আমি মানে আমার শরীরটা ঠিক ভাল্লাগছে না।'

গোটা সন্ধ্যাটাও ওর কাছে দুঃস্বপ্নের মতো লাগছে। মরিনের 'বন্ধু'টি একজন ছোটখাটো মাদক ব্যবসায়ী এবং হবু মাফিয়োসো। নাম জিয়ান্নি স্পেরোত্তো। ছুঁচোমুখো, দু'গাল ভর্তি ব্রন, পানির কলের মতো নাক, নিশ্বাসে মহা বদগন্ধ; জিয়ান্নির 'অ্যাপার্টমেন্ট' বাতিল হওয়া একটি ওয়্যারহাউজের টপফ্লোর। আর তার 'পার্টি' বলতে কয়েকজন আধমরা বেশ্যা আর মাদকসেবী মেঝেতে নোংরা মাদুরে শুয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর জিয়ান্নি নাকে হেরোইন নিচ্ছে। মরিন রোবিকে যে বিছানায় টানতে টানতে নিয়ে এসেছে সেখানে জিয়ান্নি নিজে ঘুমায়। কার্ডবোর্ডের একটা টুকরো দিয়ে বাকি রুম থেকে এটিকে আলাদা করা হয়েছে।

পার্টিতে কোনো নাচ-গান হচ্ছে না, নেই কোনো আকর্ষণীয় পুরুষ যার আকর্ষণে নিজের শিকারের ওপর থেকে মরিনের মনোযোগে ব্যাহত হতে পারে। রোবির একটাই

আশা মরিনকে যদি নেশা খাইয়ে রেহাই পাওয়া যায়। তবে ওকে নেশা খাওয়াতে হলে রোবির নিজেরও নেশা করতে হবে। গাঁজাভরা একটা সিগারেট খেয়েই ওর অবস্থা কাহিল। তুলনায় মরিন সোয়ানসন একটার পর একটা সিগারেট টেনেই চলেছে। কিন্তু কোনোই বিকার নেই।

'শরীর খারাপ লাগছে, অ্যা? সে দেখা যাবে। এখন চুপচাপ শুয়ে পড়ে চোখ বোজো তো।'

প্রতিবাদ করে লাভ নেই জেনে মরিনের আদেশ মেনে নিল রোবি। পরমুহূর্তে টের পেল ওর দুই উরুর ফাঁকে মরিনের উষ্ণ, ভেজা জিভ। রোবির নিস্তেজ পুরুষাঙ্গকে চাঙা করে তোলাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে মরিন।

কার্ডবোর্ডের পর্দাটা টেনে সরিয়ে ফেলা হলো, কতগুলো লোক হুড়মুড় করে ঢুকল ঘরে। রোবির প্রথম অনুভূতি হলো নিশ্চিত স্বস্তি।

আর দ্বিতীয় অনুভূতি জাগল আতঙ্ক।

'পুলিশ!' রোবি টের পেল শক্ত একটা হাত ওর বাহু চেপে ধরল। 'পার্টি শেষ, খোকা। ওঠো এবং দেয়ালের সামনে গিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও। এক্ষুনি!'

রোবির মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। রোববার রাতে চ্যানেল সেভেনটিজে হুকার-সিরিজটি বহুবার দেখার দৌলতে অনুমান করতে পারছে মাদক ব্যবসায়ীদের ধরার জন্য এটি একটি পুলিশি রেইড। ওর প্যান্ট এলোমেলো পড়ে আছে বিছানার নিচে। ব্যাক পকেটে তিনটি এক্সট্যাসি ট্যাবলেট আছে। এই মাদক ট্যাবলেটসহ ধরা পড়লে ওর জেল কেউ ঠেকাতে পারবে না। আর জেল খুব ভয় পায় রোবি। আত্মহত্যার চেয়েও অনেক খারাপ মনে হয় জেলখানা। মৃত্যু মানে শান্তি। তার মায়ের কাছে চলে যাওয়া। কিন্তু ওকে যদি কিশোর সংশোধন কারাগারে পাঠানো হয়? ওখানে ওর মতো সুন্দর ছেলেকে পেলে সবাই কাঁচা খেয়ে ফেলবে।

দেয়ালের সামনে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করছিল অর্ধনগ্ন রোবি। কিন্তু মরিনের চিৎকার-চেঁচামেচিতে তা সম্ভব হচ্ছিল না।

'হারামজাদারা আমার গায়ে একটা আঙুল তুলেছ কী ঈশ্বরের কসম আমার বাবা তোমাদের সবার জ্যান্ত ছাল ছাড়াবে।'

হেসে উঠল পুলিশ ক্যাপ্টেন। 'আমাদেরকে হুমকি দিয়ো না, সুইটহার্ট।'

'মালটার পাছা কী,' যোগ করল তার সঙ্গী লেফটেন্যান্ট। 'তোমার পা জোড়া আরেকটু ফাঁক করো না?'

রোবি তখন ভাবছে ওর জিনসের পকেটে কোনো পরিচয়পত্র আছে কিনা। ওর পরিচয় জানানোর যে কোনো উপায় বের করতে হবে। কিন্তু গাঁজা খাওয়া মাথায় কোনোই বুদ্ধি আসছে না।

কোনো রকম সতর্কতা ছাড়াই পাঁই করে ঘুরল মরিন সোয়ানসন এবং লেফটেন্যান্টের মুখে ধাই করে বসিয়ে দিল ঘুষি। আঙুলের সস্তা ককটেল আংটিটি মাখনের মধ্যে ছুরি প্রবেশ করার মতো ঘ্যাচ করে লোকটার চোখে ঢুকে গেল।

'যীশাস ক্রাইস্ট, হারামজাদি! আমাকে অন্ধ করে দিল রে!'

হাউকাউয়ের এ সুযোগটা নিল রোবি, দৌড় দিল খোলা জানালা লক্ষ্য করে এবং ডাইভ দিল চোখ বুজে।

রাতের শীতল বাতাস বাড়ি মারল ওর নিম্নাংশে। মনে পড়ল কোমরের নিচে থেকে পুরোপুরি ন্যাংটো ও। যখন চোখ খুলল তখন আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল জিয়ান্নি পেম্পরেত্তোর বেডরুম মাটি থেকে ছয় তলা ওপরে।

পতনটা মনে হলো অনন্তকাল ধরে চলছে। সময়টা যেন অতিবাহিত হচ্ছে স্লোমোশনে। রোবি জানে ও মারা যাচ্ছে। ভাবনাটা ওর মুখে হাসি ফোটাল। এ মুহূর্তটির সে অসংখ্যবার কল্পনা করেছে, চিন্তা করেছে যখন চরম সময়টি আসবে তখন কেমন লাগবে। এখন সত্যি ঘটনাটি ঘটছে, অদ্ভুত শান্তি লাগছে রোবির। প্রায় আনন্দ হচ্ছে।

চাঁদের আলোয় সবজে-ধূসর জমিন ধীরগতিতে ওপরে উঠে আসছে ওকে স্বাগত জানাতে।

তারপর সবকিছু কালো হয়ে গেল।

'ও ভাই?'

'ও ভাই? শুনতে পাচ্ছ আমাকে?'

রোবি একটি নদীর ধারে, শুয়ে আছে লম্বা ঘাসের মধ্যে। ও আছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, ক্লার্জারড্রপের কাছের বুনো অরণ্যে। এটি একটি ছোট্ট ট্রান্সভাল শহর যেখানে ছোটবেলায় ওর মা ওকে বেড়াতে নিয়ে যেত। একদা এ শহরটির পরিচিতি ছিল ক্লিপড্রিফট নামে এখানে জেমি ম্যাকগ্রেগর প্রথম তার ভাগ্য ফেরায়। ক্রুগার-ব্রেন্টের জন্মস্থান, এখানেই সবকিছুর শুরু। অ্যাকাশিয়া গাছের মাঝ দিয়ে মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে। মুখের ওপর রোবি ওর মাকে দেখতে পাচ্ছে, বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরতম দৃশ্য। মায়ের ঠোঁট নড়ছে। তিনি ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন। তবে তাঁর গলা কেমন অদ্ভুত এবং অচেনা শোনাচ্ছে।

'তুমি একটা ভাগ্যবান হারামি। আরেকটু হলেই মারা যাচ্ছিলে।'

রোবির মায়ের মুখখানা ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মা! ফিরে এসো!

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। অ্যালেক্স চলে গেছেন, তার জায়গায় হাজির হয়েছে তিনটে কালো মুখ। তারা কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে রোবির দিকে। ছেলেগুলো রোবির বয়সী।

চিৎ হয়ে পড়ে আছে রোবি, রডোডেনড্রনের ঝোপের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। পতনের চোটে গাছের ডালপালা নিশ্চয় ভেঙে গেছে। ওঠার চেষ্টা করতেই বাম ... ব্যথায় আগুন ধরে গেল। ভয়ানক চোট পেয়েছে। ছেলেগুলো ওকে সিধে হতে ... করল।

'তুমি নিশ্চয় নেশা করেছ, ব্রো,' দলের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ ছেলেটি মাথা নাড়তে নাড়তে বলল। 'তুমি নিজেকে কী ভাবছিলে, সুপারম্যান কিংবা এরকম কিছু?'

তার বন্ধুরা উচ্চকিত স্বরে হেসে উঠল।

'তুমি যে ন্যাংটো তা বুঝতে পারছ? নাকি আমিই সুপারম্যান ক্রিপটোনাইটের এক্স-রে ভিশন দিয়ে তোমাকে ন্যাংটো দেখছি।'

আরও হাসি।

'প্লিজ,' বিড়বিড় করল রোবি। 'আমাকে একটু সাহায্য করো। পুলিশ... ওরা যে কোনো সময় চলে আসবে এখানে। তোমরা কেউ তোমাদের একটা প্যান্ট ধার দাও আমাকে।'

ছেলেগুলো একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

'কী বললে? আমরা তোমাকে আমাদের প্যান্ট ধার দিতে যাব কোন দুঃখে?'

রোবি একটু চিন্তা করল, তারপর তার বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙুল ধরে টানতে লাগল।

'এটা নাও,' জ্যেষ্ঠ ছেলেটির হাতে খাঁটি সোনার সিগনেট রিংটি খুলে দিল। এটির একদা মালিক ছিলেন রোবির গ্রেট গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার জেমি ম্যাকগ্রেগর, আংটিটিতে দুটি যুদ্ধরত ভেড়ার ছবি আছে– ক্রুগার-ব্রেন্টের ক্রেস্ট।

'এটি সোনার আংটি। বিক্রি করলে কমপক্ষে পাঁচশো ডলার পাবে।'

ছেলেটি আংটিটির দিকে তাকাল।

'জ্যাকসন, ক্লার্ক কেন্টকে তোমার প্যান্ট খুলে দাও।'

রেগে গেল জ্যাকসন। 'জাহান্নামে যাও তুমি! আমি কেন ওকে আমার প্যান্ট দিতে যাব?'

'বলছি না প্যান্ট খুলতে! এক্ষুনি খোল! ওই যে পুলিশ এসে পড়েছে।'

ফ্লাশলাইট হাতে জিয়ান্নির বিল্ডিং থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো কয়েকজন পুলিশ। রোবি ভাবল ওরা লাশ খুঁজছে।

কালো ছেলেটি সাপের খোলস ছড়ানোর মতো কোমর থেকে খসিয়ে ফেলল নিজের প্যান্ট।

রোবি দেখল ছেলেটি লাফিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। তিন কালো মূর্তিকে ঝোপঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হতে দেখে ওদেরকে তাড়া করল পুলিশের দল। কেটে পড়ার জন্য মূল্যবান কয়েকটি সেকেন্ড হাতে পেল রোবি।

প্যান্ট পরে নিল ও। বিরাট প্যান্ট। বেল্টের শেষ লুপটা আটকাতে হলো ওকে। নইলে কোমর থেকে খসে যেত প্যান্ট। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটা দিল। পায়ের ব্যথাটা ক্রমশ বাড়ছে। সমস্ত চিন্তা বাদ দিয়ে রোবি লেক্সি আর তার মায়ের কথা ভাবতে লাগল। ও জেলে যেতে পারবে না। ওকে পালাতে হবে। ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।



রোবি যখন বাড়ি ফিরল ভোর তখন ছয়টা।

ওয়েস্ট ভিলেজে ভোরের আলো ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়ির দরজার সামনে শুয়ে থাকা গৃহহীন মানুষের দল জাগতে শুরু করেছে। ঘুম এবং মদের রেশ তখনও কাটেনি কিন্তু পুলিশ আসার আগেই তাদেরকে কেটে পড়তে হবে। রোবি ওদেরকে লক্ষ করছিল। একটা ইটের দেয়াল এদেরকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে ভাবতে মজাই লাগছিল রোবির। এদের থেকে নিজেকে খুব একটা আলাদা ভাবে না সে। যদিও নিরাশ্রয় এ মানুষগুলোর চোখে সে মহাধনী কিন্তু এরা যদি জানত রোবি প্রায়ই তার পালকের বিছানায় নিদ্রাহীন জেগে থাকে, স্বপ্ন দেখে গুলি করে নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে।

রোবির কাছে কোনো চাবি নেই। চাবি ছিল প্যান্টের পকেটে, এক্সট্যাসি ট্যাবলেটের সঙ্গে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেসমেন্টে চলে এলো ও, সার্ভিস ডোরে ছয় অঙ্কের একটি নাম্বার টিপতেই ক্লিক করে খুলে গেল দরজা। *বাড়িতে স্বাগতম।*

রোবি ভাবছিল ব্রন্সভিলে কী ঘটছে। তিন কৃষ্ণাঙ্গকে কি পুলিশ ধরতে পেরেছে? মনে হয় না। তবে এর মানে এ নয় যে রোবির এতে বিপদ কেটে গেল। মরিন সোয়ানসন হয়তো সবকিছু ফাঁস করে দেবে, পুলিশকে ওর পরিচয় জানিয়ে দেবে, বলবে ওকে কোথায় পাওয়া যাবে।

তবে মরিন যা-ই করে থাকুক না কেন এ মুহূর্তে এ নিয়ে কিছু করতে পারছে না রোবি।

পা টিপে টিপে রান্নাঘরের সিঁড়ি দিয়ে এন্ট্রিওয়েতে চলে এলো ও, স্বস্তি পেল দেখে বাড়িটি নিরব এবং অন্ধকার। ও মূল সিঁড়ির প্রায় মাথায় চলে এসেছে, এমন সময় পেছনে একটি কণ্ঠ বেজে উঠল।

'আমি স্টাডিতে আছি, রবার্ট।'

যাচ্চলে!

দমে গেল রোবি, পেটের ভেতর শিরশির করে উঠল। ঈশ্বর, বাবা যেন এখন মদপান না করেন।

পিটার লাল ব্রোকেডের কাউচে বসে আছে। কথা বলছে তার স্ত্রীর সঙ্গে।

তুমি জানো এ বয়সটাতে ওরা কতটা অবাধ্য হয়ে ওঠে, ডার্লিং। আমি আগে ওর সঙ্গে কঠোর হতে পারিনি, এটাই সমস্যা। তবে এখনও ফুরিয়ে যায়নি সময়।

অ্যালেক্স তার কথায় সায় দিচ্ছে। দশম বিবাহ বার্ষিকীতে কিনে দেওয়া সবুজ হ্যালিস্টন পোশাক পরে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। অ্যালেক্স না থাকলে কোথায় ভেসে যেত পিটার। তার ভালোবাসা এবং সমর্থনই পিটারের কাছে সবকিছু। এই ভালোবাসা এবং সমর্থন শক্তি জোগায় তাকে।

ঝামেলা যদি শুধু স্কুল নিয়ে হতো আমি ওকে ক্ষমা করে দিতাম। এমনকি মাদক নিলেও কিন্তু এর সঙ্গে লেক্সির স্বার্থ জড়িত। লেক্সির ওপর ওর ভয়ঙ্কর প্রভাব রয়েছে, অ্যালেক্স। সে ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছে। আমি কি এটা হতে দিতে পারি? বলো পারি?

মাথা নাড়ল অ্যালেক্স অবশ্যই তুমি হতে দিতে পার না, ডার্লিং। কিন্তু সারা রাত রবার্টের কথা বলে সময় নষ্ট করার মানে নেই। আমার ড্রেসটা তোমার পছন্দ হয়েছে?

বেশ পছন্দ হয়েছে। তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।

তোমার জন্য পিটার। আমি তোমার জন্য সুন্দর হই।

'বাবা?'

মুখ তুলে চাইল পিটার। চলে গেছে অ্যালেক্স। ঘরটা হঠাৎ জাহাজের মতো দুলে উঠল। সবকিছুতে কেমন গাঢ় বাদামি রঙের অস্পষ্টতা। যেন টাইটানিকের পুরনো ছবি দেখছে পিটার। বিপর্যয় এখনো ঘটেনি তবে তা আসন্ন।

ছেলের মুখটাকে দুটো চেহারা দেখছিল পিটার। দুই মুখ মিলিয়ে গিয়ে এক চেহারা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে।

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

রোবি নিঃশব্দে এক পায়ের ওজন আরেক পায়ে চাপাল।

'তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি।'

'একটি মেয়ের সঙ্গে।'

মিথ্যা কথা বলেনি ও। অন্তত কৌশলগত্‌ভাবে।

'কোন্ মেয়ে? কোথায়?'

পিটারের গলার স্বরে তেমন রাগ নেই। রোবি দেখল ও কাঁপছে।

'ব্রনক্সভিলে। একটা ট্রেনে।' জবাব দিল রোবি। মরিন সোয়ানসনের নাম বলে লাভ নেই বলেই বলল না। 'বাবা, স্কুলে আজ যা ঘটেছে তার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। সত্যি বলছি, আমি নিজেই জানি না কেন এসব করছি আমি। মাঝে মাঝে আমি...'

'মাঝে মাঝে তুমি কী?'

পিটারের রাগ উঠছে। সে কোনো অ্যাপোলজি কিংবা ব্যাখ্যা শুনতে চায় না। চায় রবার্ট তার অপরাধ স্বীকার করুক। স্বীকার যাক যে, তার শাস্তি পাওনা হয়েছে।

অ্যালেক্সের ভালোবাসা একা কেড়ে নেয়ার দণ্ড। লেক্সিকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টার সাজা।

'মাঝে মাঝে আমি এটা সামাল দিতে পারি না,' গত চব্বিশ ঘণ্টায় এ নিয়ে দ্বিতীয়বার কাঁদতে শুরু করল রোবি।

ছিঁচকাদুনে কান্না চলবে না। পুরুষের মতো আচরণ করো। এসবের জন্য তুমিই দায়ী।

লাল ব্রকেড কুশনের পেছনে, দৃষ্টিসীমার বাইরে, একটি পিস্তলে পিটার টেম্পলটনের হাত চেপে বসল।

কয়েকঘণ্টা আগে গ্লক পিস্তলটি আলমারি খুলে বের করার সময় আত্মহননের চিন্তা করছিল পিটার। দেড় বোতল স্কচ তার সমস্ত যৌক্তিক চিন্তাগুলো ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে বিধ্বস্ত একটি মানুষে পরিণত করে। সে ব্যর্থ হয়েছে। একজন পুরুষ হিসেবে, একজন স্বামী হিসেবে, একজন পিতা হিসেবে। আগ্নেয়াস্ত্রটি তার কাছে আরামদায়ক লাগছিল। মুক্তি পাবার উপায়। কিন্তু তখন অ্যালেক্স এসে হাজির হয়। তার প্রিয়, মিষ্টি অ্যালেক্স। অ্যালেক্স যাতে ভয় না পায় সে জন্য পিস্তলটি সে কুশনের নিচে রেখে দিয়েছিল।

এখন আবার ওটার দিকে হাত বাড়িয়েছে সে। হাতের তালুতে শীতল ধাতবের ছোঁয়া লাগল।

রবার্ট বাড়ি ফিরেছে।

রবার্টের শাস্তি হওয়া দরকার।

ছেলেটা কী বলছে মনোযোগ দিয়ে শুনছেও না পিটার।

'আমি আর দশটা ছেলের মতো নই। আমি সেন্ট বিডে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারিনি। আমি কোথাও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি না। হয়তো মাকে আমি খুব বেশি মিস করি। হয়তো...

রোবি বাক্যটি অসমাপ্ত রেখেই চুপ করে গেল। পিটার কুশনটি সরিয়ে হাতে পিস্তল তুলে নিয়েছে। কন্ডাক্টরের ব্যাটনের মতো এদিক-ওদিক নাড়ছে।

সে বলল 'বলতে থাকো। শুনতে ভালোই লাগছে।'

শীতল ভয় যেন চেপে ধরল রোবির গলা। ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো।

'তোমার কথা শেষ হলে তুমি আমাকে ব্যাখ্যা দেবে কেন আমার মেয়ে আর আমার কাছ ঘেঁষতে চায় না? তুমি কী করে ভাবলে লেক্সিকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার হক রয়েছে তোমার?'

এমন কাঁপুনি উঠে গেছে রোবির যে গলা দিয়ে আর রা বেরবে বলে মনে হলো না বাপকে সে বহুবার মাতাল অবস্থায় দেখেছে, কিন্তু আজকের মতো এমন হিংস্র চেহারায় আবিষ্কার করেনি কোনোদিন। হয়তো গতকাল অফিসে তিনি রোবিকে যে থাপ্পড় মেরেছেন, তাতে তাঁর ভেতরের জানোয়ারটা বেরিয়ে পড়েছে? হাঙর রক্তের স্বাদ

পেয়েছে, এখন লোহু পান করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

রোবি তার পরবর্তী শব্দগুলো সাবধানে বাছাই করল।

'এসবের সঙ্গে লেক্সির কোনো সম্পর্ক নেই।'

কথাটা মোটেই বলা উচিত হয়নি তার। কারণ পিটার যখন সাড়া দিল, হুঙ্কার ছাড়ল। 'এর সঙ্গে লেক্সির কোনো সম্পর্ক নেই এসব ফালতু কথা বলতে এসো না আমাকে। এত সাহস তোমার! এর সঙ্গে ওর অবশ্যই সম্পর্ক আছে। তুমি ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছ যেভাবে তোমার মাকে কেড়ে নিয়েছিলে।'

রোবির মাথার ওপরের ছাদ লক্ষ করে সে গুলি ছুড়ল। কতগুলো প্লাস্টার ঝুরঝুর করে পড়ল ছেলেটার কাঁধে।

রক মিউজিকের মতো রোবির শিরায় অ্যাড্রেনালিন প্রবাহিত হতে লাগল।

উনি শুধু মাতালই নন, বদ্ধ উন্মাদও। উনি এবারে আমাকে গুলি করবেন।

আত্মহত্যা এক জিনিস। আর খুন হয়ে যাওয়া, বিশেষ করে নিজের বাপের হাতে, সেটি ভিন্ন জিনিস। ঠিক ওই মুহূর্তে রোবি পরিষ্কার বুঝতে পারল সে আসলে মোটেই মরতে চায় না। তার বয়স মাত্র পনেরো। সে বেঁচে থাকতে চায়। এখন কথা হলো কীভাবে বেঁচে থাকা যায়।

রাস্তার দিকের জানালাটা ওর পেছনে। সে যদি ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দেয় ওর বাবা পেছন থেকে ওর মাথায় তিনটি বুলেট ঢুকিয়ে দেবেন। পালাবার পথ নেই। তার একমাত্র আশা বাপকে বুঝিয়ে শান্ত করা।

'বাবা, আমি মাকে কখনো তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিইনি। সে তোমাকে ভালোবাসত। আমাদের দুজনকেই ভালোবাসত।'

'তোমার মা আমাকে ভালোবাসত কী বাসত না তা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই না। তুমি কিছুই জানো না।' রোবির বুকে পিস্তল তাক করল পিটার। 'তুমি আসার আগ পর্যন্ত আমি আর অ্যালেক্স খুব ভালো ছিলাম।'

'বাবা, প্লিজ...'

পিটারের মাথায় মৃদু শিসের শব্দটি ক্রমে জোরালো হয়ে উঠল, কেটলিতে বাষ্পীভূত পানির মতো হিসহিস করছে। সে মাথার চাঁদি চেপে ধরল। ঘরখানা আবার দুলতে শুরু করেছে।

আমি মাতাল হয়ে গেছি। আমি এসব কী করছি?

অ্যালেক্সকে দেখতে পাবার আশায় জানালার দিকে তাকাল সে। অ্যালেক্সের পরামর্শ দরকার তার। কিন্তু ও চলে গেছে।

'ড্যাডি, চুপ করো! চেঁচামেচি থামাও।'

প্রিয় খেলনা সাদা খরগোশকে কোলে নিয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে লেক্সি।

পিটারের মাথার শব্দটা অসহ্য হয়ে উঠছে।

সে বলল, 'ইটস অলরাইট, সুইটহার্ট। এখানে এসো।'

রোবি দেখল তার ছোট বোন কাউচের দিকে পা বাড়িয়েছে। পিটার চট করে ঘুরল লেক্সির দিকে। এখন ওর দিকে তাক করে ধরেছে পিস্তল।

লেক্সিকে বাঁচাতে হবে রোবির। ওর সহজাত প্রবৃত্তি কাজ করল। গলা দিয়ে জান্তব একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো, খ্যাপা ষাঁড়ের মতো ছুটে গেল সে বাপের দিকে।

মুখ তুলে চাইল পিটার। রোবির চেহারা থেকে ভয়ভীতি অদৃশ্য। ওখানে অন্য কিছু দখল করেছে। সম্ভবত সংকল্প? নাকি ঘৃণা? পিটার ঠিক বুঝতে পারল না।

সে হাউজকীপারের গলা শুনতে পেল 'না!'

মিসেস কার্টারের রাতটি ভালো কাটেনি। এক লহমার জন্যেও দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি। স্বামী মাইকের পাশে শুয়ে সারারাত জেগে থেকেছে একটা অপরাধবোধ নিয়ে। মি. টেম্পলটনের সঙ্গে বাচ্চাগুলোকে একা রেখে আসা মোটেও ঠিক হয়নি। তিনি বাচ্চাদের দেখভাল করার মতো অবস্থায় নেই। ভোর পাঁচটার দিকে আর সহ্য করতে পারেনি মিসেস কার্টার। নাক ডাকতে থাকা মাইককে বিছানায় রেখে গত কালকের কাপড় পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এমনকি গোসলও করেনি। সে সদর দরজার তালায় মাত্র চাবি ঢুকিয়েছে এমন সময় গুলির শব্দ শুনতে পেল। কম্পিত বক্ষে স্টাডি রুমের উচ্চকিত কণ্ঠ লক্ষ্য করে ছুট দিল সে। একদম ঠিক সময়ে ঘরের সামনে পৌঁছে দেখে তার মনিব চকচকে কালো একটি পিস্তল তাক করে রেখেছেন তাঁর চার বছরের মেয়েটির দিকে।

পিটারের চিন্তা করার দরকার ছিল। কিন্তু পারল না। মাথার ভেতরে শিসের আওয়াজটা এমন তীব্র হয়ে উঠেছে যে ওর ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। হঠাৎ সে কাঁদতে শুরু করল। সে চোখ মেলে চাইল এবং তাকাল লেক্সির মুখে।

একদম অ্যালেক্সের মতো চেহারা।

এক সেকেন্ড পরে গুলি হলো।

এবং থেমে গেল শিসের শব্দ।



চকচকে, লাল প্যাকেটটি তার মায়ের হাত থেকে নিল ম্যাক্স ওয়েবস্টার, উত্তেজিত ভঙ্গিতে উলটেপালটে দেখল।

বেশ ভারী প্যাকেট। আর ভেতরের জিনিসটা নিরেট কিছু। বাচ্চাদের র‍্যাপিং পেপার দিয়ে মোড়ানো, মাথায় সোনালি অক্ষরে 'হ্যাপি বার্থ ডে' কথাটি লেখা থাকলেও এটি বোধকরি কোনো খেলনা নয়, অনুমান করল ও।

'কী এটা?'

ইভ ব্ল্যাকওয়েল তার ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসল। চোখের তারায় চিকমিক করছে কৌতুক।

'খুলে নিজেই দেখো না।'

আজ ম্যাক্সের অষ্টম জন্মদিন। বেশ সুদর্শন, ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক, চুলের মতো মিশমিশে কালো চোখ, তার চিকবোন দুটি যে কোনো ফ্যাশন মডেলের ঈর্ষার কারণ হতে পারে, তার মধ্যে একই সঙ্গে নারীসুলভ এবং প্রাপ্তবয়স্ক একটি ভাব রয়েছে। ম্যাক্স তার নাদুসনুদুস বন্ধুদের মতো হাবলু গাবলু নয়, তাকে দেখলেই বোঝা যায় সে খুব বুদ্ধিমান। তার মধ্যে একটি বুনো ব্যাপার রয়েছে। অন্যান্য ছোট বাচ্চাদেরকে যদি কুকুরছানাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়, ম্যাক্স তাহলে ওদের মধ্যে নেকড়ে, সে দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনই বিপজ্জনক।

ঘণ্টাখানেক আগে, ফিফথ এভিনিউর পেন্টহাউজে আট বছর বয়সী নাদুসনুদুস কুকুরছানাদের সঙ্গে মিলে মজা করছিল ম্যাক্স ওয়েবস্টার এরা সবাই তাদের বিখ্যাত ক্লাসমেটটির অনুগ্রহভাজন হওয়ার জন্য ব্যস্ত ছিল। জন্মদিনের পার্টি করার বুদ্ধিটি ম্যাক্সের বাবার।

কিথ ওয়েবস্টার বলেছিল 'ছেলেটার বন্ধুবান্ধব দরকার ইভ। ওর সামাজিক হওয়া প্রয়োজন। একটা বাচ্চা সারাক্ষণ তার মা'র পাশে ঘুরঘুর করছে এটা মোটেই স্বাভাবিক নয়।'

আপত্তি করেনি ইভ। সে পার্টির সময়টুকু দরজা আটকে নিজের ঘরে শুয়ে থেকেছে। প্রচুর উপহার পেয়েছে ম্যাক্স। তার বন্ধুরা মজা করে খাওয়া-দাওয়া করেছে।

কিথ ওয়েবস্টার ওদের ছবি তুলেছে।

পার্টি শেষ হওয়ার পরে ছেলের কাছে জানতে চেয়েছে কিথ 'তো চান্দু, সময়টা ভালো কেটেছে তো?' তার মুখ জ্বলজ্বল করছিল ভালোবাসা এবং অহঙ্কারে।

ম্যাক্স মাথা ঝাঁকিয়েছে। 'হ্যাঁ, ড্যাড। বেশ ভালো সময় কেটেছে।'

কিথ ওয়েবস্টার চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে ম্যাক্স। রোববার রাতে কিথ সফটবল খেলতে যায়, সে এবং হাসপাতালের আরও কয়েকজন সার্জন মিলে একটা দল গঠন করেছে, সফটবল খেললে নিজেদের ওপরের প্রচণ্ড চাপটি খানিকটা হ্রাস হয়। সদর দরজা ক্লিক শব্দে বন্ধ হতেই ম্যাক্স ছুটে এসেছে তার মায়ের কাছে।

'ওরা সবাই চলে গেছে?'

'হ্যাঁ, মা।'

'সবাই?'

'হ্যাঁ। এখন শুধু তুমি আর আমি আছি। পার্টি শেষ হতে সময় লাগল বলে আমি দুঃখিত।'

দরজা খুলে দিল ইভ। তার পরনে চকোলেট সিল্ক, কিমোনো স্টাইলের রোব, সামনের অংশটি খোলা বলে হাঁটার সময় লেসঅলা আন্ডারওয়্যার দেখা যায়। সে ছেলেকে কাছে টেনে নিল। আট বছর বয়স হলেও ম্যাক্স খুবই বেঁটে। তার কালো চুলে ঢাকা মাথাটা ইভের মাত্র নাভি অবধি পৌঁছেছে। নিজের সমতল, মসৃণ পেটে ছেলের মাথাটা চেপে ধরতে ইভ টের পেল ম্যাক্স তার শরীরের গন্ধ শুঁকছে। ইভের শরীরের বুনো গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে ছেলেবেলা থেকে প্রিয় শ্যানেল পারফিউম সুবাস।

'এসো, মা'র বিছানায় এসে বসো। এখন তোমার বিশেষ উপহারটি দেওয়া হবে।'

ম্যাক্স খুশি মনে দেখল তার মা গ্লাভ ড্রয়ার খুলে একটি প্যাকেট বের করল। এ উপহারটির জন্যই সে অপেক্ষা করছিল। কিথ ওয়েবস্টারের কথা তার মনে পড়ল। তার বাবা। তাকে যে সে কী ঘৃণা করে!

'তো, চান্দু, মজা পেয়েছ তো?'

'মজা? তোমার সঙ্গে!'

ম্যাক্স অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল কখন তার বাবা বাস থেকে বেরবে। তাহলে সে তার সুন্দরী মায়ের সঙ্গে থাকতে পারবে। বাপের সঙ্গে আর ভান করে থাকতে হবে না।

কম্পিত হস্তে প্যাকেটের র‍্যাপিং পেপার ছিড়ে ফেলল ম্যাক্স। ভেতরে চকচকে, ধাবত একটি বস্তু দেখতে পেল। ট্রেন?

'পছন্দ হয়েছে তোমার?'

ইভের গলার স্বর খসখসে, প্রায় ফিসফিসে। ম্যাক্স তার মায়ের দিকে তাকাল। বাইরের পৃথিবী থেকে তার মা সবসময় নিজেকে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু তার কাছ থেকে নয়। ম্যাক্স বিশেষ কেউ। সে আসল ইভ ব্ল্যাকওয়েলকে দেখতে পায়, তার মুখের সমস্ত

বীভৎস্য ক্ষতচিহ্নসহ। সে মাকে এত ভালোবাসে মাঝে মাঝে কান্না এসে যায়।

'মা!' আঁতকে উঠল ম্যাক্স। 'এটা... সত্যিকারের জিনিস?'

'অবশ্যই সত্যিকারের জিনিস। এবং অনেক পুরনো। এটা বহুদিন ধরে আমাদের পরিবারে রয়েছে।'

আদর করে পিস্তলটির ট্রিগারে হাত বুলাতে লাগল ম্যাক্স। ওর ছোট ছোট আঙুলগুলো যেন আবিষ্কার করছে এক শক্তির আধার।

ইভ বলল, 'তুমি এখন অনেক বড় হয়ে গেছ, ম্যাক্স। বাচ্চাদের খেলনা আর তোমাকে মানায় না। কিথ এটা বুঝতে পারে না কিন্তু আমি পারি।'

ইভ সবসময় তার ছেলের সামনে স্বামীর নাম ধরে বলে, কখনো বলে না 'তোমার বাবা'। আগে এজন্য খুব বিরক্ত হতো কিথ। কিন্তু এখন আর কিছু বলে না।

'কিথ কি জানে তুমি আমাকে এটা দিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল ম্যাক্স।

পিস্তলটি পেয়ে রীতিমতো মুগ্ধ সে। নিখুঁত একটা জিনিস। তার মায়ের মতো।

হাসল ইভ। 'না, এটা আমাদের সিক্রেট। আমি এটি তোমার জন্য আলমারিতে রেখে দেব যাতে ওর কোনো সন্দেহ না হয়। তোমার যখন ইচ্ছা বের করে দেখবে। শুধু আমাকে বললেই হবে। আমি তোমাকে বের করে দেব।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায় ম্যাক্সের।

'এটা পিটার আংকেলের পিস্তল, না? যেটা দিয়ে তিনি... তুমি তো জানোই। তখন আমি অনেক ছোট।'

চার বছর আগে ম্যাক্সের আংকেল, ড. পিটার টেম্পলটন মদ্যপ অবস্থায় তার ছেলে-মেয়েদেরকে প্রায় গুলি করতে যাচ্ছিল। কেউ জানে না সে কি আত্মহত্যার নিয়ত করেছিল নাকি লেক্সি অথবা রবার্টকে গুলি করার ইচ্ছা ছিল তার। পিটারেরও মনে নেই। কারণ ওইসময় সে ভয়ানক মাতাল ছিল। সবাই শুধু জানে সেদিন খুব সকালে ওদের হাউজকীপার পিটারদের বাড়ি চলে আসে এবং সে গুলির শব্দ শোনে। সে পিটারের হাত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিতে ধস্তাধস্তি করার সময় হাতে গুলিবিদ্ধ হয়।

মহিলাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা দিতে হয়েছিল অবশ্যই। ম্যাক্স কিথকে একবার বলতে শুনেছে টাকার অঙ্কটা নাকি দশ লাখের ওপরে। তবে টাকা দিয়ে কাজ হয়েছিল। কারণ গণমাধ্যম এ ঘটনা কিছুই জানতে পারেনি। ওইদিনের পর থেকে ম্যাক্সের পিটার আংকেল আর মদ স্পর্শ করেনি। যে পিস্তলটি সে ব্যবহার করেছিল সেটিও রহস্যময়ভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ইভ মাথা নাড়ল।

'না, সোনা, এটি পিটার আংকেলের পিস্তল নয়। এটি তার চেয়েও স্পেশাল। এর মালিক এক সময় ছিলেন তোমার নানা ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল। তোমার বড় নানা।'

ম্যাক্সের আট বছরের বুক ফুলে উঠল গর্বে। সে তার মায়ের কাছে তার পরিবারের গল্প শুনতে খুব ভালোবাসে। ম্যাক্সের পরিবার।

ম্যাক্সের শৈশবের স্মৃতিতে রয়েছে গভীর, আবেদনময় কণ্ঠে ঘুমপাড়ানি গানের মতো মা তাকে শোনাত গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার জেমি ম্যাকগ্রেগরের গল্প, তিনি যে রোমাঞ্চকর সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন তার কাহিনী। ম্যাক্সের প্রথম বুলি ছিল 'মা', দ্বিতীয় 'ক্রুগার' এবং তৃতীয় 'ব্রেন্ট'। অন্য ছেলেরা যখন ডাইনোসর আর সুপারম্যানের স্বপ্ন দেখে ওই সময় ম্যাক্সের অবচেতন মনে ঝিকিয়ে ওঠে জেমির চুরি করা হিরে যা দিয়ে তিনি সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। *আমার সাম্রাজ্য।* ম্যাক্সের রূপকথার গল্প শোনার প্রয়োজন নেই। সে অবহেলিত রাজকুমার, ড্রাগন আর রুটি দিয়ে তৈরি প্রাসাদের গল্পও শোনে না। তার কাছে তার মা অবহেলিত রাজকুমারী। ইভকে তার রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ম্যাক্সের শয়তান বাবা তার মাকে পেন্থহাউজ টাওয়ারের জেলখানায় বন্দী করে রেখেছে। সে, ম্যাক্স, তার মায়ের প্রতিহিংসাপালনকারী নাইট। ক্রুগার-ব্রেন্ট তাদের রাজপ্রাসাদ। অসংখ্য ড্রাগনকে তাদের হত্যা করতে হবে। ম্যাক্স যাদেরকে চেনে সবাই তার শত্রু, ঘৃণ্য কিথ থেকে স্কুলের সেইসব ছেলে যারা তার মা'র চেহারা নিয়ে মশকরা করে এবং তার দুই কাজিন রবার্ট ও লেক্সি।

তোমার কাজিনরা তোমার উত্তরাধিকার কেড়ে নিয়েছে, সোনা। তোমার প্রাপ্য জিনিস ওরা নিয়ে তোমাকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। যেভাবে আমাকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

ইভকে স্বর্গের বাগান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। ম্যাক্স সেই নির্বাচিত প্রফেট যে প্রতিশ্রুত ভূমি ফিরিয়ে দেবে ইভকে।

ক্রুগার-ব্রেন্ট তার মায়ের হাতে তুলে দিতে পারলেই ম্যাক্স জীবনের সেরা পুরস্কারটি পেয়ে যাবে! মায়ের ভালোবাসা।

ম্যাক্সের মা এমনিতে খুব শীতল এবং দূরবর্তী একজন মানুষ। অ্যাপার্টমেন্টে তার শারীরিক উপস্থিতি অপরূপ টর্চারের মতো মনে হয়। বৃষ্টির জন্য হাহাকার তোলা শুষ্ক নদীগর্ভের মতো ম্যাক্স তার মায়ের একটু আদর, একটু আলিঙ্গন পেতে চায়। কিন্তু যখনই সে মায়ের কাছে যেতে চায়, মা তাকে দূরে ঠেলে দেয়। অথচ কিথ ওয়েবস্টার তার বিশ্রী, শীতল হাত দিয়ে তার মাকে স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু ম্যাক্স পারে না। অত্যন্ত দুর্লভ কিছু মুহূর্তে, যেমন আজকে, তার মা যখন তাকে জড়িয়ে ধরল ম্যাক্সের মনে হলো সে পাহাড় ধসিয়ে ফেলতে পারবে। মায়ের ত্বক থেকে উত্তেজক একটা গন্ধ আসছে, হেরোইনের মতো যেন ছড়িয়ে পড়ছে ছোট্ট ছেলেটির দেহে। সে আনন্দে কাঁপছে।

ইভ উঠে দাঁড়াল। সিল্ক রোবটা গায়ে শক্ত করে জড়িয়ে নিয়ে হেঁটে গেল জানালার ধারে।

ম্যাক্স একা বসে রইল বিছানায়। মা তার কাছ থেকে একটু দূরে গেলেই তার যেন শারীরিক যন্ত্রণা হয়। সে পিস্তলটি ধরে আদর করে গালে ঠেকাল।

'তোমার গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদার ডেভিড কখনো এই পিস্তলটি ব্যবহার করেননি।

একটিও গুলি করেননি।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ইভ। ম্যাক্স নয় যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে সে।

'উনি ছিলেন একটা কাপুরুষ।'

ঢোপ গিলল ম্যাক্স। 'আমি কাপুরুষ নই, মা। আমি এটা ব্যবহার করতে ভয় পাই না।'

ঘুরল ইভ।

'তাই নাকি? তুমি এটা কী জন্য ব্যবহার করবে, সোনা?'

জবাব দিল না ম্যাক্স। জবাব দেওয়ার প্রয়োজনও নেই।

দুজনেই জানে এ উপহারটি কেন দেওয়া হয়েছে।

আমি এটা ব্যবহার করব কিথ ওয়েবস্টারকে হত্যা করার জন্য।

আমি এটা ব্যবহার করব আমার বাবাকে হত্যা করার জন্য।



সামনে বসা যুবকের দিকে তাকিয়ে আছেন লায়োনেল নিউম্যান। তবে তাঁর মন চলে গেছে অতীতে।

সালটা ১৯৫২, এরকমই রৌদ্রকরোজ্জ্বল জুন মাসের এক সকাল ছিল সেদিন। এই একই চেয়ারে যুবকের জায়গায় বসেছিলেন কেট ব্ল্যাকওয়েল। তখন কেটের বয়স ষাটের কোঠায়। তবে লায়োনেলের মনের চোখ মধ্যবয়স্কা তবে এখনও সুন্দরী, ছিপছিপে, নিখুঁত ছাঁটের পোশাক পরা এক নারীকে দেখছিল যার মাথা ভর্তি ছিল ঝলমলে কালো চুল। তিনি তাঁর ছেলেকে নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন।

টনি আর নিজের মতো নেই, লায়োনেল। যেন তার ভেতরের কিছু একটার মৃত্যু ঘটেছে। আমি ওকে সুখী করার সবরকম চেষ্টাই করেছি, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। সে বিয়ে করবে না বলে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

কেট ব্ল্যাকওয়েলের সমস্যা ছিল তিনি প্রায়ই লায়োনেল নিউম্যান, ব্রাড রজার্সসহ আরও কিছু মানুষের কাছ থেকে উপদেশ প্রার্থনা করলেও কোনো পরামর্শই গ্রহণ করতেন না। যে কোনো নির্বোধও টনি ব্ল্যাকওয়েলের সমস্যাটা বুঝতে পারত। ছেলেটা চিত্রশিল্পী হতে চেয়েছিল কিন্তু কেট তাকে তা হতে দেননি। টনির স্বপ্নটাকে নিষ্ঠুরের মতো ভেঙেচুরে দেওয়ার ফলে বেচারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। কিন্তু কেট ব্ল্যাকওয়েল বিষয়টিকে সেভাবে কখনো দেখতেন না। তিনি এ বিশ্বাস নিয়ে কবরে গেছেন যে ছেলের জন্য যা করার করেছেন। টনিই বরং তাঁকে আশাহত করেছে।

টনি ব্ল্যাকওয়েল বিয়ে করেছিল। মাস কয়েক বেশ সুখেও ছিল কিন্তু তার স্ত্রী মারিয়ান যমজ দুই কন্যা ইভ এবং আলেকজান্দ্রাকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেলে টনিরও সুখের অবসান ঘটে।

ওরা এখন সবাই মারা গেছে। কেট, টনি, মারিয়ান, আলেকজান্দ্রা। কিন্তু আমি এখনও বেঁচে আছি। সেই একই অফিসে আছি। সেই একই পরিবারের সঙ্গে। সেই একই সমস্যা। জীবন যে কী বিচিত্র!

লায়োনেল নিউম্যানের সামনে যে তরুণটি বসে আছে সে কেট ব্ল্যাকওয়েলের প্রপৌত্র রবার্ট টেম্পলটন। টনি বিয়ে না করলে রবার্ট আজ এখানে থাকত না। এ অফিসে, এ পৃথিবীতে সে থাকত না। কিন্তু কেট ব্ল্যাকওয়েল তার প্রপৌত্র চেয়েছিলেন এবং পেয়েছেন। তার প্রপৌত্রের বয়স উনিশ, উচ্চতায় ঝাড়া ছয় ফুট, যে কোনো

ম্যাটিনি আইডলের মতো সুদর্শন সে।

'আপনি আমাকে কোনোভাবেই বাধা দিতে পারবেন না,' বলল রবার্ট। তার গলার স্বর রুক্ষ এবং কর্কশ। সামনে ঝুঁকে বসেছে সে, পিয়ানোবাদকের মতো সরু আঙুলগুলো হাঁটুর ওপর, অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ মানুষটির দিকে।

'আইনত আমি এখন প্রাপ্তবয়স্ক। এটি আমার একান্ত নিজস্ব সিদ্ধান্ত। বলে দিন কোথায় কোথায় সই করতে হবে। আমি চলে যাই।'

'কাজটি অত সহজ নয়, রবার্ট।'

অসংখ্য বলিরেখাসমৃদ্ধ একটা হাত নিজের জটপাকানো তারের মতো চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন লায়োনেল নিউম্যান।

'তোমার বাবা...

'আমার বাবার এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।'

রোবি ডেস্কে দড়াম করে ঘুষি মেরে বসল। লায়োনেল নিউম্যানের সাজিয়ে রাখা ফাইলের স্তূপ লাফিয়ে উঠল। বৃদ্ধ কিন্তু শান্ত এবং সংযত রইলেন।

আমি তোমার বড় নানীর গরম মেজাজ বহু দেখেছি। তবে তুমি আমাকে ভয় খাওয়াতে পারবে না, খোকা। আমি যতবার কেট ব্ল্যাকওয়েলের ঝাড়ি খেয়েছি তুমি ততবার ভাতও খাওনি।

ছেলেটার জন্য সত্যি মায়া হয়। ছেলেবেলায় কত ভদ্র ছিল ও। কেট ওকে দারুণ ভালোবাসতেন। কিন্তু বড় হওয়ার পরে ছেলেটা একদম বখে গেছে। মাত্র উনিশ বছর বয়সেই এ ছেলে চুরি এবং মাদক রাখার অপরাধে পুলিশ কেস খেয়েছে। চুরি! ক্রুগার-ব্রেন্টের উত্তরাধিকারীর চুরি করার দরকার পড়ল কেন?

ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের কত টাকা আছে সে কথা লায়োনেল খুব ভালো করেই জানেন। এরা অসম্ভব ধনী। তবে টাকা এদের কাছে আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপের রূপ নিয়েছে। ক্রিস্টিনা ওনাসিসের মতো একই দশা হবে রোবি টেম্পলটনের। সেরকম আলামতই দেখা যাচ্ছে। সে মাদক নেয়, মদ খায়, হতাশায় ভোগে। শেক্সপীয়রের হ্যামলেটের ভাগ্যই হয়তো শেষতক বরণ করতে হবে রোবিকে। যদিও ক্রুগার-ব্রেন্টের মার্কেট ক্যাপাসিটি হ্যামলেটের ডেনমার্কের জিডিপি'র চেয়ে বেশি।

ছেলেটির এরকম অবস্থার জন্য তার বাপই দায়ী বলে মনে করেন লায়োনেল নিউম্যান। পিস্তল নিয়ে ওই ঘটনার পর থেকে পিটার টেম্পলটন বাবা হিসেবে সন্তানের প্রতি তার সমস্ত দায়িত্ব পালন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। সে এতটাই অপরাধবোধে ভুগছে যে নিজের ছেলেমেয়েদেরকে শৃঙ্খলাটুকু পর্যন্ত শেখাতে পারেনি।

'ক্রুগার-ব্রেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং আজীবন সদস্য হিসেবে তোমার বাবার অধিকার রয়েছে তোমার সিদ্ধান্ত জানার। কারণ তোমার সিদ্ধান্ত বস্তুগতভাবে কোম্পানিকে প্রভাবিত করতে পারে।'

'কিন্তু আমি উত্তরাধিকারী হতে চাই না বলে তিনি কোনোরকম বাধা দিতে পারবেন না। তিনি ইচ্ছে করলে এ নিয়ে যত খুশি চিল্লাচিল্লি করুন। আসলে তিনি কিছু করতে

পারবেন না, তাই না?'

মাথা নাড়লেন লায়োনেল নিউম্যান। *প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ এ ছেলে, এবং উদ্ধত। যৌবনের ঔদ্ধত্য।*

'তুমি যা বলেছ তা অবশ্য ঠিক, রবার্ট। সিদ্ধান্ত তোমার নিজের। তবে চার দশক ধরে তোমাদের পারিবারিক আইনজীবী হিসেবে আমার কর্তব্য তোমাকে জানানো যে...'

কিন্তু রোবি তাঁর কথা শুনছে না।

এসব অন্য কাউকে গিয়ে শোনান গে, দাদু। ক্রুগার-ব্রেন্ট আমার চাই না। কোনোদিন চাইওনি। আর ফালতু পরিবার নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথাও নেই। লেক্সি ছাড়া আমার কাছে কারো কানাকড়ি দামও নেই।

গত রাতে সিদ্ধান্তটি নিয়েছে রবার্ট। সে ব্রুকলিনের একটি গে বার-এ বসে মদ খেতে খেতে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে। ঠিক করে পরিশ্রম করে আয় করবে। তার বাবা, ক্রুগার-ব্রেন্ট এবং তার নিজের দানবগুলোর কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। নিজের নাম বদলে ফেলবে রোবি। কোনো অচেনা বার-এ পিয়ানো বাজিয়ে উপার্জন করবে অর্থ। ও আসলে কে তা খুঁজে নেবে।

তাকে নিয়ে বুড়ো আইনজীবীর উৎকণ্ঠা এবং দুশ্চিন্তা মোটেই পাত্তা দিচ্ছে না রোবি। সে এখন এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলেই বাঁচে। সে লায়োনেল নিউম্যানের ব্লটার থেকে এক টুকরো কাগজ টেনে নিয়ে আইনজীবীর কলম দিয়ে কয়েকটি লাইন লিখে ফেলল, খসখস করে যা তার জীবনটাকে চিরদিনের জন্য বদলে দেবে।

আমি, রবার্ট টেম্পলটন, এখানে আমার সমস্ত দাবি আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ করছি যেসব অধিকার এবং উত্তরাধিকার আমাকে দিয়েছিলেন আমার বড় নানী কেট ব্ল্যাকওয়েল এবং সেসঙ্গে ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডে আমার সমস্ত অধিকার ও শেয়ারও ছেড়ে দিলাম। আমার সমস্ত অধিকার এবং দাবি এখন থেকে সম্পূর্ণভাবে ভোগ করবে আমার বোন আলেকজান্দ্রা টেম্পলটন।

'এতে আমি সই করে তারিখ দিয়ে দিয়েছি। আর সাক্ষী হিসেবে আপনি তো রইলেনই।'

স্তম্ভিত আইনজীবীর হাতে কাগজখণ্ডটি দিয়ে উঠে দাঁড়াল রোবি। লায়োনেল নিউম্যান আবার মনে মনে ভাবলেন ছেলেটা দেখতে যা সুদর্শন হয়েছে! কিন্তু শরীরের ওপর অত্যাচারের ছাপও পড়েছে চেহারায়। চক্ষু দুইটা লাল, চোপা ভেঙে ভেতরের দিকে ঢুকে গেছে, শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। হেরোইন সেবনের ফল।

কে জানে হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই এ ছেলেকে রাস্তায় দেখা যাবে, দুর্ভাগা, অসহায়, হতচ্ছাড়া চেহারার এক মাদকসেবী হিসেবে

বড়জোর ছয় মাস লাগবে তার নিজেকে এভাবে ধ্বংস করে দিতে।

'সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, মি. নিউম্যান। আমি এখন যাব।'



লেক্সি টেম্পলটন অন্য বাচ্চাদের মতো নয়।

তার বয়স যখন পাঁচ, তার বাবার কাছে একটি ফোন আসে।

'আপনি কাইন্ডলি একটু এসে লেক্সিকে নিয়ে যান। এক্ষুনি।'

ফোন করেছেন মিসেস থ্যাকেরে, লেক্সির কিন্ডারগার্টেনের প্রিন্সিপাল। তাঁকে খুবই ক্ষুব্ধ মনে হচ্ছিল।

'কী হয়েছে? লেক্সি ঠিক আছে তো?'

'আপনার মেয়ে ঠিক আছে, মি. টেম্পলটন। আমি অন্য বাচ্চাগুলোকে নিয়ে চিন্তায় আছি।'

পিটার দ্য লিটল চেরাবস প্রি-স্কুলে পৌঁছাতেই অশ্রুসজল লেক্সি ছুটে এসে তার বাহুতে সেঁধুল। 'আমি কিছু করিনি, ড্যাডি! আমার কোনো দোষ ছিল না!'

মিসেস থ্যাকেরে একপাশে টেনে নিয়ে গেলেন পিটারকে।

'আজ সকালে দুটো বাচ্চাকে ইমার্জেন্সিতে পাঠাতে হয়েছে। আপনার মেয়ে ওদের ওপরে কাঁচি নিয়ে হামলে পড়েছিল। একটা বাচ্চা ভাগ্যক্রমে চক্ষু নষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে গেছে।'

'কিন্তু এটা কী করে সম্ভব,' লেক্সির দিকে তাকাল পিটার।

হলুদ সুতির সানড্রেস, মাথায় হলুদ ফিতা বাঁধা, ওর পা জড়িয়ে থাকা লেক্সিকে ভীষণ নিষ্পাপ লাগছে। 'ও এমন কাজ করতে যাবে কেন?'

'জানি না আমি। আমার স্টাফরা বলল শুধু শুধুই খেপে গিয়েছিল লেক্সি। ওকে কেউ উত্তেজিত করেনি। লিটল চেরুবসে লেক্সিকে রাখা আমাদের পক্ষে বোধহয় আর সম্ভব হবে না। আপনি বরং অন্য স্কুল দেখুন।'

লিমুজিনে উঠে পিটার তার মেয়েকে জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে।

'কিছু হয়নি তো,' পা নাচাতে নাচাতে বলল লেক্সি। 'ওরা কেন এটা নিয়ে এত হৈচৈ করছে বুঝি না। আমি ছবি আঁকছিলাম। ক্রুগার-ব্রেন্টের ছবি। তোমার ওই মস্ত বিল্ডিং যেখানে তুমি কাজ কর।'

মাথা ঝাঁকাল পিটার।

'খুব সুন্দর হচ্ছিল ছবিটা। কিন্তু টিম উইলার্ড এসে বলল আমি নাকি যাচ্ছেতাই

এঁকেছি। কিচ্ছু হয়নি। ম্যালকম ম্যালয়ও আমার দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করতে লাগল।'

'কাজটা ওরা খুবই অন্যায় করেছে, হানি। তারপর তুমি কী করলে?'

লেক্সি বিরক্ত হলো। যেন এটা একটা প্রশ্ন হলো?

'তুমি তো বলেছ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে। আমি টিমির মাথায় কাঁচি দিয়ে খোঁচা মেরে বসি। চিন্তা কোরো না, ড্যাডি,' পিটারের হতভম্ব চেহারার দিকে তাকিয়ে যোগ করল লেক্সি। 'ও মারা যায়নি। এখন চলো আমরা ম্যাকডোনাল্ডসে লাঞ্চ খেয়ে আসি।'

শিশু মনোবিজ্ঞানীরা সকলে একই কথা বললেন।

লেক্সি অসম্ভব বুদ্ধিমতী এবং প্রচণ্ড সংবেদনশীল। মায়ের মৃত্যুর কারণেই তার এরকম আচরণগত সমস্যা। পিটার জিজ্ঞেস করল : কিন্তু এরকম প্রতিহিংসাপরায়ণতা? নৈতিকতার অভাব?'

সবার জবাবও হলো এক।

বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

'তোমার কোনো কথাই আমি শুনব না। তুমি রানিকে বিষ খাইয়েছ। তাই এক্ষুনি তোমার মাথা কেটে ফেলা হবে।'

বেশিরভাগ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খোয়ানো খুদে মারমেইড বারবি ডলটাকে চেপে ধরল লেক্সি।

'এতেই তোমার উচিত শিক্ষা হয়ে যাবে শয়তান ক্রিমিনাল। টান মেরে পুতুলটার মাথা ছেঁড়ে নিয়ে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে হাসল লেক্সি। 'এখন তুমি পুরোপুরি অক্কা পেলে।'

'লেক্সি!'

নতুন ন্যানি, মিসেস গ্রেনজার বেডরুমে ঢুকল। মেঝেতে হাত-পা ছেঁড়া অসংখ্য পুতুল পড়ে আছে। সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

আবার! টি পার্টি এবং টেডি বিয়ার পিকনিকের দিনগুলো কি ফুরিয়ে গেল?

আট বছর বয়সের মেয়েগুলো আসলে এখন অনেক বদলে গেছে।

মিসেস গ্রেনজার মধ্য পঞ্চাশ, বিধবা, ছেলেমেয়ে নেই, কুখ্যাত মিসেস কার্টারের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। 'টেম্পলটনের আগের হাউজকীপার, যে মি. টেম্পলটনের কাছ থেকে টাকা শুষে নিয়ে তার অলস স্বামী মাইককে ডিভোর্স দিয়ে কেটে পড়েছে হাওয়াইতে। ওখানে, মাউইতিতে সর্বশেষ তাকে দেখা গেছে নারকেল তেল দিয়ে তার শরীর মর্দন করে দিচ্ছে কুড়ি বছরের অর্ধউলঙ্গ এক ছোকরা, নাম কিয়ানু। মিসেস গ্রেনজারের আবার নারকেল তেলে সাংঘাতিক অ্যালার্জি আছে।

মিসেস গ্রেনজার লেক্সিকে খুব পছন্দ করে তবে আদর দিয়ে মাথায়ও তোলে না।

বারবি পুতুলগুলোর অনেক দাম। সে যে লেক্সিকে কতবার বকাঝকা করেছে। কিন্তু মেয়ে যদি শোনে তার কথা!

‘এসব কী হচ্ছে?’

লেক্সি দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। মিসেস গ্রেনজার রেগে গেছে। তার রাগ থামানোর উপায় কী? তাকে কী বললে তার রাগ পড়ে যাবে?

‘তুমি চিন্তা করো না, মিসেস জি। আমি স্রেফ খেলা করছিলাম। আমি এক্ষুনি এগুলো জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছি। দ্যাখো।’

এরিয়েল নামের পুতুলটার মাথা পড়ে আছে ঘরের এক কোণে। ছিন্ন মস্তকটি এনে ধড়ের সঙ্গে ওটা জোড়া লাগানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল লেক্সি। কাজটা সহজ নয় মোটেই। পুতুলটার ঘাড়টা বেজায় মোটা আর মুণ্ডু ছেঁড়ার পরে কাঁধের ওপরের গর্তটাও যেন অনেকটা সরু হয়ে গেছে। ঢুকছে না কিছুতেই। লাল নাইলনের চুলগুলো লেক্সির আঙুলে জট পাকিয়ে গেছে। ওর কপালে ফুটে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম।

‘বিশ্বাস করো আমি পারব। করেছি তো আগেও।’

‘পারবে কী পারবে না কথা সেটা নয়, লেক্সি। কথা হলো পুতুলটার মাথা ছিঁড়ে ফেলাই তোমার উচিত হয়নি। আর কার্পেটটা তো দেখে মনে হয় নাইট অব দা লিভিং ডেড এর দশা।’

‘এটা আমার দোষ নয়। এরিয়েল বিষ খাইয়ে রানিকে মেরে ফেলতে চাইছিল।’

লেক্সি অক্ষত একটি বারবি ডলকে হাত ইশারায় দেখাল। লাল টকটকে ভেলভেটের কাপড় পরা, সোনালি চুলের একটি পুতুল পড়ে আছে মেঝেতে। এটি রোবি গত সপ্তাহে তার বোনকে কিনে দিয়েছে।

‘ওকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে দেখতেই পাচ্ছ। এ জন্যেই ওর মুখের চেহারা অমন হয়েছে।’

পুতুলটার অবস্থা দেখে গুঙিয়ে উঠল মিসেস গ্রেনজার। সবুজ ফেল্ট টিপ কলম দিয়ে রানির মুখটাকে সবুজ করে দিয়েছে লেক্সি।

গম্ভীর মুখে লেক্সি বলল ‘তুমি কাউকে বিষ খাওয়ালে তোমার মাথা কেটে ফেলা হবে। এটা সত্যি কথা, মিসেস জি। ইতিহাস বইতে পড়েছি।’

এমন সিরিয়াস চেহারা করে কথাগুলো বলল মেয়েটা, হাসি চেপে রাখা দায় হলো মিসেস গ্রেনজারের।

‘ঠিক আছে। ইতিহাস যদি বেডরুমের মেঝেতে আর পুনরাবৃত্তি না করে, তাহলে আমি এবারের অপরাধটা ভুলে যাব।’

ন্যানির গলা কঠিন শোনালেও লেক্সি জানে সে এবারে জিতে গেছে। রাগ হওয়া আর রাগ করার ভান করা এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য বোঝার মতো বয়স হয়েছে ওর।

নিচতলা থেকে পুরুষ কণ্ঠের চেঁচামেচি শুনে মুখ শুকিয়ে গেল লেক্সির।

‘ড্যাডি চিল্লাচ্ছে। ভাইয়াটা কি আবার কোনো ঝামেলা করল?’

‘জানি না,’ জোরে বেডরুমের দরজা বন্ধ করল মিসেস গ্রেনজার।

‘করলেও তোমার ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার কুৎসিত বড় ভাইটা

নিজেই সামাল দিতে পারবে।'

খেপে গেল লেক্সি। 'ভাইয়া কুৎসিত না। ও গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে হ্যান্ডসাম। সবাই তাই বলে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মিসেস গ্রেনজার। লেক্সি সবকিছু বড্ড আক্ষরিকভাবে নিয়ে নেয়। মেয়েটা অমন না হলেই ভালো হতো। আর মি. টেম্পলটনই বা অমন চেঁচামেচি করছেন কেন? একটু গলা নামিয়ে কথা বলতে পারেন না? তাঁর কোনো ধারণাই নেই তাঁর ছোট মেয়েটি কতটা সংবেদনশীল এবং বুদ্ধিমতী। লেক্সি খুদে স্যাটেলাইট রিসিভারের মতো, বাড়ির সমস্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সে শোনে এবং সেগুলো নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে।

আজ সে তার পুতুলের গলা কেটেছে।

কিন্তু কাল?



পারভার্ট... নিষ্পাপ বাচ্চাগুলোকে সে শিকার করছে... ওর মতো সাইকোর পুরুষাঙ্গ কেটে দেওয়া উচিত।

শান্ত থাকার চেষ্টা করছে পিটার টেম্পলটন। তার ড্রইংরুমের সামনে দাঁড়ানো ভয়ানক মহিলাটি তাকে উদ্দেশ্য করে বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করছে, এ অবস্থায় কোনোভাবেই মেজাজ হারানো যাবে না।

লুডো এবং আমি পুলিশের কাছে যাব, আপনি জানেন।

বেশ্যাদের মতো যে মহিলাটি চিৎকার-চেঁচামেচি করছে তার নাম অ্যাঞ্জেলিকা ডেলাল, প্রখ্যাত জে.পি. মরগান ব্যাংকের লুডো ডেলালের স্ত্রী এবং ষোল বছর বয়সী ডোমিনিক ডেলালের মা। ডোমিনিক অ্যান্ডেভারের একজন ফুটবল তারকা এবং মহিলার অশ্লীল মুখ থেকে বিস্তৃত বাণী যদি সত্যি হয় তাহলে সে তার পুত্র রবার্টের সমকামী প্রেমিক।

সমকামী! চিন্তা করা যায়!

অ্যাঞ্জেলিকা ডেলালের বয়স চল্লিশের কোঠায়, অভিজাত, সুঠাম শরীর, মাথাভর্তি সুবিন্যস্ত কেশসজ্জা দেখে বোঝা যায় সে একজন ধনী লোকের স্ত্রী। তরুণ বয়সে সে নিশ্চয় খুব সুন্দরী ছিল। তবে তার ভেতরে এখন আর কোনো যৌনাবেদন নেই। এ মুহূর্তে তাকে দেখতে খুবই কুশ্রী লাগছে, মুখটা ছড়ানো, রাগে কুঁচকে আছে চেহারা, হিরের আংটি পরা হাত দুটো সে শূন্যে ছুড়ছে।

তো?'

একটা ঝাঁকি খেল পিটার টেম্পলটন, বুঝতে পারল চেঁচামেচি করে অবশেষে অবসন্ন হয়ে পড়েছে মহিলা।

'আমি দুঃখিত। কী যেন জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

অ্যাঞ্জেলিকা ডেলালের চেহারা দেখে মনে হলো সে বুঝি এক্ষুনি ক্রোধে ফেটে পড়বে।

'জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনার দুর্গন্ধযুক্ত পারভার্ট ছোকরাকে আমার ছেলেটার কাছ থেকে দূরে রাখতে কী করবেন?'

'আমি রবার্টের সঙ্গে কথা বলব।'

'কথা বলবেন? ব্যস এতেই হয়ে গেল? আমার স্বামী ওদের দুজনকে গাড়ির পেছনে হাতেনাতে ধরেছে, বুঝেছেন? আপনার খোকা আমার খোকার লিঙ্গ চুষে দিচ্ছিল। আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমি কী বলছি? আমি কি বোঝাতে পারছি?'

ফ্রেঞ্চ-ম্যানিকিউর করা একটি থাবা বাগিয়ে ধরল সে পিটারের দিকে। ঝট করে পিছিয়ে গেল পিটার, একটা কাউচ ধরে রক্ষা করল ভারসাম্য। *সত্যি রোবি এ কাজ করেছে?* শিউরে উঠল সে। এ কথা তো কল্পনাও করা যায় না।

'আপনার স্বামীর বোধহয় ভুল হয়েছে।'

ফিসফিসে শোনাল পিটারের কণ্ঠ। সে জানে লুডো ডেলাল ভুল দেখেনি। তবু ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না ও, নিজের কাছে স্বীকার করতে পারছে না।

তিন দশক ধরে সাইকিয়াট্রিক ট্রেনিং এবং প্রাকটিস সত্ত্বেও পিটার টেম্পলটন হজম করতে পারছে না যে তার ছেলে সমকামী। সে বিগত দিনগুলোতে কত হোমোসেক্সুয়ালদেরকে নিয়ে কাউন্সেল করেছে, তাদেরকে পরামর্শ দিয়েছে। সংখ্যাটি অনেক হবে। মরিয়া হয়ে ওঠা ওই বেচারা মানুষগুলো, নির্যাতিত অচেনা লোকগুলো, তাদের প্রতি সহজেই মায়া জন্মে যেত। কিন্তু নিজের ছেলের ব্যাপারটা ভিন্ন। সে প্রাণপণে বিশ্বাস করতে চাইছে এই ভয়ঙ্কর মহিলার ছেলেটিই রবার্টকে উচ্ছন্নে নিয়ে গেছে, রবার্টের এতে কোনো দোষ নেই। তার ছেলে এটা সামলে উঠবে। সে হার্ভার্ডের ফুটবল তারকা হবে, বিয়ে করবে, বাচ্চার বাপ হবে, কৈশোরকালের এ পদস্খলন স্রেফ একটি লহমার ভুল বলে মনে হবে।

মিসেস ডেলাল তার ফার কোট গায়ে চাপাল। চলে যাচ্ছে।

'আমি সত্যি বলছি আপনার হোমো পুত্রটিকে যদি আমার বাড়ির পাঁচ-দশ মাইলের মধ্যে দেখি কিংবা ডলের স্কুলের ধারেকাছে, আমি পুলিশে খবর দেব। আর প্রার্থনা করুন আপনার ছেলেকে যেন পুলিশ খুঁজে পাওয়ার আগে আমার স্বামীর চোখে পড়ে না যায়।'

দড়াম শব্দে বন্ধ হলো সদর দরজা।

নীরবতা।

'ড্যাডি?'

জামার হাতায় প্রজাপতি আঁকা, সাদা মসলিনের একটি ড্রেস পরে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে লেক্সি। মাথার চুলে নীল ফিতে।

পিটার ভাবল *কী মিষ্টি আর নিষ্পাপ দেখতে আমার মেয়ে।*

'পারভার্ট কী জিনিস?'

খুবই বিব্রতবোধ করল পিটার। 'ইয়ে হানি, মানে.. এটা একটা খারাপ শব্দ।'

'বুঝলাম। কিন্তু এর অর্থ কী?'

'এর কোনো অর্থ নেই, সুইটি।'

'ওহ। তাহলে হোমো কথার মানে কী?'

ফর গডস শেক। ও কতটুকু শুনেছে?

'তুমি ওপরে গিয়ে খেলা করো গে, মা।'আমি একটু পরেই আসছি।'

'আমার এখন খেলতে ইচ্ছা করছে না,' ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে গলা নামাল লেক্সি। 'পারভার্ট মানে কি সেক্স?'

'তুমি টিভিতে দ্য জঙ্গল বুক দ্যাখো, যাও। মিসেস গ্রেনজারকে বোলো আমি টিভি দেখার অনুমতি দিয়েছি।'

লেক্সি খুশি মনে প্লে রুমে চলে গেল। পিটার ধপ করে বসে পড়ল কাউচে। ওহ্, *অ্যালেক্স। তুমি এখন এখানে নেই কেন? জীবন এখনও এত কঠিন কেন?* সে জানে ডেলাল ছোকরাকে নিয়ে রোবির সঙ্গে কথা বলতে হবে। কিন্তু কোত্থেকে শুরু করবে জানে না।

তবে পিটারকে কিছু বলতে হলো না। রোবি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেই প্রসঙ্গটি তুলল। রাত এগারোটার সময় পাঁড় মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরল সে। বাপকে দেখল কিচেনে বসে আছে।

'তুমি শুনে খুশি হবে আমি চলে যাচ্ছি।' জড়ানো গলায় বলল সে। 'স্বাধীন হয়ে যাবো।'

'তুমি মাতাল হয়ে আছ, রবার্ট। তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমার বন্ধু।' রোবির গলা দিয়ে নিষ্ঠুরের মতো শব্দগুলো গড়িয়ে নামল। 'আমি এবং আমার বন্ধু ডম চলে যাচ্ছি। নিউঅর্লিন্সে। তোমার উত্তরাধিকার থেকে চির বিদায় নিচ্ছি। এখন আনন্দ করো। শ্যাম্পেন খাও।'

টোস্ট করার ভঙ্গিতে ওপরে হাত তুলল রোবি, ভারসাম্য হারিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল কিচেন টেবিলে। ঠাস করে বাড়ি খেল মাথা। ওখান থেকে গড়িয়ে পড়ল মেঝেয়।

'উপস।' হাসতে হাসতে চোখে পানি এনে ফেলল সে।

'মদ খেয়ে মাতাল হওয়া কোনো মজার বিষয় নয়, রবার্ট।'

'বলছ নয়? আশ্চর্য! তুমি তো সবসময় মাতাল হয়ে থাকতে।' রোবির চোখে তীব্র ঘৃণা ফুটল।

'আমি কি তোমার দিকে এখন একটা পিস্তল তাক করে ধরব? তাহলে ব্যাপারটা খুব মজার হবে, না বাবা?

পিটারের ইচ্ছে করল কেঁদে ফেলে।

'ডোমিনিকের মা আজ বিকেলে এসেছিল। হুমকি দিয়ে গেছে। বলেছে তুমি যদি আবার তার ছেলের সঙ্গে মেশো তাহলে সে প্রসেলিটাইজিংয়ের অপরাধে পুলিশের কাছে যাবে।'

'প্রজশেলে... কী টাইজিং? ম্যান, শব্দটা নতুন শুনলাম। এটা কোনো একসময় ব্যবহার করতে হবে। ডম নতুন নতুন জিনিস খুব পছন্দ করে।'

খেঁকিয়ে উঠল পিটার। 'তোমাকে দেখে আমার বিরক্তি লাগছে। তোমার কাছে কি এটা খেলা মনে হয়? ওই ছেলেটার বয়স মাত্র ষোল।'

কাঁধ ঝাঁকাল রোবি। 'সে জানে সে কী করছে। এবং এ কাজে সে খুবই পারদর্শী।'

'ওর বাবা-মা মামলা করবে। তোমাকে জেলে যেতে হবে, রবার্ট, বুঝতে পারছ?'

'আগে আমাদেরকে খুঁজে তো পাক।'

রোবির মাথাটা ভারী হয়ে আছে। দুপুরে লায়ানেল নিউম্যানের অফিস থেকে চলে আসার পরে সারাদিন নানান বারে টো টো করে ঘুরেছে, মদ গিলেছে। এখন এ জীবনে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। কারো সঙ্গে বাতচিত করার সময় মনে হয় ঘন, গরম সুপের মধ্যে সাঁতার কাটছে।

তবে সত্য হলো এই যে ডম ডেলালকে নিয়ে সে খুব বেশি ভাবিত নয়। এমন নয় যে সে ছেলেটার প্রেমে মাতোয়ারা। তবে ওর বাবার প্রতিক্রিয়া দেখে তাকে কথার চাবুকে জেরবার করার তীব্র ইচ্ছে জাগছে রোবির।

'আমি আজ বুড়ো নিউম্যানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা?'

'হুঁ। উইল থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছি।'

মাতালের খ্যাঁকখ্যাঁক হাসি হাসল রোবি। 'বলেছি আপনাদের টাকার আমি থোড়াই কেয়ার করি। ওসব ক্রুগার-ফ্রগার আমার চাইনে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পিটার। 'বললেই তো আর উইল থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়া যায় না, রোবি। ট্রাস্টি বোর্ড আছে... বেশ জটিল একটি ব্যাপার।'

'কোনো জটিলতা নেই। আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি লেক্সিকে দিয়ে দিয়েছি।'

সিধে হলো রোবি। লাট্টুর মতো বনবন করে ঘুরছে ঘর। কপালে হাত দিল। আঠা আঠা লাগল হাতে। রক্ত।

পিটার ভাবছিল ওকি সত্যি কেটের উইল থেকে নিজের নাম তুলে নিয়েছে? ও কি ওটা করতে পারে?'

মুখে বলল, 'তুমি এখন পুরো টাল হয়ে আছ। ঠিকমতো কিছু ভাবতেও পারছ না। কাল সকালে আমরা কথা বলব।'

'আমি সকালে আর এখানে থাকছি না।'

রোবি টলতে টলতে সামনে পা বাড়াল। চোখে ফুটে আছে প্রচণ্ড রাগ।

পিটারের পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল। রোবি এত কাছে, ওর মুখ দিয়ে ভকভক করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। *আমি ওকে ভয় পাচ্ছি। আমি আমার নিজের ছেলেকে ভয় পাচ্ছি।*

'আমি নিউঅর্লিন্সে যাচ্ছি। ডমকে সঙ্গে নিয়ে।'

'তুমি যদি আজ রাতে বাড়ির বাইরে যাও আর ফিরে এসো না।'

সামলে নেওয়ার আগেই পিটারের মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে গেল।

'চিন্তা কোরো না। আমি আর আসব না। বিদায়, বাবা।'

'বিদায়, রবার্ট।'

পিটার দেখল পা টেনে টেনে ছেলেটা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার মাথার ক্ষত দিয়ে এখনও রক্ত পড়ছে। কয়েক সেকেন্ড পরে সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো।

অপরাধবোধের ধাক্কাটা আসার জন্য অপেক্ষা করল পিটার। *আমি ওর কাছে ছুটে যাব। বলব আসলে কথাটা ওভাবে বলতে চাইনি।* সেকেন্ড চলে গেল। মিনিট পার হলো। পিটার বুঝতে পারল তার বুকের ভেতরে যে অনুভূতিটা পাকিয়ে উঠছে তা মোটেই অপরাধবোধ নয়।

আসলে সে স্বস্তিবোধ করছে।

নিচতলার বাতি নিভিয়ে দিয়ে সে পা টিপে টিপে দোতলায়, লেক্সির বেডরুমে চলে এলো।

এখন থেকে শুধু তুমি আর আমি থাকব, সোনা। তোমার ভাইয়াকে তোমার দরকার হবে না। তোমার ড্যাডিই তোমার সমস্ত দেখভাল করতে পারবে।

লেক্সিকে ঘুম থেকে তুলবে না সে। শুধু ওর বিছানার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে থাকবে কিছুক্ষণ। ওর মিষ্টি নিঃশ্বাসের গন্ধ নেবে। ওর উষ্ণ, ঘুমন্ত, নিষ্পাপ দেহে আদর বোলাবে।

ধীরে লেক্সির বেডরুমের দরজা খুলল পিটার। ঘরের মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার। স্মৃতির ওপর নির্ভর করে বিছানার দিকে এগোল সে, নিঃশব্দে পার হলো টয়বক্স এবং ফেলে রাখা জামাকাপড়। বিছানার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল পিটার। স্নেহভরা একটি হাত বাড়িয়ে দিল কন্যার জন্য।

এক ঝলক দমকা হাওয়া আছড়ে পড়ল ওর মুখে। বিস্মিত হলো পিটার।

মুখ তুলে চাইল। বেডরুমের জানালা খোলা।

তার নিচে, চাঁদের ঘোলাটে আলোয় শূন্য বিছানার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাইল পিটার।

লেক্সি নেই।



প্রথমেই সে অন্ধকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল।

ঘুরঘুট্টি আঁধার।

তার বেডরুমের মতো অন্ধকার নয়। এ কবরের শ্বাসরোধ করা, ঘন, শীতল আঁধার।

চিৎকার দেওয়ার চেষ্টা করল ও, কিন্তু গলা দিয়ে কোনো রা বেরল না। তার মুখে কিছু একটা পুরে দেওয়া হয়েছে, নোংরা কোনো কাপড়। ও শ্বাস নিতে পারছে না।

আমি কোথায়?

ভয় তার বুকের মধ্যে সাপের মতো কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। ও কি স্বপ্ন দেখছে? উঠে বসল। নিরেট, ধাতব কিছুতে মাথাটা ঠকাশ করে বাড়ি খেল।

কফিন? না। ওহ গড, প্লিজ, নো!

ড্যাডি।

আবার চিৎকার দিল ও। আবার মুখের ভেতরে গুঁজে রাখা বস্ত্রখণ্ড ওর দম বন্ধ করে দিতে চাইল, গলার স্বর আটকে দিল। ধীরে, সচেতনভাবে সে নাক দিয়ে বাতাস টানতে লাগল।

শান্ত থাকো। তুমি বেঁচে আছ। ভয় পেয়ো না।

বাতাস ভরে দিল তার ফুসফুস। *শরীরে ঢিল দাও।*

বিছানায় শুয়ে তার গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার জেমি ম্যাক গ্রেগরের শোনা গল্প মনে পড়ে গেল। জেমি ছিল সাহসী, ধূর্ত এবং ধন-দৌলত খুঁজে বেড়ানোয় দক্ষ। সে হাঙর এবং ল্যান্ড মাইনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, রক্ষা পেয়েছে জাহাজডুবি থেকে এবং গুপ্তঘাতকের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। যে কোনো পরিস্থিতিই সে সামলে দিতে পারত। বিপদে কোনো না কোনো উপায় খুঁজে পেত।

ও যুক্তি দিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করল।

কী ঘটেছে? আমি এখানে এলাম কী করে?

কিন্তু চিন্তা করে লাভ হচ্ছে না। ওর কিছুই মনে পড়ছে না। শুধু মনে আছে মিসেস ানজার ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর... তারপর... কেবলই অন্ধকার। বিরাট, বিধ্বংসী ঢেউয়ের মতো ফিরে এলো ভয়।

আমাকে বাঁচাও।

শিউরে উঠল লেক্সি। হঠাৎ টের পেল ও শীতে জমে যাচ্ছে। পরনে এখনও ঘুমাতে যাওয়ার সময়কার সুতির পাতলা নাইটি। ওর শরীরের নিচে শক্ত ধাতব মেঝে বরফশীতল।

দুড়ুম।

কীসের শব্দ ওটা?

মেঝেটা কাঁপছে। নিয়মিত ছন্দে কাঁপতে লাগল, প্রতি বিশ-ত্রিশ সেকেন্ড অন্তর ওর শরীর শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল। হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝে ফেলল লেক্সি *গাড়ি। আমি একটা গাড়ির ট্রাঙ্কের মধ্যে আছি। আমাকে কেউ কিডন্যাপ করেছে। এবং ওরা আমাকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। ওদের আস্তানায়।*

ঘটনাটি ওর জীবনে না ঘটলে খুব মজা পেত লেক্সি। কিডন্যাপিং ওর খুব প্রিয় একটি খেলা। তবে এটি কোনো খেলা নয়। এটি বাস্তব।

'বেরোও।'

লোকটার মুখে মুখোশ। ছবির ব্যাংক ডাকাতদের মুখে যেমন কালো মুখোশ থাকে সেরকম নয়। এ পরেছে রাবারের হ্যালোইন মাস্ক। দেখতে লাগছে লাশের মতো।

ভয় এবং ঠাণ্ডায় লেক্সি যেন জমে গেছে। নড়াচড়া করতে পারছে না। আতঙ্কে তার চক্ষু বিস্ফারিত হলো।

আরেকটি কণ্ঠ ভেসে এলো। 'ওখানে স্রেফ দাঁড়িয়ে থেকো না। ওকে তোলো। কেউ চলে আসার আগে ওকে ভেতরে নিয়ে যাও।'

লাশটা ট্রাঙ্কের মধ্যে হাত বাড়িয়ে লেক্সির একটা হাত খপ করে চেপে ধরল। সহজাত প্রবৃত্তির বশে লড়াই করল লেক্সি। লাথি ছুঁড়ল, বুনো বেড়ালের মতো খামচে দিল।

'ফাক!' কব্জির দিকে তাকাল লাশ। লেক্সির ধারালো নখের খামচিতে চামড়া ছিলে রক্ত পড়ছে। 'শয়তান ছেমড়ি।'

সে এত জোরে লেক্সির মুখে ঘুষি মারল যে মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।

সময় বয়ে যাচ্ছে।

জানালাবিহীন একটি ঘরে লেক্সিকে আটকে রেখেছে ওরা। অল্প ভোল্টেজের একটি বিদ্যুৎ বাতি সারাক্ষণ জ্বলছে। দিন এবং রাতের পার্থক্য বোঝা যায় না। প্রথম প্রথম মুখটা ভীষণ ব্যথা করত, যেখানে ঘুষি মেরেছিল লাশ। ধীরে ধীরে কমে আসছে ব্যথা।

ঘরের এক কোণে একটি খাট, পুরনো আমলের পোর্সেলিন চেম্বার পট, ভাঙা কার্ডবোর্ডের বাক্সে এলোমেলো পড়ে আছে কতগুলো বই এবং খেলনা। নগ্ন দেয়াল, মেঝেটা মসৃণ, সবুজ লিনোলিয়ামের। এটিকে কোনো বাড়ির ঘরের বদলে অফিস বললেই যেন মানায়। খেলনা এবং বইগুলো একেবারে খুদে বাচ্চাদের উপযোগী।

আমার কিডন্যাপাররা বাচ্চাদের বিষয়ে তেমন কিছু জানে না।

লেক্সির ভয় কেটে গিয়ে এখন একঘেয়েমিতে পেয়ে বসেছে। কিছু করার নেই, একাকী, সীমাহীন সময়ের বৈচিত্র্যহীনতাকে কাটানোর কোনো রাস্তা নেই। নির্ধারিত বিরতিতে মুখোশধারী এক লোক ঘরে চেম্বার পট খালি করে, লেক্সির জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসে। তারা ওর সঙ্গে কখনো কথা বলে না, লেক্সি কিছু জিজ্ঞেস করলেও জবাব দেয় না। তবে দেয়ালের ওপাশে ওদের আবছা, চাপা গলা শুনতে পায় ও।

ওরা মোট তিনজন। লিডার লোকটার গলার স্বর গমগমে, উচ্চারণে অদ্ভুত, বিদেশি টান। বাকি দুজন– লাশ এবং তৃতীয় ব্যক্তিটি নানারকম জানোয়ারের মুখোশ পরে, কখনো শুয়োর, কখনো কুকুর কিংবা সাপ। এই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে দেখলেই ভয়ে বুক হিম হয়ে যায় লেক্সির।

লোকটা লেক্সির বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে শুয়োরের মুখোশ।

'একটু আওয়াজ করেছ কী মেরে ফেলব।'

না, তুমি আমাকে মারবে না। মারলে অনেক আগেই মারতে পারতে। আমাকে তোমাদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

চিৎকার দেওয়ার জন্য হাঁ করেছে লেক্সি, সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড, গরম একটা হাত ওর মুখ চেপে ধরল। লোকটা বিছানায় উঠে বসেছে, লেক্সিকে ঠেলে শুইয়ে দিচ্ছে বিছানায়। লোকটার শরীরের চাপে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো লেক্সির। একটা হাত ওর মুখ চেপে ধরে আছে, অন্য হাতটা কিলবিল করে এগিয়ে গেল ওর নাইট গাউনের নিচে।

না! দুই উরুর মাঝখানে এমন ব্যথা পেল লেক্সি যে চোখে জল এসে গেল। ও নড়ার চেষ্টা করল, ধস্তাধস্তি করতে চাইছে। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। যেন ওকে পেরেক দিয়ে শক্ত করে গেঁথে দেওয়া হয়েছে বিছানায়।

লোকটার মুখ দিয়ে অদ্ভুত সব শব্দ আসছে। গভীর, ঘড়ঘড়ে আওয়াজ। এমন শব্দ জীবনে শোনেনি লেক্সি। ভয়ে ওর খুলির চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল। হঠাৎ ওর গায়ের থেকে সরে গেল ওজনটা।

মানুষের কণ্ঠ।

'ওখানে কী করছ হে?'

ওদের নেতার গলা।

'আগামী তিন ঘণ্টায় ওকে খাবার দেওয়ার দরকার নেই।'

শুয়োরটার মুখ দেখতে পাচ্ছে না লেক্সি তবে বুঝতে পেরেছে লোকটা খুব ভয় পেয়েছে।

সে লেক্সির দিকে তাকিয়ে হিসিয়ে উঠল। 'এ কথা কাউকে বলেছ কি জানে মেরে ফেলব। বুঝতে পেরেছ?

লেক্সি মাথা দোলাল।



টেবিলে তার সামনে রাখা এক গাদা সাদা কালো ছবির দিকে তাকিয়ে রয়েছে এজেন্ট এড্রু এডোয়ার্ডস। টেলিফোন ডাইরেক্টরির সমান ফটোগুলোর আয়তন।

'সব ছবি এখানে আছে?'

'জি, স্যার। যেখানে গাড়িটি পাওয়া গেছে তার পনেরো বিশ মাইলের মধ্যে প্রতিটি ওয়্যারহাউজ, হ্যাঙ্গার এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যাসিলিটির ছবি আছে।'

পিটার টেম্পলটন তার মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ জানানোর পরে এগারো দিন, চার ঘণ্টা এবং ষোল মিনিট চলে গেছে। ৯১১ নম্বরে পিটারের মরিয়া কণ্ঠের আবেদনের টেপ অসংখ্যবার বাজিয়ে শুনেছে এড্রু। শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। শিশু নিখোঁজের ঘটনায় দশটির মধ্যে নয়টিতেই সাধারণত বাবা-মা স্বয়ং জড়িত থাকে। অবশ্য কীইবা বলার আছে? এ একটি অসুস্থ পৃথিবী। তবে এবারের কেসে বাবাটিকে বিশ্বাস করেছে এজেন্ট এডোয়ার্ডস। পিটার টেম্পলটনের মর্মপীড়া শুধু আসলই মনে হয়নি, বাচ্চাটির বালিশের নিচে মুক্তিপনের দাবি নিয়ে লেখা যে চিঠিটি পাওয়া গেছে তাতে একটি সুসংগঠিত ক্রিমিনাল অপারেশনের সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান আঙুলের ছাপ নেই, লেসমার্ক প্রিন্টার পেপারে টাইপ করা, সংক্ষিপ্ত এবং কোনোরকম চিহ্ন নেই।

কেম্যানের একটি অ্যাকাউন্টে দশ মিলিয়ন ডলার জমা দেওয়ার জন্য দুই সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে ব্ল্যাকওয়েল পরিবারকে। হুমকি দিয়েছে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে মেয়েটিকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হবে।

জন্মসূত্রে স্কট এজেন্ট এডোয়ার্ডস, তবে মেজাজ মর্জি নিউইয়র্কারদের মতো। তার গায়ের রঙ ফ্যাকাসে, ছলছলে চোখ, চুলের রঙ দেখে বোঝা যায় না ওগুলো সোনালি নাকি লাল। সে ইয়াংকিদের পছন্দ করে, রাস্তার গুণ্ডা, বদমাশ ও মাদক ব্যবসায়ীদেরকে ঘৃণা করে যারা দূষিত করে তুলেছে শহরটি। সে প্রতিবছর জার্সির সৈকতে ছুটি কাটাতে যায়।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

'এখানে কম করে হলেও তিনশো ফ্যাসিলিটি রয়েছে।'

'চারশো কুড়ি।'

'আমার জন্য কোনো সুসংবাদ আছে, এজেন্ট জোনস?'

'সত্যি বলতে কী, স্যার, আছে। এগুলো,' এজেন্ট এডোয়ার্ডসের সহকর্মী তার বসকে অপেক্ষাকৃত পাতলা একটি ম্যানিলা ফাইল ধরিয়ে দিল, 'এগুলো ভাঙাচোরা এবং পরিত্যক্ত ভবন।'

'কতগুলো?'

'মাত্র আঠারোটি,' হাসল এজেন্ট জোনস। 'আপনি চাইলে আজ বিকেলের মধ্যেই আমি সার্ভিলেন্সের ব্যবস্থা করে ফেলতে পারি।'

'না, এখনই দরকার নেই।'

'কিন্তু স্যার, আমাদের হাতে ষাট ঘণ্টাও সময় নেই। ডেডলাইন...'

'তোমার কি ধারণা আমি ছাতার ডেডলাইনের খবর জানি না?'

এজেন্ট এডোয়ার্ডসের বদ্ধ মাতালের অবস্থা। ব্যুরো আজকাল কী ধরনের ফালতু লোকজন ভাড়া করছে? সে চায় না এফবিআইকে নিয়ে নিউজার্সির প্রতিটি ওয়্যারহাউজে ঢুঁ মারতে। এই লোকগুলো একটু বেচাল করলেই ওরা বাচ্চাটাকে জায়গাতেই মেরে ফেলবে।

পুলিশে খবর দিয়ে বিরাট একটা ঝুঁকি নিয়েছে ব্ল্যাকওয়েল পরিবার। তাদের যে পরিমাণ টাকা আর উচ্চ মহলে যোগাযোগ রয়েছে, নিরবে টাকাটা শোধ করে ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলতে পারত। কিংবা নিজেরাই প্রাইভেট হিট ভাড়া করে লোকগুলোকে পাকড়াও করার চেষ্টা করতে পারত।

কিন্তু তারা তা করেনি। তারা এসেছে এজেন্ট এডোয়ার্ডসের কাছে এমন এক কেস নিয়ে যা তার ক্যারিয়ারের উন্নতি করতে পারে কিংবা শেষ করেও দিতে পারে। আর এখানে ব্যর্থ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

কিডন্যাপারদের গাড়ি খুঁজে পাওয়া গেছে। এটি একটি ক্লু হতে পারে। গাড়ির ট্রাংকে পাওয়া চুলের সঙ্গে লেক্সির বালিশে লেগে থাকা চুলের ডিএনএ মিলে গেছে। পিটার টেম্পলটনের অফিসে ভাঙা, অস্পষ্ট গলার যে দুটি ফোনকল এসেছিল তা সম্ভবত কোনো বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্রাকচারের ভেতরে বসে করা হয়েছে। এফবিআই টিম ওই প্রতিধ্বনি বিশ্লেষণ করেছে।

তবে এসব কিছুই যথেষ্ট নয়। এজেন্ট এডোয়ার্ডস আঠেরোটি টার্গেট চায় না। সে একটি টার্গেট চায়।

'একটা চপার পাঠাও। তবে খুব নিচে দিয়ে যেন না উড়ে। দেখাতে হবে এটি একটি রুটিন এয়ার ট্রাফিক।'

'জি স্যার। তবে ওরা আসলে কীসের খোঁজ করবে?'

জুনিয়রের দিকে ব্যাজার মুখে তাকাল এজেন্ট এডোয়ার্ডস।

'ওজের পান্নার শহর খুঁজবে। যীশাস! টায়ারের ছবি। ওরা রাস্তায় টায়ারের ছাপের সন্ধান করবে।

সে এর মধ্যে মোটেই জড়াতে চায় নি।

থাইদেরকে সে খুব পছন্দ করে। একদম সংস্কারমুক্ত লোকজন।

'দশ মিলিয়ন ডলার। তিন ভাগ হবে। বাড়িটার নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারেই বাজে। বিশ্বাস করো, ছেলের হাতের মোয়া কেড়ে নেওয়ার মতো সহজ কাজ। ভেতরে ঢোকো, বাচ্চাটাকে ধরে নিয়ে এসো, টাকা নাও এবং তোমার ছুট্টি।'

'আমার ওই রকম টাকার দরকার নেই।'

হাসি। 'তোমার দরকারের প্রয়োজন পড়বে না তো। শুধু চাইলেই পেয়ে যাবে।'

'আমি পরিষ্কার বলছি এসবের মধ্যে আমি নেই। অন্য কাউকে খুঁজে বার করো।'

ফোনের কণ্ঠটি সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়।

ইতস্তত করল সে। আলেকজান্দ্রা ব্ল্যাকওয়েলের তরুণী বয়সের ছবি ফুটে উঠল তার মনছবিতে। লম্বা, সুঠাম পদযুগল, ট্যান করা ঝকঝকে চামড়া। মাথাভর্তি সোনালি চুলের বন্যা। পাতলা গোলাপি অধর ফাঁক হয়ে আছে। হাসছে *হ্যাল্লো রোরি, অনেকদিন দেখা নেই।*

'ঠিক আছে। কাজটা আমি করব। তবে এবারেই শেষ...'

কথা শেষ করতে পারল না সে। কেটে গেছে লাইন।

'ওর কোনো খোঁজ পেলেন?'

পিটার টেম্পলটন এত জোরে এজেন্ট এডোয়ার্ডসের কব্জি চেপে ধরল যে শিরায় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে এলো।

এজেন্ট এডোয়ার্ডস মনে মনে বলল *বেচারা। গত দুই সপ্তাহে দশ বছর বেড়ে গেছে বয়স।*

'মনে হয়। হ্যাঁ। জার্সির একটা ফ্যাসিলিটিতে...'

'আপনারা কখন রওনা হচ্ছেন?'

'আজ রাতে। সাঁঝের আঁধার ঘনালেই।'

'এখনই যাওয়া যায় না?'

'রাতে গেলেই ভালো হবে। এটাই সর্বোত্তম পন্থা, স্যার। আমার ওপর আস্থা রাখুন। জিম্মিদেরকে নিয়ে এরকম পরিস্থিতিতে বহুবার পড়েছি আমরা।'

দুজনেই ভাবছিল *'ওরা যদি ওকে রাত নামার আগেই মেরে ফেলে।'*

'একটু বিশ্রাম নিন, স্যার। আমরা কোনো খবর পাওয়া মাত্র আপনাকে জানিয়ে দেব।

লিডার এবং তার অন্য সঙ্গীটি শুয়োরটার ওপর খুব রেগে গেছে। তাদের ঝগড়া শুনতে পাচ্ছে লেক্সি। তবে ছাড়াছাড়া ভাবে।

আমরা চুক্তি করেছিলাম... নিজেকে সামাল দিতে পার না? কী হবে যদি ও আমাদেরকে চিনে ফেলে?

চিনতে পারবে না... মুখে মুখোশ আছে না...

আর কতদিন?... আমার টাকাটা চাই। শীঘ্রি।

ইতোমধ্যে দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে... ওরা যদি টাকা না দেয়...

চুপ করো। তোমার টাকা তুমি পেয়ে যাবে।

সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠের দেয়ালে মুখ চেপে ধরল লেক্সি। প্রতিটি শব্দ শোনার চেষ্টা করছে। তার আটককারীদের ব্যাপারে যতটা সম্ভব তথ্য জেনে নিতে চাইছে। বিশেষ করে শুয়োরটার ব্যাপারে যে ওকে ব্যথা দিয়েছিল, ওর শরীরের ভেতরে প্রবেশ করেছিল।

আমার পরিবার আমাকে উদ্ধার করে নিতে আসবে। একদিন। শীঘ্রি ওরা আসবে। আমার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করার ফল সেদিন আমি শুয়োরটাকে বুঝিয়ে দেব।

নিজে খুন হয়ে যেতে পারে সে ভয় করছে না লেক্সি। ওর চিন্তা অপহরণকারীরা না পালিয়ে যায়। এটি সে কিছুতেই হতে দেবে না। ওদেরকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে।



'যীশাস ক্রাইস্ট। আর কতক্ষণ?'

অন্ধকারে একটি গাড়ির পেছনে উবু হয়ে বসে আছে এজেন্ট এডোয়ার্ডস। তার পাশে হামাগুড়ি দিয়ে বসেছে তার জুনিয়র পার্টনার এজেন্ট জোনস। তাদের পেছনে কুঁজো হয়ে আছেন চাক বার্কলে, স্পেশাল মেরিন কপ ইউনিট কমান্ডার। রেসক্যু অপারেশনের তিনিই নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

'বারো মিনিট,' হাসলেন ক্যাপ্টেন বার্কলে, আলকাতরা কালো মুখে ধবধবে সাদা দাঁতগুলো যেন ঝিকিয়ে উঠল। তিনি ছোটখাটো গড়নের, মধ্য চল্লিশ, হালকা-পাতলা, তারের মতো পাকানো দেহ, চেহারা দেখলে মনে হয় তাঁকে যেন কেউ চিমটি কেটেছে। এজেন্ট এডোয়ার্ডস চিন্তিত কারণ বার্কলে তাঁর 'ক্র্যাক স্কোয়াড'-এ মাত্র পাঁচজন তরুণ মেরিনকে নিয়ে এসেছেন। এদের চোখে নাইটভিশন গগলস, হাতে হ্যান্ডগান। কারো কাছে কোনো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র কিংবা হ্যান্ড গ্রেনেড দেখা যাচ্ছে না।

'বার্কলেই সেরা।' এজেন্ট এডোয়ার্ডসের বস তাকে নিশ্চয়তা দিয়েছে।

'তাই যেন হয়।'

বারো মিনিটকে মনে হচ্ছে বারো ঘণ্টা। যাইযাই গ্রীষ্মের উষ্ণ রাত। কিন্তু এজেন্ট এডোয়ার্ডসের মনে হচ্ছে তার হাত এবং ঘাড়ের চুল দাঁড়িয়ে গেছে। লোমকূপ বেয়ে শীতল ঘাম বেরচ্ছে। তার শার্ট ভিজে গেছে। লক্ষ করল এজেন্ট জোনসও কাঁপছে। তাদের সামনে ভাঙাচোরা টেক্সটাইল মিলটি অন্ধকারে আবছা ধরা পড়ে চোখে। দূরে রুট ২০৬ ধরে গাড়ি-ঘোড়ার চলাচলের শব্দ শোনা গেলেও মনে হচ্ছে এ জায়গাটি পৃথিবীর সবচেয়ে পরিত্যক্ত স্থান।

এমন সময় একটি মুভমেন্ট চোখে পড়ল। ক্যাপ্টেন বার্কলে তাঁর লোকদের উদ্দেশ্যে মৃদু মাথা ঝাঁকালেন। কয়েক সেকেন্ড পরে, যেন ভোজবাজির মতো তারা সমতল ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ল, নিরব পাতা হয়ে ঢুকে পড়ল ঝোপঝাড়ের আড়ালে। বেশ চমৎকার।

দুই এফবিআই এজেন্ট এখন একা।

'দিস ইজ ইট, স্যার।'

নিজের বসকে খুব ভয় পায় এজেন্ট জোনস। এমনিতে এন্ড্রুস বেশিরভাগ সময়ে খোশমেজাজে থাকে তবে টেম্পলটন কিডন্যাপ তার মেজাজটা চড়া করে রেখেছে।

'ইয়েস জোনস। দিস ইজ ইট।'

'আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে, স্যার। সবাই বলে এরাই নাকি সেরা।'

'হুমম।'

'প্রাথমিক জরিপ অনুসারে...'

'চুপ,' এজেন্ট এডোয়ার্ডস তার ঠোঁটে আঙুল চাপা দিল।

'শুনতে পেলে?'

'কী?'

'গুলির আওয়াজ।'

'আমি তো কোনো গুলি...'

চোখ ধাঁধানো আলো জ্বলে উঠল। যেন হুঙ্কার ছাড়ল একটি সিংহ, তবে সহস্রগুণ জোরালো তার গর্জন, ওদের চারপাশে বিস্ফোরিত হলো। সহজাত প্রবৃত্তিতে দুজনেই কানে হাত দিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল মাটিতে।

'হোয়াট দ্যা...' ঝিনঝিন করছে এজেন্ট জোনসের কান। মুখে ধুলা, কাদা আর ঘাস ঢুকে গেছে।

'বোমা! চুপচাপ শুয়ে থাকো!'

আবার আরেকটি গর্জন। কান ফাটানো, যেন একসঙ্গে হাজারটা বজ্রপাত হচ্ছে। আগুন জ্বলছে মাথার ওপর। দাউদাউ জ্বলছে টেক্সটাইল কারখানা। একটা গা ছমছমে সুন্দর দৃশ্য।

অস্ত্রের খোঁজে ঘামে ভেজা শার্ট হাতড়াচ্ছে এজেন্ট এডোয়ার্ডস।

'ব্যাকআপ টিমকে খবর দাও। আমি ওখানে যাচ্ছি।'

'স্যার, না। আপনি যেতে পারবেন না। ওখানে কী হচ্ছে আপনি জানেন না। যে কোনো মুহূর্তে বিল্ডিংটা ধ্বসে পড়তে পারে।'

আমার ক্যারিয়ারের মতো ধ্বসে পড়বে যদি না আমি টেম্পলটনদের মেয়েটিকে ওখান থেকে জ্যান্ত বের করে নিয়ে আসতে পারি।'

'খবর দিতে বললাম না!' মাথা ঘুরিয়ে চিৎকার দিল এজেন্ট এডোয়ার্ডস। তৃতীয় আরেকটি বিস্ফোরণ তার কথাগুলো গিলে নিল। কাভারের জন্যে আবার ডাইভ দিল এজেন্ট জোন্স।

চোখ খুলে দেখে তারা বস চলে গেছে।

লেক্সি মাত্র খাওয়া শেষ করেছে এমনসময় প্রথম গুলির আওয়াজটি শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল ঘটনা কী।

ওরা এসে পড়েছে। আমাকে উদ্ধার করতে! জানতাম ওরা আসবে।

ত্রিশ সেকেন্ড বাদে তার ঘরের দরজাটি দড়াম করে খুলে গেল। লিডার। সেই বিদেশি লোকটা। তবে মুখোশ পরার সময় পায়নি নিশ্চয়। মুখে কোনোমতে একটি রুমাল জড়িয়ে নিয়েছে।

'এদিকে এসো। এক্ষুনি!'

কোঁকড়ানো বাদামি চুল। বাদামি চোখ, মুখে বয়সের তেমন ভাঁজটাজ নেই। শুয়োরটার চেয়ে অনেক কম বয়স। গোলাপি রং। বাম ভুরুর ওপরে ছোট কাটা দাগ।

এক্ষুনি!

জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল লেক্সি। ভান করল ভয়ের চোটে এগোতে পারছে না তবে ভেতরে সে উল্লাস বোধ করছিল। লিডারকে ইতস্তত করতে দেখছে ও। দ্বিতীয়জন, সেই লাশ যে ওকে এখানে নিয়ে আসার দিন মুখে ঘুষি মেরেছিল, নেতার পেছনে, দোরগোড়ায় আবির্ভূত হলো।

'ও যেতে না চাইলে নাই! আমি ফাঁদগুলো পেতেছি। জলদি চলো এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।'

'না, বিল। ওকে এভাবে আমরা ফেলে রেখে যেতে পারি না। ভবনটা বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে।'

বিল। লাশের নাম তাহলে বিল।

'তোমার ওকে নিতে ইচ্ছে করলে নিয়ে যাও। আমি গেলাম।'

লেক্সি ওকে দৌড়ে চলে যেতে দেখল। *বিদায়, বিল।*

লিডার এক মুহূর্ত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল, তারপর ওর দিকে এক কদম বাড়ল। লেক্সি এক কদম পিছিয়ে গেল।

ওকে এখন আর নেতা নেতা লাগছে না। ওর চোখে এখন আমি ভয় দেখতে পাচ্ছি।

'বেশ। থাকতে চাইলে থাকো। পুড়ে মরো।'

ঘুরল সে। তার বন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করল।

ওদের পদশব্দ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল লেক্সি, তারপর বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

ওরা ওকে এখানে ধরে নিয়ে আসার পরে এই প্রথম ঘরটি থেকে বেরিয়েছে লেক্সি। কতদিন গেছে? সপ্তাহ নাকি মাস? নিজেকে একটি সরু করিডোরে দেখতে পাচ্ছে ও। করিডোরটি দশ ফুট বাদে মিশেছে একটি প্রকাণ্ড, পরিত্যক্ত জায়গায়, দেখে মনে হয় এয়ারক্র্যাফট হ্যাঙ্গার। তবে আশেপাশের পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে কোনো কৌতূহল নেই লেক্সির। সে এমনকি তার রক্ষাকর্তাদেরকেও খুঁজল না।

সে খুঁজছিল শুয়োরটাকে।

লোকটা গেল কই? ইতোমধ্যে পালিয়ে গেছে? ও যেন পালিয়ে যেতে না পারে।

ভবনের আরেক পাশে আরেকটি গুলির শব্দ ওর মনোযোগ আকর্ষণ করল। ওদিকে

ঘুরল লেক্সি এবং জমে গেল। আগুনের বিরাট একটি গোলা ওর দিকে ছুটে আসছে।

লেক্সি আগুনের গোলাটা দেখে এমনই অবাক হয়েছে যে নড়াচড়া করতেও ভুলে গেছে।

চারদিকে আগুন জ্বলছে। ছাদ থেকে খসে পড়ছে কাচ, ইট এবং কাঠ। ভয়ঙ্কর উত্তাপে গলে যাচ্ছে দেয়াল। তারপর কানফাটানো ভয়াবহ একটি বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। এমনই বিকট শব্দ, পৃথিবী যেন চৌচির হয়ে গেল।

লেক্সি এটাই শেষ শব্দ শুনল। তারপর কী হয়েছে ও জানে না।



সে লন্ডনের বিখ্যাত ব্যারিস্টার।

শহরের সবচেয়ে পূজনীয় ক্রিমিনাল কোর্ট ওল্ড বেইলির দিকে লম্বা কদম ফেলে হেঁটে যাচ্ছে সে। গায়ে নিখুঁত ছাঁটের স্যাভিল রো সুট, পায়ে হাতে তৈরি চকচকে জুতো, তার গমনপথের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকজন।

ওই লোকটি কে নিশ্চয় জানো তুমি, জানো না? উনি হলেন গ্যাব্রিয়েল ম্যাকগ্রেগর। গত ছয় বছর আদালতে একটি মামলাতেও হারেননি। উনি একটি দুর্দান্ত প্রতিভা।

সোনালি চুল, ধূসর চক্ষু, গেব ম্যাকগ্রেগরের শরীরের গঠন রাগবি খেলোয়াড়দের মতো। প্রশস্ত কাঁধ, চিতানো বুক, লম্বা, শক্তিশালী, খাড়া একজোড়া পা ওক গাছের মতোই দৃঢ়। তার ভেতরে একটি নিরেট ভাব রয়েছে, একটি শক্তি, তার শরীর, তার চোয়াল, সোজাসুজি, নিস্পলক তাকানোর ভঙ্গি জুরিদেরকে ভাবতে যেন বাধ্য করে আমি এই লোকটিকে বিশ্বাস করি। তার শারীরিক শক্তির ভিতে রয়েছে শক্তিশালী প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিমান একটি মন। গ্রেব্রিয়েল ম্যাকগ্রেগর যে কোনো মামলার অর্থ কিংবা সূক্ষ্ম তারতম্য মুহূর্তের মধ্যে বিচার করতে পারে। সহজাত প্রবৃত্তির বশে সে জেনে যায় কখন সাক্ষীকে কাঠগড়ায় দাঁড়া করাতে হবে আর কখন বসিয়ে রাখতে হবে। জানে কখন করতে হবে বলপ্রয়োগ, কখন একটু তোষামোদ করা প্রয়োজন, ভোলাতে হবে মিষ্টিবাক্যে, কিংবা ভয় দেখাতে হবে অথবা বাড়িয়ে দিতে হবে বন্ধুত্বের হাত। বেইলির প্রতিটি বিচারক ওকে জানেন, চেনেন এবং সম্মান করেন। গেব্রিয়েল ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে কারও তুলনা হয় না।

ঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে চলার গতি বৃদ্ধি করল গেব। দেরি করে কোর্টে হাজির হওয়া ঠিক নয়। তার প্রতিটি দীর্ঘ পদক্ষেপ যেন ফুটপাতের গজগুলো গিলে খাচ্ছে যেভাবে তিমি হাঁ করে গিলে নেয় ক্রিল। সে যেন এক অতিকায় মূর্তি, মানুষের মধ্যে দানব বিশেষ।

'গেব, থ্যাংক গড, ভাবলাম তুমি বোধ হয় আজ আসিবেই না।'

মাইকেল উইলমট একজন সলিসিটর। লোকটাকে যখনই দেখে গেব-এর তিনটি শব্দই বরাবর মাথায় এসে যায়। দুর্বল, অবজ্ঞেয়, হতাশ। মাইকেল উইলমট অতিরিক্ত

মোটা, অতিরিক্ত কাজ করে এবং অতিরিক্ত বিশ্বস্ত। তার পরনে সস্তা, চকচকে সুট, বগলের নিচে ঘামে ভেজা এবং সারাক্ষণ মুখে নাজেহাল একটা ভাব ধরে রাখে। এ-টিম বলে কিছু যদি থাকত, মাইকেল উইলমট কখনো ওতে জায়গা পেত না।

'আমি ও কাজ কখনোই করব না, মাইকেল,' মৃদু স্কটিশ উচ্চারণে বলল গেব। 'বলেছিলাম আসব। আমি কখনো আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি না।'

'তা করো না। তুমি শুধু ছয়টি ভিন্ন জায়গায় ছয়জন নিরীহ গৃহস্বামীর মাথার খুলি ভাঙো।'

কথাগুলো এক গ্লাস বরফ শীতল জলের মতো যেন ঢেলে দেয়া হলো গেবের মুখে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে তার মানসিক ফ্যান্টাসির জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এলো।

এটা ওল্ড বেইলি নয়। এটা ওয়ানথাম ফরেস্ট ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট।

সে বিখ্যাত কোনো আইনজীবী নয়। সে উনিশ বছরের এক মাদকসেবী, চুরি, হামলা এবং হত্যার অভিপ্রায়ে লোকদেরকে প্রচণ্ড মারধর করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

মাইকেল উইলমট তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওয়ার্মউড হত্যা কেসে গেবের পঁচিশ বছর জেল হয়ে যেতে পারে।

'তোমার বীরোচিত বক্তৃতা শুনতে আগ্রহী নন, ম্যাজিস্ট্রেটরা, আমিও না। মাথাটা নামিয়ে রাখো, কথা আমাকে বলতে দাও এবং চেহারায় দুঃখী দুঃখী ভাব ফুটিয়ে রাখো। ঠিক আছে?'

ভীরু ভঙ্গিতে মাথা দোলালো গেব। 'জি, স্যার।'

গেব্রিয়েল ম্যাকগ্রেগরের জন্ম স্কটল্যান্ডের স্যাবারডিন রয়েল ইনফার্মারিতে, ১৯৭৩ সালে। সে অতি দরিদ্র ডকশ্রমিক স্টুয়ার্ট ম্যাকগ্রেগরের একমাত্র সন্তান। অ্যান তার শৈশবের সুইটহার্ট। সুদর্শন, শক্তপোক্ত গড়নের গেব বড় হয়ে আরও সুদর্শন এবং আরও বলিষ্ঠ হয়েছে।

জেমি ম্যাকগ্রেগর নামটি প্রথম কবে শুনেছে মনে পড়ে না গেবের। শুধু জানে এ নামটি প্রবল ঘৃণা এবং বিষ নিয়ে উচ্চারিত হয়েছে। নামটি প্রায়ই শুনতে হয়েছে তাকে, যেন শৈশব থেকে এটি জাহাজের তেলের মতো তার শরীরের অংশ হয়ে আছে, সস্তা পলিয়েস্টার কাপড়ের মতো গা চুলকানো ভাব নিয়ে চামড়ায় সেঁটে রয়েছে।

তাদের পরিবারের সমস্ত সমস্যার কারণ এই জেমি ম্যাকগ্রেগর।

জেমি ম্যাকগ্রেগরের কারণেই তাদের দিন আনি দিন খাই অবস্থা, আত্মধ্বংসকারী এই দারিদ্র্যের জন্য সে-ই দায়ী।

জেমি ম্যাকগ্রেগরের কারণেই গেবের বাবা মাতাল হয়ে তার মায়ের গায়ে হাত তোলে।

জেমি ম্যাকগ্রেগরের কারণেই মাকে কাঁদতে হয়, কাঁদতে কাঁদতে ক্ষতে সস্তা মলম লাগায়।

জেমি ম্যাকগ্রেগর...

কৈশোরে পা দেওয়ার আগ পর্যন্ত আসল সত্যটি জানতে পারেনি গেব, দুইয়ে দুইয়ে চার মেলেনি। জেমি ম্যাকগ্রেগর বিখ্যাত এন্টারপ্রেনার, যিনি ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের সেরা ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। গেবের গ্রেট গ্রেট আংকেল জেমি ম্যাকগ্রেগরের দুই ভাই ছিল, আয়ান ও জেড এবং এক বোন মেরি। আয়ান ম্যাকগ্রেগর ছিলেন বড়, গেবের প্রপিতামহ। আয়ানের ছেলে হামিশ ছিলেন গেবের পিতামহ। হামিশের ছেলে স্টুয়ার্ট, গেবের বাপ।

সংসারে পচন শুরু হয় ১৯৮০ সালের প্রথমার্ধে, জেমির ভাই আয়ানকে দিয়ে। ছোট ভাই দক্ষিণ আফ্রিকায় দৌলতের সন্ধানে যাওয়ার বিষয়টি কখনো ক্ষমা করতে পারেননি তিনি।

'নিজেকে কী ভাবে সে, অর্ধেক পৃথিবী পাড়ি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, বাবা-মার দেখভাল আর খামার বাড়ির দায়িত্ব আমাদের ওপর ছেড়ে দিলেই হলো? সংসারে একটা টাকাও পাঠাচ্ছে না সে।'

আয়ান ভুলে গিয়েছিলেন জেমি যখন বলেছিলেন তিনি আফ্রিকার হিরের খনিতে যাবেন, তিনি ভাইকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি। তিনি জেমিকে বেধড়ক পেটাতেন, তাঁর খাবার কেড়ে নিয়ে নিজে খেয়ে ফেলতেন এবং সংসারের সবচেয়ে কঠিন কাজগুলো তাঁকে দিয়েই করাতেন। জেমি যখন ক্রুগার-ব্রেন্ট প্রতিষ্ঠা করে লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছেন ততদিনে তাঁর বাবা-মা মারা গেছেন।

জেমি বাড়িতে তাঁর বড় বোন মেরিকে টাকা পাঠাতেন। এই একটি মাত্র মানুষ জেমিকে ভালোবাসতেন এবং তাঁকে সমর্থন জোগাতেন। কিন্তু যক্ষ্মায় ভুগে, মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে তিনিও মারা গেলে জেমি বাড়িতে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেন। তিনি তাঁর কোনো ভাইয়ের সঙ্গে এক দশকেরও বেশি একটি কথাও বলেননি বা যোগাযোগ রাখেননি। ভাইদের কাছে তাঁর কোনো দেনা ছিল না যে পরিশোধ করতে হবে।

তবে আয়ান ম্যাকগ্রেগর বিষয়টি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন। তিনি বলতেন জেমির সঙ্গে তিনি কঠোর আচরণ করেছিলেন তাঁর ভালোর জন্যেই। তিনি ছেলেটিকে একজন পিতার মতো ভালোবাসতেন, তাঁকে মানুষ করার জন্য কঠিন পরিশ্রম করেছেন, এবং বিনিময়ে কী পেয়েছেন?

পরিত্যাগ। বিশ্বাসঘাতকতা। চরম দারিদ্র্য।

আয়ান প্রচণ্ড মদ্যপান শুরু করেন। জেমির সম্পদ এবং খ্যাতি বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁর ভাইয়ের তিক্ততা এবং ঈর্ষা বেড়ে চলছিল, সময় বয়ে যাচ্ছিল। নিজের ঘৃণা তাঁর সন্তান হামিশের ভেতরে সঞ্চারিত করে চলছিলেন আয়ান। আর হামিশ তাঁর ছেলে, গেবের বাবা স্টুয়ার্টের মধ্যে ঘৃণার বিষ ঢেলে দেন। এ যেন এক ভয়ঙ্কর বংশানুক্রম অসুখ।

গেব বড় হতে থাকে জেমি ম্যাকগ্রেগর নামটির প্রতি ঘৃণা নিয়ে। কালের খেয়ার

যাত্রাপথে পরিবারের ঘৃণার রোল কলে আরও কয়েকটি নাম সংযোজিত হয়। *কেট ব্ল্যাকওয়েল। টনি ব্ল্যাকওয়েল। ইভ ব্ল্যাকওয়েল। রবার্ট টেম্পলটন।* গেবের পিতামহ হামিশ অবসর নেওয়ার পরে তাঁর নগণ্য সঞ্চয় খুইয়ে ফেলেন ভীমাকার ক্রুগার-ব্রেন্ট কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে মামলা করতে গিয়ে। গ্লাসগো থেকে লন্ডন, সেখান থেকে নিউইয়র্ক– একটি মামলাও টেকেনি। প্রতিবারই বিচারকরা যেন কঠোর থেকে কঠোরতম হয়ে উঠছিলেন।

দেউলিয়া হয়ে মৃত্যুবরণ করেন হামিশ ম্যাকগ্রেগর। কুড়ি বছর পরে একই নিয়তি মেনে নিতে হয় তার ছেলেকে, গেবের বাবা। তিনি গেবের ষোল বছর বয়সে মারা যান। মদ্যপান এবং ঘৃণা তার অন্তর ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল, জাহাজঘাটায় মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে আসা কাজ বহু বছর ধরে করতে গিয়ে তাঁর শরীরটিও একদম ভেঙে গিয়েছিল।

এতকিছুর পরেও গেব তার বাবাকে ভালোবাসত। বাবার সঙ্গে কাটানো ভালো সময়গুলো সে মনে করার চেষ্টা করত। তার বয়স যখন তিন-চার, সে বাপের সঙ্গে এলগিন বীচে খেলা করত, পার্কহেডে কেলটিক খেলা দেখত। ক্রিসমাস বৃক্ষ নিয়ে ফ্রন্টরুমে বাবা-মা ও সে, তিনজনে মিলে হাত ধরাধরি করে নাচত। মা-ও বেশ হাসিখুশি ছিলেন। কিন্তু বাবা তাঁর গায়ে হাত তোলার পর থেকে তাঁর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল।

পিতার মৃত্যুর দুই সপ্তাহ বাদে বাড়ি ছাড়ল গেব।

ওর মা ওকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছিলেন।

'তুই কোথায় যাবি, বাপ? তোর কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। অ্যাবারডিনে কোনো চাকরি নেই, শিপইয়ার্ডও তো উঠে গেছে।'

'আমি স্কটল্যান্ডেই থাকব না, মা। দক্ষিণে কাজ আছে। প্রচুর।'

'লন্ডনের কথা বলছিস?'

গেব যদি বলত সে বৈরুত যাচ্ছে তাহলেও বোধহয় এতটা ভয় পেতেন না অ্যান ম্যাকগ্রেগর।

'আমি থিতু হয়ে বসার পরপরই তোমাকে ফোন দেব। চিন্তা কোরো না, মা। আমি নিজের খরচ নিজেই জোগাড় করে নিতে পারব।'



মাউন্ট সিনাই মেডিকেল সেন্টারের প্রাইভেট ওয়েটিং রুমে বসে দেয়ালের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পিটার টেম্পলটন। এ হাসপাতালেই সে তার প্রিয় অ্যালেক্সকে হারিয়েছে। এমনকি এ জায়গার গন্ধ, সস্তা ভ্যানিলা, মোমবাতি আর জীবাণুনাশক ওষুধের মিশ্রিত গন্ধটিও ভয়ঙ্কর রকম পরিচিত।

দেবতারা তাকে আর কত শাস্তি দেবেন?

এর অবসান ঘটবে কবে?

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সে *নিউইম্যান* পত্রিকার একটি পুরনো সংখ্যা তুলে নিল।

আমি কোনো নতুন নারী চাই না। আমি আমার পুরনো নারীটিকে ফিরে পেতে চাই।

হলওয়ের কয়েক দরজা পরেই এজেন্ট এড্রু এডোয়ার্ডসের তখনও অপারেশন চলছে। তার পার্টনারের মতে এই মানুষটি একটি হিরো। অবিশ্বাস্যরকম সাহসী। দ্বিতীয় বোমাটির বিস্ফোরণের পরপরই সে জ্বলন্ত ভবনে ঢুকে গিয়েছিল লেক্সির খোঁজে। কখনো রণেভঙ্গ দেয়নি।

ওই কারখানায় আমার থাকা উচিত ছিল, এ লোকটির নয়। যদি সে বেঁচে যায়, আমি তার সাহসের পুরস্কার দেব। সে যা চাইবে তাই পাবে।

যদি সে বেঁচে থাকে।

•

হিসাবে কোথাও মস্ত গরমিল হয়ে গিয়েছিল। এফবিআই ভেবেছিল তাদেরকে অল্প কয়েকজন কিডন্যাপারের ছোট একটি দলকে পাকড়াও করতে হবে। তারা গোলাগুলির আশা করেছিল। স্বপ্নেও ভাবেনি বদলে পড়তে হবে অত্যন্ত সুকৌশলে পেতে রাখা বোমার ফাঁদে। বোমাগুলো গোটা গ্রাম উড়িয়ে দেওয়ার মতো শক্তিশালী ছিল। ক্যাপ্টেন বার্কলে এবং তার লোকেরা কোনো সুযোগই পায়নি। প্রথম বিস্ফোরণেই তাদের তিনজন লোক নিহত হয়। এফবিআই এনফোর্সমেন্ট পৌঁছাতে পৌঁছাতে ছয়জনই মারা যায়। এমন ভয়ানকভাবে আগুন জ্বলছিল, পঞ্চাশ মাইল দূর থেকেও দেখা যাচ্ছিল।

ধারণা করা হয় অপহরণকারীরা সবাই পালিয়েছে। লেক্সিকে খুঁজে পেতে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ভয়াবহ আগুন এক সপ্তাহের আগে নেভানো সম্ভব হবে না

বলছিলেন দমকল বাহিনীর ফায়ার চিফ। পিটার শুনেছে একজন সার্জনকে তিনি বলছেন, 'ওই আগুনের কবল থেকে কারও বেঁচে ফিরে আসাটাই একটা আশ্চর্য ঘটনা। এজেন্ট এডোয়ার্ডস নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান।'

সেকেন্ড ডিগ্রি বার্নে তার শরীরের আশি ভাগ পুড়ে গেছে। দুটো পা-ও ভেঙেছে, প্রচণ্ড ইন্টারন্যাল ব্লিডিং হচ্ছে।

'ড. টেম্পলটন?'

মুখ তুলে চাইল পিটার। এক সুন্দরী ডাক্তার তার সঙ্গে কথা বলছে।

'আপনি এখন যেতে পারেন। আপনার মেয়ের জ্ঞান ফিরেছে।'

চোখ পিটপিট করছে লেক্সি, চারপাশটা দেখে নিচ্ছে।

ও হাসপাতালে। নার্স তার বিছানার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে না থাকলেও গন্ধ শুঁকেই বলে দিতে পারত হাসপাতালে। গতবছর ওর টনসিল অপারেশন হয়েছিল। সেবার ওরা ওকে সকালের নাশতায় আইসক্রিম খেতে দিয়েছিল। এবার কী দেবে?

ঘরটি বাচ্চাদের উপযোগী করে সাজানো। উইনি দ্য পু'র রঙিন ছবি সাদা দেয়াল জুড়ে। ভিজিটরদের আর্মচেয়ারে রাখা হয়েছে টেডি বিয়ার। ঘরটি বেশ সুন্দর। ঝকঝকে, আরামদায়ক। তবে কোথায় যেন একটা সমস্যা হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছে না লেক্সি।

নার্স তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। তার ঠোঁট নড়তে দেখছে লেক্সি।

আশ্চর্য! মহিলা জোরে কথা বলছে না কেন?

ওকে অপহরণ এবং উদ্ধারের ঘটনাগুলো আবছা মনে পড়ে লেক্সির। তবে একটির সঙ্গে আরেকটি সংযুক্ত নয়। কেমন ছাড়াছাড়া স্মৃতি। গুলির শব্দ। দরজা খোলার আওয়াজ। চোখ ধাঁধানো আলো। একটি লোকের চেহারা মনে পড়ছে ওকে কোলে তুলে নিয়েছিল। লোকটির গায়ের রঙ ছিল ফ্যাকাশে তবে চোখ দুটি ছিল দয়ালু। তারও ঠোঁট নড়ছিল নার্সের মতো।

লোকটি এখন কোথায়?

দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল পিটার। খুশিতে লেক্সির বুক লাফিয়ে উঠল। পিটার ছুটে এলো তার কাছে। বুকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল। বাবার শরীরের উষ্ণতা অনুভব করছে লেক্সি, জিভে অশ্রুর নোনতা স্বাদ। ওর খুব ভালো লাগছে। যেন স্বপ্ন হলো সত্যি। কিন্তু তারপরও কোথায় যেন একটা সমস্যা হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছে না লেক্সি। নিজেকে তার দূরবর্তী এবং বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছে। যেন ওর একটা অংশ ওখানে নেই। কিন্তু কোন্ অংশটি?

ওহ্, ড্যাডি! আমি জানতাম তুমি আসবে।

এ সময় ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারল ও।

নীরবতা।

তার মুখ কথাগুলোর আকার দিচ্ছে। শব্দগুলো সে বুকের মধ্যে শুনতে পাচ্ছে, টের পাচ্ছে ওর নিঃশ্বাস ওগুলো ঠেলে ছড়িয়ে দিচ্ছে ঘরে। কিন্তু লেক্সি কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে না। ধীরে ধীরে উন্মোচিত ভীতির মাঝে বুঝতে পারল সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

ড্যাড।

আবার শব্দটা বলল ও।

ড্যাডি!

আতঙ্কিত হতে লাগল লেক্সি। অপহরণকারীদের গাড়িতে জ্ঞান ফিরে পাবার পরে একই ত্রাস ওকে গ্রাস করেছিল। মাথা ঝিমঝিম, বুকের মধ্যে ধড়ফড়, বমিবমি ভাব। চকিতে কারখানার দৃশ্যটি মনে পড়ে যায় ওর। ও ওর প্রকোষ্ঠে শুয়ে আছে। ক্যাচকোঁচ আওয়াজে খুলে গেল দরজা। শুয়োর! সে ওর দিকে তাকিয়ে আসতে লাগল।

কাউকে একথা বলেছ কী জানে মেরে ফেলব।

লেক্সির মাথা পেছনের দিকে হেলে গেল, গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল।

'কী হলো?' ভীত পিটার। লেক্সি এত জোরে চিৎকার করছে কানের পর্দা ফেটে যায়। এমন ভীষণ চিৎকার জীবনে শোনেনি পিটার। যেন কোনো জানোয়ারকে জবাই করা হয়েছে। 'ফর গডস শেক, কেউ ওকে সাহায্য করো।'

মহিলা ডাক্তার এগিয়ে এলো ওদের কাছে কিন্তু লেক্সি তাকে কাছে ঘেঁষতে দিল না। মায়ের কোল আঁকড়ে থাকা শিশু শিম্পাঞ্জির মতো সে জড়িয়ে ধরে থাকল পিটারকে। তার চিৎকার ক্রমে উচ্চকিত হয়ে উঠল। তার নখ বসে গেছে পিটারের কাঁধে। রক্তে ভিজে যাচ্ছে জামা।

'কিছু একটা করুন!'

ডাক্তার সিরিঞ্জে ওষুধ ভরল কিন্তু লেক্সিকে ইনজেকশন দিতে পারছে না। বাচ্চাটা ভয়ানক হাত-পা ছুড়ছে। লেক্সির হাসপাতাল গাউন সরিয়ে চট করে তার উরুতে ইনজেকশন দিয়ে দিল ডাক্তার।

ব্যথায় লেক্সির চোখ বড় বড় হয়ে গেল। তারপরই তার ছোট্ট দেহটি নেতিয়ে পড়ল। পিটারের কোলে যেন একটা ভাঙাচোরা পুতুল।

পিটার আস্তে করে ওকে শুইয়ে দিল বিছানায়। কাঁপছে সে।

'ও অমন চিৎকার করল কেন?'

'অনেক কারণেই চিৎকার করতে পারে,' বলল ডাক্তার। 'প্লিজ, বসুন।'

পিটার ভিজিটর্স চেয়ারের ওপরে রাখা টেডি বিয়ার অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেলে দিয়ে বসল।

'আমাদের আরও কিছু টেস্ট করা দরকার। আপনার মেয়ে... ওর শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন পাওয়া গেছে।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল পিটার। লক্ষ করল ডাক্তারের বাদামি চোখজোড়া তার চুলের

রঙের সঙ্গে মিশে গেছে। তার নাকের ডগার ফুটকিগুলোও লালচে-বাদামি।

'আমাদের ধারণা লেক্সিকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে, ড. টেম্পলটন। অপহরণের কারণে সৃষ্ট ট্রমা...

ডাক্তারের গলা যেন মিলিয়ে গেল। সে হয়তো কথা বলছে কিন্তু কিছু শুনতে পাচ্ছে না পিটার। তার কানে ঝনঝন শব্দ হচ্ছে। ঝনঝন শব্দটি বদলে গিয়ে রূপান্তরিত হলো গুড়ুগুড়ু আওয়াজে, তারপর ঘটাংঘট, ঘটাংঘট যেন একটি ট্রেন তার গন্তব্যে পৌঁছার জন্য ক্রমে গতি বৃদ্ধি করছে

যৌন নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, যৌন নির্যাতন...

সে কানে হাত চাপা দিল।

'ড. টেম্পলটন? আপনি ঠিক আছেন তো?'

'ওর মাত্র আট বছর বয়স। একটি শিশু মাত্র।'

ওর গাল বেয়ে জল পড়ছে।

'জানি আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে,' ডাক্তার পিটারের হাতে হাত রাখল। উষ্ণ, করুণা মেশানো। 'তবু শুকরিয়া জানান আপনার মেয়ে বেঁচে আছে। ওর গা পোড়েনি, কোনো সিরিয়াস ইনজুরি হয়নি, শুধু শ্রবনেন্দ্রিয়র সমস্যাটি ছাড়া। এজেন্ট এডোয়ার্ডস ওর জীবন বাঁচিয়েছেন।'

'শ্রবনেন্দ্রিয়ের সমস্যা?'

'আমি এ কথাটাই আপনাকে বলতে চাইছিলাম, ড. টেম্পলটন। ওর আরও কিছু পরীক্ষা করানো দরকার। তবে সবচেয়ে খারাপ সংবাদটি শোনার জন্য মন শক্ত করে বাঁধুন। যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে আপনার মেয়ে আর জীবনেও কানে শুনতে পাবে না।'



গেব ম্যাকগ্রেগর তার মাকে যদিও বলেছিল সে নিজের খরচ নিজেই চালিয়ে নিতে পারবে, কিন্তু তার ভবিষ্যদ্বাণী ফলল না।

সে নির্বোধ নয় তবে সে ছিল শব্দান্ধ। কোনো কিছু পড়তে বা বানান করতে অক্ষম। ফলে ষোল বছর বয়সে কোনো কোয়ালিফিকেশন ছাড়াই তাকে স্কুল ছাড়তে হয়। যদিও সে সংখ্যা চিনতে পারত। লন্ডনে সে হাজির হলো নিজের সুন্দর চেহারা, আশাবাদ এবং ব্যাক পকেটে মায়ের দেওয়া নগদ পঞ্চাশ পাউন্ড সম্বল করে। কিন্তু লন্ডনে কাজের বড়ই অভাব।

'আমি খুব পরিশ্রমী ছেলে। জানি একদম তলা থেকে শুরু করতে হবে। মেইলরুম দিয়ে শুরু করলে কেমন হয়?'

সে শহরের ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক মে অ্যান্ড লরিম্যানের রিসোর্স প্রধানের সামনে বসে আছে।

'আমি দুঃখিত, খোকা। তবে এটি মাইকেল জে ফক্সের কোনো মুভি নয়। আমাদের পোস্টবয়দেরও মিনিমাম পাঁচটি GCSE থাকতে হয়।'

হিউম্যান রিসোর্স প্রধানের গেবের জন্য খারাপই লাগছিল কিন্তু তার সত্যি কিছু করার ছিল না। আইন আইনই। সে ছেলেটার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছে শুধুমাত্র এ কারণে যে ওকে গত এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন সকালে তার অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে, একটু সাক্ষাতের জন্য আকুতি করছিল।

একটুও দমে না গিয়ে মুরগেটে রওনা দিল গেব। এটি লন্ডনের ফিন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট। যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে তার সঙ্গে দেখা না করে শহর ছাড়বে না এটাই ছিল তার প্রতিজ্ঞা। তবে এখানেও একই গল্প শুনতে হলো।

'লিখিত আবেদনপত্র দিয়ে যাও,' বলল মেরিন লিনচ।

'আমাদের ব্যাক অফিসের জন্য কমপক্ষে তিনটে ও লেভেল কিংবা সমমর্যাদার কোয়ালিফিকেশন দরকার,' জানাল গোল্ডম্যান স্যাকস।

'আমরা ক্যাজুয়াল ওয়ার্কারদের নিয়ে কাজ করি না,' পরিষ্কার বলে দিল ডয়েচ ব্যাংক।

গেব হতভম্ব।

ব্যাংকগুলো সবাই দাবি করছে তারা ইন্টারপ্রুনার চায়। এমন আবেদনকারী যে গতানুগতিকতার বাইরে চিন্তাভাবনা করতে পারে, কিন্তু একটু ইন্টারপ্রুনার স্পিরিট দেখালেই তারা তোমার মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে।

এরপরে সে এস্টেট এজেন্সিগুলোতে ঢুঁ মারল। প্রপার্টি বিজনেসে টাকার ছড়াছড়ি, যদিও শেষতক কাজটা সেলসম্যানের। *এটা আমি পারব।* সে ফক্সটন, ডগলাস অ্যান্ড গর্ডন, নাইট ফ্রাংক, আলসপসহ অনেকগুলো কোম্পানির দরজায় কড়া নাড়ল, লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে জুতোর সুকতলি খসিয়ে ফেলল। যখন পা আর চলে না, মাথাটা দপদপ করছে ব্যথায় তখনই কেবল কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত দিল।

আমাকে বেতন দিতে হবে না। কমিশনে কাজ করব।

আমাকে শুধু একটি সুযোগ দিন দয়া করে।

দুঃখিত, খোকা।

তোমাকে এ লেভেল পেতে হবে।

স্কুলে ফিরে যাও। পড়াশোনা করো গে।

হতাশ এবং পরাজিত গেব শেষে ছুটকো কাজের ধান্ধা করল। কিন্তু তাও পেল না। একটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি তাকে বলে দিল– *আগে কোনো কাজে দক্ষতা অর্জন করো। তারপর এসো।*

ওয়ালওয়ার্থে, নিজের নোংরা কাউন্সিল ফ্ল্যাটের সরু খাটে বসে বসে ভাবছিল গেব। সে ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, একা এবং মানসিকভাবে পর্যুদস্ত।

তোমাকে কোনো কাজে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। লোকটা ঠিকই বলেছে। দক্ষতা আমাকে অর্জন করতেই হবে। কিন্তু আমার দক্ষতা কী? কোন্ কাজটা আমি ভালো পারি?'

দেয়ালের দিকে ঝাড়া বিশ মিনিট শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গেব। তারপর কথাটা মনে পড়ল তার নারী। সে নারীদেরকে পটাতে ওস্তাদ।

মহিলারা ভালোবাসে গেব ম্যাকগ্রেগরকে। সবসময়ই বাসত। স্কুলে মহিলা শিক্ষকদের সঙ্গে ওর খুব ভাব ছিল। কোনো ঝামেলায় পড়লে তারা তাকে রক্ষা করত। ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্রীরা গেবের হোমওয়ার্ক করে দিত। ভাঙা নাক এবং রাগবি খেলোয়াড়দের বডি নিয়ে তাকে 'ক্ল্যাসিক্যাল হ্যান্ডসাম' বলা যায় না। তবে কোনো মহিলা তার দুষ্টু দুষ্টু ধূসর চোখের দিকে তাকালেই ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে যায়। গেব একজন ন্যাচারাল ফ্লার্ট। মেয়েদেরকে পটানোর প্রকৃতিগত ক্ষমতাই আছে ওর। ও যেন সেই বাঁদর ছেলেটা যার মায়ের আদর-যত্ন দরকার। আর বিপরীত লিঙ্গের কাছে এটি একটি দারুণ আকর্ষণীয় কম্বিনেশন।

কিন্তু মেয়ে পটানোর দক্ষতা দিয়ে আমি টাকা কামাই করব কীভাবে?

গেব গোসল করল। একজোড়া পরিষ্কার ট্রাউজার্স পরল, গায়ে চড়াল সাদা লিনেন শার্ট। শেষ খুচরো পাউন্ডগুলো পকেটে পুরে এলিফ্যান্ট অ্যান্ড ক্যাসলে চলে এলো, বাসে

চেপে রওনা হলো নাইটস ব্রিজে।

ত্রিশ মিনিট পরে স্লোন স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে থাকল গেব। ছ'টা বাজে। জুলাইয়ের মনোরম একটি সন্ধ্যা। স্টোর এবং বারগুলো ব্যস্ত। গেব তার চারপাশে শুধু সুন্দর সুন্দর পোশাক পরা ধনবতী নারীদেরকে দেখছে। তারা গুচ্চি হিল পায়ে দিয়ে শ্যানেল অ্যান্ড উঙ্গারো থেকে বেরিয়ে আসছে। দামি রং করা চুল উড়িয়ে গেবের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কখনো দলবদ্ধভাবে হ্যারডস শপিং ব্যাগ দোলাতে দোলাতে হাসতে হাসতে তারা কথা বলছে, ফুটপাতের ধারের ক্যাফেতে ঢুকে শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। কখনো বা তারা একা। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের সঙ্গে কোনো পুরুষ মানুষ নেই।

এক মহিলা গেবের নজর কাড়ল। কালো চুল, দেখতে ভালো, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি বা তার ওপরেও হতে পারে, দাঁড়িয়ে আছে হার্ভে নিকলসের বাইরে। অধৈর্য হয়ে বারবার তার দামি প্যাটেক ফিলিপ ঘড়িটি দেখছে। মহিলার সঙ্গে যারই দেখা করার কথা থাক না কেন সে নিশ্চয় দেরি করছে আসতে। বিরক্ত হয়ে মহিলা হাত তুলল ট্যাক্সি ডাকার জন্য, পরে কী ভেবে দোকানের মধ্যে ঢুকে গেল।

গেব তার পেছনে ছুটল। তাড়াহুড়োয় রাস্তা পার হতে গিয়ে অল্পের জন্য গাড়ি চাপা পড়ল না। হার্ভে নিকলসের ডাবল ডোর ঠেলে যখন সে ভেতরে ঢুকল, দেখে মহিলা এলিভেটরে উঠতে যাচ্ছে।

'তোমার খুব তাড়া দেখছি,' লিফটের দরজা হুউউশ শব্দে বন্ধ হতে হেসে বলল মহিলা। গেব বুঝতে পারল সে হাঁপাচ্ছে। খুব জোরে দৌড়ে এসেছে। 'তৃষ্ণার্ত?'

'জি?'

'বললাম তোমার নিশ্চয় তেষ্টা পেয়েছে। এ লিফট সোজা ছয়তলার বারে যাবে। তুমি তো ওখানেই যাচ্ছ?'

হাসল গেব। সামনাসামনি মহিলাকে আরও বয়সী লাগছে। বোধহয় মধ্য চল্লিশ। তবে তার লম্বা পা এবং মুখের দুষ্টু হাসিতে গেব মনে মনে যা আশা করেছিল তা পেয়ে গেছে।

'একদম।'



মহিলার নাম ক্লেয়ার। গেব তার সঙ্গে থাকতে লাগল। তবে মাসখানেক পরে ক্লেয়ার ভাবল যথেষ্ট লিভ টুগেদার হয়েছে, আর নয়।

'তুমি খুব লাভলি, ডার্লিং, তুমি তা জানো। কিন্তু বাকি জীবনটা আমার ছেলের বয়সী কারও সঙ্গে কাটিয়ে দিতে পারি না।'

'কেন পার না?'

'কারণ আমার বিরক্তি ধরে গেছে। আজ সকালে আমি সাক্ষ্য নেওয়ার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি একটি ল ফার্মের পার্টনার গেব, ম্যাগি মে নই। তাছাড়া, এখন তোমার নিজের কিছু করা উচিত।'

পরদিন সকালে কিছু করল গেব। আরেকজন নারী খুঁজে নিল। তার নাম অ্যাঞ্জেলা।

অ্যাঞ্জেলার পরে এলো কেটলিন, নাওমি, ফিওনা এবং থেরেসি। প্রথম একটা বছর বেশ ভালোই কাটল। তবে গেবের এখনও কোনো সিকিউরিটি নেই, নেই কোনো সঞ্চয়। তবে সে বিলাসবহুল জীবনযাপন করে চলছিল, ওয়েস্ট অ্যান্ড অ্যাপার্টমেন্টে থাকছে, পলিয়েস্টারের জামাকাপড় তাকে আর পরতে হচ্ছে না, সে লন্ডনের সেরা রেস্টুরেন্টগুলোতে নৈশভোজ করে, তারচেয়ে ডাবল বয়সী, সুসংরক্ষিত মহিলাদের সঙ্গে নিয়মিত সেক্স করে বেড়ায় এবং প্রথম শ্রেণির কোকেন খায়।

তবে এই কোকেন সেবনই ধ্বংস ডেকে আনল গেবের। আগে পার্টিতে মাঝেমধ্যে কোকেন সেবন করত সে। পরে বাড়িতে বসেও চালু রাখল অভ্যাস। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে সে ঢুলতে থাকে কোকেনের নেশায়।

ফিওনা নামে এক ডিভোর্সী নারী, চেলসিয়ায় যার একটি চমৎকার বাড়ি আছে এবং পেশায় ইন্টারনেট ইন্টারপ্রুনার, সে একদিন সকাল সকাল বাসায় ফিরে দেখে তার চোদ্দ বছরের মেয়েকে নিয়ে কনারাড ওয়ালনাট কফি টেবিলে বসে কোকেন টানছে গেব। সঙ্গে সঙ্গে ওকে বাড়ি থেকে বের করে দিল ফিওনা।

থেরেসি যখন দেখল তার পার্স থেকে টাকা চুরি যাচ্ছে তার বাড়ি থেকেও বিতাড়িত হলো গেব। কারণ গেব টাকা চুরি করছে বলে সন্দেহ হচ্ছিল তার। যদিও গেব তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। পরে একদিন সেন্ট ট্রপেজে গেছে সে, থেরেসি গোপনে তাদের বেডরুমে সিসিটিভি লাগাল এবং ধরা খেল গেব।

গেব এমনিতে ছেলে মন্দ নয়। তবে মাদক তার চরিত্রের সুকুমার দিকগুলো সব

ধ্বংস করে দিচ্ছিল– তার হাস্যরসিকতা, উষ্ণতা, বিশ্বস্ততা। কোকেন থেকে সে পা বাড়াল হেরোইনের দিকে। কিছুদিন পরে তার শরীরের খোলসটা রইল মাত্র, শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গেল গেব। তারপর তার শরীর ভাঙতে লাগল। ওজন হারাল সে। দাঁতের রঙ হলুদ। জানে না কীভাবে বা কখন ঘটেছে, নিজেকে সে আবিষ্কার করল লোকের দরজায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে আর দোকানে ছোটখাটো চুরিচামারি করে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করছে।

সবসময়ই কল্পনাপ্রবণ ছিল গেব। দারুণ দারুণ সব কাল্পনিক ছবি আঁকতে পারত। তবে তার বাস্তব জীবন যখন ধূসর থেকে ধূসরতর হয়ে উঠল, সে নিজের জন্য তৈরি করা ফ্যান্টাসির জগতে আরও বেশি করে আশ্রয় নিতে লাগল। নিজেকে সে কল্পনা করল সফল ব্যাংকার এবং আইনজীবী হিসেবে। সে ধনী এবং সকলে তাকে সম্মান করে। তার মা'র তাকে নিয়ে গর্বের শেষ নেই।

বাড়িটি একটি ভিক্টোরিয়ান ম্যানসন। ওয়ালবামন্টো একটি কঠোর এলাকা, তবে শহরের যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো বলে কিছু তরুণ, পেশাদার পরিবার এখানে এসে আস্তানা গেড়েছে। টাকা থাকলে এ এলাকায় প্রচুর বাড়ি মেলে তবে পড়শী হিসেবে তেমন শিক্ষিত লোক পাওয়া যায় না। পড়শী হিসেবে রয়েছে আরব এবং রাশান।

ভিক্টোরিয়ান ম্যানসনটি থেকে কয়েক ব্লক দূরে একটি হোমলেস সেন্টারে আশ্রয় নিয়েছিল গেব। সে রাতের কথা তার বিশেষ মনে নেই। অল্প কিছু ছবি মনে পড়ে, যেন আধা স্মরণে আসা স্বপ্ন। তার হাত থেকে রক্ত ঝরছিল। সাইরেনের শব্দ। বাকি সবকিছু সে পরদিন সকালে পুলিশের কাছ থেকে শুনেছে।

রাত একটার দিকে সে ওই বাড়িতে যখন ঢোকে, নেশায় চূড়। পুলিশের ধারণা তার উদ্দেশ্য ছিল চুরি তবে গেবের ধারণা সে ঘুমানোর জায়গা খুঁজছিল। তাছাড়া সে কিছু চুরি করার কোনো সুযোগও পায়নি। বাড়ির মালিক, তিন সন্তানের জনক, চল্লিশ ছুঁই ছুঁই ভদ্রলোক নিচতলায় শব্দ শুনে ওখানে ল্যাম্প হাতে চলে আসেন এবং গেবকে দেখতে পান। গেব ফায়ারপ্লেস থেকে পোকার তুলে নিয়ে 'আত্মরক্ষা'র জন্য লোকটির মাথা এবং শরীরের ঊর্ধ্বাংশে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে।

সে ভয়ানক রেগে এমন মার মেরেছিল লোকটিকে যে তার স্ত্রী নিচে এসে স্বামীকে দেখে ভেবেছিল মারা গেছে সে।

ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার হয় গেব। অবশ্য সে পালাবার চেষ্টা করেনি। কারণ সে জানত না সে কোথায় আছে কিংবা কী কাণ্ড করেছে।

'বিবাদী অনুগ্রহ করে উঠে দাঁড়ান।'

গেব শূন্যে তাকিয়ে আছে, ডুবে আছে ভাবনায়। কোর্টরুমের কিনারে, একটি পারসপেক্স বক্সে আছে সে। তার আইনজীবী মাইকেল উইলমট বলেছেন এটি

বুলেটপ্রুফ। ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা কোর্ট অফিসিয়ালদের জন্য যাদেরকে বিপজ্জনক মনে করা হয় শুধু তাদেরকেই পারসপেক্স বক্সে ঢোকানো হয়।

আমাকে ওঁরা বিপজ্জনক ভাবছেন। একটি বিপজ্জনক প্রাণী।

'উঠে দাঁড়ান, প্লিজ, মি. ম্যাকগ্রেগর।'

গেব খাড়া হলো।

'এই অপরাধের গুরুতর প্রকৃতি অনুসারে, যাতে আপনি দোষী বলে সাব্যস্ত হয়েছেন, আপনার মামলাটি ক্রাউন কোর্টে রেফার করছি আমি আপনার শাস্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।'

'রেফার?' তাঁর আইনজীবীর দিকে আশান্বিত চোখে তাকাল গেব। *এর মানে কি ওরা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন?* গত তিনদিন ধরে মাদক নিতে পারেনি সে, মরিয়া বোধ করছে। পারসপেক্সের দেয়ালের ভেতরে ওর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

'জামিনের জন্য আপনার আবেদন নাচক করা হলো। আপনার পরবর্তী শুনানি, ৪ অক্টোর, তার আগ পর্যন্ত আপনি কাস্টডির রিমান্ডে থাকবেন...'

গেব আর শুনছিল না।

রিমান্ডের কাস্টডিতে থাকবেন।

সে ধূসর চক্ষু তুলে আকুতি জানাল ম্যাজিস্ট্রেটকে, ম্যাজিস্ট্রেট একজন মহিলা। কিন্তু তিনি ভাবলেশশূন্য দৃষ্টিতে একবার দেখলেন গেবকে। ঘুরে দাঁড়ালেন। বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। গেবের আইনজীবী তার হাতে হাত রাখল।

'মাথাটা ঠাণ্ডা রাখো,' বিড়বিড় করল মাইকেল উইলমট। 'তোমার সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখব।'

তারপর সেও চলে গেল। দুই সশস্ত্র পুলিশ গেবকে নিয়ে সেলের দিকে এগোল। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানো হবে।

কারাগার। না! আমি ওখানে যাব না। আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতেই হবে।

কেউ তার চিৎকার শুনল না। কারণ কথাগুলো বলেছে সে মনে মনে।



'কিন্তু আমাদেরকে যেতে হবে কেন?' ড্রাইভারের পেছনের সিটে পা ছুড়তে ছুড়তে বলল ম্যাক্স ওয়েবস্টার। 'আমরা টেম্পলটনদেরকে ঘেন্না করি।'

'বাজে কথা বলে না, ম্যাক্স!' কঠিন গলায় বলল কিথ ওয়েবস্টার। 'আমরা কাউকে ঘৃণা করি না। বিশেষ করে পরিবারের কাউকে তো নয়ই।'

ম্যাক্স বাবা-মা'র সঙ্গে তার খালাতো বোন লেক্সিকে দেখতে যাচ্ছে হাসপাতালে। নাটকীয় উদ্ধার পর্বের তিন সপ্তাহ বাদে লেক্সির সঙ্গে ভিজিটরদের সাক্ষাতের অনুমতি মিলেছে। কিথ ওয়েবস্টার বলেছিল সবার আগে তারা যাবে লেক্সিকে দেখতে।

এখন গোটা আমেরিকা লেক্সির অপহরণের কথা জানে। কী জানে কীভাবে, এজেন্ট এডোয়ার্ডস মিডিয়ার মুখটা এতদিন বন্ধ রাখতে পেরেছিল যেন তারা লেক্সির নিখোঁজ সংবাদ প্রকাশ না করে। যে কোনো প্রেস কাভারেজ বিপন্ন করে তুলতে পারে মেয়েটির জীবন এবং কোনো খবরের কাগজের সম্পাদক ব্ল্যাকওয়েলদের রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করতে চাননি। তবে নিউ জার্সি কারখানার ধ্বংসযজ্ঞের পরে সবগুলো সংবাদপত্র এবং মিডিয়া যেন গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে রসালো সংবাদটি পেয়ে গেল প্রকাশ করার জন্য।

আট বছরের উত্তরাধিকারী অপহৃত
আনাড়ি উদ্ধারকার্যে শ্রবণশক্তি নষ্ট
ট্রমা শেষে ক্রুগার-ব্রেন্ট পরিবারের মেয়ে বধির
এফবিআই হিরোর অবস্থা আশঙ্কাজনক
ব্ল্যাকওয়েল অপহরণকারীরা এখনও মুক্ত

লেক্সি দৈহিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে, এমনকি তাকে ধর্ষণও করা হয়েছে এ ধরনের গুজব সামারের ড্রিংক পার্টি মহলে সুস্বাদু উত্তেজনা ছড়াল।

তবে এসব কানাকানি কিংবা খবরের কাগজের সংবাদ কোনো কিছুই পিটার শুনতে পারেনি। লেক্সি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে একদিনের জন্যও সে মেয়ের কক্ষ ত্যাগ করেনি। রাতের বেলা সারাক্ষণ সে মেয়ের পাশে বসে থাকে। দিনের বেলা যখন লেক্সির একের পর এক টেস্ট, ট্রিটমেন্ট এবং থেরাপি সেশন চলে, মেয়ের হাত ধরে সঙ্গ দেয় সে। তার আশা আকাশে উড়ে গিয়েছিল যখন ডাক্তারদের কাছে শুনেছে

কচমিয়ার ইমপ্ল্যান্ট করলে লেক্সি তার হারানো শ্রবণশক্তি ফিরে পেতে পারে। কিন্তু প্রথম ডিভাইসটি ব্যবহার করার পরেই লেক্সির শরীরে এমন ভয়ানক অ্যালার্জির রিয়্যাকশন দেখা দেয় যে পিটার আর কোনো অপারেশনে যেতে রাজি হয়নি। 'এমনিতেই ও বহু যন্ত্রণার মাঝ দিয়ে গেছে,' সে ডাক্তারদের কাছে শুনতেও চায়নি লেক্সি কবে বাড়ি ফিরতে পারবে। জবাবটা তাকে হয়তো আতঙ্কিত করে তুলবে। মাউন্ট সিনাইয়ের স্বস্তি দায়ক রুটিন যেদিন শেষ হয়ে যাবে, তখন স্রেফ একা লেক্সির দেখভাল করতে হবে তাকে, এ ভাবনাটি ভীত করে তোলে পিটারকে।

যদি সে ঠিকমতো লেক্সির দেখভাল করতে না পারে? যদি আবার সে ব্যর্থ হয়?

চিন্তা করতেই তার চোখে জল এসে যায়।

নিউ অর্লিন্সে টেলিভিশনে বোনের খবর দেখছিল রোবি। সে যে লোকটির সঙ্গে থাকছে এর সঙ্গে শহরে আসার দিন রাতের বেলা একটি পিয়ানো বারে পরিচয় হয়েছিল ওর। লোকটির নাম টনি। টনি একজন লেখক, বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ, সে দেখতে তেমন সুদর্শন নয় কিংবা তার মধ্যে ডাইনামিক কোনো ব্যাপারও নেই। তবে সে দয়ালু এবং নির্ভরযোগ্য। টনির হতশ্রী চেহারার অ্যাপার্টমেন্টটি দুই বেডরুম বিশিষ্ট, একটি রেস্টুরেন্টের ওপর তলায়। এ রেস্টুরেন্টে কাজুন চিকেন ছাড়া অন্য কিছু বিক্রি হয় না। গ্রিজ, লবণ এবং চিকেন ফ্যাটের গন্ধ ঢুকে আছে টনির অ্যাপার্টমেন্টের সর্বত্র। পর্দা থেকে কার্পেট, কাউচ, চাদর সবকিছুতে।

একদম শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসেছিল ডম ডেলান, বলেছিল সে নিউইয়র্কেই থাকবে। তবে এজন্য রোবির মন খারাপ হয়নি। তার নতুন একটা শুরু দরকার ছিল। টনি তাকে সেই নতুনত্ব দিয়েছে।

'তুমি কী দেখছ?'

কিচেন থেকে টনির কণ্ঠ ভেসে এলো তবে জবাব দিল না রোবি। তার চোখ টিভি পর্দায় আঠার মতো লেগে আছে। মাউন্ট সিনাই মেডিকেল সেন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে এক এশীয় সাংবাদিক।

আট বছরের আলেকজান্দ্রা টেম্পলটনকে আজ সকালে এখানে ভর্তি করা হয়েছে। তার সঙ্গে এক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকেও ভর্তি করা হয়েছে যার অবস্থা সংকটাপন্ন বলে জানা গেছে।

চ্যানেলটি দমকলকর্মীদের ফুটেজ দেখাল, ত্রিশ ফুট উঁচু আগুনের দেয়ালের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তারা। দেখে মনে হলো একটি পুরনো ফ্যাক্টরি জ্বলছে।

এটি নিঃসন্দেহে একটি দারুণ নাটকীয় ঘটনা। জানা যায় শিশুটি অর্থাৎ আলেকজান্দ্রা, যার ডাক নাম লেক্সি, তাকে দুই সপ্তাহ আগে একদল অচেনা লোক অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং দশ মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণ দাবি করে। গত রাতে একটি টপ সিক্রেট রেসক্যু অপারেশন সংঘটিত হয় যার নেতৃত্বে যৌথভাবে ছিল এফবিআই

এবং মেরিন কর্পস। 'আমরা এ মুহূর্তে যেটুকু জানি তা হলো ছোট মেয়েটি, আলেকজান্দ্রা টেম্পলটন, বেঁচে আছে। গত রাতের অপারেশনে অন্যান্য যারা জড়িত ছিলেন তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে। এই অবিশ্বাস্য গল্পটি সম্পর্কে আমরা আরও যা জানতে পেরেছি...

'রব? কী হয়েছে? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ভূত দেখেছ?'

কাউচে, স্বর্ণকেশ দ্যুতিময় ছেলেটির পাশে এসে বসল টনি টরেল। এ ছেলেটি দুই সপ্তাহ আগে তার জীবনে অলৌকিকভাবে প্রবেশ করেছিল। এর সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। শুধু জানে এ দেখতে সুন্দর। এত সুন্দর যে ছেলেটি তার সঙ্গে কথা বলছে এটাই অবিশ্বাস্য লাগছিল টনির কাছে। সে কোনোদিন কল্পনাও করেনি এমন একজনের সঙ্গে তার পরিচয় হবে যার সঙ্গে আনন্দে ফোঁপাতে ফোঁপাতে তীব্র আবেগ নিয়ে ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা ধরে মিলিত হতে পারবে টনি। তবে এ হয়তো সারাজীবন তার সঙ্গে থাকবে না। রোবির মতো দারুণ সুন্দর ছেলেরা টনির মতো ভদ্র, স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ত, টেকো কবির সঙ্গে বেশিদিন থাকে না। তবে এ দু'সপ্তাহর স্মৃতিই টনি বাকি জীবন মনের মণিকোঠায় রেখে দেবে সযত্নে।

'ও আমার বোন,' এখনও টিভিতে চোখ রোবির।

হেসে উঠল টনি। 'নিশ্চয়। বটে। তোমার স্বপ্নে, বন্ধু। ওই ছোট মেয়েটি একজন ব্ল্যাকওয়েল।' তারপর সে রোবির পাণ্ডুর মুখখানা লক্ষ করল। 'ওহ, মাই গড। তুমি সিরিয়াস। ও সত্যি তোমার বোন।'

'আমি বাড়ি যাব।'

লিমুজিনের টিনটেড কাচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ইভ। এক বছরেরও বেশি হলো সে তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়েছে। নিউইয়র্কের রাস্তাঘাট আশ্চর্যরকম জীবন্ত, চোখে লাগে। প্রতিটি মোড়ে দেখা যাচ্ছে আইসক্রিম আর হটডগ বিক্রেতাদেরকে, কে আগে ক্যাবে উঠবে এ নিয়ে দুই বুড়ো ঝগড়া করছে, সুট পরা স্মার্ট বিজনেসম্যানরা জগিং করতে নামা সুন্দরী মেয়েদেরকে যেন চোখ দিয়ে গিলছে।

আমি মিস করছি এ জীবন। আমি মিস করছি পৃথিবী। এ জীবন ও জগৎ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে কিথ।

ছেলের দিকে আড়চোখে তাকাল ইভ। সে গোমড়ামুখে আরেক জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ইভের মতো তারও এখানে আসার কোনো ইচ্ছে ছিল না। ইভ তাকে তার খালাতো ভাইবোনদেরকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে, হামাগুড়ি দিতে শেখার আগেই ওদের সম্পর্কে ম্যাক্সের মনে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আমরা কাউকে ঘৃণা করি না। বিশেষ করে পরিবারের কাউকে তো নয়ই।

ঘোমটার আড়ালে ইভের ঠোঁটের কোণায় ফুটে উঠল হাসি।



খিলখিলিয়ে হাসছে লেক্সি, পিটার এবং তার ইন্টারপ্রেটর র‍্যাচেলের সঙ্গে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে পিক-আপ-স্টিকস গেম খেলছে।

সে র‍্যাচেলকে ইশারা করল। 'আমি জিতছি।'

ইন্টারপ্রেটর, লাল চুলের, একুশ-বাইশ বছরের এক সুন্দরী, মুচকি হেসে পাল্টা ইশারায় বলল 'আমি জানি।'

লেক্সির উন্নতি ঘটছে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। এক সপ্তাহের মধ্যে সে সাইন ল্যাংগুয়েজের প্রারম্ভিক জ্ঞান চমৎকার আয়ত্ত করে নিয়েছে, লিপ রিডিংয়ের ক্ষমতাটি অর্জন করেছে দ্রুততার সঙ্গে এবং নিখুঁতভাবে। লেক্সির শরীর যখন কচমিয়ার ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণ করতে অস্বীকার করল, কান্নায় ভেঙে পড়েছিল পিটার। কিন্তু অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী লেক্সি, একজন আট বছরের বালিকার পক্ষে যা অসম্ভব বলেই মনে হয়, বধিরতাকে একদমই পাত্তা দেয়নি। প্রথম দিন বিকট চিৎকার দেওয়ার পরে আজতক তার ভেতরে কোনো ট্রমা কিংবা বেদনার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়নি।

'এসবের প্রতি দেরিতে রিয়্যাকশন দেখানো শিশুদের জন্য অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়,' পিটারকে ব্যাখ্যা করেছিলেন মুখ্য সাইকোথেরাপিস্ট। পুতুল এবং ছবির সাহায্যে লেক্সি পুলিশ এবং ডাক্তারদেরকে দেখিয়েছে তার ঠিক কী ঘটেছিল। যৌন এবং শারীরিক নির্যাতন– তবে কাজটা সে এমন হাসিখুশি আচরণের সঙ্গে করেছিল যে সবার চোখে জল এসে যায়। 'আপনি এখন যা দেখতে পাচ্ছেন তা হলো সেলফ-ডিফেন্স স্ট্রাটেজি। তবে সারাজীবন সে এ ব্যাপারটি ব্লক করে রাখতে পারবে না।'

লেক্সির রিহ্যাবিলিটেশনের অংশ হিসেবে তাকে বার্ন ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হয় এজেন্ট এডোয়ার্ডসের কাছে যে মানুষটি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। লোকটি যে বেঁচে গেছে সেটিই অতি আশ্চর্য ঘটনা তবে তার শরীরের উর্ধ্বাংশ এবং মুখ বিশ্রীভাবে পুড়ে গিয়ে স্থায়ীভাবে বিকৃত করে ফেলেছে চেহারা।

'ও ভেঙে পড়তে পারে,' মনোবিজ্ঞানীরা সাবধান করে দিয়েছিলেন পিটারকে। কিন্তু ভেঙে পড়েনি লেক্সি। সে শান্তভাবে হেঁটে গেছে এজেন্ট এডোয়ার্ডসের বিছানার ধারে, তার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে হেসেছে।

পরে এজেন্ট এডোয়ার্ডস পিটারকে বলেছে, 'আপনার মেয়েটি আশ্চর্য সাহসী।'

'জানি আমি। আর ও বেঁচে গেছে শুধুমাত্র আপনাকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্য।

সেদিন বিকেলে এজেন্ট এডোয়ার্ডসের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তিন মিলিয়ন ডলার জমা দিয়েছে পিটার। বেচারার আগের চেহারা সে ফিরিয়ে দিতে পারবে না তবে বাকি জীবনটা যেন আরাম-আয়েশে থাকতে পারে সে ব্যবস্থাটুকুন অন্তত করেছে। এর বেশি কিছু করার ক্ষমতা তার নেই।

এক নার্স দরজায় কড়া নাড়ল।

'আপনাদের একজন ভিজিটর এসেছেন।'

কিথ ওয়েবস্টার পিটারকে জানিয়েছে ইভ এবং ম্যাক্সকে নিয়ে সে আসছে। ফোনটা পেয়ে অবাক্কই হয়েছিল পিটার। দুই পরিবার কখনোই ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি। পিটার ইভকে একদমই বিশ্বাস করে না আর কিথকে তার সবসময়ই একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হয়েছে। তবে ম্যাক্সকে তার বেশ পছন্দ। মিষ্টি একটি বাচ্চা। লেক্সির সঙ্গে ম্যাক্সের বন্ধুত্ব হয়ে গেলে বেশ হয়।

'ওদেরকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

খুলে গেল দরজা। জন্মদিনের মোমবাতির মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল লেক্সির চোখ।

'হ্যালো খুকি। তোমাকে আমি খুব মিস করেছি।'

রোবি তার ছোট বোনকে কোলে তুলে নিল। ওরা একে অন্যকে পাহাড়ের গায়ে লেপ্টে থাকা শামুকের মতো জড়িয়ে ধরে থাকল।

জায়গায় প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রইল পিটার। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই গত তিন সপ্তাহে একবারও রোবির কথা মনে পড়েনি তার। লেক্সির কিডন্যাপ তার মনে অন্য কোনো চিন্তা ঘেঁষতে দেয়নি। রোবি এবং তার সমস্যাগুলো মনে হতো অন্য কোনো জীবনের অংশ। তবে এ মুহূর্তে সে এখানে হাজির। মাত্র তিন সপ্তাহ দেখা-সাক্ষাৎ নেই তবে এরই মধ্যে অনেকটা বদলে গেছে রোবি।

'আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, বাবা। ড্রাগসও। চিরদিনের জন্য।'

ভাইয়া কথা বলছে, সুপার গ্লুর মতো তার ঘাড়ে সেঁটে রইল লেক্সি।

'ঈশ্বরকে বলেছিলাম তিনি যদি লেক্সিকে রক্ষা করেন, ও যদি ঠিক থাকে আমি আর ওসব জিনিস জীবনেও স্পর্শ করব না। আমি জীবনে কিছু একটা করে দেখাব, বাবা। তোমাকে কথা দিলাম।'

'আমিও তাই আশা করি, রবার্ট।'

পিটার ইতস্তত ভঙ্গিতে একটি হাত রাখল তার ছেলের কাঁধে। মনে পড়ল ছোটবেলায় কী সুন্দর আর ভদ্রই না ছিল রোবি। সেই মানুষটি কি ওর ভেতরে এখনও কোথাও আছে? যদি থাকে, তাহলে কি সে কোনোদিন তার বাবাকে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা করতে পারবে?

আমি ওকে সেদিন গুলি করতে পারতাম। আমার নিজের সন্তান খুন হয়ে যেত আমার হাতে।

রোবিকে জড়িয়ে ধরে রেখেই লেক্সি একটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল তার বাবার কাঁধ, ভাইয়ের দিকে টেনে আনল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রোবির চোখে চোখ রাখল পিটার। সেই পুরনো ক্রোধ অদৃশ্য। তবে এখনও দুঃখবোধটা রয়ে গেছে। হয়তো সারাজীবনই থাকবে।

কী সুন্দর একটি পরিবার ভাবল ইন্টারপ্রেটর। *ওদের ওপর দিয়ে কত ঝড়ঝাপটাই না গেছে। কাজেই ওরা যে পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ থাকবে তাতে আর বিচিত্র কী।*

'আশা করি বিরক্ত করছি না। যদি বলো তো পরে আসতে পারি।'

দরজায় দাঁড়িয়ে হাসছে কিথ ওয়েবস্টার। তার পেছনে হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে ইভ এবং ম্যাক্স।

'না, না,' ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল পিটার।

'আসুন। আসুন। রবার্টকে মনে আছে আপনার?'

'অবশ্যই,' হাসল কিথ। 'আরে বাবা, তুমি তো অনেক বড় হয়ে গেছ হে। শেষবার যখন তোমাকে দেখি মাত্র হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ছিলে, তাই না, ইভ?'

'হুমম,' মাথা ঝাঁকাল ইভ।

চুপ কর বংশবদ মানসিক প্রতিবন্ধী। রবার্ট এখানে কী করছে? ওর তো লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরার কথা। লায়োনেল নিউম্যান বললেন ও নাকি ওর সম্পত্তির দাবি ছেড়ে দিয়েছে। ক্রুগার-ব্রেন্টে আবার থাবা মারতে এসেছে নাকি?

অ্যালেক্সের মৃত্যুর পরে ইভ এবং কিথের দু'একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানে পিটার এবং তার বাচ্চাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। তবে ওদের মধ্যে কখনো ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি। বছর কয়েক আগে পিটার অ্যালেক্সকে তার বোনের সাইকোটিক পার্সোনালিটির ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিল। সে কথা ইভ এখনও ভোলেনি এবং কোনোদিন ক্ষমাও করেনি।

'ম্যাক্স যাও, তোমার কাজিনকে হ্যালো বলো,' কিথ তার ছেলেকে সামনে ঠেলে দিল। 'লেক্সিকে ওর উপহারটি দাও।'

বিরক্ত চেহারা নিয়ে ম্যাক্স উজ্জ্বল র‍্যাপিং পেপারে মোড়া একটি বাক্স গুঁজে দিল লেক্সির হাতে।

ওরা দুজন দুজনকে কপালে ভ্রূকুটির চিহ্ন এঁকে লক্ষ করছে।

ম্যাক্স ভাবছে: *আমি তোমাকে ঘৃণা করি। তোমাকে এবং তোমার ভাইকে। তোমরা আমাদের কাছ থেকে ক্রুগার-ব্রেন্টকে কেড়ে নিতে চাও।*

লেক্সি ভাবছে *ও আমাকে ঘৃণা করে। কিন্তু কেন?*

উপহারের বাক্স খুলল লেক্সি। লেটেস্ট মডেলের বারবি ডল। এর পায়ে রোলার স্কেট আছে। এ খেলনাটির ওপর অনেক লোভ ছিল ওর। তবে এসবই ওই ঘটনাটি ঘটার আগে। সেই বিভীষিকার আগে। শুয়োরটা ওর জীবনে আসার আগে।

মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা লেক্সির মন তার অপহরণের স্মৃতি ব্লক করে রেখেছে। কিন্তু

তাদের ধারণা ভুল। সবকিছু মনে আছে ওর। লোকটির হাতের প্রতিটি রোম, চামড়ার প্রতিটি দাগ, কণ্ঠস্বরের প্রতিটি উত্থান-পতন, প্রতিটি গোঙানি, নিশ্বাসের দুর্গন্ধ।

লেক্সি লোকটাকে নিয়ে কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে না। তাকে ভয় পায় না। সে জানে কিডন্যাপাররা আইনের হাত থেকে পালিয়েছে এবং জানে কেন। কারণ ওর নিয়তি হলো ও ওদেরকে খুঁজে বের করবে, ওরা ওর যে দশা করেছে তা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করবে। লেক্সি পুলিশকে কিছুই বলেনি। ভান করেছে কিছুই মনে নেই। কিন্তু তার সব মনে আছে।

একদিন শুয়োর, আমি তোমাকে খুঁজে পাব।

একদিন...

'লেক্সি,' র‍্যাচেল তার দিকে ইশারা করছে। 'তুমি ধন্যবাদ জানাবে না?' পুতুলটির দিকে তাকাল লেক্সি। সে ডান হাতের সামনের আঙুল দিয়ে ঠোঁট স্পর্শ করল, তারপর মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল, তালু চিৎ করা। হাসছে।

'এই চিহ্নের মানে হলো 'থ্যাংকস' ব্যাখ্যা করল র‍্যাচেল।

ম্যাক্স বলল, 'ইউ আর ওয়েলকাম।'

খালাতো বোনের হাসি ফিরিয়ে দিল সে। তবে তার মুখ হাসলেও ঝকঝকে, কালো চোখজোড়া কবরের মতো শীতল রইল।



দক্ষিণ আফ্রিকা খুব সুন্দর দেশ।

এতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে সৌন্দর্য যেন উপচে পড়ছে। অপূর্ব সৌন্দর্য। যে সৌন্দর্য শতশত বছর ধরে নকল করতে চেয়েছে তার ক্যাথেড্রাল, মন্দির এবং পিরামিড, হস্ত নির্মিত বিশালতায়। কিথ ওয়েবস্টার বহু দেশ ঘুরেছে। সে মিশরের কার্নাকে গিয়েছে, চীনের মহাপ্রাচীরে ভ্রমণ করেছে, প্যারিসে নতরদাম গির্জায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের মাথায় উঠেছে, রোমের কলোসিয়াম দেখে চমৎকৃত হয়েছে, ভারতের তাজমহল তাকে বিস্মিত করেছে। কিন্তু এ মুহূর্তে টেবল মাউন্টেনে দাঁড়িয়ে, বাতাসে উড়ছে তার চুল, পায়ের নিচে ছড়িয়ে রয়েছে কেপ টাউন শহর, সে ওইসব জায়গাগুলোর কথা ভেবে হাসল। ঈশ্বরও নিশ্চয় হেসেছেন : *তুমি ওকে বলো সৌন্দর্য? ওকে বলো গ্রেটনেস? ওই তোমার দৌড়?*

কিথ ওয়েবস্টার এ দেশে এসেছে তিন সপ্তাহ হয়ে গেল। কাল সে আমেরিকা ফিরে যাবে, যদিও ইভকে দেখার জন্য কাতর হয়ে আছে– বিয়ের পরে এই প্রথম এতদিন ধরে তারা বিচ্ছিন্ন কিন্তু সে বুঝতে পারছে কেপ টাউন ছাড়তে তার খারাপই লাগবে। তবে শুধু এর রুদ্ধশ্বাস সৌন্দর্যের জন্যই নয়। কেপ টাউনের মধ্যে আরেকটি জাদু আছে যা আগে কখনো উপলব্ধি করেনি সে। সেটি ওই দক্ষিণ আফ্রিকাতেই আছে। অবশেষে ছেলের সঙ্গে তার বন্ধন রচিত হয়েছে। কিথ ওয়েবস্টারের কাছে কেপ টাউন সবসময় স্মরণীয় হয়ে রইবে এ শহরটি ম্যাক্সকে তার কাছে ফিরিয়ে এনেছে। এ হলো আশা, আনন্দ এবং পুনর্জন্মের শহর।

বুদ্ধিটি ইভের।

'তুমি আর ম্যাক্স কোথাও থেকে ঘুরে এসো। শুধু দুজনে মিলে। ক্যাম্পিং হলিডে। ভেবে দ্যাখো কত মজা পাবে!'

কিথ ভাবছিল কী মজা হবে ম্যাক্স তাকে অগ্রাহ্য করছে, সে যে পরামর্শই দিক না কেন তা পাত্তা দিচ্ছে না, তার জোকস শুনেও মুখ গোমড়া করে রেখেছে। সে তাঁবু তুলতে পারছে না বলে তাকে নিয়ে মশকরা করছে। মা'র কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য

কান্নাকাটি করছে।

'তোমার বুদ্ধিটি খুব একটা কাজের বলে মনে হচ্ছে না। ম্যাক্স ক্যাম্পিং করার ছেলেই নয়।'

লেক্সি টেম্পলটনের অপহরণ এবং উদ্ধার পাবার পরে দু'বছর কেটে গেছে; ম্যাক্স লিমোজিনে বসে তার কাজিনদের প্রতি ঘৃণা উদগীরণের পরে দু'বছর অতিবাহিত হয়েছে।

কী বাজে কথা, ম্যাক্স! আমরা কাউকে ঘৃণা করি না।

ছেলেকে এ কথাটিই বলেছিল কিথ। তবে কথাটি বলার সময় তার একই সঙ্গে এও মনে হয়েছিল *ও আমাকেও ঘৃণা করে। সবসময় করে এসেছে।* তবে এ কুৎসিত সত্য ওইদিনের আগে স্বীকারই করেনি কিথ, এমনকি নিজের কাছেও নয়। ম্যাক্সের আচরণের জন্য নানান যুক্তি খাড়া করা ছিল সহজ।

সে সারাক্ষণ 'মা মা' করে, কারণ তার মা খুব দুর্বল।

কারণ সে একমাত্র সন্তান।

কারণ...

কারণ...

ম্যাক্সের শিক্ষক কী বলেছিলেন? *আপনার ছেলে অসাধারণ একটি প্রতিভা, ড. ওয়েবস্টার। আর প্রতিভাবান সন্তানরা সবসময় ভালোবাসা, আদর পাবার জন্য জোরাজুরি করে। এতে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বড় হলে ও ঠিক হয়ে যাবে।*

কিন্তু অন্তরের গভীর থেকে সত্যটা জানে কিথ ওয়েবস্টার।

ম্যাক্স তাকে ঘৃণা করে।

কিন্তু কেন যে করে তাই সে জানে না।

লেক্সি টেম্পলটনকে 'ঘৃণা' করার ব্যাপারে আর একটি কথাও বলেনি ম্যাক্স। বরং হাসপাতালে যাওয়ার পরে তার বেচারি বধির খালাতো বোনটির সঙ্গে সে এক ধরনের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে বলেই মনে হয়। বন্ধুত্ব বললে অবশ্য অতিরঞ্জন করা হবে। তবে ছেলেমেয়ে দুটির মধ্যে কিছু একটা আছে, একটা বোঝাবুঝির ব্যাপার, দেখা হলে দুজনেরই চোখ যেভাবে ঝকমকিয়ে ওঠে তাতে কিথ ওয়েবস্টারের মনে আশা জেগে ওঠে।

ও যদি লেক্সিকে ভালোবাসতে শিখতে পারে একদিন হয়তো আমাকেও ভালোবাসতে শিখবে?

কিথ এ ক্যাম্পিং ট্রিপে আসতে চায়নি, ভাগিস্যে এসেছিল। ঈশ্বর ইভের মঙ্গল করুন! ছুটিটা সবকিছু বদলে দিয়েছে।

এগারোতে পা দিতে যাচ্ছে ম্যাক্স যদিও বয়সের তুলনায় এখনও অনেক ছোট দেখায় তাকে। আট-নয় বছর বললেও অবিশ্বাস করবে না কেউ। কিন্তু বড়রা ওকে ঠিকই চিনতে পারে– ওর শিক্ষকরা, বেসবল কোচ, এমনকি ওর পিটার আংকেলও

বুঝতে পারে ওর বাইরের শিশু সুলভ চেহারার নিচে প্রাপ্তবয়স্কসুলভ বেখাপ্পা কিছু একটা আছে। প্রবীণ মন, লোকে তাই বলে। কিথের সামনে ম্যাক্স সবসময় গোমড়ামুখো আর নীরব থাকে। কিন্তু অন্যদের সামনে সর্বদা তার মুখ থেকে কথার ফুলঝুড়ি ছোটে।

কিথ ভেবেছিল ক্যাম্পিংয়ে যাওয়ার প্রস্তাব এক কথায় নাকচ করে দেবে ম্যাক্স। কিন্তু তাকে বিস্মিত করে রাজি হয়ে গেল ম্যাক্স। দারুণ আগ্রহও প্রকাশ করল।

'যাবো আমরা, ড্যাড? আমি কোনোদিন দক্ষিণ আফ্রিকা যাইনি। লেক্সি এবং রবার্ট সবসময় যায়। খুব মজা হবে। প্লিইইইজ?'

'তোমার মাম্মি কিন্তু আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না,' নিজের বিস্ময় গোপন করার চেষ্টা করল কিথ। 'শুধু তুমি আর আমি।'

'জানি তো, তবে মাম্মি ওখানে বহুবার গেছে। এবারে যেতে না পারলে কিছু মনে করবে না। প্লিইইজ?'

আনন্দে কিথের চোখে জল এসে গেল। ম্যাক্স যেতে চাইছে। ওর সঙ্গে।

ও কি এর আগে কখনো ওকে 'ড্যাড' বলে ডেকেছে?

সত্যি কি এটা ঘটছে? দীর্ঘ দশ বছর বাদে সত্যি কি ওদের জীবনে একটা মোড় ঘুরতে যাচ্ছে?



'চলে এসো, ড্যাড, এখানে এসে পড়ো। দ্যাখো কত উঁচুতে আমরা।'

ম্যাক্সকে দেখার জন্য ঘুরল কিথ। সে ক্যানিয়নের ধারে পাহাড়ি ছাগলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে একটার পর একটা বোল্ডার টপকাচ্ছে। *অকুতোভয়। আমার মতো নয়।* সিগারেটের ধোঁয়ার মতো মেঘ তার চারপাশে ঘিরে আছে। মাঝে মাঝে স্বর্গ থেকে প্রকাণ্ড একখানা মেঘ নেমে এসে ছেলেটিকে পুরোপুরি অদৃশ্য করে ফেলছে। আর যখনই ঘটনাটি ঘটছে, হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে আসছে কিথের।

'খাদের কিনার থেকে চলে এসো। ওভাবে ওখানে লাফালাফি কোরো না। জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়।'

ওদের দক্ষিণ আফ্রিকা অভিযানের সর্বশেষ স্টপেজ কেপটাউন। এখানে ওরা ক্যাম্পিং না করে সরাসরি হোটেলে উঠেছে। তার আগ পর্যন্ত কারুতে এক রিজার্ভ থেকে আরেক রিজার্ভে, এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে ঘুরে বেড়িয়েছে তাদের গাইড ক্যাটিলির সঙ্গে। ক্যাটিলি সদা হাস্যময় ছয় ফুট উঁচু বান্টু সম্প্রদায়ের এক দানব বিশেষ। তার শরীর জুড়ে কেবলই পেশি। এরকম পেশির বহর এর আগে শুধু টিভির বিজ্ঞাপনে দেখেছে কিথ যারা সিক্সপ্যাক অ্যাবসের আশ্রয় নিয়ে পেশিবহুল শরীরের অধিকারী হয়েছে। ক্যাটিলি যেন আগেরকার টারজান ছবি থেকে উঠে আসা কোনো চরিত্র। এই বিরাটদেহী মানুষটির উপস্থিতিতে নিজেকে বড্ড দুর্বল এবং অপর্যাপ্ত মনে হয় কিথের তবে অবশ্যই সে তা চেহারায় প্রকাশ করে না।

ক্যাটিলি বিস্ফারিত চক্ষুর ম্যাক্সকে বলেছে গ্রেট কারু হলো দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেম এবং পৃথিবীর অন্যতম বিশাল বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য। এর পাথরে ৩১০ মিলিয়ন বছর আগের ফসিল আছে। এখানে তুমি সবকিছু করতে পারবে। হট এয়ার বেলুনে আকাশ ভ্রমণ, ঘোড়ায় চড়া, তারা দেখা। পাহাড়ে চড়ারও দারুণ ব্যবস্থা আছে।'

'আর জন্তু-জানোয়ার?'

মুচকি হাসল ক্যাটিলি। 'ওরাও তোমাকে হতাশ করবে না। এমন সব জন্তু-

জানোয়ার আছে এখানে তাদের নামও তুমি শোনোনি, বন্ধু। কুডু, গেমসবল, অডিউলফ, ক্লিপসপ্রিঙ্গার আর প্রচুর পরিমাণে রয়েছে ব্ল্যাক ঈগল, বেবুন, গণ্ডার, পাহাড়ি জেব্রা।'

'ওগুলো তুমি শিকার করতে পারবে?'

আঁতকে উঠল কিথ। 'আমরা এখানে প্রকৃতি দেখতে এসেছি, ম্যাক্স, ওকে হত্যা করতে নয়। ওর কথায় কিছু মনে কোরো না, ক্যাটিলি।'

কিন্তু ম্যাক্সের পক্ষ নিল গাইড।

'ঠিক আছে, স্যার। আপনার ছেলের যদি ইচ্ছা হয় সে নিশ্চয় শিকার করতে পারবে। আপনাদেরকে আমি লেমনফন্টিনে নিয়ে যাব। ওখানে চমৎকার সব শিকার পাওয়া যায়।'

'যাই, ড্যাড? প্লিইইইজ?'

'সে দেখা যাবে,' বলল কিথ।

দশ বছরের বালকের হাতে বন্দুক তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী নয় সে। এখানে আসার আগে এ নিয়ে ইভের সঙ্গে তার একচোট হয়েও গেছে যখন জানল ম্যাক্সকে তার নানার পিস্তলটি দিয়েছে সে।

'ও ওটা কখনো ব্যবহার করেনি, ডার্লিং,' স্বামীকে আশ্বস্ত করেছে ইভ। 'আলমারি থেকে ওটা কখনো বের করা হয়নি। তাছাড়া জিনিসটা এত পুরনো যে মনে হয় না ও দিয়ে আর কোনো কাজ হবে।'

'আমি এ নিয়ে বাজি ধরব না,' পুরনো গ্লকটি হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখতে দেখতে বলেছে কিথ। পিস্তলটি দেখতে বেশ সুন্দর।

'ওকে এটা টোকেন হিসেবে দিয়েছিলাম আমি,' বলেছে ইভ। 'পারিবারিক কোনো হেরিটেজ ওকে মানসিকভাবে বড় করে তুলবে। এ নিয়ে ওর আনন্দ উপভোগে বাদ সেধো না।'

ম্যাক্স পিস্তলটি নিয়ে আফ্রিকা বেড়াতে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করছিল।

'মাম্মি আমার জন্য কাগজপত্র সব ঠিক করে দিয়েছে। আমি এটা নিতে পারব কারণ এটা ফ্যামিলি এয়ার বেলুন।'

'হেয়ারলুম, ডার্লিং,' আশকারা দেওয়ার ভঙ্গিতে হেসেছে ইভ, কিথের দিকে তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে যেন বলতে চেয়েছে দেখলে বাচ্চাটা কত ইনোসেন্ট?'

'আমি ঠিক জানি না, ম্যাক্স, এটা সঙ্গে নিতে পারব কিনা, কারণ পিস্তল কোনো খেলনা নয়।'

শেষতক ছেলের আবদার তাকে মেনেই নিতে হয়েছে। তবে শর্ত জুড়ে দিয়েছে কোনো অবস্থাতেই আগ্নেয়াস্ত্রটি ব্যবহার করা যাবে না।

'একটা কাজ করি,' ছেলের কাঁধে হাত রাখল কিথ। এ মুহূর্তে শিকারের কথা ভুলে গিয়ে বরং হট এয়ার বেলুনে ভ্রমণ করে আসি। ওটাও খুব মজার জিনিস, না?'

'নিশ্চয়, ড্যাড। তুমি যা বলো।'

উদ্বিগ্ন হয়ে আছে ম্যাক্স।

সে পিস্তলটি ব্যবহার করতে চায়। শিকার করতে গিয়ে দুর্ঘটনা, এটাই প্লান। তার মা তাকে প্লানমাফিক কাজ করতে বলেছে। সে মায়ের আদেশ কখনো অমান্য করেনি।

কিন্তু হট-এয়ার বেলুন রাইড? ও তো আরও ভালো।

কল্পনায় দৃশ্যটি দেখতে পেল ম্যাক্স।

আমি ওকে বাধা দিতে পারিনি! আমি ওকে নেমে আসতে বলেছিলাম কিন্তু সে আরও ভালো ছবি তুলতে চাইছিল। তারপর তার পা পিছলে যায়... ওহ, ক্যাটিলি, সে কী ভয়ানক দৃশ্য! আমি তাকে পড়ে যেতে দেখেছিলাম, দেখছিলাম ক্রমে ছোট হয়ে আসছে তার শরীর। তারপর আর কিছু দেখা গেল না। আমি তখন ওখানে সম্পূর্ণ একা...

ধ্যাত। এতে একটা সমস্যা আছে।

কিথ যদি গ্যারিপ ড্যামের শত ফুট ওপরে বেলুন থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মারা যায়, ম্যাক্সের তখন কী হবে? সে তো তখন বেলুনের মধ্যে আটকা পড়ে যাবে।

নামবে কী করে?

হট এয়ার বেলুন কীভাবে চালাতে হয় সেটা বরং আমার শেখা উচিত।

'আপনার ছেলেটির মাথা খুব সাফ, স্যার। আর কী যে কৌতূহল তার।' কিথকে বলল ক্যাটিলি।

'ধন্যবাদ। আফ্রিকা মনে হয় ওর সমস্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাচ্ছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল গাইড। 'সেটাই স্বাভাবিক। এটা ওর রক্তেই আছে। সারাটা বিকেল সে আমাদের বেলুন টিমের সঙ্গে ছিল, কীভাবে রোপ বাঁধতে হয় শিখেছে।'

'গুড,' চেষ্টাকৃত হাসি মুখে ফোটাল কিথ। 'ওরা আমাকে যা শিখিয়েছে তা যখন ওপরে উঠে ভয়ের চোটে সব ভুলে যাব তখন ও আমাকে সাহায্য করতে পারবে।'

'আপনি যদি আমাদের পাইলটকে সঙ্গে নিতে চান...

মাথা নাড়ল কিথ। 'না না। আমি এর আগে বহুবার বেলুনে চড়েছি। সম্প্রতি অবশ্য ওঠা হয়নি। তবে মনে আছে সব।'

পিতা-পুত্রের বন্ধন সুদৃঢ় করে তোলার একটি চমৎকার সুযোগ এনে দিতে পারে বেলুন রাইড, কিথের ধারণা। ম্যাক্সকে দেখাতে চায় এ কাজটি সে বেশ ভালো পারে। সার্জারি ছাড়াও আরও কিছুতে যে কিথের ট্যালেন্ট রয়েছে তা পুত্রের সামনে প্রমাণ করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। কলেজে পড়াকালীন সে বেলুন রাইড শিখেছিল। বেশ কয়েকবার আকাশে নিরাপদ ভ্রমণও করেছে।

'আপনাদের সঙ্গে সর্বক্ষণ রেডিও কন্ট্যাক্ট থাকবে,' আশ্বস্ত করার হাসি দিল ক্যাটিলি। 'কোনো ঝামেলায় পড়লেই আমাদেরক জানিয়ে দেবেন।'

'চিন্তা কোরো না,' বলল কিথ। 'আমরা ঠিক থাকব।'

বেলুন রাইডের জন্য সূর্যাস্তের সময়টি বেছে নেওয়া হলো। চমৎকার একটি সন্ধ্যা। 'পুবে সামান্য মেঘ করতে পারে, তবে বাতাস আপনাদের পক্ষেই থাকবে,' জানাল টেকনিশিয়ান কূট ব্লিকার। সে প্রোপেন ট্যাংক, পাইরোমিটার শেষবারের মতো চেক করল। মুখ ভর্তি দাড়ি, ষাট বছর বয়স আফ্রিকানিয়ার ব্লিকারের। সে বেশ ভদ্র মানুষ। বলল, 'ঘণ্টায় গড়ে পাঁচ মাইল বেগে বাতাস বইবে, কাজেই বেশি দূরে যাওয়া উচিত হবে না। যেহেতু এটাই আপনাদের প্রথম সলো ফ্লাইট, কাজেই মিনিট চল্লিশের বেশি আকাশে থাকবেন না। তবে সময় বেশি গড়িয়ে গেলেও সমস্যা নেই। আশি মিনিটেরও বেশি ওড়ার মতো ফুয়েল আছে। কোনো সমস্যা হলে, 'নিজের ওয়াকি-টকিতে টোকা দিল কূট, 'যোগাযোগ করবেন, কেমন?'

হাসল কিথ ওয়েবস্টার। 'আচ্ছা।'

ঘটনা সত্যি ঘটছে বলে তার সবগুলো নার্ভ যেন বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে।

দারুণ ব্যাপার হবে। কারুর ওপর দিয়ে আমার ছেলেকে নিয়ে উড়তে থাকব, নিজের রাজ্যে সুলতানদের মতো। আহা, ইভ যদি এখন এখানে হাজির থাকত তাহলে দেখতে পেত পিতা-পুত্রে কী খাতির!



শীঘ্রি ওরা আকাশে ভেসে পড়ল, শান্ত ভঙ্গিতে উড়তে লাগল পাহাড় আর সমতল ভূমির ওপর দিয়ে। গন্ডোলা বা বেলুনের ঝুড়ির বাম পাশ দিয়ে তাকাতে সবকিছু কেমন ঊষর এবং মৃত মনে হয়। তবে ডানদিকে রয়েছে জাদুর জল-পৃথিবী, সাঁঝবেলার তাপে মরীচিকার মতো ঝকমক করছে। অরেঞ্জ এবং কেলিডন নদী দুটো ধুলোময় পৃথিবীর বুক চিরে এঁকেবেঁকে চলেছে, চলার পথে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য বে, দ্বীপ এবং পেনিনসুলা বা উপদ্বীপ।

অনেক নিচে কিথ ওয়েবস্টার দেখতে পাচ্ছে লোকজন অমসৃণ বেলাভূমিতে সেইলিং কিংবা উইন্ড সার্ফিংয়ে ব্যস্ত। একপাল ওয়াইল্ডবিস্টকে দেখা গেল জল খেতে এসেছে। তবে ওদের চারপাশ ঘিরে থাকা আকাশের সৌন্দর্য নিচের দৃশ্যপটটি অনেকটাই ম্লান করে দিয়েছে। যেন এলএসডি নেশায় বুঁদ হওয়া ঈশ্বর হাতে পেইন্টব্রাশ নিয়ে সন্ধ্যার আকাশে কমলা আর গোলাপি রঙ দিয়ে এক রুদ্ধশ্বাস ক্যানভাস তৈরি করেছেন।

'কেমন লাগছে, ম্যাক্স? অসাধারণ, না?'

'হুমম।'

ম্যাক্স গন্ডোলার অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেম দুই হাতে চেপে ধরে রেখেছে। বেলুনের নিচের অপূর্ব দৃশ্যাবলির দিকে তার মন নেই। তার চক্ষু সেঁটে রয়েছে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে। যতবারই অল্টিমিটার কিংবা ভ্যারিওমিটার নিডল কেঁপে উঠছে, ও আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

নার্ভাস, ছেলের চেহারা দেখে ভাবল কিথ। প্রথমবার বেলুনে চড়লে নার্ভাস হওয়াটাই স্বাভাবিক। এর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেলে ও রিল্যাক্স বোধ করবে।

ম্যাক্স নার্ভাসই বটে। যা ভেবেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি জটিল মনে হচ্ছে কাজটা। আরও অনেকখানি রাস্তা পাড়ি দিতে হবে ওদেরকে যাতে বেস ক্যাম্প থেকে বেলুনটাকে আর দেখা না যায়। কিন্তু সে যদি বেশি দেরি করে ফেলে কিথ নিচে নামার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং আর ছবি তুলতে চাইবে না।

'নিচে দ্যাখো, ড্যাড।'

ম্যাক্স একপাল জেব্রা দেখাল হাত তুলে। সমতল ভূমি ধরে ছুটে চলেছে। তাদের

পেছনে ধুলোর পাহাড়।

'আমি ছবি তুলব।'

কিথ ঘুরে দাঁড়িয়েই চিৎকার করে উঠল। তার ছেলে কীভাবে যেন মাথার ওপরের রশি বেয়ে উঠে গেছে। দুর্বল ঝুড়ির কিনারে বিপজ্জনকভাবে বসেছে, এক হাত দিয়ে চেপে রেখেছে রশি, আরেক হাতে ক্যামেরা নিয়ে গন্ডোলার ওপর দিয়ে উঁকি মারছে।

'ক্রাইস্ট, ম্যাক্স। নেমে এসো! তুমি কি মরতে চাও!'

ক্যামেরা হাতে নিয়েই লাফিয়ে নেমে এলো ম্যাক্স। বাপের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাল। 'কেন? আমি তো স্রেফ একটা ছবি তুলছিলাম।'

'ওভাবে ওপরে উঠতে নেই, খোকা। খুবই বিপজ্জনক।'

'মোটেই বিপজ্জনক নয়,' প্রতিবাদ করল ম্যাক্স। শ্বাস চেপে যোগ করল, 'ক্যাটিলি তো সবসময় করে। ও মোটেই ভয় পায় না।'

কিথের শরীর শক্ত হয়ে গেল। 'বেশ। বেশ।' *ম্যাক্সের জন্য এত আয়োজন করলাম অথচ এখনও তার ক্যাটিলি প্রেম গেল না!*

'তোমার ছবি তোলার দরকার হলে আমাকে বলো। আমি তুলে দেব।'

'সত্যি?' ম্যাক্সের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ঠিক আছে, ড্যাড, থ্যাংকস। তাহলে তো খুবই ভালো হয়।'

কুড়ি মিনিট পরে ওরা বেস ক্যাম্প থেকে বহু দূরে চলে এলে ম্যাক্সের কাজে নামার সময় হলো। মাটি থেকে ওদের উচ্চতা এখন প্রায় সাতশো ফুট, নিচে গ্যারিয়েপ বাঁধ। কংক্রিটের প্রকাণ্ড কাঠামোটি এত উঁচু থেকে হাস্যকররকম ছোট লাগছে।

'ওই জলপ্রপাতটির দৃশ্য অসাধারণ। ওটার একটা ছবি নেওয়া যায়?'

'নিশ্চয়।'

গন্ডোলার কিনারে ওঠার কোনো প্রয়োজন নেই। ঝুড়িতে বসেই বাঁধের সুন্দর ছবি তোলা সম্ভব। কিন্তু ম্যাক্স ক্যাটিলির উদাহরণ টেনে ওর সাহসের চ্যালেঞ্জ করেছে। কাজেই কিথকে সাহস দেখাতেই হবে।

ম্যাক্সের ক্যামেরাটি গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমিংয়ে পা রাখল কিথ।

'মনে রেখো, পুত্র, নিজে নিজে এমন কাজ কখনো করতে যাবে না। ইটস ডেনজারাস। এটি শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের কাজ। মনে থাকবে?'

'থাকবে, ড্যাড।'

ফ্রেমিংয়ের ফুটহোল্ডে আরেকটা পা রাখল কিথ। মাথার ওপরের রশির দিকে হাত বাড়াল। মুঠোয় পুরতে সমস্যা হচ্ছে। তার হাতের তালু পিচ্ছিল এবং ঘামে ভেজা। হুঁ হুঁ করে হাওয়া বইছে। বাতাসে উড়ছে ওর পাতলা চুল। কিথের মনে হলো পেট ঠেলে বমি আসবে। সে নিজেকে তবু টেনে তুলল, বিরতি দিল গন্ডোলার কিনারে পৌঁছার পরে

যেখানে কিছুক্ষণ আগে ছিল ম্যাক্স। তবে কিথ দুটো পা-ই রেখেছে গন্ডোলার ওপরে এবং দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে রশি। শারীরিক ভয়ের স্রোত বয়ে যাচ্ছে ওর দেহে। ঝিমঝিম করছে মাথা, দুলছে সে। *আমার নিশ্চয় মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে নইলে কেন এখানে উঠতে গেলাম।*

'ঠিক জায়গায় উঠে পড়েছ, ড্যাড। এবারে ছবি তোলো!'

ছবি তুলতে হলে একটি রশির অবলম্বন ছেড়ে দিতে হবে কিথকে। ও মুঠো খুলছে এমন সময় টের পেল হারিয়ে ফেলছে ভারসাম্য। *ওহ গড!*

'কামন, ড্যাড। তুমি দাঁড়িয়ে আছ কী জন্য? ছবি তুলছ না কেন?'

'আ... এক সেকেন্ড, খোকা। ঠিক আছে?'

ম্যাক্স দ্রুত চিন্তা করছে। কিথের ওজন একশো ষাট পাউন্ড। তারচেয়ে একশো পাউন্ড বেশি। সে যদি রশি ছেড়ে না দেয়, ম্যাক্স কি তাকে ঝুড়ির ওপর থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পারবে? কিন্তু চেষ্টা করেও যদি ব্যর্থ হয়?

'বাঁধের ওপর থেকে আমরা দ্রুত সরে যাচ্ছি, ড্যাড। পরে আর ছবি তুলতে পারবে না।'

কিথ মনে করার চেষ্টা করল শেষ কবে সে ভয় পেয়েছিল। সেদিন, যেদিন ইভ তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়েছিল, বলেছিল রোরি নামের ওই অভিনেতার সঙ্গে ভেগে যাবে। তারপরে অবশ্য কিথ যা করার করেছে।

জাস্ট ডু ইট। শালার ছবিটা তোলো। তাহলেই তুমি নিচে নেমে যেতে পারবে।

দ্বিতীয় রশিটি ছেড়ে দিল কিথ। অকস্মাৎ প্রবল বেগে বইতে লাগল হাওয়া, ভয়ানক গতিতে বেলুনটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ক্যামেরা হাতড়াচ্ছে কিথ কিন্তু হাত এমন কাঁপছে যে ভিউফাইন্ডার দেখতেই পাচ্ছে না।

ওর পেছনে, নিঃশব্দে ওপরে উঠে আসতে লাগল ম্যাক্স।

সামনে ঝুঁকল কিথ। ভেবেছে বাঁধটি দেখতে পাবে কিন্তু সবকিছুই কেমন ঝাপসা লাগছে।

'গ্রাউন্ড কন্ট্রোল টু ওয়েবস্টার বেলুন, ড. ওয়েবস্টার। ডু ইউ কপি?'

রেডিও এমন জোরে খরখর করে উঠল যে চমকে গিয়ে হাত থেকে ক্যামেরা ফেলে দিল কিথ। ভয়ার্ত চোখে দেখল ওটা নিঃশব্দে ঘুরতে ঘুরতে নিচের অতল খাদে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

'ড. ওয়েবস্টার,' কূটের গলায় জরুরী আবেদন। 'ডু ইউ কপি, ওভার, বাতাসের বেগ বাড়ছে। আপনারা এক্ষুনি নিচে নেমে আসুন।'

থ্যাংক গড, মনে মনে বলল কিথ।

ম্যাক্স কোনোমতে হাঁচড়ে পাঁচড়ে নিচে নেমে এসেছে এমন সময় ওর বাপ ওর দিকে ঘুরে তাকাল।

'ওদের সঙ্গে কথা বলো। বলো যে আমরা শুনতে পাচ্ছি। বেলুন নিয়ে এক্ষুনি নেমে

আসছি।'

সে রাতে, তাঁবুতে বসে কিথ ম্যাক্সকে খুশি করার চেষ্টা করছিল।

'মুখটা অমন গোমড়া করে রেখো না। আমি তোমাকে আরেকটা ক্যামেরা কিনে দেব।'

আরে কুত্তার বাচ্চা আরেকটা ক্যামেরা কে চায়? আমি চাই তোর কাটা মুণ্ডুটা একটা প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে মাকে উপহার দেব।



ক্যাটিলি বলল, 'আপনার ছেলে তো খুবই ভালো গুলি চালাতে পারে, ড. ওয়েবস্টার। আপনি শিওর এর আগে কখনো ট্রেনিং নেয়নি?'

'একশো ভাগ শিওর।'

ইভ কিথকে বলেছিল সে ম্যাক্সকে কখনো পিস্তলটি ব্যবহার করতে দেয়নি। ইভের কথা অবিশ্বাস করছে না সে। তবে ক্যাটিলির কথার সঙ্গেও তার একমত হতে হলো। প্রথম শিকারের ট্রিপে তার ছেলে যে দক্ষতা দেখিয়েছে তা অতুলনীয়।

'এই নাও, ড্যাড তুমি এবারে চেষ্টা করো।'

কিথের হাতে পিস্তল তুলে দিল ম্যাক্স। ওরা ক্যাটিলির সঙ্গে লম্বা ঘাসের ওপর শুয়ে আছে, লক্ষ্য একটি তরুণ গ্যাজেল হরিণ।

কিথ আপত্তি করল।

'আমি? আহ্, ইয়ে.. বন্দুকে আমার টিপ তেমন ভালো না।'

'আরে মারোই না। সহজ তো,' ম্যাক্সের ছোট ছোট আঙুল চেপে ধরল তার বাবার সার্জন হাত। 'শক্ত করে ধরে রাখো। ঠিক আছে। এখন দুই চোখের মাঝখানে, সাদা মার্কিংটার ওপরে যে খাঁজটি দেখতে পাচ্ছ সেই বরাবর তাক করো।'

কিথ নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল।

'গুড। এখন ট্রিগারে চাপ দাও।'

ট্রিগারে চাপ দিল কিথ। গুড়ুম করে বিকট শব্দ হলো। বাচ্চা হরিণটা পেছনের পা ছুড়তে ছুড়তে কাছের গাছের আড়ালে, নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেল।

'ব্যাড লাক,' বলল ক্যাটিলি। 'দেখায় সহজ কিন্তু করা কঠিন, না?'

'হুঁ।'

বাপের দিকে বিরক্ত মুখে তাকাল ম্যাক্স।

'পরেরবার চোখজোড়া একটু খোলা রেখো।'

প্রায় প্রতিটি দিনই ওরা শিকারে গেল এবং ক্যাটিলি ওদের সঙ্গে থাকল।

'আমরা কি একটু একা একা শিকারে যেতে পারি না?' ম্যাক্স কাতরস্বরে বলল কিথকে। 'শুধু দুজনে মিলে শিকার করতে পারলে আরও মজা হতো।'

কিথ মহা আনন্দিত। সে ক্যাটিলিকে একটু আধটু ঈর্ষা করছে। ম্যাক্সের আইডল যেন সে এবং কেন তা বলা কঠিনও নয়। বাচ্চা ছেলেটার চোখে স্থানীয় ওই গাইড নিশ্চয় দেবতার মতো। কিথ ওয়েবস্টার বিশ্ববিখ্যাত সার্জন, সম্মানিত সেলফ-মেড ম্যান, ক্যাটিলি জংলীদের চেয়ে মাত্র এক ধাপ ওপরে, আফ্রিকান নেচার রিজার্ভে কাজ করে দিন আনে দিন খায়। দশ বছরের একটি ছেলের কাছে তার কোনো গুরুত্ব পাবারই কথা নয়। কিন্তু ক্যাটিলি তীর ধনুক চালাতে পারে, এরোপ্লেন চালাতে জানে, খরগোশের চামড়া ছুলতে পারে, এমনকি পাথর দিয়ে চোখের পলকে আগুন ধরিয়ে ফেলে। তাই ম্যাক্সের কাছে সে হিরো।

'তুমি ব্যাপারটা ওভাবে ভাবছ জেনে আমি খুশি, বন্দু। আমিও যে মাঝে মাঝে এমনটি ভাবি না তা নয়। তবে এ হলো আফ্রিকা, ম্যাক্স। জঙ্গলে গাইড ছাড়া একা যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়।'

ছেলের মুখ হতাশায় কালো হলো।

'চিন্তা কোরো না,' হেসে উঠল কিথ। 'আমরা যখন কেপ টাউনে যাব তখন শুধু দুজনে থাকব।'

কিন্তু চিন্তিত ম্যাক্স।

কেপ টাউনে শিকার করার কোনো সুযোগ নেই। তার মায়ের পরিকল্পনা সফল করার কোনো রাস্তা নেই।

কাজটা আমাকে করতেই হবে। মাকে আমি কথা দিয়েছি। কোনো একটা রাস্তা খুঁজে পেতেই হবে।

হোটেলটি মনোরম। সাধারণ, সাদা রঙের একটি খামার বাড়ি, ক্যাম্পাস বে-র ধারে। পাঁচতারা হোটেলের সুযোগ-সুবিধা এখানে নেই যাতে ম্যাক্স অভ্যস্ত। তবে আঠারো দিন বনেবাদাড়ে কাটানোর পরে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটাই বিলাসিতা মনে হয়। আর গরম পানিতে গোসলের সুযোগ তো স্রেফ আশীর্বাদ।

নাশতার সময় কিথ জানতে চাইল 'আজ কী করবে?'

আমি তোমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারি না। তোমাকে আমি ঘৃণা করি। তুমি এখনও বেঁচে আছ কেন?

'আমরা গাড়ি নিয়ে উপকূলে বেড়াতে যেতে পারি। কিংবা সৈকতে পিকনিক করাও যায়। অথবা শপিংয়ে গেলাম। নতুন একটা ক্যামেরা কিনে দিলাম তোমাকে। এখন তুমিই ঠিক করো কোথায় যাবে?'

সুযোগটা সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিল ম্যাক্স। 'আমি টেবল মাউন্টেনে যাব। ওখানে একটা হাইকিং রুট আছে, ল্যান্ডলেডি বলেছে আমাকে। গোটা দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে

সুন্দর জায়গা নাকি ওটা।'

হাসল কিথ। 'ঠিক হ্যায়। তবে টেবল মাউন্টেনই সই।'

'আই মিন ইট, ম্যাক্স। ওখান থেকে সরে যাও।'

বাতাসের ঝাপটা কেড়ে নিল কিথের কথাগুলো, চিৎকারটির রূপান্তর ঘটাল ফিসফিসানিতে। ক্লিফের কিনারে ছোট একটি বোল্ডারের ওপর দাঁড়িয়ে নাচানাচি করছে ম্যাক্স। তার নাকেমুখে উড়ে পড়ছে কুচকুচে কালো চুল, শরীরের ভেতরের কোনো মিউজিকের তালে যেন নাচের ঢেউ উঠেছে ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। খুব সুন্দর লাগছে ওকে। ওর মায়ের মতোই সুন্দর।

'ম্যাক্স!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেলের দিকে কদম বাড়াল কিথ ওয়েবস্টার। ওদের নিচে ঝপ করে নেমে গেছে তিন হাজার ফুট গভীর খাদ। হট এয়ার বেলুনের অভিযানের আতঙ্ক দুঃস্বপ্নের মাঝে এখনও তাড়িয়ে বেড়ায় কিথকে। কল্পনায় দেখে ক্যামেরার মতো সে-ও পড়ে যাচ্ছে নিচে। ব্যথাটা অনুভব করতে পারে সে শরীরে। ভাঙা কাচের মতো তার দেহের প্রতিটি হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, মাথাটা ফেটে গেছে পচা তরমুজের মতো, মাটিতে গলগল করে পড়ছে মগজ।

ম্যাক্সের যদি কিছু হয়ে যায়...

ক্রাইস্ট। কোথায় সে?

ম্যাক্স নেই। কিন্তু ও তো কোথাও যেতে পারে না। ওই তো একটু আগেও ওখানে ছিল, পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির ওপর ভর দিয়ে ব্যালে নর্তকদের মতো দ্রুত ঘুরছিল। তারপর... কিথের পেটটা গুলিয়ে উঠল, হাঁটুজোড়া যেন আলগা হয়ে এলো।

'ম্যাক্স' আধা চিৎকার আধা ফোঁপানি। **'ম্যাক্স'**

কিথ ছুট দিল পাহাড়চুড়োর কিনার লক্ষ্য করে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল পাথরের ওপর। তার সমস্ত ভয় চলে গেছে। সে সামনে ঝুঁকল, গোটা শরীর ছড়িয়ে দিল ভয়াল শূন্যতার মাঝে।

'ম্যাক্স! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? ম্যাক্স!'

ওর শরীরের নিচে বাটার আইসিংয়ের মতো মেঘ সবকিছু ঢেকে রেখেছে।

'আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি, কিথ।'

নিচে তাকাল কিথ। পাথরখণ্ডের ভেতরের দিকে ঘাসের ছোট একটি চাপড়া, পাহাড়ের গায়ে লিমপেট শামুকের মতো লেগে আছে। আকারে এতই ক্ষুদ্র যে প্রাপ্তবয়স্কদের ওজন সইতে পারবে না। তবে ম্যাক্স ওখানে বামনভূতের মতো উবু হয়ে আরামসে বসে আছে। সে হাত বাড়িয়ে কিথের গোড়ালি চেপে ধরল।

'ম্যাক্স, থ্যাংক গড! আমি ভাবলাম তোমাকে বুঝি হারিয়ে ফেলেছি।'

'আমাকে হারিয়ে ফেলেছ?' হেসে উঠল ম্যাক্স, অদ্ভুত, ঘড়ঘড়ে উন্মাদের সেই হাসির আওয়াজ কিথের রক্ত জল করে দিল।

'তুমি তো আমাকে কোনোদিন কাছেই পাওনি, লুজার।'

কিথ টের পেল ওর পা ধরে টানছে ম্যাক্স। সহজাত অভ্যাসে সে সামনে হাত বাড়িয়ে দিল কিছু একটা আঁকড়ে ধরার জন্য। কিন্তু হাতে কিছুই ঠেকল না। আরেকটা টান। এবারে আরও জোরে। নিচে তাকাল কিথ। ম্যাক্স স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে, বাঁকা এক টুকরো হাসি খেলা করছে মুখে।

ইভের মতো হাসছে সে।

ছেলের চোখের দিকে তাকাল কিথ। ওখানে তার জন্য এক কুয়ো গভীর ঘৃণা। শেষ যে অনুভতিটি হলো কিথের তা ভয় কিংবা বিষাদ নয়, প্রবল বিস্ময়।

বুঝতে পারলাম না। আমরা তো একে অন্যের খুব কাছাকাছিই চলে এসেছিলাম...

মেঘগুলো ওকে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে এলো। সাদা সাদা নরম মেঘ।

তারপর কিছুই নেই।

কিথ ওয়েবস্টারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরের রাত। নিউইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে মা'র বিছানায় শুয়ে আছে ম্যাক্স। তার মা তাকে জড়িয়ে রেখেছে। বেডরুমের জানালা সামান্য খোলা। ম্যানহাটনের পরিচিতি শব্দগুলো বাইরে থেকে ঢুকছে ঘরে   গাড়ির হর্নের শব্দ, গান-বাজনা, মানুষের হৈ হল্লা, হাসাহাসি।

'তুমি দারুণ করেছ, ডার্লিং,' ম্যাক্সের কানে ফিসফিস করল ইভ। 'কেউ কিছুটি সন্দেহ করেনি। তোমাকে নিয়ে আমার সত্যি খুব গর্ব হচ্ছে। আমার ধাড়ি পুত্র।'

ইভ খুব চিন্তায় ছিল, অপেক্ষায় ছিল 'দুর্ঘটনা'র খবরটি শোনার জন্য। ম্যাক্সকে বহুবার সে রিহার্সাল করিয়েছে। সে বিশ্বাস করত ম্যাক্স কাজটি করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু দিনগুলো গড়িয়ে যখন সপ্তাহে পরিণত হলো এবং তখনও কিছুই ঘটছিল না, ইভ ভয় পাচ্ছিল ভেবে তার ছেলে বোধহয় সাহস খুইয়ে বসেছে। অথবা তারচেয়েও খারাপ ঘটনা যদি ঘটে? ম্যাক্স চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। কিথ সব জেনে ফেলেছে এবং বাড়ি ফিরছে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য?

কিন্তু সাহস হারায়নি ম্যাক্স। সে শেষ মুহূর্তে ওস্তাদের খেল দেখিয়েছে, পতনটা এমনভাবে সাজিয়েছে, এতই স্বাভাবিক ছিল ঘটনা যে এর কোনো তদন্ত পর্যন্ত হয়নি। টেবল মাউন্টেন থেকে প্রায় প্রতিবছরই ট্যুরিস্টরা পা পিছলে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছে। পাহারচুড়োর একদম কিনারে যেসব গর্দভ যায় তাদের কপালেই এমন নির্মম মৃত্যু লেখা থাকে। কিথ সেরকমই একজন গর্দভ ছিল। ফলও পেয়েছে হাতে হাতে।

'তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ এখন থেকে তুমিই এ বাড়ির কর্তা,' মধুর স্বরে বলল ইভ। 'আমাকে তোমার আর কারো সঙ্গে শেয়ার করতে হবে না।'

চোখ বুজল ম্যাক্স। ইভের সিল্কের নেগলিজির উষ্ণ স্পর্শ পাচ্ছে সে তার নগ্ন পিঠে।

'আজ রাতে তোমার সঙ্গে আমি ঘুমাতে পারি, মাম্মি?'

ঘুমঘুম চোখে শ্বাস ফেলল ইভ। 'ঠিক আছে, ডার্লিং। তবে এই একবারের জন্যই।'

কাল থেকে কাজে লেগে পড়তে হবে, ওদের দুজনকেই।

কিথ চলে গেছে, এখন ইভের পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশ শুরু করতে হবে ক্রুগার-ব্রেন্টের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে আসা। ম্যাক্সও এ কৌশলের অনিবার্য অংশ হবে। তবে অন্তত: আজ রাতের জন্য ওকে ওর পুরস্কারটা উপভোগ করতে দেওয়া যায়।

তার মা গভীর ঘুমে ঢলে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ম্যাক্স। তারপর সে জেগে রইল। হাসছে। পাহাড় থেকে তার বাবা পড়ে যাওয়ার সময় তার চেহারা কেমন হয়েছিল ভেবে হাসছে।

তুমি এখন থেকে এ বাড়ির কর্তা।

আমাকে তোমার আর কারো সঙ্গে শেয়ার করতে হবে না।



বয়ফ্রেন্ডের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত ভঙ্গিতে খেঁকিয়ে উঠলেন পাওলো কজমিকি। 'তো? বলবে আমাকে ব্যাপারটা কী?'

প্যারিসের রু ভিভিয়েনের লো ভদেভিলের টেবিলে বসে নাশতা করছেন বিশ্বখ্যাত সুরকারটি। লো ভদেভিল পাওলো কজমিকির নিজের বাড়ির চেয়েও বেশি প্রিয়। এই আর্ট ডেকো হ্যাংআউটে তিনি আসেন রিল্যাক্স হতে। মেইতর ডি অনরি জানে পাওলো কজমিকি কোথায় ব‌সতে ভালোবাসেন এবং সবসময় ওই টেবিলটিই তাঁর জন্য বরাদ্দ থাকে। অনরি জানে পাওলো তার ক্যাফের গরম দুধ এবং চকোলেট খেতে খুব পছন্দ করেন।

সবাই জানে রোববার সকালটি পাওলো কজমিকির জন্য বিশেষ একটি সকাল। তাঁর বয়ফ্রেন্ডও জানে। তবু সে দেরি করে ব্রেকফাস্টে এসেছে, পরনে পাওলোর বিতৃষ্ণা জাগানো জগিং প্যান্ট। সে বাড়ি থেকে তার ছোট বোনের পাওয়া চিঠি নিয়ে তখন থেকে জাবর কাটছে।

'আগামী মাসে ওর ষোড়শ জন্মদিন। ও চাইছে আমি যেন ওর জন্মদিনের পার্টিতে হাজির থাকি। বাবা সিডার হিল হাউজে বিরাট এক পার্টি দিচ্ছেন।'

পাওলো তাঁর প্রেমিকের উদ্দেশে তাঁর প্রিয় গালুস সিগারেটের এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিলেন। 'তো?'

'এটা এক ধরনের ফ্যামিলি কমপাউন্ড। মেইনে, ডার্ক হারবার নামে ছোট্ট একটি দ্বীপে। তুমি এর নাম শোনোনি তবে জাদুকরী একটি জায়গা। অনেকদিন ওখানে যাওয়া হয় না।'

'তুমি নিশ্চয় সিরিয়াসলি যাওয়ার চিন্তা করছ না?' পাওলো কজমিকির কণ্ঠে অবিশ্বাস। রবার্ট মাই সুইট, জুলাইয়ের প্রতিটি উইকএন্ডে তোমার কনসার্ট আছে। প্যারিস, মিউনিক, লন্ডন। তুমি স্রেফ এগুলো বাদ দিতে পারো না।'

'আমার সঙ্গে যাবে?'

পাওলো চমকে গিয়ে মুখের সিগারেটটি প্রায় গিলে ফেলছিলেন।

'তোমার সঙ্গে যাব কিনা? প্রশ্নই ওঠে না। আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি তোমার মাথাটাই গেছে খারাপ হয়ে।'

'হয়তো বা,' হাসল রোবি টেম্পলটন। পাওলো কজমিকির মনে হলো তাঁর আপত্তি যেন রোদে গলে যাওয়া চকোলেটের মতো গলে গেল। 'তুমি যখন আমার প্রেমে পড়েছিলে তখনই তো জানতে আমার মাথা খারাপ। জানতে না?' পাওলোর হাত তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল রোবি।

'হুমম,' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলেন পাওলো। *'Oui, Je suppoe'*

আমেরিকান পিয়ানো প্রডিজি এবং ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের হটেস্ট মেল পিনআপ রোবি টেম্পলটন ও মোটা, টেকো, চণ্ডস্বভাবের প্রখ্যাত ইতালীয় সুরকার পাওলো কজমিকির মধ্যেকার প্রেমের সম্পর্ক তাদেরকে যারা জানে কিংবা লক্ষ লক্ষ দর্শক শ্রোতা যারা জানে না, সকলের কাছেই একটি ধূম্রজাল বিশেষ।

এর শুরু ছয় বছর আগে। রোবির বয়স তখন কুড়ির কাছাকাছি, মাত্রই পা রেখেছে প্যারিসে, ঘণ্টা হিসেবে মজুরি পাওয়া পিয়ানোবাদক হিসেবে দিন আনি দিন খাই অবস্থা, এক বার থেকে আরেক বার, এক জ্যাজ ক্লাব থেকে আরেক জ্যাজ ক্লাবে চরকির মতো ঘুরপাক খাচ্ছিল, [illegible]-ই ডাকছিল, তার ওখানে পিয়ানো বাজাতে যাচ্ছিল।

'তুমি বড্ড জিদ্দি, রবার্ট। তোমাকে তো বললামই একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিই

পুত্রের গ্রেট ইউরোপিয়ান অ্যাডভেঞ্চারে পিতার মিশ্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। রোবির সঙ্গে পিটারের বিরোধ মিটে গেছে বছরখানেক হলো। এ মুহূর্তে হার্ভার্ড ক্লাবে পিটার তার ছেলের সঙ্গে একটি টেবিলে বসে আছে। ছেলে আভাস দিয়েছে আবার তাকে হারাতে হবে।

'তোমার টাকার আমার দরকার নেই, বাবা আমি নিজেই আয়-রোজগার করতে পারব।'

'বাস্তব পৃথিবী কী জিনিস সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই, রবার্ট।'

বাস্তব পৃথিবী সম্পর্কে আমি কতটা জানি শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে, বাবা।

'তুমি তো ফরাসি ভাষাও জানো না।'

'শিখে নেবো।'

'অন্তত সোসিয়েত জেনারেলে তোমার জন্য একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে দাও আমাকে। খুব জরুরি দরকারে ওখান থেকে টাকা তুলতে পারবে।'

বাপের দিকে তাকাল রোবি। বেচারার জন্য মায়া লাগল। লেক্সির অপহরণের ঘটনা তার ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছে। চেহারায় স্থায়ীভাবে বয়সের ছাপ ফেলে দিয়েছে। বধির লেক্সির দেখাশোনা, যদিও মেয়েটি খুবই স্বাধীনচেতা, এর মাশুল দিতে হচ্ছে পিটারকে। মেয়ের সঙ্গে যখন সে থাকে না প্রচণ্ড মর্মযাতনায় ভোগে। লেক্সির প্রয়োজনের সময় সে পাশে ছিল না এ অপরাধবোধ তাকে কুড়ে কুড়ে খায়।

সে এখন প্রাণপণে চেষ্টা করছে সারাক্ষণ লেক্সির পাশে থেকে তাকে তার শারীরিক

অক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, সাহস ও শক্তি যোগাতে, তাকে সুরক্ষা দিতে, তাকে ভালোবাসতে।

তবে উপহাসের বিষয় হলো লেক্সি নিজের শারীরিক অক্ষমতার বিরুদ্ধে ঠিকই লড়াই করতে পারছে। হেরে যাচ্ছে আসলে পিটার।

রোবির মনছবিতে তার পিতার যে চিত্রটি মূর্ত হয়ে আছে তা হলো একজন দৃঢ়চেতা, সুদর্শন, তারুণ্যে ভরপুর স্পোর্টসম্যান এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। তবে সত্য হলো এই ওই মানুষটির মৃত্যু ঘটেছে অনেক আগেই। টেবিলের ওপারে যে মানুষটিকে রোবি দেখতে পাচ্ছে সে ভেঙে পড়া পরাজিত একজন। তার চোখের নিচে বলিরেখা এবং কালি পড়ে গেছে। লাইফটাইম লস এবং যন্ত্রণা ভোগ করার এ একটি রোড ম্যাপ। এসবই ঘটেছে সে একজন ব্ল্যাকওয়েলকে বিয়ে করেছে বলে।

ক্রুগার-ব্রেন্ট তার এ দশা করেছে। ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের অভিশাপ। তুমি কি এটা বুঝতে পারছ না বাবা? আমার পক্ষে এখানে থাকা আর সম্ভব নয়। তোমার মতো নিজেকে আমি ভেঙে ফেলতে পারি না।

'সত্যি বলছি, বাবা, তোমার প্রস্তাব আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করছি। কিন্তু টাকাটা আমার চাই না। আমি মাত্র এগারো মাস ধরে ওসব স্পর্শ করছি না। ফরাসি ব্যাংকে মোটা অঙ্কের টাকা জমা থাকলে আমার আবার নেশা করার লোভ জাগতে পারে।'

এ তর্কে শেষ পর্যন্ত হেরে যেতে হলো পিটারকে। সে জানে রবার্ট যদি আবার নেশার জগতে ফিরে যায়, মাদক নেয় অথবা মদ খায়, ও শেষ হয়ে যাবে।

'ঠিক আছে। তুমি যা ভালো বোঝো করো। তবে কথা দাও অনাহারী মিউজিশিয়ানের জীবনের রোমান্স যখন টুটে যাবে, বাড়ি না ফেরার মতলব করবে না, আমি... আমি তোমাকে ভালোবাসি, রবার্ট। তুমি তো জানোই।'

রোবির চোখ অশ্রুসজল হলো।

জানি, বাবা। আমিও তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু যেতে আমাকে হবেই।



প্রথম কয়েকটি মাস যেন ছিল নরকে বসবাস করার মতো।

বাবাই ঠিক বলেছে। এখানে কোন্ আক্কেলে এলাম আমি?

সিটি সেন্টারে থাকার মতো একটা খালি জুতোর বাক্স পর্যন্ত না পেয়ে রোবি শেষে অগিমন্তে একটি ঘর ভাড়া করল। এটি হলো এপিনে-সুর-সিনয়ের শহরতলীর সবচেয়ে হতচ্ছাড়া অংশ। এমন বাজে জায়গা জীবনে দেখেনি ও। অত্যন্ত নোংরা ষাটটি বসতবাড়ি, ভাঙা জানালা, সিঁড়িতে ছেড়া কার্পেট, প্রস্রাবের গন্ধ, এ হলো চোর-ডাকাত বদমাশদের স্বর্গরাজ্য। এখানে মাদকের ছড়াছড়ি। চীন দেশটি যেমন চালে পূর্ণ অর্গিমন্ত তেমনি হেরোইনের রাজ্য। রোবিকে সবদিক থেকেই হাত উঁচিয়ে আহ্বান জানাচ্ছিল মাদক।

তবে পরিষ্কার থাকার চেষ্টা করেছে রোবি। প্রতিজ্ঞা করেছে ওসব ছোঁবেও না। জানে তার জীবন এর ওপর নির্ভর করছে। কিন্তু কাজটি খুবই কঠিন। একাকীত্ব যেন কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খায়, ধ্বংস করে দেয় আত্মা। কারো সঙ্গে সুখ-দুঃখের দুটো কথা বলবে তেমন কেউই নেই। অবশ্য রোবি জানেই মাত্র গোটা ছয় ফরাসি শব্দ। ও দিয়ে লোকের সঙ্গে কথা বলা যায় না।

আমি এ 'আত্ম আবিষ্কার'-এর জন্য ফ্রান্সে কেন এলাম? আমি তো লন্ডন, সিডনি কিংবা অন্য কোথাও যেতে পারতাম যেখানে লোকে অন্তত ইংরেজি ভাষায় কথা বলে?'

অবশ্য রোবি এ প্রশ্নের জবাবও জানে। প্যারিস হলো মিউজিশিয়ানদের স্বর্গভূমি। প্যারিস কনজারভেটিয়ার, যেখানে একদা পড়াশোনা করেছেন বিবেজা এবং ডেকুসি, রোবির কাছে ধর্মীয় গুরুত্বের স্থান বলে মনে হয়। সদ্য উন্মুক্ত সিতে দে লা মুজিদ, আর্কিটেক্ট ক্রিশ্চিয়ান ডি পর্তযামপার্কের সেলিব্রেটেড অ্যাম্ফি থিয়েটার, কনসার্ট হল, লা ভিলেতে মিউজিক এবং ওয়ার্কশপ মিউজিয়াম, পুরনো স্টারহাউস ডিস্ট্রিক্ট ইত্যাদি নতুন জেনারেশনের মিউজিশিয়ান এবং কম্পোজারদের দলে দলে আকর্ষণ করে। পালেপালে তারা ছুটে যায় শহরে।

বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিভাবান মিউজিশিয়ানরা প্যারিসে আসেন। এ হলো রোবির

মতো হবু কনসার্ট পিয়ানিস্টের জন্য কেন্দ্র, আশ্রয়স্থল, শুরু এবং শেষ।

তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে হবু শব্দটি বিশিষ্ট বা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হয়েই রইল। কোনো ফরমাল ট্রেনিং কিংবা কোয়ালিফিকেশন না থাকায় কনজারভেতোরি রোবির সঙ্গে দেখা করতে পর্যন্ত চাইল না তার বাজনা শোনা দূরে থাক। এমনকি বারে কাজ পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়ল ওর জন্য। এটি সে কল্পনাই করেনি। ক্ল্যাসিক মিউজিকের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক নগরীতে গমনের প্রধান সমস্যা হলো সকলে একই উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে। প্যারিসে পিয়ানোবাদকরা কিলবিল করছে এবং এদের বেশিরভাগ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। রোবি এক অচেনা ইয়াংকি যার ভাষা কেউ বুঝতে পারে না। যে কিনা নিউ অর্লিন্সের একটি গে বারে টানা তিন সপ্তাহ ব্লুজ পিয়ানো বাজানোর চাকরি করেছে।

রোবি অবশ্য টিকে গেল। কারণ তার তিনটি জিনিস ছিল। প্রতিভা, সংকল্প ও চেহারা। সবচেয়ে বেশি কাজে দিল চেহারা।

'ঘণ্টা প্রতি পঞ্চাশ ফ্রাঁ, সঙ্গে বকশিশ। নিলে নাও না নিলে চলে যাও।'

মাদাম অব্রিউ (নিজেকে সে মার্টিনি বলে সম্বোধন করে) বায়ান্ন বছর বয়স্ক এক সাবেক পতিতা, মাথার টাক ঢাকতে সোনালি পরচুলা পরে থাকে, ওজন একটি তরুণ জলহস্তীর কাছাকাছি এবং তার নিশ্বাসে একই সঙ্গে রসুন, মেন্থল সিগারেট ও বেনেডিকটিনের গন্ধ। রোবির তো দম প্রায় বন্ধই হয়ে আসে। মহিলা পরে থাকে একটি লো-কাট, সস্তা লাল টপ যাতে তার লার্ভা সাদা বুকের অনেকখানি দৃশ্যমান এবং সে যখন রোবির সঙ্গে কথা বলে তার নজর নির্লজ্জভাবে আটকে থাকে ওর কুঁচকিতে।

মাদাম অব্রিউ লো ক্লাব কানার্দ নামে একটি ডাইভ বার চালায় দ্বাদশ অ্যারন-ডিসমেন্টে। বারের পিয়ানোবাদক গত সপ্তাহে ঝগড়া করে চলে গেছে বেতন বাকি পড়েছে বলে। লাজুক তরুণ আমেরিকানটির চেহারা খুব পছন্দ হয়ে গেল মাদাম অব্রিউ'র। সে চাকরিটি নিলে সকালবেলার নাশতা খেতে পাবে। পরে সে মাদাম অব্রিউকেও খেতে পারবে।

মাদাম অব্রিউর কিম্ভূত দেহের দিকে তাকিয়ে বমি পেল রোবির। পঞ্চাশ ফ্রাঁ দিয়ে চলা যায় না। তবে ঘণ্টা প্রতি শূন্য ফ্রাঁ উপার্জনের কারণে ওদিকে রোবির বাড়িওয়ালা মার্সেল বিরক্ত হতে শুরু করেছে। মার্সেলকে বিরক্ত হতে দিতে চায় না রোবি।

'আমি কাজটা নেব। কখন শুরু করতে হবে?'

নোংরা নখঅলা মোটা একটা হাত রাখল মাদাম অব্রিউ রোবির উরুর ওপর এবং দন্তহীন মাড়ি বের করে হাসল।

Maintenant, mon Choy. Suivez-moi.

রু ফবর্জ সেইন্ত, অনর, সাপ্লে প্লেয়েল কনসার্ট হলে প্রথম পাওলো কজমিকির ওপর নজর পড়ল রোবির। কজমিকি অর্কেস্ট্রে ডি প্যারিস বাজাচ্ছিলেন। অসাধারণ!

প্যারিসের অন্যান্য সব মিউজিশিয়ানের মতো পাওলো কজমিকিকে তাঁর খ্যাতির

কারণেই চেনে রোবি। নেপলসের একটি হতদরিদ্র পরিবারের কনিষ্ঠতম সন্তান কজমিকি সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় গড়ে ওঠা একজন কম্পোজার, পিয়ানিস্ট এবং অতি সম্প্রতি কন্ডাক্টর। তাকে সবাই লো বুলডগ বলে.ডাকে। এক রিহার্সেলে চাইকোভস্কির ৫ নম্বর সিম্ফনি E মাইনরে বাজিয়ে সবাইকে হতবাক করে দিয়েছিলেন কজমিকি এবং প্যারিস ফিলহারমোনিকে কন্ডাক্টর হিসেবে নিজের জায়গা করে নেন। ওই রিহার্সেলে তিনি আমন্ত্রিতও ছিলেন না। তবে হতবুদ্ধি মার্ক ডেসামেলের কাছ থেকে ব্যাটন নিয়ে তিনি তাৎক্ষণিক সুরের যে ঝড় তোলেন তাতে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে যায় দর্শক এবং তার পরপরই তিনি হয়ে ওঠেন বিশ্বের অন্যতম সেরা কন্ডাক্টর।

রাজকীয় আর্ট ডেলো কনসার্ট হলে সামনের সারিতে স্রেফ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসেছিল রোবি। পরে সে স্মরণ করতে পারেনি পাওলো ঠিক কোন্ নির্দিষ্ট সুরটি বাজাচ্ছেন। শুধু মনে আছে তার মুভমেন্টের মধ্যে সুন্দর এবং সাবলীলতা যেন গলে গলে পড়ছিল, পিয়ানোর টুলে বসে রোবি যখন নিজে বাজায় সেই সময়কার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সে। পাওলোর পিঠ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না রোবি– গায়ে ঢোলা টুক্সেডু জ্যাকেট ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর প্রশস্ত, শ্রমিকদের মতো কাঁধে– তবে তাতে কিছু এসে যাচ্ছিল না। কজমিকির কাজ দেখেই রোবি এমন যৌন উত্তেজনা অনুভব করছিল সে যে চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে স্টেজে উঠে পড়েনি সে-ই ঢের।

তারপর সে ঘন্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকল স্টেজ ডোরে। অবশেষে যখন কজমিকি দোরগোড়ায় আবির্ভূত হলেন, ক্লান্ত, থমথমে মুখ এবং খানিকটা মাতাল অবস্থায় রোবি আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করল তার মুখে তালা লেগে গেছে, গলা দিয়ে রা বেরচ্ছে না। নির্বোধের মতো বোবা হয়ে দেখল তার আইডল হেঁটে চলে যাচ্ছেন।

'Arretez! Monsieur cozmici, je vous en prie....

'আমি অটোগ্রাফ দিই না,' ঘাউ করে উঠলেন কজমিকি। 'প্লিজ, আমাকে একা থাকতে দাও।'

'কিন্তু আমি...'

'বলো? কী?'

'আমি আপনাকে ভালোবাসি।'

পাওলো কজমিকি এই প্রথম ছেলেটাকে ভালো করে লক্ষ করলেন। মাতাল হলেও বুঝতে পারলেন রোবি অসম্ভবরকম সুদর্শন। তবে সে একটা পাগল। আর এ মুহূর্তে কোনো সেক্সি পাগলের পাওলো কজমিকির দরকার নেই।

'আমার কাছ থেকে দূরে থাকো, বুঝলে? আমাকে একা থাকতে দাও নয়তো পুলিশ ডাকতে বাধ্য হবো।'

পরদিন সকালে পাওলো তাঁর চিঠির বক্সে হাতে লেখা একখানা পত্র পেলেন।

'আজ রাতে আমি লো ক্লাব-এ পিয়ানো বাজাব। আমার পালা শুরু হবে আটটার

সময়। আপনি না আসতে পারলেও কিছু মনে করব না তবে যদি আসেন **খুব খুশি** হবো।'

নিচে সাইন করা *le garcon de la huit passee.* RT

হাসলেন পাওলো কজমিকি। ছেলেটার ধৈর্য আছে বলতে হবে। নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকে। তিনি নিজেও ধৈর্যশীল বলে আজ এতদূরে আসতে পেরেছেন।

তবে তিনি ওর শো দেখতে যাবেন না। পুরো ব্যাপারটাই উদ্ভট।

সেক্সি পাগলটা উত্যক্ত করার জন্য অন্য কাউকে খুঁজে নিক।



আধা আলো আধা অন্ধকার ক্লাবে উঁকি দিল রোবি। পাওলি কজমিকিকে খুঁজছে।

উনি আসছেন না। আমি ওনাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি। নিশ্চয় উনি খুব ভয় পেয়েছেন। আমি কেমন গর্দভ তাঁর গায়ের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে উঠলাম 'আমি আপনাকে ভালোবাসি'। উনি আমাকে চেনেন না, জানেন না। আসলে একা একা থেকে আমার মাথাটাই গেছে বিগড়ে।

মাদাম অব্রিউ অধৈর্য হয়ে উঠছে। এখন রোবির পিয়ানো বাজানোর পালা। রোবি শুরুতে কিথ ইভান্সের 'ওয়ালজ ফর ডেবি' এবং 'মাই ফুলিশ হার্ট' বাজিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারল না। জ্যাজ রবার্টের জিনিস নয়। তবে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে বিল ইভান্স একজন প্রতিভা। তবে ঘটনা হলো সে-ও রোবির মতো হেরোইনখোর ছিল, নিজের ওপর একদমই আত্মবিশ্বাস ছিল না তার। রোবি চোখ বুজে মিউজিকের কাছে আত্মসমর্পন করল। সে ভাবছিল লেক্সি এবং তার মায়ের কথা। ভাবছিল বাড়ির কথা। বন্ধুবিহীন, পরিবারবিহীন, আলোবিহীন এই প্যারিসে এভাবে আর কতদিন অর্ধজীবন কাটাবে ভাবছিল সে।

হাততালির শব্দটি প্রথমে হালকা ভেসে এলো কানে, যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠছে। রোবির ধারণা নেই কতক্ষণ ধরে বাজাচ্ছে ও। পিয়ানোয় বসলে ও যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ে, সময় এবং স্থান মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তবে যখন হাততালি এবং হর্ষধ্বনি তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল বুঝতে পারল গোমড়ামুখো দর্শক দাঁড়িয়ে উঠে ওর প্রশংসা করছে, আরও বাজাতে অনুরোধ করছে। রোবি হাসল, মৃদু মাথা দুলিয়ে প্রশংসাটুকু গ্রহণ করল সকৃতজ্ঞচিত্তে। পিয়ানো ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, অসংখ্য মানুষ, নারী-পুরুষ সকলে ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে লাগল। কেউ কেউ টাকাও গুঁজে দিল হাতে।

'incroyaue,

'Absolument superbe'

'ওই বকশিশের কুড়ি পার্সেন্ট কিন্তু আমার,' রোবিকে সংক্ষেপে মনে করিয়ে দিল মাদাম অব্রিউ। রোবিকে সে নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে, সুন্দরী মেয়েরা ওকে ঘিরে ধরেছে দেখলে সে খুবই বিরক্ত হয়।

শুভ সন্ধ্যা।'

গত রাতের চেয়ে অনেক বেশি বেঁটে এবং মোটা লাগছে পাওলি কজমিকিকে। তিনি লা সাপ্লে প্লেয়েলের স্টেজ ডোর থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাঁজ পড়া স্যুট এবং টাইতে তাঁকে আরও বুড়ো লাগছে। তবে এসবে কিছু এসে যায় না রোবির। সে এমনই অবাক হয়েছে যে মুখের জবানই গেছে বন্ধ হয়ে। বহুকষ্টে কথাগুলো উগরে দিল সে।

'আমি ভাবিইনি আপনি আসবেন।'

'আমিও না। তুমি খুব সুন্দর বাজিয়েছ।'

'আ... ধন্যবাদ।'

'তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ এই আবর্জনার মধ্যে থেকে নিজের প্রতিভা নষ্ট করছ?'

পাওলো ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছেন, যেন রোবি কোনো অপরাধ করে ফেলেছে। রোবি বুঝতে পারল কেন সবাই একে *লো বুলডগ* বলে ডাকে।

'আমার টাকার দরকার। আমি ক্ল্যাসিকাল বাজাতে চাই কিন্তু আমার কোনো ফরমাল ট্রেনিং নেই। অন্তত ফ্রান্সে স্বীকৃতি পাবার মতো কিছু।'

'ca ne fait rien' পাওলো কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন। 'তুমি আমার জন্য বাজাবে। তুমি আমার অর্কেস্ট্রার সঙ্গে কাজ করবে। কোথায় থাক তুমি?

'অর্গিমন্ত।'

পাওলো শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলেন।

'এপিনে। এটি একটি শহরতলী...'

পাওলো ভুরু কুঞ্চিত করলেন। চেহারায় ফুটল অসন্তোষ।

'তোমার মতো প্রতিভাবানের শহরতলীতে থাকা মানায় না। Non. তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।'

ঘুরলেন পাওলো, কোট চেকের দিকে পা বাড়ালেন।

'Qu'cest ce quit ya? Tu Viens, ou quoi?

'oui' জোরে হেসে উঠল রোবি। সত্যি কি এটা ঘটছে? 'জ্বি। জ্বি। আমি আসছি।'

পরদিন সকালে অর্কেস্ট্রে ডি প্যারিসের সঙ্গে রোবির পরিচয় করিয়ে দিলেন পাওলো।

'ও রবার্ট টেম্পলটন। প্যারিসের সেরা পিয়ানোবাদক। কাল রাতে সে আমাদের সঙ্গে বাজাবে।'

অসংখ্য অবাক মুখ কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রইল রোবির দিকে।

'কিন্তু মায়েস্ত্রো,' ভীরু গলায় আপত্তি জানাল নিয়মিত পিয়ানোবাদক পিয়েরে ...ন্স। 'কাল তো আমার বাজানোর কথা।'

মাথা নাড়লেন পাওলো। *'Non'*

'কিন্তু... কিন্তু...

'এর মধ্যে ব্যক্তিগত কোনো রাগ-অনুরাগ নেই, পিয়েরে। রবার্টের বাজনা শোনো। তারপর তুমি নিজেই আমাকে বলবে কাল রাতে তুমি স্টেজে থাকছ কী থাকছ না। ঠিক?'

পনেরো মিনিট পরে নিজের বাক্স পেটরা গোছাতে লাগল পিয়েরে।

সে ভালো বাজায়। তবে রবার্ট টেম্পলটনের সঙ্গে কারো তুলনা হতে পারে না।

'আমি তো তোমাকে বললামই, পাওলো, এ সবের পেছনে ব্যয় করার সময় আমার নেই। কোন্ এক বারে কোন্ এক আলতুফালতু জ্যাজ পিয়ানিস্টের খোঁজ পেয়েছ এবং তার প্রতি উত্তেজিত হয়ে আছ বলেই আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি না।'

সনি রেকর্ডসের A and R ম্যান হলো চাক ব্যাম্বার। সে এ কোম্পানির ইউরোপীয় ক্ল্যাসিকাল লিস্টের দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে এবং তার কাজ হলো নতুন প্রতিভা অন্বেষণ করে তাঁকে কোম্পানিতে নিয়ে আসা। মোটাসোটা, চেঁচিয়ে কথা বলার অভ্যাসের এ টেক্সানটি টি-বোন স্টেক এবং ড্রাগস খুব পছন্দ করে, প্যারিসের মিউজিকাল এলিটদের মাঝে সে রীতিমতো বেমানান। ক্লাসিকাল পৃথিবীর সকলে জানে চাক ব্যাম্বারের আত্মা বলে কিছু নেই। তারা এও জানে এর বাণিজ্যিক কান এবং ইনস্টিংক্টের সমতুল্যও কেউ নেই। চাক ব্যাম্বার তার দশ-গ্যালন হ্যাটের এক কোণা দিয়ে টুসকি মেরে যে কোনো পিয়ানোবাদকের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে কিংবা ভেঙে দিতে পারে।

এ লোকের সঙ্গে রোবির সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পাওলো কজমিকি।

'হয় তুমি রবার্টের সঙ্গে দেখা করবে নতুবা আমি আমার চুক্তিতে থাকব না।'

হেসে উঠল চাক ব্যাম্বার। 'ঠিক আছে, পাওলো। তোমার যা ইচ্ছা।'



দুই দিন বাদে, সনির ক্ল্যাসিকাল বিভাগের লিগাল ডিপার্টমেন্ট প্রধান ডন উইলিয়ামস ভীত হয়ে ফোন করল চাক ব্যাম্বারকে।

'পাওলো কজমিকির এজেন্ট আমাকে একটি ফ্যাক্স পাঠিয়েছে। তিনি কোম্পানি ছেড়ে দিচ্ছেন।'

'রিল্যাক্স, ডন। সে ব্লাফ দিচ্ছে। লোকটাকে আমরা অনেক আগেই তিন লাখ ডলার অ্যাডভান্স করেছি। ওই টাকা ফিরিয়ে না দিয়ে সে কোথাও যেতে পারবে না। চুক্তির এটাই নিয়ম।'

ডন উইলিয়ামস বলল, 'জানি। ওরা গত রাতে টাকাটাও পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'কজমিকি? এসব কী হচ্ছে?'

'তোমাকে তো বলেইছি রবার্টের বাজনা শোনো। যদি তুমি প্রত্যাখ্যান...

'জানি, জানি, তাহলে তুমি কুইট করবে। তুমি একটা অসম্ভব অহংকারী মানুষ, সে কথা কি তুমি জানো, পাওলো?'

'তাহলে তুমি রবার্টের সঙ্গে দেখা করছ?'

'আমি তার সঙ্গে দেখা করব। তবে একটা কথা পরিষ্কার বলে রাখছি, পাওলো, ওকে কিন্তু ভালো বাজাতেই হবে। টাইট যোনি কিংবা সিক্স-প্যাক অ্যাবস তোমার মতো আমার মন ভোলাতে পারবে না। এ ছোকরা যদি বাজনা শুনিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট করতে না পারে...

'পারবে, চাক। পারবে।'

এক সপ্তাহ বাদে সনির সঙ্গে দুটি অ্যালবাম প্রকাশের চুক্তিতে সই করে ফেলল রবার্ট।

তার প্রতিভা, চিত্র তারকাদের মতো চেহারা এবং বিখ্যাত পারিবারিক নাম এই তিনের মিশ্রণ প্রতিটি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের স্বপ্ন। শুধু প্রশ্ন হলো কোন দিকে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

'তুমি জ্যাজ পিয়ানো অ্যালবাম বের করবে,' নতরদামের বিপরীতে নিজের প্রাসাদোপম অফিসে বসে শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে রোবিকে বলল চাক ব্যাম্বার।

'এটি খাড়া ক্ল্যাসিকালের চেয়ে অনেক বেশি যৌন উত্তেজক। তোমার চেহারাকে পুঁজি করে আমরা সহজেই নতুন হেনরী কনিক জুনিয়র এসেছে বলে বাজারে চালিয়ে দিতে পারব।'

'না,' মাথা নাড়লেন পাওলো কজমিকি। 'আমরা জ্যাজ করব না।' তিনি জ্যাজ শব্দটি এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যেন ওটা একখণ্ড পচা মাংস।

'আরে, পাওলো, রবার্টকে কথা বলতে দাও না,' বলল চাক।

'ঠিক আছে,' বলল রোবি। 'আমি আপনার প্রস্তাবের প্রশংসা করি, মি. ব্যাম্বার। সত্যি করছি। তবে পাওলোর জাজমেন্টের ওপরেও আমার আস্থা আছে। আমি বরং ক্ল্যাসিকালেই থাকব, যদিও দুটোই আপনার কাছে সমান মনে হয়।'

'রবার্টের আশি ভাগ সময় চলে যাবে লাইভ পারফরমেন্সে।'

'পাওলো!' রেগে গেল চাক ব্যাম্বার। 'একটু চুপ করো না ছাই! আমার ওকে স্টুডিওতে কমপক্ষে ছয় মাসের জন্য দরকার। সে আমেরিকাও ফিরে যেতে পারে।'

'প্রশ্নই ওঠে না।'

'গড ড্যাম ইট, কজমিকি, তুমি কী, ওর ম্যানেজার?'

'না,' সরল গলায় বললেন পাওলো। 'আমি ওর জীবন।'

সত্য কথা।

পরবর্তী পাঁচ বছরে রোবির ক্যারিয়ার প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল, সে পরিণত হলো খাঁটি তারকায়, পাওলোর সঙ্গে তার বন্ধন সুদৃঢ়তর হলো। ওরা দুজন এমনভাবে ওদের কনসার্ট শেডিউলগুলো করে যাতে যতদূর সম্ভব একত্রে ভ্রমণ করা যায়। যখন দূরে থাকে, দুজনের মধ্যে যোগাযোগ কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না, দিনে সাত/আটবার ফোনে কথা হয়। রোবির জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু পাওলো।

তিনি যেন ওর বাবার মতো যাকে রোবি পেয়েও হারিয়েছে। রোবি পাওলোর নিরাশাবাদী, লড়াই-বিধ্বস্ত, মধ্যবয়স্ক শরীরের মধ্যে জীবনের দম। তাঁর যৌবনের অমৃত। ওরা একে অন্যকে খুবই পছন্দ করে।

'তুমি সত্যি সিরিয়াস? মেইনে এক টিনএজারের জন্মদিনের পার্টিতে যোগ দিতে যাবে?'

পাওলো কফিতে একটা চুমুক দিয়েই থু থু করে ফেলে দিলেন। জঘন্য।

'সে 'এক টিনএজার' নয়। সে আমার বোন। আমি তাকে ভালোবাসি। এবং তুমি জানো বহুদিন আমি আমেরিকা যাই না।'

'জানি, ডার্লিং। এও জানি কেন। তুমি জানো তোমার বাবা তোমার লাইফস্টাইল নিয়ে কী ধারণা পোষণ করে আছেন। এবং আমার সম্পর্কে।'

পিটার টেম্পলটন তার ছেলের সাফল্যে খুশি। তবে রোবির যৌনজীবন সে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। বিখ্যাত রোবি বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে পাওলোর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা খোলাখুলি স্বীকার করেছে। এতে পিটার আরও বেশি রাগ করেছে।

'এটা তোমার জীবন,' দুর্লভ দু'একটি ফোন কলের মধ্যে একদিন সে ক্রুদ্ধ গলায় বলেছিল রোবিকে। 'কিন্তু বুঝতে পারি না নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এমন প্রকাশ্যে বলার কী কারণ থাকতে পারে।'

'আমি ওকে ভালোবাসি, বাবা। তুমি যেভাবে ভালোবাসতে মাকে। তুমিও তো তোমাদের ভালোবাসার কথা প্রকাশ্যে বলবে, তাই না?'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছে পিটার।

'তোমার মায়ের প্রতি আমার ভালোবাসার সঙ্গে ওই লোকটার সাথে তোমার শারীরিক সম্পর্কের কোনো তুলনা করবে না খবরদার। আসলে আমারই ভুল হয়েছে। তোমাকে প্যারিসে যেতে দেওয়া উচিত হয়নি।'

পাওলো কখনো রবার্ট এবং তার পরিবারের মধ্যে নাক গলানোর চেষ্টা করেনি। দরকারও ছিল না। পিটারের মনোভঙ্গি, ইউরোপে রোবির প্রচণ্ড ব্যস্ত জীবন বাপের সঙ্গে তার দূরত্ব বৃদ্ধি ছিল অনিবার্য।

'আমি আমার বাবার জন্য যাচ্ছি না। আমি যাচ্ছি লেক্সির জন্য।'

'কিন্তু লেক্সি তো প্রতি সামারে আমাদের সঙ্গে থাকছে। ট্যুর শেষে প্যারিসে ওর জন্য দ্বিতীয় জন্মদিন পার্টির আয়োজন করা যায় না?'

মাথা নাড়ল রোবি। পাওলোকে বললেও সে ডার্ব হারবার এবং সিডার হিল হাউজের মাজেজা বুঝতে পারবে না। বুঝবে না এগুলো তার এবং তার বোনের জন্য কী বিশাল ব্যাপার। রোবিকে ফিরে যেতেই হবে। তার বড্ড মন টানছে সিডার হিল হাউজ। লেক্সির জন্মদিন হয়তো একটা যুক্তি হিসেবে দেখাচ্ছে রোবি।

'তুমি তাহলে সত্যি আমার সঙ্গে যাচ্ছ না?'

শিউরে উঠলেন পাওলো। 'একশোভাগ সত্যি। *Je taime* রবার্ট, *tu sais ca.* ব্ল্যাকওয়েল পরিবার কোন এক পাণ্ডববর্জিত আমেরিকান দ্বীপে একত্রিত হচ্ছে তোমার বাড়িপাগল বাবার সঙ্গে কথা বলার জন্য? '*Non merci*। তুমি বাপু একাই যাও।'



ওয়ার্মউড স্ক্র্যাবস কারাগারের ফটক থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এলো গেব ম্যাকগ্রেগর। সাড়ে ছটা বাজে। নভেম্বরের হিমশীতল এক সকাল। এখনও আঁধার পেরিয়ে পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠেনি ভোরের আলো। বরফ ঠাণ্ডা হালকা বৃষ্টি ভিজিয়ে দিচ্ছে গেবের পাতলা, ধূসর উলেন জ্যাকেট।

প্রশ্নাতীতভাবেই আজ তার জীবনের সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত।

'কোথাও যাবার জায়গা আছে?'

গেটে দাঁড়ানো প্রহরী হাসল। ওয়ার্মউড স্ক্র্যাবস খুব বাজে একটি কারাগার। এখানকার কর্মচারীরা কয়েদিদের মতোই জেলখানাটিকে নিদারুণ অপছন্দ করে। তবে গেব ম্যাকগ্রেগরের মতো মানুষ যারা আট বছর সাজা ভোগ শেষে প্রথম স্বাধীনতা উপভোগ করছে, রিফমর্ড এই তরুণরা, যাদের সামনে পড়ে আছে জীবন; এদেরকে মুক্তি পেতে দেখলেও আনন্দ লাগে।

হাসি ফিরিয়ে দিল গেব।

'ও হ্যাঁ। আমার যাওয়ার একটা জায়গা আছে।'

মার্শাল গ্রেশামকে ধন্যবাদ। ওই লোকটির কাছে আমি জীবনভর ঋণী।

শাস্তি ভোগ করার প্রথম রাতে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল গেব ম্যাকগ্রেগর।

মাইকেল উইলমট, ওর আইনজীবী, ওকে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য বলেছিল। ক্রাউন কোর্টের দেওয়া ষোল বছরের কারাগারবাস ওকে ভোগ না-ও করতে হতে পারে।

'যদি বারো বছর করা হয় তোমার শাস্তির মেয়াদ, ওটা সাত-আট বছরে নামিয়ে আনার একটা সুযোগ আছে।'

সাত-আট বছর?

হেরোইন ছাড়া সর্বোচ্চ সাতদিন কাটিয়েছে গেব। তার জীবনের সবচেয়ে বাজে সাতটি দিন। এই সাতদিন ওকে রিমান্ডে থাকতে হয়েছিল, ভেতর থেকে কীভাবে মাদক কিনতে হয় সে রাস্তাটা তখন ওর জানা ছিল না। একবার সিস্টেম জানলেই হলো, হেরোইন সুড়সুড় করে নিজেই তোমার কাছে চলে আসবে। বড় বড় ডিলারদের

লোকজন জেলখানার ভেতরেই কমিশন-স্যালারির ভিত্তিতে কাজ করে। হেরোইন এবং কোকেন ত্রিশ ভাগ বেশি দামে কিনতে হয়। যতক্ষণ তোমার কাছে টাকা আছে এবং জেলখানার বাইরে তোমার বন্ধু আছে, সে-ই মাদক দলের সঙ্গে রেগুলার পেমেন্টে তোমার জন্য জিনিস পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু সেই সাতদিন। ভয়ানক কষ্টের ওই একটা সপ্তাহের কথা জীবনে ভুলবে না গেব। রাতের বেলা শারীরিক যন্ত্রণায় কাতরাত ও, সারা শরীরে এমন খিঁচুনি শুরু হতো মনে হতো ওকে কেউ ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে কিংবা জলে চুবিয়ে মারছে। ওর সারা শরীর দরদর করে ঘামত, বমি হতো, নানান হ্যালুসিনেশন দেখত।

একবার রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে যায় গেব। ওর বিছানার চাদর ঘেমে জবজবে। চিৎকার করতে চাইছিল গেব কিন্তু গলা শুকিয়ে এমন কাঠ এবং ব্যথা মনে হচ্ছিল এক প্যাকেট রেজর ব্লেড গিলেছে।

পরদিন ওর সেলের কারা সঙ্গীরা ওকে একটা হিট দেয়। বাইরে যতই বেপরোয়া ভাব দেখাক, হাতে কখনো সুই ফোটায়নি গেব। ও এমন মোচড়ামুচড়ি করছিল যে লোকটি সিরিঞ্জ দিতে এসেছিল তার হাত থেকে সিরিঞ্জটি ছিটকে পড়ে যায়।

আদালত শাস্তি ঘোষণা করার আগের রাতে রিমান্ড পাওয়া দুই কয়েদির কথোপকথন শুনতে পায় গেব।

'ওরা আমাকে স্ক্র্যাবসে পাঠায় তো আমি শেষ। মাইক বলল ওটা নাকি স্রেফ ধু ধু মরুভূমি।'

'আমিও একই কথা শুনেছি। নতুন ওয়ার্ডেন ড্রাগস জারের জন্য কাজ করত। জায়গাটা নানদের পোঁদের মতোই পরিষ্কার।'

'গেব ভাবছিল ওরা যদি আমাকে এরকম কোথাও পাঠায় যেখানে ড্রাগস জোগাড় করতে পারব না তাহলে আমিও শেষ।

সকল ব্রিটিশ কারাগারের মতো ওয়ার্মউড স্ক্র্যাবসেও কয়েদিদের সংখ্যা ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি। বারো বাই আট ফুটের সেলগুলো ভিক্টোরিয়ানরা তৈরি করেছিল একজন মাত্র কয়েদিকে রাখার জন্য। কিন্তু বর্তমানে সেই অপ্রশস্ত জায়গায় তিন/চারজন কয়েদিকে থাকতে হয়, ঢাকনাহীন একটিমাত্র টয়লেট শেয়ার করতে হয় সকলকে।

সেলে ঢোকার সময় গেবের দুই সেলমেটের একজনও তার দিকে মুখ তুলে তাকায় না। দুজনেই কৃষ্ণাঙ্গ, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, গেবের মতো তারাও শক্তপোক্ত গড়নের।

অন্তত এদেরকে দেখে সমকামী বলে মনে হয় না, মনে মনে বলল গেব। পরক্ষণে মনে হলো এতে কিছু আসে যায় না।

কারণ কাল এ সময় পর্যন্ত ও বেঁচে থাকবে না।

নিঃশব্দে নিজের বাঙ্কে শুয়ে পড়ল গেব, চিৎ হয়ে তাকিয়ে রইল ছাতের দিকে। ও ভেবেছিল বিছানার চাদর দিয়ে রশি পাকিয়ে ছাদে ঝুলে পড়বে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে

এ পরিকল্পনায় কাজ হবে না।

আমার সঙ্গী দুজনকে ঠিক 'সামাজিক' মনে না হলেও আমি যখন ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে থাকব তখন তারা নিশ্চয় বসে বসে সে দৃশ্য দেখবে না।

ঘরের চারপাশে নজর বুলাল গেব। নগ্ন কক্ষ। কোনো ছবি নেই, কোনো হুক নেই, নেই পর্দা, ল্যাম্প, কিছুই না। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল গেব।

আমি তাহলে কী দিয়ে আত্মহত্যা করব?

এমন সময় ওটা চোখে পড়ল ওর।

চমৎকার। ব্যথা লাগবে তবে ওরা যখন ঘুমিয়ে থাকবে সেই সময় দ্রুত করা যাবে কাজটা।

ভয় পাচ্ছিল গেব। ও মরতে চায় না। তবে হেরোইন ছাড়া ভয়ানক যন্ত্রণা সহ্য করে বাঁচবার শখও নেই।

মাইক বলল ওটা নাকি স্রেফ ধু-ধু মরুভূমি।

আজ রাতেই কাজটা করব আমি।

গোঙানি শুনে ঘুম ভেঙে গেল গেবের দুই সেলমেটের একজনের। সে তার সঙ্গীর চেয়ে বিশালদেহী। তার নাম নেলসন ব্রাডলি।

গেব তখন বমি করে ভাসিয়ে দিচ্ছে মেঝে। সারা গা কাঁপতে শুরু করল ওর। তারপর দেখা দিল খিঁচুনি।

বিছানায় উঠে বসল ব্রাডলি।

'ডুয়ান। ওঠো। একটা সমস্যা হয়েছে।'

ডুয়ান রাইট হাত বাড়িয়ে রিডিং ল্যাম্পের সুইচ অন করল। প্রথমে আলো ফেলল গেবের ওপর তারপর বমির পুকুরে। কিন্তু ওগুলো বমি নয়। রক্ত। মেঝেতে, গেবের বাঙ্কের পাশে ব্লিচিং পাউডারের খালি একটা বোতল। কোনো এক অলস কর্মী ভুল করে বোতলটা পায়খানার পাশে ফেলে রেখে গিয়েছিল।

'ওহ্ শিট। ও ডেটল খেয়েছে।' ডুয়ান রাইট সেলের দরজায় ঘুষি মারতে লাগল। 'জলদি কেউ আসো। এক্ষুনি।'

জেলখানার হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে পেল গেব। প্রথমেই সে ভাবল *ক্রাইস্ট আমার পেটে তো আগুন জ্বলছে।* এবং তার দ্বিতীয় ভাবনাটি হলো, *আমি এখনও বেঁচে আছি। তার মানে ব্যর্থ হয়েছি।* প্রবল হতাশা গ্রাস করল তাকে।

'তুমি খুব সৌভাগ্যবান,' ডাক্তার বলল ওকে। 'পেট পাম্প করতে আর কয়েক মিনিট দেরি হলেই আর তোমাকে বাঁচানো যেত না।'

হুঁ, সৌভাগ্যবানই বটে।

মনোবিজ্ঞানীরা ওকে জিজ্ঞেস করলেন কেন সে কাজটা করেছে। গেব তাদেরকে

সত্যি কথাই বলল। অবশ্য মিথ্যা বলেও কোনো লাভ হতো না।

ওকে মেথাডল দেয়া হলো। এবং কারাগারের আরেক উইংয়ে বদলি করা হলো। এবারে সে একজন মাত্র সেলমেট পেল, এক এক্স-জাংকি, নাম বিলি ম্যাকগুইয়ার। বিলি জাতিতে আইরিশ, সাবেক জকি, মাদক নিতে গিয়ে সে তার উজ্জ্বল ক্যারিয়ারের বারোটা বাজায়। সে বেলফাস্টের রাস্তায় গ্যাং ওয়ারফেয়ারে জড়িয়ে পড়েছিল। এক নিরীহ পিতা খুন হয়ে যায় এবং তার জেরে বিলিকে কুড়ি বছরের জেলের ঘানি টানতে হচ্ছে।

বিলি গেবকে বলছিল, 'হেরোইন সবরকম সুকুমার বৃত্তি ধ্বংস করে দেয়, খোকা। তুমি কে, কী তোমার পরিচয় সব ভুলিয়ে দেয়।'

গেব এ নিয়ে আর লোকটির সঙ্গে তর্ক করল না। সে ভুলে যেতে চাইছিল নিজেকে– সে একজন লুজার, যার কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, নেই কর্মদক্ষতা আর এখন সিরিয়াস ক্রিমিনাল রেকর্ডের কারণে ওর ভবিষ্যৎও অন্ধকার।

আমি ভাবতাম আমার বাবা একটা অকর্মা, সারাজীবন জাহাজঘাটায় কাজ করে বরবাদ করে দিয়েছে জীবন। এখন দেখছি আমি তারচেয়েও বড় অকর্মা।



সিডার হিল হাউজে, নীল সাদা স্ট্রাইপের র‍্যালফ লরেন কাউচের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসেছে লেক্সি, তার পার্টির অতিথিদের তালিকায় চোখ বুলাচ্ছে।

ষোলতে পা দেবে লেক্সি টেম্পলটন, শুরুর কৈশোরের টিনটিনে রোগা মেয়েটির হঠাৎই এক অপরূপ মায়াবতীতে রূপান্তর ঘটেছে। দাঁতের ওপর যে বিশ্রি ব্রেস পরত সে ওগুলো ত্যাগ করেছে, আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার বক্ষজোড়া কবে ভরাট এবং গোল হয়ে উঠবে তা নিয়ে যে দীর্ঘদিনের আফসোস ছিল তা এখন দূরীভূত। বর্তমানে ওর শরীরের অন্যতম সম্পদ নিটোল দুটি বুক। ক্লিওপেট্রার ঢঙে কাউচে পা ঝুলিয়ে বসা লেক্সির পদযুগল সুঠাম এবং বেশ লম্বা, পরনে ডেনিম হট প্যান্ট। ওকে দেখতে লাগে পূর্ণ যৌবনা এক সেক্সি নারীর মতো। কানসাসের সমভূমির মতো মসৃণ এবং সমান তার পেট, যদিও আজ সকালেই নাশতায় সে তিন বাটি কোকো পপকর্ন সাবাড় করেছে। তার গায়ের সাদা বিকিনি টপ সগর্বে ঘোষণা করছে রসালো তরমুজের মতো দুজোড়া পুরুষ্ট বক্ষের রুদ্ধশ্বাস সৌন্দর্য।

সত্যি বলতে কী লেক্সি অতিথিদের যে তালিকায় চোখ বুলাচ্ছে ওটি তার একার পার্টি নয়। তাকে প্রচণ্ড হতাশ এবং বিরক্ত করে আগামী সপ্তাহে সিডার হিল হাউজে তার এবং ম্যাক্সের ষোলতম জন্মদিন যৌথভাবে পালন করা হবে।

আমার জন্মদিন কেন ওর সঙ্গে শেয়ার করতে হবে? আমি একা একা আমার জীবন উপভোগ করতে পারি না?

লেক্সির বাবার আবার খুব দরদ তার খালাতো ভাইটির জন্য। 'ও খুব একা, হানি। সারাটা ছুটি তাকে ঘরের মধ্যে তার মায়ের সঙ্গে কাটাতে হয়। ওর হয়তো তেমন বন্ধুবান্ধবও নেই।'

তাতে আমি মোটেই অবাক হচ্ছি না। কারণ সে দুর্বিনীত এবং গোঁয়ার।

ম্যাক্স যে মুড দেখিয়ে চুপ মেরে থাকে এটা পিটার বোঝেন না। তাঁর ধারণা ম্যাক্স খুব লাজুক স্বভাবের ছেলে তাই চুপচাপ থাকে। শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকে লেক্সি অবশ্য জানে ম্যাক্স মোটেই লাজুক নয়। সে আসলে নিরুত্তাপ এবং উদাসীন টাইপের। লেক্সির ধারণা ম্যাক্স সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগে এবং এটা লেক্সির জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে।

ম্যাক্স মানুষজনের সঙ্গে তেমন মেলামেশা করে না বলে এর একটা সুবিধাও মিলেছে– জন্মদিনে যত অতিথি আসবে তার আশিভাগই হবে লেক্সির বন্ধুবান্ধব। এরা আসবে লেক্সির এক্সিটার স্কুল থেকে। ম্যাক্সের অভিজাত কানেক্টিকাট বোর্ডিং স্কুল শোয়েট থেকে তেমন কেউ আসছে না।

তালিকায় আবার চোখ বুলাল লেক্সি।

ডোনা মাস্ত্রোনি, লিসা ব্যাবিংটন, জেমি সামার ফিল্ড... এই সেরেছে। লিসাকে তো জেমির পাশে বসতে দেওয়া যাবে না। অ্যানা মেসির সঙ্গে জেমি ডেট করছিল বলে লিসার সঙ্গে তার খুব একচোট হয়ে গেছে। লিসাকে তাহলে আমি কোথায় বসাই?'

সমাধানটা সঙ্গে সঙ্গেই চলে এলো মাথায় লিসা ব্যাবিংটনকে ম্যাক্সের সঙ্গে বসানো যায়। কারণ ওই টেবিলে প্রচুর জায়গা খালি আছে। তবু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে লাগল লেক্সি। ওর সবচেয়ে রূপসী বান্ধবীটিকে নিজের খালাতো ভাইয়ের ঠিক পাশেই বসাতে মন কেন যেন সায় দিচ্ছে না।

সত্যটা স্বীকার করার চেয়ে মরে যাবে লেক্সি তবু বলবে না যে ম্যাক্স ওয়েবস্টারের প্রতি তার মিশ্রিত একটা অনুভূতি কাজ করে। চার ভাগের তিন ভাগ সময়ই সে ম্যাক্সকে ঘৃণা করে। ম্যাক্স দুর্গন্ধের মতো যেন সেটে থাকে লেক্সির গায়ে। সে কর্কশ, উদ্ভট এবং ওর মতো একগুঁয়ে, জিদ্দি ছেলে জীবনে দেখেনি লেক্সি। গত ক্রিসমাসে ক্রুগার-ব্রেন্টে যৌথ ইন্টার্নশিপ করার সময় ম্যাক্স আচরণ দিয়ে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে সে নিজেকে লেক্সির চেয়ে বিদ্যা, বুদ্ধি সবদিক থেকেই অনেক উঁচু স্তরের মনে করে। মাত্র পনেরো বছর বয়স হলেও কোম্পানির কর্মচারীরা তাকে রোবির মতোই সম্মান দেখাচ্ছিল। লেক্সি বধির বলে লোকে ধরেই নিয়েছে একদিন ম্যাক্সই কোম্পানির মালিক হবে। ম্যাক্স নিজেও তাই ভাবে বলে লেক্সির গায়ে জ্বালা ধরে যায়। ক্রুগার-ব্রেন্টে ম্যাক্স লেক্সির শারীরিক অক্ষমতা নিয়ে খেলা করেছে, তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে যেন মেয়েটা একটা শুকনো ফুল, চাপ দিলেই পাপড়িগুলো গুঁড়িয়ে যাবে। *কিন্তু আমরা যখন একা থাকি ও কখনো আমার সঙ্গে এরকম করে না।*

লেক্সি বধির হতে পারে কিন্তু অন্ধ তো নয়। ম্যাক্স কী করছে ও সবই দেখতে পায় এবং এটা তাকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। তবে এটাও লক্ষ করেছে, এবং স্বীকার করতে তার যাতনাই হয় বটে যে তার কাজিনটি অসম্ভব সুদর্শন তরুণে পরিণত হয়েছে। ম্যাক্সের ভেতরে অগ্রাহ্য করা যায় না এমন একটি বিপজ্জনক ও বুনো ব্যাপার আছে। লেক্সির বয়সের বেশিরভাগ ছেলেই চলনে-বলনে ভ্যাবলা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক। এক্সিটারে এমন কোনো ছেলে নেই যে লেক্সির মতো রূপসী মেয়ের দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকায় না। কিন্তু ম্যাক্স ওয়েবস্টার কখনো ভ্রূক্ষেপ করে না।

সে এমন ভাব দেখায় যেন লেক্সির কোনো অস্তিত্বই নেই।

তাহলে ও কেন সবসময় আমার পাশে ছোঁক ছোঁক করে? আমি যদি ওর কাছে

অদৃশ্য একটা সত্তাই, তার নজরেই আসি না, তাহলে ও কেন নিজের চরকায় তেল দেয় না?

লেক্সি একটি কলম দিয়ে নাম কেটে নতুন করে টেবিল সাজানোর পরিকল্পনা করতে লাগল।

লিসা ব্যাবিংটনকে বসানো হবে গ্রাডি জোনসের পাশে।

নিজের টেবিল ভরাট করার ক্ষমতা যদি ম্যাক্সের না থাকে তাহলে সেটা তার সমস্যা।

'তোমার এটা পছন্দ হয়েছে? জানি তোমার জন্মদিনের এখনও দেরি আছে তবে র‍্যাচেল বলল এটা তুমি পার্টিতে পরতে পারবে।'

লেক্সির ইন্টারপ্রেটর র‍্যাচেল এখন বলতে গেলে সার্বক্ষণিক তার সঙ্গী। লেক্সির জন্মদিনে কী উপহার দেওয়া যায় তা নিয়ে র‍্যাচেলের পরামর্শের ওপর অনেকটাই ভরসা করেছিলেন পিটার টেম্পলটন। লেক্সিকে উদ্ভাসিত হতে দেখে তিনি খুব খুশি হলেন।

'ড্যাডি, আই লাভ ইট। ওহ মাই গুডনেস।'

'সত্যি?' খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পিটারের চেহারা।

'সত্যি।'

সিল্ক ড্রেসটির ওপর আঙুল বুলাল লেক্সি। এটি শ্যানেল, নতুন এসেছে বাজারে। নরম ফেব্রিকটির শেড অবিকল লেক্সির শ্যাম্পেন ব্লন্ড চুলের মতো। কাটছাঁটগুলো এত চমৎকার এবং নিখুঁত, ওর শরীরের প্রতিটি খাঁজ-ভাঁজের সঙ্গে দারুণ মিশে গেছে। এত চমৎকার ড্রেস হয় না।

'আমার সুন্দরী মেয়েটির জন্য একটি সুন্দর পোশাক। তোমাকে পরীর মতো লাগছে, সোনা।'

হাসল লেক্সি। 'ধন্যবাদ, ড্যাডি।' *বাবা এখনও ভাবেন আমি ছয় বছরের খুকিটি রয়ে গেছি।* 'দারুণ হয়েছে উপহার।'

এবং এ ড্রেস আমাকে আমার জন্মদিনের উপহারটি পেতে সাহায্য করবে যার নাম ক্রিশ্চিয়ান হার্লে।

ডেটিং করার সময় লেক্সি বুঝতে পেরেছিল তার কানে না শোনার সমস্যাটি দ্বিধার তরবারির মতো।

ইন্টারপ্রেটারকে নিয়ে স্কুলে যাওয়া, যে কদাচিৎ তার সঙ্গ ত্যাগ করে, নিঃসন্দেহে লেক্সির জন্য একটি মাইনাস পয়েন্ট। লেক্সির লিপ রিডিং ক্ষমতা চমৎকার এবং কথাও বলতে পারে গুছিয়ে তবে মাঝে মাঝে তার কাল্পনিক ধ্বনির অস্পষ্ট উচ্চারণ সম্পর্কে সে সচেতন এবং সেখানে সাইন বা চিহ্নগুলো ব্যবহার করে ও র‍্যাচেল তার হয়ে কথা বলে। প্রায় আট বছর ধরে একই ইন্টারপ্রেটর তার সঙ্গে কাজ করছে, লেক্সিকে ভাগ্যবতী

বলতেই হবে। পিটার জানেন কন্যার সুস্থতার জন্য তার নিয়মিত দেখভাল অত্যন্ত জরুরি। তিনি এ জন্য জলের মতো টাকাও খরচ করছেন এবং র‍্যাচেল যেন লেক্সিকে ছেড়ে চলে না যায় সে জন্য তিনি বছর বছর মেয়েটির বেতন বৃদ্ধি করে চলেছেন। বাইশ বছর বয়সে র‍্যাচেল লেক্সির ইন্টারপ্রেটর হিসেবে কাজ শুরু করেছিল। এখন তার বয়স আটাশ। আগে সে একহারা গড়নের ছিল, এখন শরীর-স্বাস্থ্য একটু মোটার দিকে ঘেঁষেছে। তবে সে আগের মতোই কঠোর পরিশ্রমী এবং হাসিখুশি। আগে ইন্টারপ্রেটরের উপস্থিতি অস্বস্তিতে ফেলে দিত লেক্সিকে। এখন র‍্যাচেল লেক্সির ছায়া হয়ে গেছে। সবসময়ই তার সঙ্গে আছে, মাঝে মাঝে মনে হয় প্রায় অদৃশ্য একটি সত্তা।

তবে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো ছেলেরা বিষয়টি ওভাবে দেখে না।

'ছুটির পর অন্তত আধঘণ্টার জন্য হলেও ওই মুটকি মোড়লকে ফাঁকি দেওয়া যায় না?'

পিট হ্যারিস, একমাথা সোনালি চুল, বুকে স্কেটারের উল্কি আঁকা, ক্লাস টেনের সবচেয়ে বিরাটদেহী খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত, অঙ্কের ক্লাসে একদিন লেক্সির কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলল কথাটি।

কানের লতিতে তার গরম নিশ্বাস বেশ ভালোই লাগছিল লেক্সির। তার মতলবও বুঝতে পারছিল ও। তবে পিটের ঠোঁটের নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছিল না বলে তার কথাগুলো কিছুই বুঝতে পারেনি।

র‍্যাচেলকে ইঙ্গিত করল লেক্সি। 'ওকে কথাটা আবার বলতে বলো। আমার দিকে যেন তাকিয়ে কথা বলে।'

র‍্যাচেল অনুগতের মতো লেক্সির আদেশ পালন করল। হঠাৎ গোটা ক্লাস পিট হ্যারিসের দিকে চক্ষু গোল গোল করে তাকিয়ে রইল। নিজেকে আর কখনো এমন বেকুব মনে হয়নি পিটের।

'হ্যারিস, ওরে হাঁদা! জানো না কথা বলার সময় তোমার খোমাটা ওর দেখা দরকার?

'ইয়াহ্, কামন, পিট কী বলছিলে ক্লাসের সবাই শুনতে চায়।'

'তোমাদের আসলেই একসঙ্গে ডেট করা উচিত। বোবা এবং কালা। জুটিটা মিলবে ভালো!'

'আ...আমি দুঃখিত,' বিড়বিড় করল পিট হ্যারিস, লজ্জায় নীল হয়ে গেছে। 'তুমি কিউট, তবে আ...আমি কথাটা বলতে পারব না।'

পিট হ্যারিস সম্পর্কে লেক্সির মূল্যায়ন হলো ছেলেটা হট তবে একটা ভোম্বল। তাছাড়া লেক্সির চোখ আরও বড় মাছের দিকে ক্রিশ্চিয়ান হার্লে।



ক্লাস এইটে পড়ার সময় থেকে লেক্সির অপারেশন ক্রিশ্চিয়ান অভিযানের শুরু। চোদ্দ বছর বয়সে এক্সিটার স্কুলের পুকুরে সে নিতান্তই ছোট একটি মাছ ছিল যাকে ক্রিশ্চিয়ান হার্লের নজরে পড়ার কোনো কারণই ছিল না। হার্লে তার চেয়ে দুই বছরের সিনিয়র, অলিম্পিক অ্যাথলেটদের মতো তার শারীরিক গঠন এবং এমনই সুদর্শন চেহারা, ব্রাড পিটের দেখলেও হিংসা লাগবে, এ হেন ক্রিশ্চিয়ান হার্লে বড়জোর চিয়ারলিডার এবং মডেলদের সঙ্গে ডেট করেছে। আর একেই টার্গেট করেছিল লেক্সি।

লেক্সির পরিকল্পনা ছিল সরল। সে খুঁজে বের করবে ক্রিশ্চিয়ান একজন নারীর মধ্যে কী কী চায়। (বড় বড় বুক, সুন্দর চেহারা, বোকা বোকা আচরণ, শূন্য আইকিউ) তারপর সে নিজেকে হার্লের আইডিয়াল সঙ্গিনী হিসেবে রূপান্তর ঘটাবে।

লেক্সি ক্রিশ্চিয়ানের উইশ লিস্টের পয়েন্টগুলো এক এক করে চেক করল।

আমার বুক দুটো এখন খুব ছোট। তবে এগুলো ডাঁসা হবে।

আমার মুখ এখনই বেশ সুন্দর, দাঁত থেকে ব্রেস খুলে ফেললে আমি আরও মোহনীয় হয়ে উঠব।

আমি খুব সহজেই বোকা সাজার ভান করতে পারি। তাহলে আর কী বাকি থাকল?

ও হ্যাঁ, শূন্য আইকিউ। আমি এমন ভান করব যেন দুনিয়াদারী সম্পর্কে কিছুই জানি না।

র‍্যাচেল সঙ্গে ঘুরঘুর করাটা ডেটিং মাইনাস হিসেবে দেখা গেলেও লেক্সির কানে না শুনতে পারার ব্যাপারটি একটি চমৎকার ডেটিং প্লাস হিসেবেও ধরা যায়। তার শারীরিক এ অসামর্থ্যে ছেলেরা তাকে ভারী মিষ্টি এবং দুর্বল একটি মেয়ে বলে ভাবে– বধির এক বেচারি কিশোরী যার ছেলেদের প্রটেকশন দরকার হয়। এই ভুল ধারণাটি নিজের একটি সুবিধে হিসেবে ব্যবহার করতে দ্রুতই শিখে নিল লেক্সি। ক্লাস নাইনে ওঠার পরে দুঃখী মেয়ের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় সৌকর্য দেখাতে লাগল সে।

'র‍্যাচেল? জনিকে কি বলবে আমার বইগুলো একটু বয়ে নিতে? আমি আজ বড্ড ক্লান্ত। আর এক কদমও হাঁটতে পারছি না।'

'আমি দুঃখিত, মি. টমাস, এ সপ্তাহে আমার অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করতে পারিনি।

কয়েকদিন ধরে ভয়ানক সব দুঃস্বপ্ন দেখছি। সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর স্মৃতি ফিরে আসছে বারবার।'

লেক্সির বড় বড় ধূসর চোখ ভরে ওঠে জলে। র‍্যাচেল ভাবে *ও অভিনয়টা তো ভালোই জানে। একদম বোকা বানাচ্ছে সবাইকে।*

লেক্সি মনে মনে ভীত শৈশবের ওই ঘটনা হয়তো তার 'সেক্স লাইফ'টাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সে সত্যি এখনও মাঝে মাঝে শুয়োরটাকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে। তবে ও সেক্স উপভোগ করতে পারবে কিনা আজ রাতেই জানা যাবে।

পার্টির সময় যতই কাছিয়ে আসছে, লেক্সির টেনশন ততই বাড়ছে। *ও যদি শুধু অভিজ্ঞ মেয়েদেরকেই পছন্দ করে? তাহলে আমাকে অভিজ্ঞ মেয়ের ভাব ধরতে হবে।*

মাঝে মাঝে লেক্সি ভাবে সে বড্ড বেশি ভান করতে গিয়ে নিজের অস্তিত্বই ভুলতে বসেছে।

হয়তো আমি সত্যি নিজেকে ভুলে যেতে চাই?

'ওহ, ম্যাক্স, ম্যাক্স! থেমো না। প্লিজ, থেমো না। আমার আসছে।'

ম্যাক্স ওয়েবস্টার তার শরীরের নিচে মোচড় খেতে থাকা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ভয়ানক বিরক্ত বোধ করল। এর নাম সাশা হার্ভে নিউটন। তার বাবা শিপইয়ার্ডের মালিক। মা তার পিতার তেলের খনির মালিক। সাশার বয়স আঠেরো, অপরূপ সুন্দরী এবং বিশ্রীরকম ধনী। নিউইয়র্কের অন্যতম কাঙ্ক্ষিত তরুণী উত্তরাধিকারী হিসেবে সবাই তাকে চেনে।

এবং মেয়েটি একটি নিমফোম্যানিয়াক।

'আর জোরে, বেবি! আরও জোরে।'

সাশা হার্ভে নিউটন তার কুড়ি মিলিয়ন ডলারের পিঠ বাঁকিয়ে ম্যাক্সের দিকে তাকিয়ে গোঙাতে লাগল।

'শাট আপ।' ম্যাক্স সাশার মুখ চেপে ধরল। সাশা সঙ্গে সঙ্গে তার আঙুল চুষতে শুরু করল। ম্যাক্সের ইচ্ছে করল মেয়েটার গলা টিপে ধরে। বদলে ওর মুখখানা বালিশের ওপর চেপে ধরল কামার্ত গোঙানি থামাতে।

'অ্যাই। তুমি আমার সঙ্গে এমন করলে কেন?'

সাশা কটমট করে তাকাল ম্যাক্সের দিকে। স্ট্রবেরীর মতো লাল হয়ে গেছে মুখ।

'তুমি বড্ড বেশি শব্দ করছ। তোমার মা যদি শুনে ফেলে?'

'শুনলে কী? তুমি জানো মা তার টেনিস কোচের সঙ্গে কতবার এসব করেছে? সব আমি শুনেছি। আমার মা একটা বেশ্যা।'

সাশা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। প্যান্টি ছাড়াই পরে নিল সিফন টাইট জিনস, শরীর ধোয়ার প্রয়োজন বোধ অনুভব করল না।

যেমন মা তেমন তার মেয়ে।

হাসল সাশা। 'তো, এখন কি তোমার জন্মদিনে আমি তোমার ডেট হয়ে যেতে পারি, সিডার হিল হাউস দেখার শখ আমার অনেক দিনের।'

বিরক্তিতে নাক কোঁচকাল ম্যাক্স।

'না।'

'না' মানে?' সাশার মুখ থেকে মুছে গেল হাসি।

'না মানে 'নো'। অনুমান করি এ শব্দটি তোমাকে ঘনঘন শুনতে হয় না। পার্টিতে আর কোনো গেস্ট আনা যাবে বলে মনে হয় না। সবগুলো টেবিল বুকড। আমাদের সিকিউরিটি বলে দিয়েছে নতুন কোনো অতিথি অ্যালাও করা সম্ভব না।'

'তোমাদের সিকিউরিটি?' নাক সিঁটকাল সাশা। 'নিজেকে কী ভাব তুমি? প্রেসিডেন্ট? এটি ষোল বছর বয়সী একটি ছেলের জন্মদিন, জাতিসংঘের কোনো সামিট মিটিং নয়। কাউকে বাদ দিয়ে সেখানে আমাকে নিয়ে নাও।'

'সে আমি পারব না,' বলল ম্যাক্স। 'তা ছাড়া তোমার যা দরকার তা তো পেয়েই গেছ, সাশা। আমি এখন যাচ্ছি।'

পার্ক এভিন্যুতে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফেরার সময় বিকেলের ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছিল ম্যাক্স। সাশা হার্ভে নিউটনের সঙ্গে সেক্স করে সে মোটেই মজা পায়নি। ভাবছিল এর সঙ্গে কেন ও প্রথম প্রস্তাবেই বিছানায় যেতে রাজি হয়ে গিয়েছিল। যাতে গর্ব করতে পারে সাশা জিনিস ভালো এজন্য? কিন্তু কার কাছে ও গর্ব করবে? ওর এমন কোনো বন্ধুবান্ধব নেই যাদের সঙ্গে এ নিয়ে গল্প করবে। মাত্র একজন ব্যক্তির কাছ থেকে ম্যাক্সের অ্যাপ্রুভাল প্রয়োজন, শুধু একজন। তার প্রশংসা পেলেই খুশি হয়ে যায় ও। কিন্তু ওর মা'র কিছুই আসবে যাবে না জেনে যে তার ছেলে এক বুদ্ধিহীনা ধনবতী কন্যার সঙ্গে আধাদিন কাটিয়েছে অথচ সে ম্যাক্সকে উত্তেজিত পর্যন্ত করতে পারেনি।

সমস্যা এটাই যে কেউ আমাকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে না। ইভের কাছে এরা কিছুই নয়।

পার্টি-ফার্টিতে যেতে ম্যাক্স একদমই পছন্দ করে না। লেক্সির সঙ্গে সে যৌথভাবে জন্মদিন করতে রাজি হয়েছে শুধুমাত্র একটি কারণে তার মা তাকে বলেছে বলে।

'তোমার বন্ধুদেরকে কাছে রাখো আর শত্রুদেরকে আরও কাছে, ডার্লিং।' এ হলো ইভের মটো বা উদ্দেশ্য। বিশেষ করে যেখানে লেক্সির বিষয়টি যুক্ত। ইভ সবসময়ই ম্যাক্সকে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে চলেছে। 'ওই সপ্তাহে সিডার হিল হাউজে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষজন আসবে। এরা ক্রুগার-ব্রেন্টের বোর্ড মেম্বার, সবাই কোম্পানির বেশিরভাগ শেয়ারহোল্ডার এবং বিজনেস হেড। লেক্সি যেন শো'র তারকা হয়ে না উঠতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখবে।'

এদিক থেকে কোনো ঝুঁকি বা বিপদের আশঙ্কা দেখছে না ম্যাক্স। কারণ ক্রুগার-ব্রেন্টের কেউই লেক্সিকে সিরিয়াসভাবে নেয় না। তবে কেট ব্ল্যাকওয়েলের উইলের শর্ত

অনুযায়ী লেক্সির বয়স পঁচিশ হলে চেয়ারম্যান হিসেবে কোম্পানিতে বসার একটি কৌশলগত সুযোগ থেকেই যাচ্ছে। সে পর্যন্ত ম্যাক্স নিরাপদে বসে থাকবে চেয়ারম্যানের আসনে, এ আত্মতুষ্টিতে ভোগার বান্দা নয় ও।

খালাতো বোনটিকে ছোটবেলা থেকে ঘৃণা করে এসেছে ম্যাক্স। কিন্তু সম্প্রতি এ ঘৃণার বিষয়টি একটু অস্বস্তিকর মোচড় খেয়েছে। তার মনে হচ্ছে লেক্সি রাতারাতি একটি যৌনাবেদনময়ী নারীতে পরিণত হয়েছে, যাকে কামনা করা যায়। এবং সবচেয়ে অস্বস্তির বিষয় হলো লেক্সি দিন দিন দেখতে তরুণী ইভের মতো হয়ে উঠছে। লেক্সির মা, আলেকজান্দ্রা ছিল ইভের যমজ বোন, কাজেই ইভের সঙ্গে তার চেহারায় মিল থাকাটা অসম্ভব কিছু নয় বরং অনিবার্য। তবু ওই জেনেটিক পরিহাসটি ম্যাক্সকে অনেকটাই বিচলিত করে তোলে।

পাপারাজ্জিরা লেক্সিকে খুবই পছন্দ করে; সাহসী, সুন্দর ব্ল্যাকওয়েল বেবি, অপহরণের কবল থেকে বেঁচে আসা তেজি কন্যা।

ইভ একদা তার বোনঝিকে প্রবল ঘৃণা নিয়ে *আমেরিকার সবচেয়ে প্রিয় বিকলাঙ্গ* বলে অভিহিত করেছিল। ভুল বলেনি সে। এখন লেক্সির প্রজাপতি হয়ে ওঠা রূপান্তরিত চেহারা প্রেসের খুবই প্রিয় সাবজেক্ট। তার জীবন নিয়ে সাংবাদিকদের কৌতূহলের অন্ত নেই। সে এখন আর ব্ল্যাকওয়েল বেবি নয়, ব্ল্যাকওয়েল বম্বশেল। সবাই তার ছবি তুলতে চায়।

আর ব্যাপারটা ও উপভোগও করে বেশ, তিক্ত মন নিয়ে ভাবছে ম্যাক্স। গত ক্রিসমাসে ওরা যখন ক্রুগার-ব্রেন্টে কিছুদিন একসঙ্গে কাজ করেছিল, ম্যাক্স দেখেছে লেক্সি নিরবে তাকে লক্ষ করছে। যেন কামনার শিখা জ্বেলে ওকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করবে যেভাবে সবাই করে।

ফরগেট ইট। আমি লেক্সির পেছনে দৌড়াচ্ছি না।

তুমি কেন স্রেফ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছ না? বধিরদের স্কুলে যাও। কোনো বিশেষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিয়ে করে আমার জীবন থেকে দূর হয়ে যাও।

সাশা হার্ভে-নিউটন জানে না ও সৌভাগ্যবতী বলেই ম্যাক্সের জন্মদিনের পার্টিতে আসার সুযোগ হয়নি। ম্যাক্স মনেপ্রাণে চাইছে এ পার্টিতে ও নিজেই হাজির না হতে।



'পার্টি হেব্বি জমকালো, না?'

ক্রুগার-ব্রেন্টের তেল ও গ্যাস বিভাগের প্রধান ট্রিস্ট্রাম হারউড কথা বলছেন খনি ব্যবসার হেড লোগান মার্শালের সঙ্গে।

'আমি এরচেয়ে কম কিছু আশা করিনি।'

সতেরো বছর আগে কেট ব্ল্যাকওয়েলের মৃত্যুর পর থেকে এরা দু'জনের কেউই ব্ল্যাকওয়েলদের ডার্ক হারবার কম্পাউন্ডে পা রাখেননি। পুরনো বাড়িটি আবার জীবন ও প্রাণশক্তিতে ভরে উঠেছে দেখে খুব ভালো লাগছে। যেদিকে তাকাও আমেরিকার সবচেয়ে সুদর্শন তরুণ-তরণীদেরকে দেখতে পাবে। তারা হাসছে, কথা বলছে, নাচছে। তাদের মায়েরা গা ভর্তি হিরের গহনা পরে এসেছে। তারাও গল্প-গুজবে ব্যস্ত। তাদের পিতারা ইন্টারনেট ব্যবসা করে কীভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায় সে নিয়ে আলোচনায় মশগুল।

কেটের মৃত্যুর পরে সিডার হিল হাউজের সাজ-সজ্জায় খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি। লিভিং রুমের ফায়ারপ্লেসের ওপর এখনও সেই ভ্লামিক ফুলেল ক্যানভাস ঝুলছে। গোলাপি সবুজ ছিটকাপড় দিয়ে তৈরি সোফাগুলো আগের জায়গাতেই বহাল তবিয়তেই রয়েছে। আলেকজান্দ্রার মৃত্যুর পরে এ বাড়ির মালিক হয়েছেন পিটার টেম্পলটন। কিন্তু বাড়িটিতে এমন সব বেদনাদায়ক স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে যে এখানে তিনি খুব কমই আসেন। লেক্সির অপহরণের পরে ওকে সুস্থ করার জন্য মেইনে গিয়েছিলেন পিটার। ধীরে ধীরে, প্রতিটি গ্রীষ্মের অন্তে, সিডার হিল হাউজ আবার জ্যান্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছিল।

'ওহ্, ওই যে সে। বার্থ ডে বয়। চলো ওর সঙ্গে কথা বলার এ সুযোগটা হাতছাড়া না করি।'

ট্রিস্ট্রাম হারউডের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালেন লোগান মার্শাল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ম্যাক্স, তাকে চারদিক থেকে হাঁসের ঝাঁকের মতো ঘিরে রেখেছে একদল কিশোরী। তাদের চোখে মুগ্ধতা। র‍্যালফ লরেন সুট এবং শোত টাইয়ে ম্যাক্স যেন তরুণ এক ভদ্রলোক। কিন্তু পোশাক কিংবা টাকা কোনোটাই ম্যাক্সের বুনো, পাশবিক প্রবৃত্তিকে

আড়াল করতে পারেনি। তাকে দেখে ট্রিস্ট্রাম হারউডের মনে হলো এ যেন এক জংলী যাকে জঙ্গল থেকে ধরে আনা হয়েছে এবং সভ্য পৃথিবীতে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে বলে সে হাত-পা ছুড়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। সে যেন এক্ষুনি দাঁত দিয়ে তার ব্রুকস ব্রাদার্স শার্ট টেনে ছিঁড়ে ফেলবে।

'হ্যাপি বার্থ ডে, ইয়াংম্যান। আশা করি তুমি পার্টি উপভোগ করছ?'

ঘুরল ম্যাক্স। মুখ থেকে বিরক্তির চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুগার-ব্রেন্টের দুই বোর্ড সদস্যকে হাসিমুখে স্বাগত জানাল। সে জানে তার মা তাকে লক্ষ করবে।

'নিশ্চয়। আমার আংকেল দারুণ একটা পার্টির আয়োজন করেছেন। আর আপনারা, আপনারা দুজনেই ভালো তো?'

মাথা ঝাঁকালেন ট্রিস্ট্রাম হারউড। 'খুব ভালো আছি। ব্যবসায় বেশ ভালো চলছে।'

ষোল বছর বয়স হলেও ছেলেটির মধ্যে নিজেকে প্রকাশের একটি প্রাপ্তমনস্কতা রয়েছে। চমৎকার পরিণত তার আচরণ, ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে জানে সুন্দরভাবে। ফার্মের সবাই জানে কেট ব্ল্যাকওয়েলের উইল ইভকে বাদ দিয়ে আলেকজান্দ্রার সন্তানের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করছে। তবে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের সময় এলে ভোট দেওয়ার বিষয়ে সকল বোর্ড সদস্যরা আলোচনায় বসবেন। তাঁরা যদি সর্বসম্মতভাবে ম্যাক্সের জন্য ভোট করেন, তাঁদের অবস্থান অগ্রাহ্য করা পরিবারটির জন্য কঠিন হয়ে উঠবে। তাছাড়া এটাও তো সত্যি এক বধির নারীর পক্ষে কি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি চালানো সম্ভব? এটা চিন্তা করলেই তো হাসি পায়।

ইভ দেখছে তার পুত্রটি হারউড এবং মার্শালের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। সে সন্তুষ্টির হাসি হাসল। লিভিংরুমের এক কিনারে একাকী বসে আছে ইভ, ফ্রেঞ্চ ডোরগুলো বারান্দার দিকে মুখ করে খোলা। ইভের পরনে পা পর্যন্ত লম্বা কালো একটি পোশাক, হাতে তৈরি ভেনেশিয়ান মাস্ক তার বীভৎস চেহারাটি ঢেকে রেখেছে। তার চারপাশ ঘিরে চলছে পার্টির জোয়ার-ভাটা আর সে একটি ব্ল্যাকউইডো মাকড়সার মতো সবার অলক্ষিতে স্থির হয়ে বসে রয়েছে।

গুড বয়। চালিয়ে যাও।

ট্রিস্ট্রাম হারউড একজন নির্লজ্জ সুবিধাবাদী। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি এ মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, কথা বলছেন তার ছেলের সঙ্গে, ওখানেই ইভকে সিডিউস করার চেষ্টা করেছিলেন। ইভ তার সঙ্গে একটু খেলাও করেছিল, পরে তার নানী এসে বাগড়া দেন।

'ও একজন বিবাহিত পুরুষ, ইভ, এবং কোম্পানির জন্য বিরাট অ্যাসেট। ওর ধারেকাছেও ঘেঁষার চেষ্টা করবে না। খবরদার।'

বোকা বুড়ি। ইভ ব্ল্যাকওয়েলের বয়েই গিয়েছিল সাদাসিধা, ব্যক্তিত্বহীন ট্রিস্ট্রাম হারউডের সঙ্গে প্রেম করতে।

এমন সময় বারান্দায় আবির্ভূত হলো লেক্সি। সে লন ধরে ছুটতে ছুটতে এসেছে,

তাকে ধাওয়া করেছে অসম্ভব সুদর্শন এক তরুণ। লেক্সি খুব হাসছে। তার গালের মসৃণ, দাগশূন্য ত্বক লালচে রঙ ধারণ করেছে। ইভের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল, একই সঙ্গে ঘৃণার একটা বল পাকিয়ে উঠল ওখানটায়। যেন পঁচিশ বছর বয়সী নিজেকেই সে দেখছে আয়নার সামনে।

ও দেখতে অবিকল আমার মতো হয়েছে। ও আমার রূপ চুরি করেছে। কেড়ে নিয়েছে যৌবন। আমার শক্তি। আমার কাছ থেকে যা যা কেড়ে নেওয়া হয়েছে সবকিছুই ওই বিকলাঙ্গটিকে দেওয়া হয়েছে। অ্যালেক্সের ডিম।

'হোলি মলি,' ট্রিস্ট্রাম হারউডের কানে ফিসফিস করল লোগান মার্শাল। 'দ্যাখো, মেয়েটা কী দ্রুত বড় হয়ে গেছে!'

ওদের দেখাদেখি ম্যাক্সও তাকাল তার খালাতো বোনের দিকে। লেক্সিকে সত্যি দারুণ লাগছে। পিটার আংকেলের কিনে দেয়া ড্রেসটি ওর কিশোরী দেহের সঙ্গে চমৎকার খাপে খাপ মিলে গেছে। কেট ব্ল্যাকওয়েলের হিরে বসানো চিরুনি ওর মাথায়, ঝলমলে কেশরাজি আলগাভাবে লুটাচ্ছে কাঁধে এবং মুখের দুই পাশে। অপরূপ! কাজিনের এ রূপ যৌন উত্তেজিত করে তুলল ম্যাক্সকে।

আমি ওকে ঘৃণা করি।

এমন সময় বোট হাউস থেকে হুড়মুড় করে কিছু ভেঙে পড়ার বিকট আওয়াজে সবার মনোযোগ ওইদিকে কেন্দ্রীভূত হলো।

রোগাপটকা, সোনালি চুলের এক লোক, আশ্চর্য একজোড়া ঢ্যাঙা পায়ের অধিকারী, গলায় লম্বা লেন্সের ক্যামেরা ঝুলছে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে জেটির দিকে চলেছে। বোট হাউজের ভাঙা ছাদ এবং ঘাসের বুকে ছড়িয়ে থাকা জঞ্জাল দেখে অনুমান করা যায় সে চাঁদওয়ারির কোথাও লুকিয়ে ছিল এবং ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেছে নিচে।

'সিকিউরিটিকে খবর দাও!' ঘরের ভেতর থেকে থমথমে চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এলেন পিটার টেম্পলটন। 'কেউ লোকটাকে ধরো!'

'ডোন্ট ওরি, ড্যাডি,' বলল লেক্সি, ডেনি কোরেত্তি ততক্ষণে তার জন্য অপেক্ষমান একটি মোটরবোটে উঠে রাতের আঁধারে হারিয়ে গেছে। 'ওই লোকটা সম্ভবত পাপারাজ্জি। এদের আচরণ আমার গা সওয়া হয়ে গেছে।'

'কিন্তু ওদের আচরণ তোমার গা সয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি,' বললেন পিটার। ট্রিস্ট্রাম হারউডের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন, 'ওই হারামজাদাগুলো আমার মেয়ে যেখানেই যায় সেখানেই হায়েনার পালের মতো ছোঁক ছোঁক করতে থাকে। খুবই অসম্মানজনক।'

লেক্সির ওপর আঠার মতো লেগে রয়েছে ম্যাক্সের নজর।

অসম্মানজনক? ছাতা। মেয়েটা তো এ ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছে।

ধোপদুরস্ত ইউনিফর্ম পরা এক বাটলার উদয় হলো লিভিং রুম থেকে।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান। ডিনার পরিবেশিত হয়েছে।'



রোবি তার গডফাদার বার্নি হান্টের পাশে বসে আছে। বার্নি জানতে চাইলেন, 'আজ রাতে কি তোমার কোনো প্লে শুনতে পারি? বিখ্যাত রবার্ট টেম্পলটনের কাছ থেকে লাইভ রিসাইটাল?'

রোবি ব্ল্যাকফরেস্ট আইসক্রিম চামচে ভরে নিয়ে মুখে ঢোকাল, দৃঢ়ভঙ্গিতে ডানে-বামে মাথা নাড়ল।

'নো ওয়ে। আমি এসবের মধ্যে নেই। তাছাড়া বাবা আমার মিউজিক শুনতেও চাননি। কাকে নাকি পুরো কোরিওগ্রাফির দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি প্লে করতে গিয়ে বাবাকে আপসেট করতে চাই না। তাছাড়া আপনি জানেন আমার এখানে আসাটাই তিনি ঠিক মেনে নিতে পারেন নি।'

মজা করে কথাটা বললেও রোবির করুণ সুর মোটেই নজর এড়াল না বার্নির।

'আরে, এসব কী বলছ। তোমার বাবা তোমাকে ভালোবাসে। সে শুধু...'

'প্রার্থনা করেছিলেন আমি যেন সমকামী না হই। জানি আমি।'

লিসা ব্যাবিংটন, লেক্সির অপরূপ সুন্দরী বান্ধবী, রোবির দুই টেবিল থেকে দূরে, ওকে লক্ষ করে মদালসা ভঙ্গিতে চোখ মারল।

'দেখে মনে হচ্ছে তোমার বাবাই শুধু রমনী মোহন নন,' লিসার চোখ টেপার দৃশ্যটি দেখে ফেলেছেন বার্নি। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে?'

হতাশ দেখাল রোবিকে। 'না। যতবারই ওর সঙ্গে কথা বলতে গেছি হয় কেউ ওকে ডান্স করার জন্য টেনে নিয়ে গেছে কিংবা ছবি তুলবার জন্য। আমি কাল সকালেই প্যারিস চলে যাব। কিন্তু ওর সঙ্গে এখন পর্যন্ত দেখাই হলো না।'

বার্নি টপ টেবিলের দিকে তাকালেন। লেক্সির আসন শূন্য।

'হুমম। বুঝতে পারছি।'

বোট হাউজের মেঝেয়, ক্রিশ্চিয়ান হার্লের শরীরের নিচে শুয়ে হতাশ না হওয়ার চেষ্টা করছে লেক্সি।

এটাই কি সেটা? আমি এর জন্য গত দুই বছর ধরে অপেক্ষা করছি?

ও আশা করেছিল... *ঠিক কী আশা করেছিল সে?* ব্যথা। বইতে তাই লেখা আছে। তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা যা সারাজীবন সে মনে রাখবে। এবং সে ব্যথাটা দেবে ক্রিশ্চিয়ান হার্লে, এক্সিটার স্কুলের সবচেয়ে বড় মাছ, যে তরুণটি চোদ্দ বছর বয়স থেকে লেক্সির শয়নে-স্বপনে সর্বদা জাগ্রত ছিল।

লেক্সির অপহরণের পরে মনোবিজ্ঞানীরা পিটারকে বলেছিলেন যৌন নির্যাতনের ট্রমা সারাজীবন ভোগ করতে হবে ওকে।

'ও হয়তো বিয়ে করবে। সন্তানের মা-ও হবে। তবে ওর যৌন সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে উঠবে এ ভাবনা নিতান্তই অবান্তর।' কিন্তু ওঁরা আরেকবার লেক্সির ইচ্ছাশক্তিকে ছোট করে দেখেছিলেন।

ও সেক্স উপভোগ করবে।

অবশ্যই করবে।

শুয়োরটাকে আরেকবার জয়ী হতে দেবে না লেক্সি।

তাহলে সে ক্রিশ্চিয়ানের সঙ্গে শুয়ে এমন বিশ্রি হতাশ বোধ করছে কেন?

ওর ভেতরে পুরুষাঙ্গ ঢুকিয়ে রেখেছে ক্রিশ্চিয়ান, কনুইতে ভর করে উঁচু হলো যাতে লেক্সির ওর মুখ দেখতে পায় এবং ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারে কী বলছে সে। তার কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে। গাল হয়ে আছে গাজরের মতো লাল। দেখতে মোটেই ভালো লাগছে না।

'মজা পাচ্ছ তো, বেবি?'

ডিয়ার গড, ও কি আমার সঙ্গে কথা বলছে? এসব প্রশ্নের মানে হয়?

মাথা ঝাঁকাল লেক্সি, হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে টেনে নিল বুকের ওপর। ইন্টারনেটে টমি লীর সঙ্গে পামেলা অ্যান্ডারসন মিলিত হওয়ার সময় যেমন মোচড় খাচ্ছিলেন সে-ও ওরকম মোচড় দিল এবং ভারী নিশ্বাস ফেলার চেষ্টা করল। ক্রিশ্চিয়ান নিশ্চয় অন্য কোনো সেক্স টেপ দেখে কৌশল শিখে এসেছে। সে অদ্ভুত সব কাণ্ড করতে লাগল। সার্কুলার মোশনে লেক্সির শরীরে বারবার প্রবেশ করতে লাগল। কিন্তু লেক্সি মোটেই মজা পাচ্ছিল না। সে ক্রিশ্চিয়ানের মাথার ওপর দিয়ে বোট হাউজের ভাঙা ছাদ দেখছিল। ওখান থেকেই পাপারাজি বেচারা হুড়মুড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল।

আহা বেচারার না জানি কত লেগেছে। আশা করি ও এখন সুস্থ আছে।

ছাদের ফুটো দিয়ে তারা দেখছে লেক্সি। টের পেল ক্রিশ্চিয়ানের নিতম্ব এবং পেটের পেশি শক্ত হয়ে গেছে, তারপর ঢিল পড়ল পেশিতে। দুই উরুর ফাঁকে উষ্ণ, ভেজা স্পর্শটি ওকে বিজয়িনীর অনুভূতি এনে দিল মনে।

গুডবাই ভার্জিনিটি! আমি তোমাকে মিস করব না। কয়েক সেকেন্ড পরে নক্ষত্রের আলোটা যেন ম্লান হয়ে এলো। কাঁপতে শুরু করল লেক্সি।

'কী হলো?' হাঁপাচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান। 'এই তুমি ঠিক আছ তো?'

ক্রিশ্চিয়ান ওর দিকে তাকিয়ে আছে, কথা বলছে ওর সঙ্গে। কিন্তু লেক্সি ওর ঠোঁটের

ভাষা পড়তে পারছে না কিংবা চেহারায় উদ্বেগ ভাবটাও লক্ষ করছে না। সে ওখানে দেখতে পেল শুয়োরের মুখোশ।

একটা কথা কাউকে বলেছ কী তোমাকে জবাই করব।

চিৎকার দিল লেক্সি।

ভয় পেল ক্রিশ্চিয়ান হার্লে। লেক্সির চিৎকারটা অস্বাভাবিক এবং ক্রমে জোরালো হয়ে উঠছে। ও চিৎকার থামাচ্ছেই না।

ওর কী হয়েছে? একটু আগেও বড়শিতে গাঁথা মাছের মতো আমার শরীরের নিচে ছটফট করছিল। আর এখন এমন আচরণ করছে যেন ওকে রেপ করেছি।

'থামো, লেক্সি। প্লিজ। কেউ শুনে ফেলবে।'

কী করবে বুঝতে না পেরে সে লেক্সির মুখ চেপে ধরল জোরে।

কাজ হলো। থেমে গেল চিৎকার। লেক্সি ঢুলুঢুলু চোখে দেখল অদৃশ্য হয়ে গেল শুয়োরের মুখোশ। দেখল তার দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্রিশ্চিয়ান হার্লে।

তুমি স্রেফ একটি বালক মাত্র। আমার মতোই তুমি ঘাবড়ে যাও এবং ভয় পাও।

আমি তোমার মধ্যে কী দেখেছিলাম?

সিধে হলো লেক্সি, নিরবে জামাকাপড় পরে বেরিয়ে গেল বোট হাউজ থেকে।



চিন্তিত দেখাচ্ছিল পিটারকে। 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে? র‍্যাচেল বলল তুমি লেডিস রুমে গেছ। তারপর থেকে তোমার নাকি আর পাত্তাই নেই।'

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে চিহ্ন দেখাল লেক্সি। 'আমি হাঁটতে গেছিলাম। একটু তাজা বাতাস দরকার ছিল আমার, ব্যস এর বেশি কিছু নয়। র‍্যাচেল বড্ড বেশি চিন্তা করে আমাকে নিয়ে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। এক্ষুনি নাচ শুরু হবে। তুমি আর ম্যাক্স নাচলে সবাই খুব মজা পাবে।'

বাপের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল লেক্সি। 'আমি আর ম্যাক্স?'

'তোমরা শত হলেও জয়েন্ট হোস্ট।'

'ও একটা অদ্ভুতুড়ে।'

'আহ্, লেক্সি এসব বলে না। ও তোমার কাজিন।'

'নো, নো ওয়ে। আমি ভাইয়ার সঙ্গে নাচতে পারি না? সে আমার ভাই।'

এবারই প্রথম নয় যে বেশিরভাগ মানুষ সাইন ল্যাংগুয়েজ বুঝতে পারে না বলে স্বস্তি বোধ করলেন পিটার টেম্পলটন। মাঝে মাঝে লেক্সি এমন নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে আর জিদ্দি, সামাল দেওয়া মুশকিল। ও হয়তো বধির বলে খুব হতাশায় ভুগছে। তবু এ ব্যাপারটি মাঝে মাঝে বড়ই বিব্রত করে তোলে পিটারকে।

'রোবি পিয়ানো বাজাচ্ছে। তোমার বার্নি আংকেল ওকে ধরে এনে বসিয়ে দিয়েছেন পিয়ানোর সামনে। ওই দ্যাখো, ম্যাক্স আসছে। সাবধান, লেক্সি, কোনো রকম সিন ক্রিয়েট কোরো না।'

বদ্ধ একটি জায়গায় প্রচুর লোকের আগমনে পরিবেশটা হয়ে গেছে গুমট। ম্যাক্স তার টাই এবং জ্যাকেট খুলে ফেলেছে, শার্টের আস্তিন কনুই পর্যন্ত গোটানো। রোদে পোড়া চামড়া আর কুচকুচে কালো চুলের জন্য ওকে লাগছে একটা জলদস্যুর মতো।

শুধু দুই দাঁতের সারির ফাঁকে একধারী তলোয়ার কামড়ে ধরা নেই।

'আমার সঙ্গে নাচবে?' খুব আস্তে বলল ম্যাক্স যেন অতি সাধারণ কথাও বুঝতে পারে না লেক্সি। জানে এভাবে কথা বললে খুব বিরক্ত হয় লেক্সি এবং ওর চোখে ক্রোধ

ফুটে উঠতে দেখে বেশ আমোদ পেল ম্যাক্স। লেক্সির হাত ধরে নিয়ে চলল ডান্স ফ্লোরে। পিটারের কাছ থেকে ইশারা পেতেই স্ট্রাউসের 'ব্লু দানিউব' ওয়ালজের সুর বাজাতে শুরু করল রোবি।

লেক্সি এ ব্যাপারে সচেতন যে ম্যাক্স যে ওকে নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে সারা ঘরে ঘুরে ঘুরে নাচছে তা শত শত চোখ দেখছে। সে নাচানাচি একদমই পছন্দ করে না। সে বধির এবং মিউজিক শুনতে পায় না বলে অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে পার্টনারের ওপর তাকে অনেক বেশি নির্ভরশীল হতে হয়। বিশ্বাস করতে হয়। কিন্তু ম্যাক্স ওয়েবস্টারকে একদমই বিশ্বাস করে না লেক্সি।

'জাস্ট রিল্যাক্স। আমার গায়ে হেলান দিয়ে থাকো।'

প্রতিটি শব্দ সে অতিরিক্ত স্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করল।

লেক্সি মনে মনে তখন বলছে *আমি তোমাকে ঘেন্না করি!* ম্যাক্সের গায়ে সেঁটে আছে বলে শরীরের গন্ধ পাচ্ছে। ঘাম আর আফটার শেভের গন্ধ। আতঙ্কবোধ হলো লেক্সির যখন উপলব্ধি করল তার ভেতরে জেগে উঠছে কামনা। *ক্রিশ্চিয়ান হার্লে কেন আমাকে এভাবে উত্তেজিত করে তুলতে পারেনি? আমার সমস্যাটা কী?*

ওয়ালজের প্রথম পর্ব শেষ হলো। রোবি আরেকটি সুর বাজাতে শুরু করল এবং জুটিরা দলে দলে ছুটে এলো ডান্স ফ্লোরে। লেক্সি চলে যাচ্ছিল, ওকে টেনে ধরল ম্যাক্স।

'এসো, আরেকবার নাচি।'

এটি কোনো অনুরোধ নয়, আদেশ। লেক্সি গভীরভাবে চিন্তা করছিল চলে যাবে কিনা, কিন্তু ইতোমধ্যে বাজনার তালে ওদের শরীর নড়তে শুরু করেছে। ম্যাক্স ওকে টান মেরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল যাতে লেক্সি ওর লিপস পড়তে পারে।

'আমি জানি তুমি কোথায় গিয়েছিলে।'

লেক্সি কোনো জবাব দিল না।

'তোমার গা থেকে ভক ভক করে সেক্সের গন্ধ বেরচ্ছে।'

কথাগুলো এমনই অপ্রত্যাশিত, লেক্সি প্রথমে ভাবল ও বোধহয় বুঝতে ভুল করেছে।

'কী?'

'কে ছেলেটা? আমার চেনা কেউ?'

এবারে আর বুঝতে ভুল হলো না। ম্যাক্সের মুখে বিদ্রূপের হাসিতে হাজারটা শব্দ প্রকাশ হয়ে গেছে।

'অনুমান করি? ক্রিশ্চিয়ান হার্লে। ঠিক বলেছি না? সবাই জানে ক্লাস সেভেন থেকে তুমি ওই নিয়ানডারথালটার জন্য তাতিয়ে আছ।'

রাগে মুখ লাল হয়ে গেল লেক্সির। *সবাই জানে? কীভাবে?*

'হয়তো আমি খুব দ্রুত উপসংহার টেনে ফেললাম। অন্য কেউও হতে পারে, কী? তুমি তো তোমার মায়ের মতোই একটা নোংরা মেয়ে মানুষ।'

ওর এতবড় সাহস আমার মাকে নিয়ে কথা বলে! লেক্সি রীতিমতো অসুস্থবোধ করল। এবং ভীষণ অপমানিত। গা মুচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল ও কিন্তু লোহার মতো শক্ত ম্যাক্সের মুঠো। ওর হাতের ঘষায় লেক্সির কব্জি জ্বলছে।

'আমি যদি তোমার বাবাকে বলে দিই তার ছোট্ট রাজকুমারীটি আজ রাতে কী করেছে?' বিদ্রূপের সুরে বলল ম্যাক্স।

'একটা কাজ করো, চলো নির্জন কোথাও যাই। সেখানে তুমি আমার জিনিসটা ভদ্র ছোট্ট মেয়ের মতো চুষে দেবে। তাহলে আমি সব কথা ভুলে যাব।'

হেসে উঠল ম্যাক্স, হাসতে হাসতে লেক্সিকে ধরে সে বারবার ঘোরাতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে বমি এসে গেল লেক্সির। এমন সময় কে যেন ওর পিঠে টোকা দিল। ওর বান্ধবী ডোনা মাস্ত্রোনি।

থ্যাংক গড!

'লেক্সি, তোমার সঙ্গে এক লোক দেখা করতে এসেছে। বলছে জরুরি। সিকিউরিটি তাকে গেটে আটকে দিয়েছে কিন্তু সে যেতে চাইছে না।'

ডোনা যেহেতু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, লেক্সিকে ছেড়ে না দিয়ে উপায় রইল না ম্যাক্সের।

ম্যাক্সের দিকে একবার প্রচণ্ড ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডোনার পেছন পেছন এগোল লেক্সি।

লোকটি বেঁটে, ফ্যাকাসে গায়ের রঙ। বয়স পঞ্চান্ন/ছাপ্পান্ন, গায়ে সস্তা, চকচকে নীল সুট। জুতোজুড়ো অনেক পুরনো, দু'এক জায়গায় ছিড়েও গেছে। নিজেকে পরিচয় দিল টমি কিং বলে, লেক্সির হাতে একটি অতি সস্তা বিজনেস কার্ড ধরিয়ে দিল।

King and Associates
investigations
(2/2) 965 1165

চারপাশে একবার তাকিয়ে লেক্সি দেখে নিল কেউ তাকে লক্ষ করছে কিনা। ফিসফিসিয়ে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা যাবে না। খুব বিপজ্জনক জায়গা।'

সিকিউরিটি গার্ডদের শ্যেন চক্ষু এড়িয়ে অনেক দূরে একটি নির্জন জায়গায় টমি কিংকে নিয়ে এলো লেক্সি।

'আপনি কাজটা করতে পারবেন?'

হাসল টমি কিং। আঁকাবাঁকা দাঁতের সারির বেশিরভাগ এনামেল দিয়ে বাঁধানো।

'আমি কাজটা করতে পারব, প্রিন্সেস। তবে সময় লাগবে। আপনি আমাকে বেশি সময় কিন্তু দেননি।'

লেক্সি ভনিতা না করে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'কত দিতে হবে?'

'প্রতিদিন একশো ডলার। আমরা মাসিক বিল করি। প্রতি মাসের শেষে আপনি একটি প্রোগ্রেস রিপোর্ট, ছবিসহ আমরা প্রয়োজনীয় যেসব তথ্য জোগাড় করতে পারব সব আপনাকে পৌঁছে দেব। তবে যাতায়াত খরচা আলাদা।'

লেক্সি সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা দোলাল।

'শুরু করার জন্য আগাম কিছু টাকা লাগবে আমার। সাতশো, সে সঙ্গে যাতায়াত খরচ পাঁচশো।'

'আজ আপনাকে পাঁচশো দিতে পারব। এর বেশি পারব না। আপনার প্রথম রিপোর্টটি হাতে পেলেই বাকি টাকা দিয়ে দেব।'

মুখ গোমড়া করে ফেলল টমি কিং। ধনী লোকদের বাচ্চাগুলো এরকম কিপটা হয় কেন? লেক্সির পরনের ড্রেসটার দাম তার অ্যাপার্টমেন্টের চেয়েও বেশি। তবে টমি কিং ঠিক করল সে লোভ দেখাবে না। ঠিকমতো হাতের তাস খেলতে পারলে এবং আসল জিনিস বের করা গেলে ব্ল্যাকওয়েল মেয়েটাকে যত ইচ্ছা দুইয়ে নিতে পারবে সে।

'ঠিক আছে। পাঁচশোই সই। টাকাটা এনেছেন?'

ড্রেসের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল লেক্সি। ব্রার নিচে গোল করে মুড়ে রাখা এক তাড়া নোট বের করে টমির ঘেমো হাতে গুঁজে দিল।

লোকটা চলে যাওয়ার পরে ও ভাবল *কাজটা কী ঠিক করলাম? সে যদি টাকা নিয়ে ভেগে যায় এবং আর কোনোদিন এমুখো না হয়?*

কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে উপায়ও ছিল না। হাত খরচ, জন্মদিন এবং ক্রিসমাসে উপহার পাওয়া অর্থ একটি গোপন অ্যাকাউন্টে জমিয়েছে লেক্সি। এখন ওর নিজের নামে ত্রিশ হাজার ডলারেরও বেশি আছে। বিরাট অঙ্কের কিছু নয়। তবু মন্দও নয়।

সময় এসেছে।

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও, শূকর।



কারাগারের একটি আকস্মিক সাক্ষাৎ গেব ম্যাকগ্রেগরের জীবনটাই বদলে দিল।

বিলি এবং ওয়ার্মউড স্ক্র্যাবস ড্রাগ প্রোগ্রামের তরুণ জেলখানার ডাক্তারদেরকে ধন্যবাদ দিতেই হয়, তাদের কারণেই জীবনে এই প্রথম গত তিন বছর ধরে মাদকমুক্ত সে। তবে লোভের হাতছানি সব জায়গায়। গেব ব্লিচিং পাউডার গিলে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল কারণ ভেবেছিল এখানে সে হেরোইন জোগাড় করতে পারবে না। তবে সত্য হলো এই যে হেরোইনের অভাব নেই যদি সঠিক মানুষদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ থাকে।

প্রিজন ডক্টরটি গেবকে পছন্দ করতেন। রোগীর শারীরিক দুর্বলতার কথা চিন্তা করে তিনি তাকে কারাগারের লাইব্রেরিতে বইয়ের ক্যাটালগ তৈরির কাজে লাগিয়ে দিলেন।

'এই আবর্জনার মধ্যে এটি একটি ভালো জায়গা। চুপচাপ, ভালো লোকজন, কোনো আজেবাজে মানুষ ঝামেলা করে না। এখানে কাজ করে তুমি টাকা পাবে, ব্যস্তও থাকবে।'

গেব খুব কৃতজ্ঞবোধ করল। এরকম একটি কাজ পাইয়ে দিতে তাঁকে নিশ্চয় বিভিন্ন জায়গায় দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরে লাইব্রেরির কাজটি গেবের কাছে একঘেয়ে লাগতে শুরু করল এবং মনে হলো বর্ণনানুক্রমিকভাবে লেখক, বইয়ের নাম ও বিষয়ের নাম লিখতে লিখতে ওর আত্মাও ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

'তোমাদের মতো স্টাফদের নিয়ে এটাই সমস্যা। কোনো কল্পনাশক্তি নেই।'

ঘুরল গেব। মোটা মোটা বই রাখা একটি ফরমিকা টেবিলে, ওর পেছনে বসে আছে ছোটখাটো গড়নের মধ্যবয়স্ক একদল মানুষ। মাথা ভরা টাক তার, নাকের নিচে চার্লি চ্যাপলিন টাইপের ঘন, কালো গোঁফে অন্য কোনো শতকের মানুষ বলে মনে হচ্ছে, যেন কোনো মিউজিক পারফরমার অথবা ভিক্টোরিয়ান সার্কাসের মিউজিশিয়ান।

'মাফ করবেন? আপনি কি আমাকে কিছু বললেন?'

'ইয়েস জক। আমি তোমাকেই বলতেছি।' লোকটির উচ্চারণে আঞ্চলিকতার ছাপ স্পষ্ট। 'প্রতিদিন তুমি এখানে আসো কিন্তু একদিন তো বইয়ের একটা পৃষ্ঠাও তোমাকে পড়তে দেখলাম না।'

'আমি আসলে বইটই তেমন পড়ি না।'

হেসে উঠল লোকটা।

'বসো, জক। একটা চেয়ার টাইনা নেও।'

চারপাশে চোখ বুলাল গেব। দুই লাইব্রেরিয়ান যে যার কম্পিউটারে মগ্ন। কাজের সময় গেবের কথা বলার অনুমতি নেই। আসলে লাইব্রেরিতে বসে কারোই কথা বলার অনুমতি নেই। কাজেই কথাবার্তা জলদি সারতে হবে।

'মার্শাল গ্রেশাম,' গেব বসতে হাত বাড়িয়ে দিল টাক মাথা।

'গেব ম্যাকগ্রেগর।'

'একটা প্রশ্ন করি, গেব ম্যাকগ্রেগর। তুমি আমাকে এইখানে অনেকদিন আসতে দেখছ, ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল গেব।

'কখনো জানতে ইচ্ছে করেনি আমি কেন এইখানে আসি? ওই বিরক্তিকর চেহারার বইগুলার মইধ্যে কী খুঁজি?'

'না, জানতে ইচ্ছে করেনি,' স্বীকার গেল গেব।

গেবের ধূসর চক্ষুর সঙ্গে মার্শাল গ্রেশামের নীল চোখের যেন মিলন ঘটল। মার্শালের চোখজোড়া অদ্ভুত। ঝকঝক করছে, যেন সাগরের গা থেকে ঠিকরে পড়ছে রোদ এবং তাতে আত্মবিশ্বাস ভরপুর।

'বলব তোমায়, বলি?' বলল মার্শাল। 'আমি আমার আপিল নিয়ে কাজ করতেছি। আগে আইন-কানুন সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। এখন বইপত্র পইড়া জানতে পারছি। আমার উকিল এখন আমাকে একটা কিছু বানাইয়া বললেই তা আর বিশ্বাস করব না। আচ্ছা, ম্যাকগ্রেগর, তোমার উকিলের কী অবস্থা বলো। সে তোমার মুক্তির ব্যাপারে কী কাজ করতেছে? তার কাছ থেকে নিয়মিত খবরাখবর পাইতেছ?'

মাইকেল উইলমর্ট। ক্রাইস্ট। লোকটার কথা তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিল গেব। নেশা-ভাং এবং এ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার প্রাণপণ প্রচেষ্টায় অন্য কিছু মনেই পড়েনি ওর।

মার্শাল গ্রেশাম তার ঝোপের মতো কালো ভুরু তুলে বলল, 'আমি নিশ্চিত তোমার উকিল এখন তার বউয়ের হাতের বানানো স্টেক এবং কিডনি পুডিং খাইতে ব্যস্ত।'

গেব প্রথম যে কাজটি করল তা হলো মাইকেল উইলমটকে বরখাস্ত করা। দ্বিতীয় কাজ হলো সে নিজের অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে যারা ওকে সাহায্য করতে পারবে এরকম প্রত্যেকের কাছে চিঠি লিখল নতুন আইনজীবী নিয়োগ করার জন্য অর্থ চেয়ে। খুবই সাধারণ একটি চিঠি লিখল ও, তাতে প্রিজন ডক্টরের দস্তখত রইল যেখানে বলছে ও এখন মাদকমুক্ত এবং সম্পূর্ণ নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চায়। বানান-টানানগুলো মার্শাল গ্রেশাম ঠিক করে দিল। এ চিঠি সেসব লোককে পাঠানো হলো যারা মাদক নেয় না এবং যাদের ক্রিমিনাল কোনো রেকর্ড নেই বলেই ও জানে।

থেরেসি, ওর সর্বশেষ গার্লফ্রেন্ড, যে গেবকে লাথি মেরে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল টাকা চুরির অপরাধে, সে ওকে এক হাজার পাউন্ড পাঠাল।

'তুমি যা চাও তা-ই হতে পারবে, গ্রেব্রিয়েল। আমি যেন তোমাকে নিয়ে গর্ব করতে পারি।'

মেয়েটির চিঠি পেয়ে চোখে জল এসে গেল গেবের।

আরও অর্থ সাহায্য আসতে লাগল, লন্ডনের বন্ধুরা (বেশিরভাগ মহিলা) শত শত গিফট পাঠাল, স্কটল্যান্ডের পুরনো সঙ্গীরা ছোট অঙ্কের চাঁদা দিল, আবার গেবের চোখে এনে দিল অশ্রু। *এ লোকগুলোর কিছুই নেই। আমাকে সাহায্য করার মতো ক্ষমতা নেই এদের। তবু এরা আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে।* গেবের মা অ্যান, যার সঙ্গে গেবের যোগাযোগ নেই প্রায় দুই বছর, তিনি একটি কার্ডে পঞ্চাশ পাউন্ড পাঠিয়ে শুধু একটি লাইন লিখে দিলেন 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' গেব যে কারাগারে আছে তা নিয়ে একটি কথাও লেখেননি তিনি। ওকে কোনোরকম ভর্ৎসনাও করেননি।

আমিও তোমাকে ভালোবাসি, মা। একদিন তোমার ভালোবাসার প্রতিদান আমি দেব।

দিন দিন টাকা আসছে সে সঙ্গে ড্রাগসের নেশা থেকে মুক্ত হচ্ছে গেব, মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক আশা এবং বিশ্বাস তার মধ্যে ফিরে আসতে লাগল। ক্লেয়ার, লন্ডনে প্রথম যার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল গেবের, একজন আইনজীবী, সে লিখল

'আমি একজন বিখ্যাত ক্রিমিনাল লইয়ারকে চিনি, আংগাস ফ্রেজার। আমার কাছে তার একটি দেনা আছে। দেখি ওকে দিয়ে তোমার জন্য কী করতে পারি।'

আংগাস ফ্রেজার খুবই প্রতিভাবান একজন আইনজীবী। লোকটা দেখতে সুদর্শন, পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক, সে বিচারকদেরকে নিয়ে 'ক্রীড়া' করে যেভাবে গেব ম্যাকগ্রেগর খেলা করে মহিলাদেরকে নিয়ে। আংগাস ফ্রেজার যখন আদালতে তার বক্তব্য শেষ করল, আপিল কোর্ট জাজ ভাবতে শুরু করলেন সম্ভবত গেবের আর কারাগারে থাকাই উচিত নয়। যে লোকটার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল গেব তারই বরং জেল হওয়া উচিত ছিল। কারণ ওই লোকটাই তো এই উজ্জ্বল, প্রতিশ্রুতিশীল, সংকল্পবদ্ধ তরুণের জীবনটাকে নিজের খেয়ালে নষ্ট করে দিচ্ছে। এই তরুণের অপূর্ব সুন্দর অসংখ্য বান্ধবী এসে ভরিয়ে দিয়েছে আদালতের পাবলিক গ্যালারি। এরকম একজনকে দীর্ঘদিন জেলে রাখাটা অনুচিত।

গেবের শাস্তি দশ বছরে নামিয়ে আনা হলো। আংগাস ফ্রেজার ওকে বলল, 'তুমি ইতোমধ্যে চার বছর জেল খেটেছ। ভালো আচরণ করলে আগামী তিন বছরের মাথায় ছাড়া পেয়ে যাবে।'

তিন বছর! মাত্র তিন বছর। নতুন গেবের জন্য এটা কিছুই নয়। ছত্রিশ মাস।

'আমি আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব জানি না, মি. ফ্রেজার। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আপনার পুরো পারিশ্রমিক দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই।'

হাসল আংগাস ফ্রেজার। সে একজন ধনবান মানুষ, এক্স মাদকসেবীদের জন্য সে ফ্রিতে কোনো কাজ করেও দেয় না। তবে গেবের ক্ষেত্রে স্বয়ং ক্লেয়ার ম্যাককনম্যাক ওকে অনুরোধ করেছিল। তাছাড়া এ ছেলেটার মধ্যে কিছু একটা আছে...' ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে গেব ম্যাকগ্রেগরকে দেখে আংগাস ফ্রেজারের মনে হয়েছে বেঁচে থাকাটা খুব আনন্দময়।

সে বলল, 'ও নিয়ে ভেবো না, গেব। তুমি একদিন নিশ্চয় আমার পাওনা শোধ করে দিতে পারবে।'

'জি, স্যার। আমি দেব। আমার মৃত বাবার নামে শপথ করে বলছি, আমার কাছে আপনার যা পাওনা তার দশগুণ আমি শোধ করব। একদিন।'

প্রতারণার দায়ে জেল খাটতে হচ্ছে মার্শাল গ্রেশামকে।

'কত টাকা চুরি করেছ তুমি?'

গেব ম্যাকগ্রেগর ছাড়া অন্য কেউ এ প্রশ্ন করলে চটে যেত মার্শাল। কিন্তু গেবের সঙ্গে এখন তার খুব বন্ধুত্ব।

'আমি কোনো টাকা চুরি করিনি গেব্রিয়েল। এজন্যই আমার সাজার বিরুদ্ধে আপিল করছি।'

'কত টাকা?'

মুখে গর্বের হাসি ফুটল মার্শালের।

'দুইশ ষাট মিলিয়ন।'

পুরো এক মিনিট নিশ্চুপ হয়ে রইল গেব।

'তুমি কোন ব্যবসায় আছ, মার্শাল?'

'প্রপার্টি।'

আরেক মিনিট নীরবতা।

'মার্শাল?'

'উ?'

'আমি প্রপার্টি বিজনেস সম্পর্কে জানতে চাই। আমাকে শেখাবে?'

'কেন গেব্রিয়েল!' মার্শাল গ্রেশামের ঝকমকে নীল চোখ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। 'অতি আনন্দের সহিত শেখাব।'



ছত্রিশ মাস হঠাৎই মনে হলো ছত্রিশ মিনিট।

শেখার এত কিছু রয়েছে অথচ হাতে সময় বড্ড কম। ইনডিসিস, ইন্টারেস্ট রেট, প্রাইস পার স্কোয়ার ফুট, বিল্ডিং কস্ট, প্ল্যানিং ল। পড়া আর ফুরোয় না এবং গেবের কাছে এটা শুধু নতুন একটি ভাষা শিক্ষা নয়, চিন্তা করার একদম নয়া একটি রাস্তা। সে মার্শাল গ্রেশামের পরামর্শ তৃষ্ণার্তের মতো পান করে। মার্শালের ঠোঁট থেকে প্রতিটি শব্দ নিসৃত হয়, যেন টাকা পড়ছে, শোনাচ্ছে আশার কথা। গেব তার ভবিষ্যতের রক্তমাংসের একটি কাঠামো দেখতে পায়।

'লোকেশন। এইটা একটি প্রধান বিষয়।' বলে মার্শাল। 'আমি যদি ধ্বংসস্তূপ দিয়া শুরু করতে যাইতাম লন্ডনের ধারেকাছেও থাকতাম না।'

গেব কথা বলছে না তবে তার মুখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। কেন?

'ওভার ইনফ্লেটেড। আর আছে রাশিয়ানরা। প্রবেশের অনেক বাধা। সত্যি বলতে, ইউকে-র কথা আমি মাথাতেই আনতাম না। এবং আমেরিকাও নয়। তোমার এমন একটি মার্কেট দরকার হবে যেটি এখনও আপ অ্যান্ড কামিং। কোনো কর্মোদ্যোগের শুরুতেই তাতে যোগ দাও যেমনটি আমি করেছি।

কোনো কর্মোদ্যোগের শুরুতেই তাতে যোগ দাও।

তা দেব বটে। কিন্তু কোথায়? এবং কী নিয়ে?

মার্শাল গ্রেশামের কথা শুনে মনে হয়েছে কাজটা খুব সহজ।

আর্মউড স্ক্র্যাবস লাইব্রেরিতে অনেক কয়েদিই বই পড়তে আসে। তাদের বেশিরভাগ আইনের বই পড়ে। এদের মধ্যে ওপেন ইউনিভার্সিটিতে পড়ার মতো ছাত্রও রয়েছে। অন্যরা উপন্যাসের মধ্যে ডুবে থাকে, কারাগারের অন্ধকার জীবনের বাস্তবতা থেকে রক্ষা পাবার একটি উপায়। গেব শুধু প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট এবং বিজনেস নিয়েই পড়াশোনা করে না, তাকে ইতিহাসের বইও সাংঘাতিক আকর্ষণ করে। বিশেষ করে তার বিখ্যাত পূর্বপুরুষ জেমি ম্যাকগ্রেগরের জীবন।

গেবের গ্রেট-গ্রেট আংকেল এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি নিয়ে প্রচুর বই লেখা

হয়েছে। আমেরিকায়, আবিষ্কার করেছে ও, অনেক অধ্যাপক আছেন যারা তাঁদের গোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড নিয়ে পড়াশোনায়। যেন এটি একটি দেশ অথবা যুদ্ধ অথবা কোনো বিখ্যাত রাজা কিংবা কোনো মহামারী।

আমার বাবা এবং দাদুকে কেন এই জেমি ম্যাকগ্রেগরের ভূতে পেয়েছিল এখন তা আমি অনুমান করতে পারি। ওরা শুধু একা নন, আরও বহু মানুষ আছেন যারা জেমি জাদুতে মুগ্ধ।

গেব জানত জেমি ম্যাকগ্রেগর একজন ব্যক্তি হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর বংশধর ব্ল্যাকওয়েল পরিবার আরও ধনী হয়ে ওঠে। তবে এদের টাকার পরিমাণ এতই বেশি যে ভাবলেই ঝিমঝিম করে ওঠে মাথা। এ যেন ইঞ্চি দিয়ে চাঁদের দূরত্ব মাপার কল্পনা করা কিংবা সমুদ্র সৈকতে কত বালুর দানা আছে তা গুনবার বৃথা চেষ্টা।

তবে টাকার বিষয়টি গেবের ভেতরে আগ্রহের অগ্নি প্রজ্বলন করেনি। এমনকি কোম্পানিও নয় যার বিস্তৃতি গোটা পৃথিবী স্পর্শ করে এখন মহাশূন্যও ছুঁয়েছে ১৯৮০ সালে একটি ফিনিশ স্যাটেলাইট ব্যবসা শুরুর সুবাদে। তাকে আকৃষ্ট করল স্বয়ং মানুষটি– জেমি ম্যাকগ্রেগর।

গেব বই পড়ে জানল ১৮৬০ এর দশকে দারিদ্র্যের কষাঘাত সইতে না পেরে স্কটল্যান্ড থেকে পালিয়ে যান জেমি। লন্ডন থেকে কেপটাউনে পৌঁছাতে তাঁকে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। জেমি ম্যাকগ্রেগরের মতো হাজার হাজার মানুষ ভয়ঙ্কর এ ভ্রমণে খিদে, ক্লান্তি এবং রোগে ভুগে প্রথমেই মারা গেছে, নামিবিয়ার হিরের খনিতে পৌঁছে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন তাদের আর পূরণ হয়নি। দশ লাখে একজনের হয়তো স্বপ্ন পূরণ হয়। আর জেমি ম্যাকগ্রেগরই ছিলেন সেই একজন যিনি অবর্ণনীয় কষ্ট জয় করতে পেরেছিলেন।

স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হওয়ার মাত্র মাসখানেক আগে দক্ষিণ আফ্রিকার এক সাংবাদিক জেমিকে জিজ্ঞেস করেছিল তিনি তাঁর সাফল্যের রহস্য কী বলে মনে করেন।

'ধৈর্য,' জবাব দিয়েছিলেন তিনি। 'এবং সাহস। আমি এমন সব জায়গায় গিয়েছি যেখানে বেশিরভাগ লোকে খুব বিপজ্জনক বলে মনে করত। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবেন না।'

গেব মনে মনে বলল, আমি মার্শাল গ্রেশামকে বিশ্বাস করি এবং আমার মাকে। এবং ক্লেয়ারকে। এবং আংগাস ফ্রেজারকে। যদি আমি এক এবং তিন নম্বর আইন মেনে চলি আমি হয়তো জেমি ম্যাকগ্রেগরের মতো ধনী হতে না পারলেও কাছাকাছি যেতে পারব।

তারপর অকস্মাৎ তার কথাটি মনে পড়ে গেল।

মার্শাল কী বলেছিলেন? *একটি মার্কেট খুঁজে বের করো যেটি এখনও আপ অ্যান্ড কামিং। কোনো কর্মোদ্যোগের শুরুতে তাতে যোগ দাও।*

আর জেমি ম্যাকগ্রেগর কী বলেছেন? *আমি এমন সব জায়গায় গিয়েছি যেখানে বেশিরভাগ লোকে খুব বিপজ্জনক বলে মনে করত।*

হঠাৎ জবাবটি পেয়ে গেল গেব। সে দক্ষিণ আফ্রিকা যাবে। কারণ বর্ণবাদ ভীতির পতনের পরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে দক্ষিণ আফ্রিকান মুদ্রা র‍্যান্ডের মূল্যমান হ্রাস পেয়েছে। কেপ টাউনের সাদা মানুষরা কালো মানুষদের সন্ত্রাসী হামলার ভয়ে বাড়িঘর জমিজমা ফেলে পালাচ্ছে। তারা ভয় পাচ্ছে বিপ্লব ঘটবে।

বিপ্লব ঘটলে আমি সব হারাব। কিন্তু যদি না ঘটে...

অবশেষে একটি পরিকল্পনা করল গেব ম্যাকগ্রেগর। সে ভাগ্য পরীক্ষা করতে আফ্রিকাতেই যাবে।

যেভাবে তার আগে জেমি ম্যাকগ্রেগর গিয়েছিলেন।

সকাল সাড়ে সাতটায় সেন্ট্রাল লন্ডনের টিউবে চড়ে বসল গেব।

সকাল ন'টা নাগাদ তাকে দেখা গেল ১০০ দ্য স্ট্রান্ডের জমকালো বুটস প্রাইভেট ব্যাংকিং অফিসের কাচের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'ক্যান আই হেল্প য়্যু স্যার?'

সিকিউরিটি গার্ড গেবের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যে পরিষ্কার বোঝা যায় ওকে সাহায্য করার কোনো ইচ্ছেই তার নেই এজন্য লোকটাকে দোষ দিচ্ছে না গেব। সে শেভ টেভ করে এসেছে বটে কিন্তু পরনের পাতলা ধূসর জ্যাকেট আর প্রাচীন আমলের বৃষ্টি ভেজা জিনসে তাকে মোটেই কুটস-এর অভিজাত কাস্টমারদের মতো লাগছে না।

আমি তোমার জন্য কুটস এ অল্প কিছু টাকা রাইখা দিছি। শুরু করার জন্য লাগবে।

মার্শাল গ্রেশামের এ হলো টিপিকাল মহত্ত। সে ইতোমধ্যে গেবের জন্য অনেক কিছু করেছে, গেবের মামলা নতুনভাবে শুরু করিয়ে দিয়েছে, প্রপার্টি বিজনেস সম্পর্কে যা জানে সব তাকে শিখিয়েছে। বিলি এবং প্রিজন ডক্টর হয়তো ওকে মাদকাসক্তি থেকে ফিরিয়ে এনেছে তবে আসল কাজটি করেছে মার্শাল গ্রেশাম। সে গেবকে আশা দিয়েছে, যা দিয়ে হেরোইন ছাড়াই বাঁচা যায়। ওকে নতুন একটা জীবন দিয়েছে সে যে জীবন গেবের পাওনা ছিল না।

এখন সে নিশ্চিত করতে চাইছে আমি যাতে দু'এক রাত্তির খেয়ে পরে চলতে পারি।

এটা খুব দরকার ছিল। ওয়ার্মউড স্ক্র্যাবস থেকে মাত্র পাঁচ পাউন্ড নিয়ে বেরিয়েছিল গেব। তাও আবার খরচ হয়ে গেছে ট্রেন ভাড়া এবং কিংস ক্রসে বেকন স্যান্ডউইচ খেয়ে। আজ বিকেল থেকেই বিল্ডিং সাইটে তাকে কাজের ধান্ধায় বেরতে হবে। জেলখানার বন্ধুরা দু'একটি কন্ট্রাক্টের ঠিকানাও দিয়েছে। তবে এটুকু জেনে অন্তত ভরসা মেলে যে প্রথম দিনটিতেই ওকে খালি পেটে রাস্তায় শুয়ে থাকতে হবে না।

'আমি রবিন হ্যাম্পটন গোরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' মৃদু তবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাটি বলল গেব। 'মার্শাল গ্রেশাম নিশ্চয় তাঁকে জানিয়েছেন আমি আসব।'

গার্ডের চাউনি এখন বলছে তুমি আসলে এখানে এসেছ কান্নাকাটি করে চাকরি চাইতে। তবে মি. এইচ জি তোমার সঙ্গে দেখা করবেন কিনা সন্দেহ।

প্রকাশ্যে সে বলল, 'এখানে একটু অপেক্ষা করুন, স্যার।'

গেব অপেক্ষা করতে লাগল। পাঁচ মিনিট পরে, গার্ডের মতো গেব নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল পিনস্ট্রাইপের সেভিল রো স্যুট এবং পায়ে ভীষণ চকচকে জুতো পরা মিশুক ধরনের এক ভদ্রলোক তাকে সঙ্গে নিয়ে কিনারার অফিসে প্রবেশ করেছেন বলে।

'মি. ম্যাকগ্রেগর, অনুমান করি?'

খাঁটি মেহগনি ডেস্কের পেছনে বসলেন তিনি। গেবকে বিপরীত দিকের চেস্টারফিল্ড চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করলেন।

'রবিন হ্যাম্পটন গোর। মার্শাল বলেছিল আপনি আসবেন। আপনার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে সে। বলেছে আপনি হতে যাচ্ছেন পরবর্তী ডোনাল্ড ট্রাম্প।'

গেব শুকনো হাসল। রবিন হ্যাম্পটন গোরের মতো একজন অভিজাত ব্যাংকার ওর মতো এক্স হেরোইন অ্যাডিক্ট যে সদ্য জেল খেটে বেরিয়ে এসেছে চুরি ও হামলার অভিযোগে, তার সঙ্গে এমন বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করছেন এটাই ওর কাছে অস্বস্তিকর এবং রহস্যময় লাগছে।

'মার্শাল আমার পুরনো বন্ধু,' গেবের চিন্তাটা পড়তে পেয়েই যেন ব্যাখ্যা দিলেন রবিন। 'সে-ই আমাকে এ ব্যবসায় এনেছিল। ও ছিল আমার প্রথম বড় ক্লায়েন্ট পরে অন্য যে কোনো ব্যাংকে ওর অ্যাকাউন্ট স্থানান্তর করতে পারত। করেনি। ওর কাছে আমার অনেক ঋণ রয়ে গেছে।'

'আমারও,' বলল গেব।

রবিন হ্যাম্পটন গোর নিজের ডেস্কের ড্রয়ার খুললেন পুরনো আমলের পিতলের চাবি দিয়ে, একটি সাদা খাম বের করলেন।

'এখানে নগদ কিছু টাকা আছে,' খামটি গেবের হাতে তুলে দিলেন তিনি। 'মার্শাল বলল আপনার নাকি নগদ টাকার দরকার হবে।'

খাম খুলে ভেতরে তাকিয়ে চমকে গেল গেব। প্রচুর টাকা। দশ, কুড়ি এবং একশো পাউন্ডের কয়েকটা বান্ডিল।

'ওখানে দশ হাজার পাউন্ড আছে। বাকিটা আপনার নামে একটি অ্যাকাউন্টে রয়েছে। এখানে সব ডিটেল লিখে রেখেছি আমি।'

রবিন হ্যাম্পটন গোর গেবকে আরেকটি খাম এগিয়ে দিলেন। এটি খোলা। ভেতরে একতাড়া কাগজের সবার ওপরে রয়েছে কুটস লেটারহেড পেপার

গেব কথা বলতে গিয়ে তোতলাল। 'আ..আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না 'বাকি' বলতে আপনি কী বুঝিয়েছেন। নিশ্চয় কোনো ভুল হয়েছে। আমার কয়েকশো টাকা হলেই চলে যাবে।'

হেসে উঠলেন রবিন হ্যাম্পটন গোর। 'আপনি কয়েকশো হাজার টাকা পেয়ে

গেছেন।' গেবকে তৃতীয় আরেকটি খাম এবং নিজের বিজনেস কার্ড দিয়ে চেয়ার ছাড়লেন। 'এতে মার্শালের লেখা চিঠি আছে। এতে সব ব্যাখ্যা দেওয়া আছে বোধহয়। তবু যদি আপনার মনে কোনো প্রশ্ন জাগে, আম্মাকে ফোন করতে দ্বিধা করবেন না।'

গেবসের হাত এখনও কাঁপছে। মার্শাল গ্রেশামের চিঠিটি খুবই সংক্ষিপ্ত।

প্রিয় গেব্রিয়েল,

এটি কোনো লোন নয়। এটি একটি ইনভেস্টমেন্ট। ফিফটি ফিফটি পার্টনারশিপ।

ভালোবাসা, এম

বি.দ্র. কেপ টাউন পৌঁছে আমাকে চিঠি লিখতে ভুলো না।

গলায় ডেলা বাঁধল গেবের। জোরে ঢোক গিলল। এখন ইমোশনাল হওয়ার সময় নয়। অনেক কাজ পড়ে আছে। অনেকের কাছে ও ঋণী হয়ে আছে। মার্শাল গ্রেশাম, আংগাস ফ্রেজার, ক্লেয়ার ওর মা। এদেরকে ও হতাশ করতে পারে না।

আমি তোমাদের সবার ঋণ শোধ করে দেব। প্রতিটি পয়সা।

আমি আফ্রিকা যাব টাকা আয় করতে।

জেমি ম্যাকগ্রেগরের মতো ধনী না হয়ে ফিরব না।



অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড তার চেয়ারের কিনার শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল, প্রবল হতাশায় সাদা, সমান দাঁতগুলো ঘষল।

টিম মিটিংয়ে গত প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ক্রুগার-ব্রেন্টের নতুন ইন্টারনেট বিভাগকে দলেমুচড়ে প্রায় একাকার করে ফেলা হচ্ছে। ম্যাক্স ওয়েবস্টার, কেট ব্ল্যাকওয়েলের একুশ বছর বয়সী প্রপৌত্র এবং ক্রুগার-ব্রেন্টের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ চেয়ারম্যান, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত উঁচিয়ে নিজেকে জাহির করছে।

অগাস্ট ভাবছিল, *আমি গোল্ডম্যান স্যাক্সে আট বছর এজন্য কাটাইনি যে কোনো বিজনেস স্কুলের ছাত্র এসে আবোল-তাবোল বকে যাবে আর তা-ই আমাকে শুনতে হবে?*

অগাস্টের গার্লফ্রেন্ড মিরান্ডা ওকে ক্রুগার-ব্রেন্টে যোগ দেওয়ার কথা শুনে সাবধান করে দিয়েছিল।

'এটি একটি ফ্যামিলি কোম্পানি, বেব। এটি যতই বড় হোক না কেন, সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকুক না কেন, দিনের শেষে ব্ল্যাকওয়েলদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তোমার মোটেই ভালো লাগবে না।'

অগাস্ট ওর সাবধান বাণী তিনটা কারণে অগ্রাহ্য করেছে। তার বেতন এবং বোনাস তিনগুণ করে দেওয়ার কথা হয়েছে; ক্রুগার-ব্রেন্ট বোর্ডে তাকে দ্রুত ঢোকানো হবে এবং তৃতীয় কারণ হলো সে তার গার্লফ্রেন্ডের কাছ থেকে নিজের ক্যারিয়ার বিষয়ক কোনো পরামর্শ শুনতে চায় না। অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড গার্লফ্রেন্ড বাছাই করে শুধু মেয়েদের বড় বড় বুক আর মসৃণ পেট দেখে।

'ডোন্ট ওরি, সুইটি,' মিরান্ডার পিঠ চাপড়ে বলেছে অগাস্ট, 'আমি জানি আমি কী করছি।'

কিন্তু সে কিছুই জানে না। মিরান্ডা ঠিকই বলেছিল। এরকম একটা দিনের চেয়ে অগাস্ট গোল্ডম্যানে তার আদি চেয়ারটিতে, পুরনো চাকরিতে ফিরে যেতেই ব্যাকুলতা বোধ করছিল যেভাবে জাহাজ ডুবিতে লোকে শুকনো জমিনে উঠবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এ ধরনের অপমানজনক অবস্থা, বেতন যতই বেশি হোক, সহ্য করা যায় না।

'তুমি আসলে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নও,' আবেগে চকচক করছে ম্যাক্স ওয়েবস্টারের

কালো চোখ। 'ক্রুগার-ব্রেন্টের উচিত ইন্টারনেট ব্যবসায় আরও বেশি টাকা ঢালা, কম নয়।'

সে বক্তৃতা দিচ্ছে তার কাজিন লেক্সি টেম্পলটনকে লক্ষ করে। যেন এ ঘরে শুধু ব্ল্যাকওয়েলদের দুই উত্তরাধিকারীই রয়েছে, আর কেউ নেই। ম্যাক্স এবং লেক্সি দুজনেই হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল থেকে ছয় মাসের একটি কোর্স করেছে। গ্রাজুয়েশন করার পরে দুজনেই ক্রুগার-ব্রেন্টে যোগ দেবে, তবে এদের মধ্যে মাত্র একজন চূড়ান্তভাবে চেয়ারম্যানের সিংহাসনটি দখল করতে পারবে, যে অবস্থানটি শুধুমাত্র পারিবারিক সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত।

সাধারণ মতবাদ হলো সেই মানুষটি হতে যাচ্ছে ম্যাক্স। লেক্সি কানে শুনতে পায় না এ অসুবিধেটি তো আছেই তাছাড়া তাকে পার্টি গার্ল হিসেবেই সবাই দেখতে অভ্যস্ত। ইন্টারর্নিশিপের প্রথম দিনেই লেক্সিকে দেখা গিয়েছিল ডুকার্টি গাড়ির পেছনে তার লম্বা পা দিয়ে জড়িয়ে ধরে রেখেছে গাড়ির মালিক রিকি হেলসকে, লেক্সির বিখ্যাত সোনালি চুল বাতাসে উড়ছিল। রিকি হেলস ছিল লেটেস্ট হট রক ব্যান্ডের ড্রাম বাদক। রিকি হেরোইনখোর, সারা গা ভর্তি উল্কি, সে লেক্সির মতোই পাপারাজ্জিদের টার্গেটে পরিণত হয়ে যায়। ক্রুগার-ব্রেন্ট অফিসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে লেক্সি রিকিকে চুমো খাচ্ছে, এ ছবি পরদিন সকালেই আমেরিকার প্রতিটি গসিপ ম্যাগাজিনে ছাপা হয়ে যায়।

লেক্সি টেম্পলটন এক প্রহেলিকা। তবে অগাস্ট স্যানফোর্ডের ধারণা রিকি হেলসের সঙ্গে লেক্সির চুম্বনের ব্যাপারটি মিডিয়ার জন্য সে তৈরি করেনি, করেছে তার কাজিন ম্যাক্স ওয়েবস্টারকে ঈর্ষান্বিত করার জন্য। এ দুজনের মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কারও অজানা নয়।

অগাস্ট টেবিলের চারপাশে চোখ বুলাল। ম্যাক্স, লেক্সি এবং সে ছাড়াও মিটিংয়ে ক্রুগার-ব্রেন্টের আরও তিনজন নির্বাহী রয়েছেন। হ্যারি ওয়াইল্ডার, ধূসর চুলের সাবেক অ্যাকাডেমিক, পাগল বৈজ্ঞানিকদের মতো তাঁর ভুরু, এখানকার সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য। দশক ধরে বোর্ড সদস্য হ্যারি ওয়াইল্ডার ক্রুগার-ব্রেন্টের বর্তমান চেয়ারম্যান পিটার টেম্পলটনের গলফ খেলার সঙ্গী। হ্যারি ওয়াইল্ডার কোম্পানির জন্য এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান রাখতে পারেননি। কেউ তাকে সিরিয়াসভাবে নেয় না, অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড নিজেও না। ইন্টারনেট বিভাগের প্রধান হিসেবে হ্যারি ওয়াইল্ডারকে দায়িত্ব দেওয়ার মানে এ নয় যে তিনি ভবিষ্যৎ ভালোমন্দ কিছু একটা করতে পারবেন।

ওয়াইল্ডারের পাশে বসে আছে জিম ব্রুটন। সে ক্রুগার-ব্রেন্টের একজন আপ-অ্যান্ড-কামার। তাকে দেখতে লাগে তরুণ ফ্রাংক সিনাত্রার মতো। জিমকে প্রায়ই দেখা যায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছে। তার পাশে আছে তার সুন্দরী সেক্রেটারি অ্যানা। একটু দূরে বসেছে তার বিশ্বস্ত স্ত্রী স্যালি, জিমের বৈধ তিন কন্যা করিনা, পলি এবং টিফানির মাতা। ('জিমের অবৈধ দুই পুত্র রনি এবং কার্লটন তাদের মায়ের সঙ্গে লস অ্যাঞ্জেলেস থাকে। এদের কথা স্যালি কিংবা তার মেয়েরা জানে না।)

অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড জিম ব্রুটনকে মোটেই পছন্দ করে না। তবে স্বীকার করে লোকটার মস্তিষ্ক বেশ ধারালো। নব্বই দশকের প্রথমভাগে বায়োটিক ডিভিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরে সে এ বিভাগের আয় তিনগুণ বৃদ্ধি করেছে। জিম এ কথা কারও কাছে গোপন করেনি যে তার ইচ্ছা ক্রুগার-ব্রেন্ট ইন্টারনেট হবে তার পরবর্তী টাকা বানানোর যন্ত্র।

কিন্তু কাজটা তোমাকে করতে হবে আমার লাশ ডিঙিয়ে, মনে মনে বলল অগাস্ট।

জিম ব্রুটনের আরেক পাশে বসেছে টাবিথা ক্রিউই নামে এক তরুণী। একে সম্প্রতি স্টানফোর্ড ল স্কুল থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে, টাবিথা দেখতে সুশ্রী, সুন্দর ফিগার, চুলগুলো পনিটেল করে বাঁধা। কলেজে পড়াকালীন সে একটি ছোট ডটকম বিক্রি করে নিজেকে সোনার ডিম পাড়া হাঁস হিসেবে প্রমাণ করে। অগাস্ট টাবিথার ভাবলেশশূন্য, মেকআপহীন মুখশ্রীর দিকে তাকাল। লেক্সি টেম্পলটনের পাশে তাকে একদমই সাদামাটা লাগছে।

'মি. স্যান্ডফোর্ড, আপনি কি বোর হচ্ছেন?'

জিম ব্রুটন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অগাস্টের দিকে, বিরক্তির হাসি ঠোঁটের কোণায়।

হ্যাঁ, আমি বোর হচ্ছি। তোমরা সবাই আমাকে বোর করছ।

'দুঃখিত,' হাসি ফিরিয়ে দিল অগাস্ট। 'কী যেন ছিল প্রশ্নটা?'

'মি. ওয়েবস্টার এখানে প্রস্তাব দিচ্ছেন যাতে বোর্ডের কাছে আমরা ফরমাল 'সাবমিশন করতে পারি, আমরা আরও বড় একটি বাজেট চাইব আমাদের প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য। কিন্তু মিস টেম্পলটন এ প্রস্তাবে রাজি হচ্ছেন না। হ্যারি এবং আমি ভাবছিলাম এ বিষয়ে আপনি কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবেন।'

অগাস্ট জবাব দিতে গিয়েও বাধা পেল। লেক্সি কথা বলছে। বধিরতার কারণে সে ধীরগতিতে তবে অনেক স্পষ্ট ভঙ্গিতে কথা বলে। আর কথা বলার সময় হাত নাড়ানো তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, অবচেতনভাবেই শব্দগুলো শরীরী ভাষায় প্রকাশ করতে থাকে। ওর সরু, লম্বা লম্বা আঙুলগুলো যেন নাচের ভঙ্গিমায় নড়াচাড়া করছে। ওই সুন্দর আঙুলগুলো যদি অগাস্টের পুরুষাঙ্গ চেপে ধরত তাহলে কেমন হতো ভাবতেই শরীর গরম হয়ে ওঠে ওর। একই সঙ্গে বিব্রতও বোধ করে অগাস্ট।

'আমি আমাদের অনলাইনের ব্যবসা বৃদ্ধির পক্ষে। তবে আমাদের যে কাজগুলো বাকি রয়ে গেছে তা শেষ করার আগেই হঠাৎ উদয় হওয়া কোনো কিছুর জন্য টাকা ব্যয় করার বিপক্ষে আমি। আমার কাজিনের বোধহয় ধারণা কোনো ইকোনমিক ফান্ডামেন্টাল ইন্টারনেট কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই হচ্ছে না। আমি এর বিরোধিতা করছি।'

'আমিও,' সায় দিল অগাস্ট।

কটমট করে ওর দিকে তাকাল ম্যাক্স। জিম ব্রুটন এবং হ্যারি ওয়াইল্ডার তার পক্ষে। দুজনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একজন বধির নারীর পক্ষে ক্রুগার-ব্রেন্টের দায়িত্ব

নেওয়ার অবকাশ খুবই কম, সে কেট ব্ল্যাকওয়েলের উইলে যাই বলা থাকুক না কেন, তাঁরা ম্যাক্সের পক্ষই নেবেন।

ঘটে বুদ্ধি থাকলে আমিও তা-ই করতাম, ভাবছে অগাস্ট। এ মেয়েটাকে আমি মোটেই পছন্দ করি না। ঈশ্বর জানেন তবু আমি কেন তার পক্ষে কথা বলছি। তবে সত্য হলো, লেক্সি ঠিক কথা বলছে। ম্যাক্স মূর্খের মতো কথা বলছে, অন্ধের মতো লাফাচ্ছে এবং অন্য সবার মতো ইন্টারনেট ব্যান্ডওয়াগনের লোভ তাকে পেয়ে বসেছে।

'বোর্ডে কোনো অ্যাকুইজিশন প্রোপোজাল পাঠাতে হবে তা হতে হবে সুনির্দিষ্ট এবং তাতে নিরেট ডাটা থাকতে হবে,' চলে যাওয়ার জন্য সিধে হলো অগাস্ট।

'এখন আমাকে ক্ষমা করুন। আমার একটি লাঞ্চ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'



সেই রাতে বাথটাবে শুয়ে শুয়ে অগাস্ট অ্যান্ডফোর্ডের কথা ভাবছিল লেক্সি।

ও দেখতে খুব একটা কুৎসিত নয়, স্যান্ডফোর্ডের চেহারাটা ভেসে উঠল ওর সামনে। চেস্টনাট রঙের ঘন চুল, দৃঢ় চোয়াল, পটোলচেরা চোখ, রোদে পোড়া চামড়া, এবারের সামারে ইস্ট হ্যাম্পটনের সাগর সৈকতে ঘুরে বেড়ানোর ফল। ম্যাক্সের একদম বিপরীত। ম্যাক্স যদি ব্রাড পিট হয় তাহলে স্যান্ডফোর্ড জনি ডেপ।

ও নিজেকে যেমনটা ভাবে প্রায় সেরকমই সুদর্শন দেখতে তবে অতটা বুদ্ধিমান বোধকরি নয়।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অগাস্ট স্যান্ডফোর্ডের স্কোর সম্পর্কে জানা আছে লেক্সির। হ্যান্ডসাম, ধনী, সুশিক্ষিত, শভিনিস্ট শুয়োর। লেক্সি অবশ্য হার্ভার্ডে পড়ার সময় ওখানকার সকল তরুণ ছাত্রের সঙ্গে শুয়েছে। ষোড়শ জন্মদিনের পার্টির পর থেকে যে রাতে ও ওর কৌমার্য হারিয়েছিল ক্রিশ্চিয়ান হার্লের কাছে, তারপর থেকেই একটা চিন্তা দুঃস্বপ্নের মতো ওকে তাড়া করে ফিরছিল শৈশবের যৌন নির্যাতনের। হয়তো তার প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের সেক্সটাকে 'ধ্বংস' করে দিয়েছে। বধির দশা থেকে মুক্তি পেতে কম চেষ্টা করেনি লেক্সি, ভাবতেও ভয় লাগত শুয়োরটা ওর ওপর জিতে গেছে। সে ওকে এক ধরনের সেক্সুয়াল বিকলাঙ্গে পরিণত করেছে। এ বিষয়টি ঘটতে না দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লেক্সি নিজেকে কলেজ সেক্সের মধ্যে ছুড়ে দেয়, প্রতিটি ছাত্রের সঙ্গে ও বিছানায় গেছে। প্রতিটি লেভেলেই শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে হার্ভার্ডে দিনেরবেলা জ্যামিতির আঁক কষো আর রাতেরবেলা উন্মাতাল যৌনতায় ভাসিয়ে দাও নিজেকে। সেক্সের যত দিক আছে সব উপভোগ করতে চেয়েছে লেক্সি। পৃথিবী এবং নিজের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছে সে কারও ভিক্টিম নয়, যে শুয়োরটা ওকে পরাজিত করতে পারেনি। ক্যাম্পাসে এটা ওপেন সিক্রেট ছিল যে HBS-এ সেরা শয্যাসঙ্গিনী হলো লেক্সি টেম্পলটন। তবে বিশ্বস্ততার অলিখিত একটি কোডের কারণে তার ক্লাসমেটরা এসব গুজব কখনোই প্রেসের কাছে ফাঁস করেনি। হার্ভার্ড একটি কপাটবদ্ধ দুনিয়া, যে কারো বুনো দিকটি আবিষ্কার করার নিরাপদ জায়গা। কলেজের দেয়ালের বাইরের গল্পটি অবশ্য ভিন্ন।

ক্রুগার-ব্রেন্টের ক্ষেত্রে আমাকে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে।

লেক্সি নিশ্চিত ওদের কোম্পানির নিরানব্বই শতাংশ সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট ওকে

আর গণার মধ্যে ধরে না। কেট ব্ল্যাকওয়েলের উইল লেক্সিকে চেয়ারম্যানশিপ পাইয়ে দিতে সাহায্য করত, ম্যাক্সকে নিয়ে ওর চিন্তা করতে হতো না। কিন্তু কেট তো আর জানতেন না লেক্সি কালা হয়ে যাবে। যে কোনো বিষয়ে, সর্বসম্মতভাবে বোর্ডের সিদ্ধান্ত থাকবে ম্যাক্সের পক্ষে। কোম্পানির বেশিরভাগ মানুষ, ম্যাক্সসহ এবং লেক্সির নিজের বাবা পিটার টেম্পলটন পর্যন্ত এটাকে পূর্ববর্তী উপসংহার বলে মনে করেন। আর এটাই ক্ষেপিয়ে তোলে লেক্সিকে।

ওদের কত বড় সাহস আমাকে বাতিল মাল বলে গণ্য করে? আমার GPA সবসময়ই ম্যাক্সের চেয়ে বেশি ছিল। আমি ওর চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট। আমার ব্যবসায়িক বুদ্ধিও ওর চেয়ে ভালো। ঠিক আছে, স্বীকার করছি আমি কানে শুনতে পাই না। কিন্তু ম্যাক্স তো কিছু শুনতেই চায় না। ও-ই আসলে প্রতিবন্ধী। সে শুধু নিজের কথা শুনতেই ভালোবাসে।

স্পঞ্জ দিয়ে বগল এবং বুক ঘষতে লাগল লেক্সি। সব পুরুষ একরকম। নিজেরা নিজেদের নিয়েই মুগ্ধ, বেবুনের মতো বুক চাপড়ায়। অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড, জিম ব্রুটন, ম্যাক্স... সবাই স্রেফ ক্রিশ্চিয়ান হার্লের প্রাপ্তবয়স্ক সংস্করণ।

অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড আমাকে পছন্দ করে না কারণ জানে আমি ওর চেয়ে ভালো। ও আমাকে অপছন্দ করে কারণ সে আমার সঙ্গে শুতে চায় কিন্তু পারে না। সে আমাকে দেখতে পারে না কারণ...।

লিভিং রুমে ওর কম্পিউটারের পর্দায় লাল আলো জ্বলে উঠল।

নতুন মেসেজ।

একটা তোয়ালে নিয়ে বাথটাব থেকে লাফিয়ে নামল লেক্সি। পালিশ করা ওয়ালনাট মেঝেতে পানি ছড়িয়ে ছুটে গেল লিভিং রুমে। ম্যাক্স এখনও তার মায়ের সঙ্গে থাকে, লেক্সি অবশ্য আপার ইস্ট সাইডে নিজের অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছে এবং স্বাধীনতা উপভোগ করছে। পার্ক এবং ম্যাডিসনের মাঝখানের একটি ঝকঝকে ভবনে ছিমছাম, আধুনিক দুই শয্যাবিশিষ্ট একটি অ্যাপার্টমেন্টে থাকে ও। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত জানালা দিয়ে গোটা শহর দেখা যায়। লিভিং রুমের ছাদের ওপর ক্রিম কালারের ঘোড়ার চামড়ার একটি কার্পেট থেকে অপূর্ব সুন্দর একটি ক্রিস্টোফার রে ঝাড়বাতি ঝুলছে, কাচ এবং স্টেনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি। ঘরের দূর প্রান্তে, আধুনিক ডেনিম ডেস্কের ওপর বসে আছে লেক্সির সাদা রঙের অ্যাপল ম্যাক– শ্রবণ দুনিয়ায় তার পোর্টাল। লেক্সি প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবে ইন্টারনেট আবিষ্কার হওয়ার আগে বধির মানুষরা কীভাবে কাজকর্ম করত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয় এই ভেবে ইন্টারনেট যুগে তার জন্ম হয়েছে।

রোবি, তার বাবা, হার্ভার্ড প্রফেসর ড. হেয়ার ফোর্ডসহ লেক্সির অগণিত প্রেমিকের ই-মেইলগুলোয় ঝটিতে চোখ বুলাতে বুলাতে ও মনে মনে প্রার্থনা করছিল *ওর যেন মেসেজ আসে।*

অবশেষে নতুন মেসেজে পৌঁছাল লেক্সি। ওটা ওপেন হতেই উত্তেজনায় লাফিয়ে

উঠল কলজে। হেডিংয়ে লেখা : *আমি ওর খোঁজ পেয়েছি।*

থাইল্যান্ড পছন্দ নয় টমি কিংয়ের।

এখানে উপভোগ করার মতো এশীয় যোনির ছড়াছড়ির অভাব নেই। তবে আপনি যখন প্রথম দেখেন শত শত মেয়ে তাদের পাছার ফাঁক দিয়ে পিং পং বল বের করছে, যোনিতে সিগারের ধোঁয়া নিচ্ছে এবং এছাড়াও আরও নানান উদ্ভট যৌনলীলা চলছে হরদম, তখন বিরক্তি ধরে যাবে। তারপর বাকি থাকল কী? ভাজা পোকামাকড়, বিশ্রি গরম আর পাতলা পায়খানা, ব্যস।

টমি কিংয়ের দরকার একটি বিগ ম্যাক, মানডে নাইট ফুটবল, ফক্স নিউজ এবং ত্রিশোর্ধ কোনো শ্বেতাঙ্গ রমনীর সঙ্গে যৌনলীলা যার পোঁদটি হবে এক্সিট, এন্ট্রাস নয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে সে মনেপ্রাণে চাইছে এ হতচ্ছাড়া অ্যাসাইনমেন্টের যেন অবসান ঘটে। লোকটা তার অপর দুই সঙ্গীর মতো এতদিনে নিশ্চয় মরে ভূত হয়ে গেছে। টেম্পলটন মেয়েটা কেন এ ব্যাপারটা মেনে নিতে চাইছে না?

টমি কিং যখন প্রথম লেক্সি টেম্পলটনের সঙ্গে তার ষোড়শ জন্মদিনের পার্টিতে সাক্ষাৎ করেছিল ভেবেছিল গাভীর দুধ দুইবার মতো টাকা চাইবে। কিন্তু সে তখন কল্পনাও করেনি মেয়েটির কিডন্যাপারদের খোঁজে পাঁচ বছর ধরে লেগে থাকতে হবে, পাঁচটি নিস্ফল বছর। হ্যাঁ, সে টাকা পেয়েছে বটে। কিন্তু এখন তার বয়স বাষট্টি এবং ভয়ানক ক্লান্ত। তাছাড়া ফুকেটের মতো একটা জঞ্জালময় জায়গায় সে টাকা দিয়ে কী করবে?

এফবিআই হিরো এজেন্ট এডোয়ার্ডস, যে জ্বলন্ত কারখানা থেকে উদ্ধার করে এনেছিল লেক্সিকে, টমিকে সাবধান করে দিয়েছিল। লং আইল্যান্ডে বিশাল এক বাড়ি নিয়ে থাকে এডোয়ার্ডস। লেক্সির বাবা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ওকে বেশ মোটা অঙ্কের একটি টাকা দিয়েছিলেন। তা দিয়ে বাড়িটি কিনেছে এডোয়ার্ডস।

'আপনি ওদেরকে জীবনেও খুঁজে পাবেন না। বিশ্বাস করুন, আমরা চেষ্টা করেছিলাম,' বলেছিল এডোয়ার্ড।

বসন্তের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে বাগানে বসে কথা বলছিল দুজনে। একজন চাকরানি ফ্রেশ লেমোনেড দিয়ে গেছে। এডোয়ার্ডস তার ঝলসানো মুখ দিয়ে, যদি ওটাকে আদৌ মুখ বলা যায়, লেমোনেডের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল।

'আপনি এত নিশ্চিত হন কী করে?'

'আগুনে সবকিছু পুড়ে গিয়েছিল, সকল ফিজিক্যাল এভিডেন্স। আমরা শুধু লেক্সির বর্ণনার ওপর ভরসা করে এগোচ্ছিলাম। কিছু কিছু বর্ণনা বিস্তারিত হলেও তা যথেষ্ট ছিল না।'

'মাফিয়া?'

'অবশ্যই না। ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের প্রতিটি শোকসন্তপ্ত সদস্য, সে শোকটা আসল

হোক বা নকল, আমরা এদের বিরুদ্ধে পাত্তা লাগিয়েছিলাম। সে এক লম্বা তালিকা।'

'হুহ্, বুঝতে পারছি,' নিজের লোমেনেডে চুমুক দিল টমি কিং। খুবই সুস্বাদু।

'ক্রুগার-ব্রেন্ট এমপ্লয়ী, বাড়ির কাজের লোক, এমনকি আমরা ড. টেম্পলটনের পুরনো রোগীদের বিষয়েও খোঁজখবর নিই। উনি বিয়ের আগে মনোবিজ্ঞানী ছিলেন জানেন নিশ্চয়। ভেবেছি কোনো সাইকো হয়তো এ কাজ করেছে যারা শিশুদের ওপর নির্যাতন করে মজা পায়।'

শিউরে উঠল টমি কিং।

'যাহোক, দুই বছর পরে এবং বাজেটে আর কুলোচ্ছিল না বলে আমরা কেসটা ছেড়ে দিই। আই উইশ ইউ লাক। তবে আপনি কানাডার আয়তনের খড়ের গাদার মধ্যে তিনটে সুচ খুঁজছেন।'

দুই বছর বাদে টমি কিং দুটি সুচের খোঁজ পেল উইলিয়াম মেনশ এবং ফেডেরিকো বরোমিয়ো। বিলি মেনশ ছিল ছোটখাটো মাদক ব্যবসায়ী। বাড়ি ফিলাডেলফিয়া। পরে সে ভাড়াটে খুনিতে পরিণত হয়। বরোমিও বিলির বন্ধু, সে একজন কন আর্টিস্ট এবং জুয়াড়ি, তার বিরুদ্ধে কোনো ভায়োলেন্সের প্রমাণ মেলেনি। তবে এরা দুজনেই ১৯৭০ সালে জুভেনাইল ডিটেনশন খেটেছে।

এরা দুজনেই ১৯৯৩ সালে, লেক্সির উদ্ধারের এক বছর পরে, মোনাকোতে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়।

টমি কিং যখন খবরটি লেক্সিকে বলল, তখন তার বয়স আঠেরো, বিশ্বাস করেনি মেয়েটা। টমিকে চিঠি লিখেছিল লাশের ছবি দেখাতে। মোনাকো মেডিকেল এক্সামিনার অফিসের মুটকি রিসেপশনিস্টের পেছনে টানা চার মাস লেগে থাকার পরে অবশেষে ওদের ছবি হাতে পেয়েছে টমি। ছবিসহ একটি বিল পাঠিয়ে দিয়েছিল সে, সেসঙ্গে একটি চিঠি। জানতে চেয়েছিল লেক্সি তৃতীয় লোকটির জন্য খোঁজ এখনও চালিয়ে যাবে কিনা।

গত দুই বছরে আমি তার কোনো চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারিনি। আপনি জানেন এফবিআইও ব্যর্থ হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে এ লোকটির খোঁজ বোধহয় আমরা পাব না। কাজেই কেসটি চালিয়ে যাওয়া মানে আপনার অর্থ এবং আমার পরিশ্রমের অপচয়।

এক সপ্তাহ বাদে টমি কিং লেক্সি টেম্পলটনের কাছ থেকে কুড়ি হাজার ডলারের একটি চেক পায়, সঙ্গে দুই শব্দের একটি চিরকুট।

চালিয়ে যান।

দুই বছর পরে টমি এক লোকের খোঁজ পেল, নাম তার ডেক্সটার বার্কলি, তাকে একজন ধর্ষক হিসেবে অনেকেই চেনে এবং সানফ্রান্সিসকো শহরে সে ছিচকে চুরি করে। সে দূরপ্রাচ্যে সেক্স ট্যুরিস্ট হিসেবে নিয়মিত আসে।

টমি কিং ব্যাংককের একটি ফ্লাইটে টিকেট বুক করল।

থাইল্যান্ডে ডেক্সটার বার্কলি নর্দমার মাছের মতো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে তাকে কাদামাটির নদী থেকে স্যামন মাছের মতো ভেসে উঠতে দেখল টমি কিং। ব্যাংককে সে মিক জেনার, ইনসিওরেন্স বিক্রেতা; পাতায়ায় সে ফ্রেড গ্রিভস খেলনা ব্যবসায়ী, ফুকেটে সে ট্রাভিস কেম্প, ট্যাক্সি ড্রাইভার। তবে সর্বশেষ তার খোঁজ মিলল কয়েদি রূপে *জন বার্কলি, ওরফে কয়েদি নং ৭৮৪৩A*।

জন বার্কলি দশ বছরের একটি বাচ্চা পতিতাকে নিয়ে তার পাঁচতারা হোটেলে ঢুকেছিল এবং পনের মিনিট পরে থাই ভাইস স্কোয়াড তাকে গ্রেপ্তার করে।

দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল তার। কোনো জামিন মিলবে না। কোনো কচি যোনিও নয়।

বার-এ বসে অপেক্ষা করছিল টমি কিং কখন তার ব্ল্যাকবেরিটি বেজে উঠবে। ঠিক ষাট সেকেন্ড পরে লাফিয়ে উঠল ফোন। সোনা বাঁধানো একটি দাঁত বের করে হাসল টমি। লেক্সির মেসেজ এসেছে।

ধন্যবাদ। আপনার দায়িত্ব আজ থেকে খতম। আপনার বাকি টাকা সোমবার সকালেই আপনার বাহামিয়ান অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। বিদায়, মি. কিং।

টমি ভাবছিল এরপরে কী ঘটবে। লেক্সি কি অপেক্ষা করবে দশ বছর পরে লোকটা জেল খেটে বেরিয়ে আসার পরে প্রতিশোধ নেবে? নাকি সে ভাববে থাই কারাগারে একদশক জেল খাটলেই তার যথেষ্ট শাস্তি হয়ে যাচ্ছে?

সে লেক্সি যা খুশি ভাবুক টমি কিংয়ের কিছু আসে যায় না।

বিদায় মিস টেম্পলটন।

অবশেষে আমার ছুটি মিলল।



লেক্সির অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ছয় ব্লক দূরে, বাড়িতে বসে মায়ের সঙ্গে ডিনার করছে ম্যাক্স।

'কী হয়েছে, সোনা? তোমাকে কেমন চিন্তিত লাগছে।'

ছয় ফুট লম্বা চকচকে মেহগনি টেবিলটির দুই প্রান্তে বসেছে মা ও ছেলে। এক রাঁধুনি ইভের রান্না-বান্না করে দেয়, প্রতিদিন আঠারোশ ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণ করে ইভ। কিথ তার মুখটাকে ধ্বংস করে দিয়ে গেলেও ইভ পঞ্চান্ন বছর বয়সেও ছিপছিপে ফিগারটা ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ছবি তুলে ফেলার ভয়ে সে রেস্টুরেন্টে যায় না, বাড়িতেই যত রাজ্যের শাহীখানা পাকানো হয়। ইভ ডিনারের ড্রেস পরে খেতে বসে, ম্যাক্সকেও তাই করতে হয়। আজ রাতে সে পরেছে ফুল লেংথ হেড গ্রিন ইভনিং ড্রেস, হাইনেক এবং গভীর কাট যা তার পিঠ থেকে শুরু হয়ে প্রায় নিতম্ব পর্যন্ত পৌঁছেছে। এটি তরুণীদের পোশাক তবে ইভকেও মানিয়ে গেছে।

'না, কিছু হয়নি,' জোর করে হাসল ম্যাক্স।

ইভ তার ছেলের কান্তিমান মুখশ্রী নিরীক্ষণ করল। *ও অসম্ভব সুদর্শন হয়েছে। বাপের বিশ্রি চেহারা পায়নি। কিন্তু আমার ছেলে কী করে এতবড় মিথ্যাবাদী হয়?*

'আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না, ম্যাক্স। বলো কী হয়েছে?'

ইতস্তত করল ম্যাক্স। 'ব্যাপারটা লেক্সিকে নিয়ে। আজ আমাদের টিম মিটিং হয়েছে। ও আমাকে ল্যাং মারার চেষ্টা করছিল।'

ইভের চোখের তারা সরু হয়ে এলো। 'বলে যাও।'

'সে অগাস্ট স্যান্ডফোর্ডকে নিজের দলে পেয়েছে। আমি নিশ্চিত জিম ক্রুটনও ওকে নিয়ে শুতে চায়।' ডানে বামে মাথা নাড়ল ম্যাক্স। 'প্রথমে ভেবেছিলাম বোর্ড এই ইন্টার্নশিপ নিয়ে ওকে শুধু হাসাহাসি করছে। কিন্তু এখন আর তেমন কিছু মনে হচ্ছে না। ও আমার মতোই চেয়ারম্যানশিপ চাইছে। ও খুব চালাক।'

'ও কালা, ম্যাক্স,' ইভের কণ্ঠে বিষ ঝরল। 'তুমি আমাকে বলতে চাইছ যে মেয়ে মাতালের মতো জড়ানো গলায় কথা বলে তাকে তুমি চালাকিতে পরাস্ত করতে পারছ না? তুমি কি মানসিক প্রতিবন্ধী?'

'অবশ্যই না, মা। আমি..'

'ও একটা বেশ্যা!' খেঁকিয়ে উঠল ইভ। 'প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় পাছা দুলিয়ে ও নাইট ক্লাব থেকে বেরোয়।'

কথাটি মোটেই সত্যি নয়। লেক্সি নির্বিচার যৌনতা করতে পারে, পার্টিতেও যায় তবে নিজের পাবলিক ইমেজ নিয়ে সে যথেষ্ট সচেতন। তবে এ নিয়ে ম্যাক্স কখনো তর্ক করবে না। সে ইভের মতোই তার খালাতো বোনকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। ইভকে সে সেক্সুয়ালি কামনা করে শুধুমাত্র ঘৃণাটাকে বৃদ্ধি করার জন্য। তার এবং ক্রুগার-ব্রেন্টের মাঝে একমাত্র বাধা লেক্সি। তার এবং তার মায়ের ভালোবাসার মধ্যে একমাত্র বাধা এই মেয়ে। লেক্সি ইভকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সে সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে।

ইভ খ্যাপাটে স্বরে বলতে লাগল, 'তুমি কোনো পুরুষই নও। তুমি তোমার খালাতো ভাই রোবির মতো একটা সমকামী। তুমি তোমার বাবার মতো হয়েছ।'

'না! আমি কিথের মতো হইনি।'

'ওই কোম্পানি চালানোর হিম্মতই তোমার নেই।'

'মা, আমার হিম্মত আছে। আমি...'

'আজ কী নিয়ে মিটিং হলো?'

ম্যাক্স ইভকে বলল ইন্টারনেট বিভাগে সে আরও টাকা ঢালার প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু আপত্তি করেছে লেক্সি। ইভ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল সে, ঠেলে সরিয়ে রাখল প্লেট।' আমরা তবে এটাই করব।'

গলফ ক্লাব বারে তৃতীয় গ্লাস ক্ল্যারেটে চুমুক দিতে যাচ্ছেন হ্যারি ওয়াইল্ডার, এমন সময় স্টুয়ার্ড এসে টোকা দিল কাঁধে।

'আপনার ফোন, স্যার।'

'আমার ফোন?'

কোনো ব্যবসায়িক ফোন আশা করছেন না তিনি। আজ শনিবার। তাঁর স্ত্রী কিকি বন্ধুদের সঙ্গে শপিং করতে গেছে তাছাড়া সে কখনো ক্লাবে ফোন করবে না। কোনো খারাপ কিছু ঘটেনি তো? তাঁর কোনো নাতি নাতনীর?

'লাইব্রেরিতে গিয়ে কথা বলতে পারেন।'

হ্যারি ওয়াইল্ডার দ্রুত ওক কাঠের তৈরি নির্জন লাইব্রেরিতে ঢুকলেন। উলটাপালটা চিন্তা না করার চেষ্টা করছেন। কিকি সবসময়ই বলে তিনি নাকি বড্ড বেশি দুশ্চিন্তা করেন। এজন্য তাঁর নাম দিয়েছে প্রফেসর প্যানিক।

'হ্যালো?'

'আমি লিওনেলের কথা জানি।'

অচেনা কণ্ঠ। পুরুষ নাকি নারী কথা বলছে তা-ই বুঝতে পারছেন না হ্যারি।

'কী বললেন?'

'লিওনেল জেকস। আমি জানি,'

হ্যারি ওয়াইল্ডারের গলার ভেতরটা সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে কাঠ। জিভ যেন ফুলে উঠতে লাগল।

'কে বলছেন?'

'তুমি ভুলে গেছ এ কথা বলো না, হ্যারি। লাভলি নিওনেল? যেভাবে সে তার লিঙ্গ তোমার মুখে ঢুকিয়ে দিত মনে আছে? ওর বীর্যের স্বাদ?'

'যীশাস'। তোতলাতে লাগলেন হ্যারি। 'কীভাবে তুমি... আমরা তখন বালক ছিলাম মাত্র। পঞ্চাশ বছর আগের কথা। আমি এখন একজন সুখী বিবাহিত মানুষ।'

হাসি। 'তোমার স্ত্রী কি লিওনেলের কথা জানে? কিংবা মার্ক গ্যাননের কথা?'

হ্যারি ওয়াইল্ডারের বুকের ভেতরটা কেউ খামচে ধরল। *কে এই লোক? সে মার্কের কথা জানল কী করে? মার্ক তো মারা গেছে কুড়ি বছর আগে।*

'তুমি কী চাও?'

কণ্ঠটি জানাল সে কী চায়। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগল হ্যারির।

'ব্যস এই? এতেই চলবে? তুমি টাকা-পয়সা চাও না?'

লাইনটি ততক্ষণে কেটে গেছে।

শূন্য বাটির দিকে তাকিয়ে সে আবার পেটের মধ্যে সেই পরিচিত খিদের থাবাটা অনুভব করল।

'মি. পিয়াংপর।' *যথেষ্ট খাবার দেওয়া হয়নি।*

তার চার সেলমেট আপত্তি জানিয়ে বাটিতে চামচ দিয়ে বাড়ি মারতে লাগল। এদেরকে প্রতিদিন খাবার দেওয়া হয় সকালে এক বাটি ভাত এবং দুপুরে আরেক বাটি। কিন্তু গত দু'দিন ধরে পরিমাণটিও কমিয়ে আনা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে তিন ভাগের দুই ভাগ খাবার।'

'গ্লাপ মা!' ভাগো!' খেঁকিয়ে উঠল থাই গার্ড। কয়েদিরা কুকুরের মতো শিটিয়ে গেল, দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে তবে পরাজয়ের ভঙ্গিতে নুয়ে গেছে পিঠ।

ওরা সবাই শ্বেতাঙ্গ। সংখ্যায় পাঁচজন। সামুট প্রাকান কারাগারে শিশু যৌন নির্যাতনকারীতে ভর্তি, তবে সবচেয়ে কঠোর ব্যবহার করা হয় সাদাদের সঙ্গে এবং তাদেরকে অন্য কয়েদি থেকে আলাদা রাখা হয়। এতে অবশ্য ভালোই হয়েছে। ওরা পাঁচজন একসঙ্গে থাকছে, দুর্গন্ধ ছড়ানো থাইগুলোর সঙ্গে থাকতে হচ্ছে না। ওগুলো তো জানোয়ারেরও অধম। তার সন্দেহ সাদাদেরকে সবার চেয়ে পরে খাবার দেওয়া হয়। বাজে স্বাদের ঝোল তবু সয়ে যায় কিন্তু ভাতের অভাব সহ্য করা যায় না।

সে চোখ বুজে আমেরিকার কথা ভাবতে লাগল। সুখের সেই দিনগুলো। তখন সে ভালো খেতে পরতে পারত। ব্ল্যাকওয়েলদের জমজ মেয়ে দুটির কথা মনে পড়ছে। মিষ্টি

ইভ আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আলেকজান্দ্রা। ছোটবেলায় কী সুন্দর ছিল দেখতে। মসৃণ আর খুদে। অ্যালেক্সের মেয়ে লেক্সিকে তার মনে পড়ছে। তবে ওকে সে পুরোপুরি ধর্ষণ করতে পারেনি। তারপর ওর জীবনে কত ছোট ছোট মেয়ে এসেছে; থাই, বার্মিজ, সিঙ্গাপুরী, সবাই বেশ সুন্দরী, কচি কচি যোনী। তবু লেক্সিকে পুরোপুরি না পাবার কষ্ট তার যায় না।

আমি ওই মেয়েটিকে চেয়েছিলাম। ওকে আমার হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তিন মিলিয়ন ডলার এবং দুই পা ছড়ানো লেক্সি। বদলে কী পেলাম? সেকেন্ড ডিগ্রি বার্ন আর পেছনে লেগে থাকা এফবিআই।

এখন সারাক্ষণ তার মাথায় শুধু খাবারের চিন্তা ঘোরে। মজার মজার খাবারের ছবি নাচতে থাকে চোখের সামনে; কেচাপ এবং চর্বিতে ডোবানো চিজবার্গার, চিলি, ফ্রায়েড অনিয়ন, চকোলেট আর পিনাট বাটারে মাখানো মর্শম্যালো (এক ধরনের নরম তুলতুলে মিষ্টি- অনুবাদক)...

'এফিং নিপস। ওরা আমাদেরকে না খাইয়ে মারার মতলব করেছে।' চিৎকার করে উঠল মরামুখো বেরি। কঙ্কালের মতো তার চেহারা। জাতিতে ব্রিটিশ। 'আমি আর এসব সহ্য করতে পারছি না। আমাদের ভাগের ভাত দে হারামজাদারা।'

বেরি সেলের গরাদের গায়ে জোরে জোরে পিটতে লাগল চামচ। উন্মাদের মতো চিৎকার-চেঁচামেচি করছে।

গর্দভ। ওর চেঁচামেচির কারণে আমাদেরকে না মার খেতে হয়।

ফিরে এল গার্ড। চোখ কুঁচকে হাত দিয়ে মাথা ঢাকল সে, এই বুঝি বৃষ্টির মতো গাট্টা পড়তে থাকে। বদলে, তাকে বিস্মিত করে, সেলের মধ্যে এক কড়াই ঝোল ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। কড়াই রেখে পিছিয়ে গেল গার্ড।

এক সেকেন্ডের জন্য ওরা পাঁচজন প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রইল, ধোঁয়া ওঠা খাবারের দিকে তাকিয়ে রইল যেন ওটা মরিচিকা। ঝোলের ওপর উঁকি মারছে নুডলস। হাল্কা চিকেনের গন্ধ আসছে। সে সঙ্গে বাঁধাকপির সুঘ্রাণ। তারপর ওরা একসঙ্গে পা বাড়াল পাত্রটির দিকে।

কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ছড়িয়ে ফেলো না!' তারপর দশটি হাত ঢুকে গেল ফুটন্ত তরলের মধ্যে। নিজের ভাগ পেতে সে জানোয়ারের মতো লড়াই করল, নুডলস আর মাংস ঠেসে ঠেসে ভরল ফেটে যাওয়া দুই ঠোঁটের ফাঁকে, চেটেপুটে খাচ্ছে নোনতা ঝোল। যখন আর ঝোল ছাড়া কিছু রইল না সে বাটি নিয়ে কড়াইয়ের মধ্যে চুবাল। তার দেখাদেখি অন্যরাও। তারপর ঝোলের শেষ ফোঁটাও চেটে খেল।

এক মিনিটও হয়নি তার মধ্যে সমস্ত খাবার উধাও। সে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এলো নিজের জায়গায়, ক্লান্ত তবে তৃপ্ত।

প্রথমে সে ভাবল পেটে খিঁচ ধরেছে। খাবার কম খাওয়ার পরে প্রায়ই তার পেট এমন মোচড় দিয়ে ওঠে। কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর মোচড় দিল পেট যে ব্যথায় সে চিৎকার

দিল, যেন কেউ ধারালো ব্লেড দিয়ে তার পেট কাটছে।

সে সেলের ওধারে বেরির দিকে তাকাল। সে হাঁটু গেড়ে বসে বমি করছে।

আবার ব্লেডের পোচ খেল সে পেটে। ঘটনা কী...?

খিচুনির চোটে তার পিঠ বাঁকা হয়ে গেল, মনে হলো ঘাড়টা ভেঙে যাবে মট করে। শীঘ্রি তার গোটা শরীর নাচতে শুরু করল। বীভৎস নাচের ভঙ্গিতে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে তার দেহ, একটার পর একটা ব্যথার ঢেউ আছড়ে পড়ছে গায়ে, যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপছে সে।

আমাদেরকে বিষ খাইয়েছে! হারামজাদারা আমাদেরকে বিষ খাইয়েছে!

সাহায্যের জন্য সে মুখ খুলল। বলক দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্ত আর বমি। চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পেল সে। থাই গার্ডরা ছুটে আসছে সেলের দিকে। তাদের ছোট ছোট পা শব্দ তুলছে কংক্রিটে। তারপর লাল একটা কুয়াশা তার ওপর নেমে এলো এবং আর কিছু সে শুনতে পেল না।

কারাগারের রান্নাঘরে নতুন যোগ দেওয়া পট স্ক্র্যাবার সকল রাঁধুনি চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল।

সেলে ভয়ানক কিছু ঘটছে। শুনতে পাচ্ছ? চলো দেখি গিয়ে।

সে খিড়কির দুয়ার খুলে আলগোছে বেরিয়ে এলো, চুপচাপ এবং অলক্ষিত তেলাপোকার মতো উঠে বসল একটি ডেলিভারি ট্রাকের পেছনে।

দুই মিনিট পরে ট্রাকটি বেরিয়ে এলো কারাগারের ফটক থেকে, ছুটল ব্যাংককের ব্যস্ত রাস্তা ধরে। প্রথম রাস্তার মোড়েই দরজা খুলে নেমে পড়ল পট স্ক্র্যাবার, অদৃশ্য হয়ে গেল অলিগলির গোলকধাঁধায় যে রাস্তাঘাট ছেলেবেলা থেকেই তার চেনা।

আশেপাশে কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে সে পকেট থেকে একটি মোবাইল ফোন বের করল।



অবিশ্বাস নিয়ে অগাস্ট স্যান্ডফোর্ডের দিকে তাকিয়ে আছে লেক্সি।

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এটা ঘটল কীভাবে?'

জিভ কামড়াল অগাস্ট। *কোন্ ব্যাপারটা? রাতারাতি তিনগুণ বেশি বাজেট পেয়ে যাচ্ছে ইন্টারনেট বিভাগ নাকি আমাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?*

প্রকাশ্যে বলল, 'আমি জানি না। হ্যারি ওয়াইল্ডার বোর্ডকে এড়িয়ে বাজেট বদলেছেন। তারপর তিনি জিম ব্রুটনকে টিম প্রধান করে নিজে সরে গেছেন। টাবিথা হয়েছে ভাইস প্রেসিডেন্ট। এরপরের ব্যাপারটি জানি আমাকে রিয়েল এস্টেট বিভাগে বদলি করা হয়েছে।'

'কিন্তু এসবের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি ওই বিভাগের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি ছিলে।'

'তাই না? কিন্তু তোমার কাজিন ম্যাক্স আমাকে তেমন পছন্দ করে না। তুমি জানো না তোমরা গ্রাজুয়েট করার পরে ইন্টারনেট বিভাগে ওকে নিশ্চিত একটি জায়গা দেওয়া হয়েছে।'

লেক্সি জানত না। সে শুধু জানত ইন্টারনেট বিভাগে অ্যাসোসিয়েট লেভেলে মাত্র একটিই পদ আছে। তার পদটি।

'তোমাকেও রিয়েল এস্টেটে কাজ করতে হবে। আমার সঙ্গে।'

বাবার অফিসে পৌঁছাতে লেক্সির পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড সময়ও লাগল না। ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে, রাগের চোটে জবান গেছে বন্ধ হয়ে, একশো মাইল বেগে সে পিটারের উদ্দেশ্যে অঙ্গভঙ্গি করে কথা বলতে লাগল।

'তুমি কী খেলা শুরু করেছ আমার অগোচরে ম্যাক্সের সঙ্গে চুক্তিতে গেছ।'

পিটার হতভম্ব হওয়ার চিহ্ন দেখালেন। 'ধীরে, সোনা। কেউ কারো অগোচরে কারো বিরুদ্ধে কিছু করছে না।'

'তুমি ইন্টারনেট বাজেট বৃদ্ধিতে সই করেছ।'

কাঁধ ঝাঁকালেন পিটার। 'হ্যারি ওয়াইল্ডার জোর দিয়ে বলল।'

'ওটা হ্যারির ব্যাপার নয়, ম্যাক্সের ব্যাপার। সে সব একসঙ্গে হাতিয়ে নিতে চায়

অথচ কোম্পানিগুলো সম্পর্কে জানে না কিছুই। এ পাগলামি। ওয়াইল্ডার এবং অন্যান্যরা তাকে সহযোগিতা করছে কারণ তাদের ধারণা ও চেয়ারম্যান হবে।'

চুপ করে রইলেন পিটার। লেক্সি ক্রুগার-ব্রেন্টের মালিক হোক এটা যে তিনি চান না সেটি কারো কাছে গোপনও করেননি। রবার্ট হলে ব্যাপারটি ভিন্ন হতো, হয়তো একদিন সে রাজ্যভার নিজের হাতে তুলে নিত। কেট ব্ল্যাকওয়েল তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু রবার্ট নিজের পথ বেছে নিয়েছে। ওর জায়গায় লেক্সিকে বসানোর কথা ভাবলেও তিনি আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ইতোমধ্যে লেক্সির ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে। কোম্পানি কী জিনিস সে সম্পর্কে ওর কোনো ধারণাই নেই; এটা একটা দানব, একটা অভিশাপ যা সবাইকে গিলে খায়। কেট ব্ল্যাকওয়েলকেও এ কোম্পানি হজম করে নিয়েছে। তাঁর ছেলে হয়ে গিয়েছিল পাগল। পিটারের নিজের আশা ও স্বপ্নগুলো এ দানবের কাছে বলিদান দিতে হয়েছে অ্যালেক্সের খাতিরে। তবে লেক্সির জন্য তিনি আরও ভালো কিছু চান। একটি স্বাভাবিক জীবন, একজন স্বামী, সন্তান-সন্ততি।

তবে লেক্সি ভাবছে অন্য কথা।

'অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড বলল তুমি নাকি ম্যাক্সকে ইন্টারনেট বিভাগে চাকরি দিচ্ছ। কথা কি সত্য?'

অস্বস্তি ফুটল পিটারের চেহারায়। 'এটা ছিল জিম ক্রুটনের সিদ্ধান্ত।'

'তুমি কোম্পানির চেয়ারম্যান, ড্যাড। তুমি জানতে আমি কোথায় কাজ করতে চাই। ওরা আমাকে রিয়েল এস্টেটে ঠেলে ফেলে দিয়েছে যার কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'

'শোনো, সোনা...

'না, ড্যাড। তুমি শোনো। যেহেতু তুমি চাইছ না আমি চেয়ারম্যান হই তাই ভাবছ তুমি এবং ম্যাক্স মিলে আমাকে ঠেলে সরিয়ে রাখবে। তুমি এবং তোমার সাঙ্গপাঙ্গরা জাহান্নামে যাও। এসব করছ আমি মেয়ে মানুষ বলে, না?' রেগে আগুন লেক্সি। 'দিস ইজ বুলশিট। কেট ব্ল্যাকওয়েল একজন মহিলা ছিলেন এবং ক্রুগার-ব্রেন্টের সর্বকালের সেরা চেয়ারম্যান ছিলেন।'

'ছিলেন,' বিড়বিড় করলেন পিটার। কথাটা তো আর অস্বীকার করা যাবে না। 'তিনি ছিলেন মাস্টার অব দা গেম। লোকে তাঁকে তাই বলত।'

'মিস্ট্রেস,' খেঁকিয়ে উঠল লেক্সি। '*মিস্ট্রেস* অব দা গেম। এবং আমিও ঠিক তাই হতে যাচ্ছি তাতে তুমি, ম্যাক্স কিংবা অন্যসব শুয়োর যা-ই ভাবুক না কেন।'

পিটার ওকে চলে যেতে দেখলেন। প্রবল রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘুর্ণি তুলে, ঠাস করে দরজাটা বন্ধ করে চলে গেল। *ও হয়েছে একদম কেটের মতো,* ভাবলেন তিনি।

অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁর বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল।

বাইরের করিডোরে এসে গভীর বড় বড় দম নিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল লেক্সি।

রিয়েল এস্টেট? অ্যাকাউন্টস নয় কেন? মেইলরুম নয় কেন?

রিয়েল এস্টেট বিভাগকে বলা হয় ক্রুগার-ব্রেন্টের সবচেয়ে ঝিমানো ব্যবসা। *ম্যাক্স ভাবছে সে ওখানে অগাস্টের সঙ্গে আমাকে জ্যান্ত কবর দিতে পারবে। চোখের আড়াল তো মনের আড়াল। ঠিক আছে দেখা যাবে।*

পকেটে ভাইব্রেট করে উঠল লেক্সির ফোন। নতুন মেসেজ। প্রেরক অপরিচিত। স্ক্রিনে তিন শব্দের মেসেজটি পড়ল ও। সাথে সাথে সবকিছু ওর কাছে ম্লান হয়ে এলো। ম্যাক্স, ক্রুগার-ব্রেন্ট কিংবা অন্য কোনো কিছুরই আর গুরুত্ব রইল না।

লেডিস রুমের দিকে ছুটে গেল লেক্সি। একটি কিউবিকলে ঢুকে আটকে দিল দরজা। এখন ও একা। আবার পড়ল মেসেজটি। এমন সুন্দর বাক্য জীবনে পড়েনি ও:

মারা গেছে শুয়োর।

লেক্সির হাঁটু যেন আলগা হয়ে এলো। ধপ করে বসে পড়ল টয়লেট সিটে। চোখ বেয়ে জল পড়ছে। ও বিশ্বাস করার চেষ্টা করল শৈশবের ভূতগুলো এবং ওর জীবনে যে ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলো ঘটেছে তা মাথা থেকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু এখন ও বুঝতে পারছে ব্যথাটা সবসময়ই ওখানে থাকবে। দূর হবে না কোনোদিন। অন্তত এ জীবনে নয়।

আরও কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পরে টিস্যু দিয়ে চোখ মুছে নিল লেক্সি, ফোন থেকে মুছে ফেলল টেক্সট, তারপর ফিরে এলো নিজের অফিসে যেন কিছুই ঘটেনি।



কেপ টাউনের মতো শহর জীবনেও দেখেনি গেব ম্যাকগ্রেগর।

SAA-র ইকোনমি ফ্লাইটে বারো ঘণ্টা টানা ভ্রমণ শেষে, আসলে যা ছিল একটি সার্কাসের মতো (এগারোজনের একটি পরিবার হ্যান্ড লাগেজসহ জ্যান্ত মুরগির বাক্স নিয়ে প্লেনে চড়ার চেষ্টা করেছিল এবং অনেক লোককেই আইলে বসে ঘুমাতে দেখা গেছে), ঘুম ঘুম চোখে কেপ টাউন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের অ্যারাইভালে হাজির হলো নতুন একটি মহাদেশের নতুন একটি মিলেনিয়াম শুরু করতেই নয়, বরং পা রাখল এক নতুন পৃথিবীতে। মার্বেল পাথরের কনকর্সে বাহারি রঙের পিঁপড়ের মতো পিলপিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের জাতি। পুরুষদের পরনে ঐতিহ্যগত আফ্রিকান রোব এবং মহিলারা পরেছে চকচকে রঙের হাতে বোনা ব্ল্যাংকেট, মাথায় তৈজসপত্র নিয়ে তারা মিশে গেছে রেডিমেড সুট পরা এশীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। অর্ধনগ্ন পথশিশুরা লাগেজ কারুজেলের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে, আপাদমস্তক র‍্যালফ লরেনের পোশাকে মোড়া ধনী আমেরিকান বাচ্চারা তাদের বাবা-মায়েদের সঙ্গে কেপ টাউন এসেছে চাকচিক্যময় মিলেনিয়াম পার্টিতে অংশ নিতে। ঘামের দুর্গন্ধ ছাড়িয়ে নাকে আসছে শিয়া বাটারের নারকেলি মিষ্টি গন্ধ, দামি আফটারশেভ এবং সুস্বাদু বোরওরের মনমাতানো সৌরভ। এটি ঐতিহ্যবাহী কেপ ডাচ সসেজ, বাইরে ফেরিঅলারা বিক্রি করে। এ সবকিছুই গেবের কাছে নতুন লাগছে। ও ভাবল *জেমি ম্যাকগ্রেগরেরও কি এরকম অনুভূতি হচ্ছিল যখন তিনি এ দেশে প্রথম পা রেখেছিলেন?*

জেমির মতো গেবও এর আগে কখনো ঘরের বার হয়নি। তবে জেমির মতো ও-ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছে নিজের ভাগ্য গড়তে, এ দেশটাকে ভালোবেসে নিজের বাড়ি বানাবে।

শীঘ্রি এসব দৃশ্য, শব্দ এবং গন্ধ আমার কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। কারণ শত হলেও আফ্রিকা আমার রক্তের মধ্যে রয়েছে।

'নিকুচি করি আফ্রিকার। আমি বাড়ি যেতে চাই।'

ক্যাম্পাস বে-তে একটি আইরিশ পাবে ঢুকে বারের টুলে ধপ করে বসে পড়ল গেব। সে এক সপ্তাহ হলো কেপ টাউনে এসেছে, এরই মধ্যে ছিনতাইকারীর কবলে

পড়ে ওয়ালেট এবং পাসপোর্ট খুইয়েছে, তার নিয়মিত পেট খারাপ হচ্ছে এবং এখনও থাকার মতো ভালো কোনো জায়গা খুঁজে পায়নি। আর কী মশা! ছোট ছোট বাদুর সাইজের মশা তার সাদা স্কটিশ চামড়ায় দংশন করে লাল করে ফেলেছে।

'তাহলে তুমি চলে যাচ্ছ না কেন?'

মেয়েটি আমেরিকান। কালো চুল, হাসি হাসি সবুজ চোখ আর শরীরী সম্পদে ভরপুর একটি দেহ যার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছিল না গেব। মেয়েটি নিজের পরিচয় দিল রুবি বলে।

'তুমি বাড়ি যাচ্ছ না কেন?'

'যেতে পারছি না,' বলল গেব। *আহ্, মেয়েটা কী দারুণ।*

'মাত্রই এখানে এলাম। সবার দেনা শোধ করার মতো যথেষ্ট টাকা আয় না করা পর্যন্ত বাড়ি ফিরতে পারব না।'

'তাহলে তুমি এখনও যথেষ্ট টাকা আয় করতে পারনি?'

'এখনও পারিনি।'

'তুমি আফ্রিকার নিকুচি কেন করছ?'

'তুমি এদেশে আছ কতদিন?' গেব তার ধূসর চক্ষু স্থির করল রুবির সবুজ চোখে। এ মুহূর্তে আফ্রিকাকে তার আর গালিগালাজ করতে ইচ্ছে করছে না। 'আমাকে একটা ড্রিংক কিনে দাও। তারপর তোমাকে বলছি।'

ওরা এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে গল্প করল। রুবি এসেছে উইসকনসিন থেকে। সে দশ বছর আগে কেপ টাউন আসে মডেল হতে।

'দশ বছর আগে? তখন তোমার বয়স কত? ছয়?'

হাসল রুবি। 'তেরো। সতেরো বছর বয়সে আমি মডেলিং ছেড়ে দিই।'

'কেন?'

'বয়স বেড়ে যাচ্ছিল।'

হো হো করে হেসে উঠল গেব।

'আর আমি লম্বায়ও খাটো। সতেরো বছরের পর থেকে শরীর আর বাড়ে না।'

গেব আড়চোখে রুবির লম্বা, সুঠাম পা-জোড়া দেখল।

'তুমি কি জানো বাস্কেটবল খেলোয়াড়রা তোমার চেয়ে বেঁটে? আরে, স্কাইস্ক্রাপারগুলোও তোমার চেয়ে খাটো।'

হেসে উঠল রুবি, চাপা গলার হাসি। দারুণ আবেদনময়। গেবের ইচ্ছে করল এক্ষুনি ওর জামাকাপড় ছিড়ে ফেলে ওর ওপর চড়াও হয়। ও রুবিকে নিজের গল্প বলল। তবে ওর চেয়ে বেশি বয়সের মহিলাদের সঙ্গে বসবাস করার প্রসঙ্গটি বাদ দিয়ে অবশ্যই। নিজেকে পুরোপুরি মেলে ধরার দরকার নেই। তবে অন্য যা বলল সবই সত্যি ওর মাদকাসক্তি, জেলবাস, মার্শাল গ্রেশাম, দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ওদের পারিবারিক যোগাযোগ।

'তুমি জেমি ম্যাকগ্রেগরের আত্মীয়? ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড? ঠাট্টা করছ না তো?'

'মা'র নামে কসম খেয়ে বলছি। তবে অন্য কিছু ভেবে বোসো না। আমি ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের কেউ নই। আমরা কিছুই পাইনি। এ জন্যই এখানে এসেছি টাকা রোজগার করতে।'

রিয়েল এস্টেট বাণিজ্য নিয়ে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা রুবিকে বলল গেব।

'তোমাকে হয়তো এ ব্যাপারে আমি কিছুটা সাহায্য করতে পারব। আমার এক বন্ধু, লিস্টার নাম, ফ্রানচোয়েকে ডেভেলপার হিসেবে কাজ করছে। এখনও ছোটখাটো ব্যবসা ওর তবে শুনেছি ও একজন পার্টনার খুঁজছে।'

উত্তেজনায় নেচে উঠল গেবের চক্ষু। *অবশেষে! একটি কন্টাক্ট। একটি শুরু।*

রুবির হাত ওর পায়ের ওপর। চোখ ওর ফুলে ওঠা জিন্সের ওপর।

লাল হয়ে গেল গেব। 'সরি। অনেকদিন ধরে নারীসঙ্গ থেকে আমি বঞ্চিত।'

মুচকি হাসল রুবি। লজ্জা পেলে গেবকে আরও সুন্দর লাগে।

'সরি বলার কিছু নেই।' সে মদের গ্লাসে শেষ চুমুকটা দিল। 'চলো, বিছানায় যাই।'



রুবির সঙ্গে ছয় মাস থাকল গেব। তার জীবনের সবচেয়ে সুখময় ছ'মাস। রুবি গেবের সঙ্গে তার বন্ধু ডেমিয়ান লিস্টারের পরিচয় করিয়ে দিল। সে স্থানীয় আর্কিটেক্ট থেকে ডেভেলপার বনে গেছে। দুজনের খুব দ্রুত সখ্য হয়ে গেল। ডেমিয়ান বেশ লম্বা, ভয়ানক রোগা, খাড়া নাক এবং খাড়া কণ্ঠমণি। গেব জেলখাটা আসামি শুনে জানাল তার নিজের ভাই পল টাকা আত্মসাৎ করার দায়ে পাঁচ বছর শ্রীঘরে ছিল। শুনে গেবের ভেতরকার অস্বস্তি অনেকটাই দূর হয়ে গিয়ে ডেমিয়ানের সঙ্গে আরও সহজ হয়ে উঠেছে।

'আমরা সবাই ভুল করি। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া। তুমি নিশ্চয় শিক্ষাটা নিয়েছ?'

ডেমিয়ান লিস্টার ফ্রানচোয়েকে নতুন আবাসিক প্রকল্পের কাজ ধরেছে। এটি একটি জনপ্রিয় ওয়াইন রুট টাউন এবং ট্যুরিস্ট স্পট। কেপ টাউন থেকে মাত্র এক ঘণ্টার রাস্তা দূরে। সে এর আগে স্টেলেনবশ এবং বেলভিলে একই বিনিয়োগ করে লাভ করেছে। দুটিই স্থানীয় কম্পিউটার টাউন।

'আমার সমস্যা হলো ব্যাংক নিয়ে, বুঝলে? ব্যান্ডের দাম এখন ঊর্ধ্বগতি তবু ওরা লোন দিতে চায় না, অথচ আমার ট্র্যাক রেকর্ড ভালো।'

'বিদেশি ব্যাংক থেকে ধার নিচ্ছ না কেন?' জানতে চায় গেব। 'আমেরিকানরা তোমাকে নিশ্চয় টাকা ধার দেবে।'

'নিতে পারতাম,' স্বীকার করল ডেমিয়ান। 'তবে আমার একজন পার্টনার দরকার। এমন কেউ যাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি। এমন কেউ যে আমার পায়ের নিচ থেকে গালিচাটা কেড়ে নেবে না যদি কালোরা আবার গোলমাল শুরু করে দেয়, আমাদের অর্থনীতিতে দুর্দশার কালিমা এঁকে।'

ডেমিয়ানের চরিত্রের একটি নেতিবাচক দিক হলো সে খুব বর্ণবাদী কথাবার্তা বলে। গেব ভাবে হয়তো ও এরকম সংস্কৃতিতেই বেড়ে উঠেছে। শতাব্দীকালের প্রেজুডিস রাতারাতি বদলে ফেলা সম্ভব নয়।

আমার ভাগ্যই বলতে হবে ওর একজন পার্টনারের প্রয়োজন। ওর স্থানীয় জানাশোনা এবং কন্ট্যাক্ট কাজে লাগিয়ে আমি মার্শালের টাকার কয়েকগুণ বেশি ফেরত আনতে পারব।

গেব তার বেশিরভাগ সময় কাটাতে লাগল ফ্রানচোয়েকে, দেখছে কীভাবে তৈরি হচ্ছে বিল্ডিং, আর ডেমিয়ান থাকছে কেপ টাউন অফিসে, হিসাবপত্র নিয়ে ব্যস্ত। ভবনগুলো যেভাবে আকার পাচ্ছে এটি দেখতে খুব ভালো লাগে গেবের। সে আদর করে ইট-পাথরের ওপর হাত বুলায় যা তার ভাগ্য গড়ে তুলবে। মার্শাল তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। তবে সবই তো পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষা। এটি হলো আসল জায়গা। গেব এমন উল্লাস বোধ করে যেন হেরোইন বয়ে চলেছে শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

রাতের বেলা বাড়িতে, রুবির কাছে ফিরে আসে গেব। ও ওদের জন্য সাধারণ কিছু একটা রান্না করে। স্টেক এবং সালাদ অথবা ওভেনে বেক করা মাছ, সাথে রোজমেরী রোস্ট পটেটো। ওরা রুবির হালকা আসবাবে সজ্জিত অ্যাপার্টমেন্টের টেরাসে বসে যায়। সামনেই দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। এক দুই গ্লাস কেপ ওয়াইন গলাধকরণ করার পরে ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজেদের জীবন, আশা ও স্বপ্ন নিয়ে কথা বলে।

রুবি নিজের অতীত নিয়ে খুব কমই কথা বলে। নিজের পরিবার নিয়ে হালকা দু'একটা মন্তব্য করে। কিছুদিন পরে গেব বুঝতে পারল, ওরা এত এত কথা বলছে অথচ রুবির দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে সে প্রায় কিছুই জানে না। জানে না ও যখন দিনের বেলা বাসায় থাকে না তখন রুবি কী করে। রুবি বলেছে সে একজন আর্ট ডিলার, স্পেনে একদিন গ্যালারি খোলার কথা মাঝে মাঝে বলে। তবে গেব বাড়িতে কোনো পেইন্টিং দেখেনি কিংবা রুবিকে ব্যবসায়িক কোনো ফোন পেতে বা করতেও দেখেনি কোনোদিন। রুবিকে চাপ দিলে সে হাসে। বলে, 'এতকিছু জেনে কী হবে? আমি বর্তমান মুহূর্তটির জন্যই বেঁচে থাকি। যখন তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকি তখন সেই মুহূর্তটাই আমার কাছে প্রধান। সুখী জীবনের এটাই হলো চাবিকাঠি।'

সৈকতে, নক্ষত্রপুঞ্জের নিচে শুয়ে রুবির সঙ্গে প্রেম করার সময় গেবও এ কথা বিশ্বাস করতে শুরু করল। সে নাইবা জানল রুবির গ্যালারি কিংবা তার প্রথম কুকুরটির কী নাম ছিল তার কথা। রুবির মতো প্রেমময়ী, আবেদনময়ী, অপূর্ব নারী সে জীবনে দেখেনি। সে দক্ষিণ আফ্রিকাকে দুঃস্বপ্ন থেকে একটি স্বপ্নে রূপান্তরিত করেছে। গেবের ওর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, ওকে প্রশ্ন দিয়ে জর্জরিত করা উচিত নয়।

কেপ টাউন থেকে সকালে যখন ফ্রানচোয়েকে গাড়ি নিয়ে যায় গেব, ভ্রমণের ওই সময়টুকু ওর দারুণ লাগে। সে পাহাড় আর দ্রাক্ষালতার মাঝ দিয়ে পুরনো সিয়াট বুনাটা (মার্শালের টাকা বেহুদা খরচ করবে না বলে সে সবচেয়ে সস্তা গাড়িটি কিনেছে) চালিয়ে যাওয়ার সময় রুদ্ধশ্বাস দৃশ্যগুলো প্রাণভরে উপভোগ করে। ফ্রানচোয়েক মানে ফ্রেঞ্চ কর্নার, নামকরণ করা হয়েছে ফ্রেঞ্চ হুগোনটসের নামে যিনি তিনশো বছর আগে খাড়া ঢালের নিচে এ শহরের পত্তন করেন। এ শহরটি তার সংস্কৃতি এবং রন্ধনশালার জন্য বিখ্যাত। গেব বেশিরভাগ সময় হুগোনট মনুমেন্টের ওপর বসে লাঞ্চ খায়। এটি গ্রামের মাথায়। মেইন স্ট্রিট বোঝাই কফিশপ এবং রেস্টুরেন্টে যেখানে দেশের সেরা সব সুস্বাদু

খাবার বিক্রি করা হয়। তবে গেব সবসময় নিজের লাঞ্চ নিয়ে আসে। মার্শাল, ক্রেয়ার, আংগাস ফ্রেজার, তার মা– এদের সকলের ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত দামি খাবার খেয়ে পেট ভরানোর অধিকার তার নেই।

আজ সকালে যথারীতি গাড়িটি মেইন স্ট্রিটের মাথায় রাখল গেব, হেঁটে এগোল ছয় ব্লক দূরে তার ও ডেমিয়ানের তৈরি নির্মীয়মান ভবনগুলোর দিকে। যে বাড়িগুলো ওরা তৈরি করেছে তা নিয়ে গর্বের সীমা নেই গেবের। সে কল্পনায় দেখছে এখানে যেসব পরিবার বাস করবে তাদের ছবি। দুদিক থেকে তাদেরকে নিরাপত্তা দেবে উঁচু উঁচু পাহাড় এবং দৃঢ়, নিরেট দেয়াল। এ দেয়ালগুলো বানিয়ে ফেলেছে গেব।

সাইটে প্রবেশের মোড় ঘুরতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়েই থাকল ওখানে, পিটপিট করছে চোখ। যেন ভুল দেখছে। জায়গাটি পরিত্যক্ত। এখানে তো কর্মচঞ্চল মানুষের ভিড় এবং কলরব থাকার কথা মানুষজন, ড্রিল মেশিন, সিমেন্ট মিকশ্চার, ট্রাকভর্তি নুড়ি পাথর। কিন্তু এসব কিছু নেই। রাতারাতি জায়গাটি পরিণত হয়েছে জনমানবশূন্য, হতশ্রী ওয়েস্টল্যান্ডে। কেউ কাজ করছে না এটা মোটেই স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যন্ত্রপাতি কিছুই নেই। নেই বালু এবং ইটের স্তূপ। এমনকি ফোরম্যানের অফিসটিও খুলে নেয়া হয়েছে। যা আছে তা হলো আটটি অর্ধসমাপ্ত ভবনের খোলস, তাদের কাঠের কঙ্কালগুলো নীল আফ্রিকান আকাশের দিকে অসহায় ভঙ্গিতে বাড়িয়ে রেখেছে বাহু।

গেবের মনে প্রথমেই যে চিন্তাটি এলো তা হলো আমাদের সবকিছু চুরি গেছে।

সে সেলফোন বের করল। পরক্ষণে মনে পড়ল ব্যাটারিতে চার্জ নেই। ডেমিয়ানকে ফোন করতেই হবে। এবং পুলিশকে। সবচেয়ে কাছের বাড়িটির দিকে ছুটল ও। দরজায় জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগল। ধড়ফড় করছে কলজে। ড্রেসিং গাউন পরা এক মহিলা খুলল দরজা।

'এত সকালে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমি কি আপনার ফোনটি ব্যবহার করতে পারি?'

মধ্যবয়স্কা মহিলাটির ধূসর চুল ছোট করে ছাঁটা, একসময় দেখতে সুন্দরীই ছিল এখন মাতৃত্বের বোঝা বইতে গিয়ে ক্লান্ত চেহারা। সে ফ্রন্ট পর্চের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আফসোস করল সকাল বেলাকার মেকআপটা এখনও লাগানো হয়নি বলে। চুলে একবার হাত বুলিয়ে, নিশ্বাসের সঙ্গে পেটটা ভেতর দিকে টেনে নিয়ে গেবকে সে ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত দিল।

'আমি আপনাকে বোধহয় চিনি। মানে আপনাকে আশেপাশে দেখেছি। আপনি লিস্টার হোমসের সাইট ম্যানেজার।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল গেব, ফোন খুঁজছে। 'আমাদের সবকিছু চুরি গেছে। সাইটে কিছু নেই।'

মহিলা কৌতূহল নিয়ে তাকাল ওর দিকে। 'কিন্তু ওরা তো আপনার লোকই ছিল।

ওদেরকে রোববারও কাজ করতে দেখে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম।'

'আমার লোকেরা গতকাল এসেছিল?'

'হ্যাঁ। খুব ভোরে। অনেকগুলো ট্রাক নিয়ে। খুব হৈচৈ হচ্ছিল বলে আমার স্বামী নালিশ জানাতে গিয়েছিল। ফোরম্যান তাকে বলে আপনি এবং আপনার বন্ধু নাকি দেউলিয়া হয়ে গেছেন এবং শহর ছেড়ে পালিয়েছেন। ওদের নাকি দেড় মাসের বেতন বাকি। তাই তারা সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছে।'

হাঁটু আলগা হয়ে এলো গেবের। ধপ করে বসে পড়ল একটি আর্মচেয়ারে। চিন্তা করার চেষ্টা করছে।

ওরা কেন ভাববে আমরা দেউলিয়া হয়ে গেছি? আর ফোরম্যান জোনাস আমাকে কেন ফোন করল না?

এমন সময় ওর মৃত ফোনটির কথা মনে পড়ল। সাপ্তাহিক ছুটির ক'টা দিন ওকে কেউ ফোন করলেও তো পাবার কথা নয়। রুবি ওকে নিয়ে বোট ট্রিপে গিয়েছিল। ফোন ছিল বাসায়। রুবি বলেছিল সে চায় না কেউ ফোন করে ওদের একত্রে থাকার মজাটা নষ্ট করুক। শুধু ওরা দুজনে থাকবে। ওরা লেকে সাঁতার কেটেছে, মাছ ধরেছে, প্রেম করেছে। জাদুর মতো কেটে গিয়েছিল সাপ্তাহিক ছুটির দুটো দিন।

ডেমিয়ানের অফিসে ফোন করল গেব। কোথাও নিশ্চয় মস্ত ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।

ছ'বার রিং হওয়ার পরে একটি যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর একঘেয়ে সুরে ঘোষণা করল 'আপনি যে নম্বরে ফোন করেছেন তা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।'

আতঙ্কের ঢেউ উঠল গেবের শরীরে, ডেমিয়ানের মোবাইলে কল দিল ও। বন্ধ। রুবিকে পাবার আশায় অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করল। কিন্তু রুবি বাসায় নেই। কল্পনায় দেখল কফি টেবিলের ওপর ওদের সাদা কর্ডলেস শূন্য লিভিংরুমে অনবরত বেজেই চলেছে। রুবির সেলফোনও বন্ধ পেল গেব। কী করবে বুঝতে না পেরে শেষে পুলিশে ফোন করল।

'আমি গেব্রিয়েল ম্যাকগ্রেগর বলছি,' ওপ্রান্তে ডেস্ক সার্জেন্ট এমনভাবে সাড়া দিল যেন গেব কোনো সেলেব্রিটি।

'মি. আপনাকে তো বললামই। আমি রাস্তার ধারের একটি বাড়ি থেকে ফোন করছি। আমার সাইটের যন্ত্রপাতি সব চুরি হয়ে গেছে। আমার পার্টনারও নিখোঁজ...'

'যেখানে আছে সেখানেই থাকুন, মি. ম্যাকগ্রেগর। খুব দ্রুত আপনার কাছে লোক পৌঁছে যাবে।'

গেব ফোনে কথা বলছে, গৃহকর্ত্রী ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে, ডেনিম শর্টস আর গোলাপি রঙের লাবাত টিশার্ট পরে এলো। টিশার্ট ফুঁড়ে তার স্তন দেখা যাচ্ছিল। তবে ওদিকে ফিরেও চাইল না গেব। মহিলা দুধ চা বানিয়ে এনেছে। চা পান করল। তার বুকের মধ্যে ঝড়। মনে হলো এক যুগ বাদে বেজে উঠল ডোরবেল।

'নিশ্চয় পুলিশ,' বলল মহিলা।

'থ্যাংক গড,' লাফিয়ে সিধে হলো গেব। চার ইউনিফর্মধারী পুলিশ অফিসার এসে ঢুকল লিভিংরুমে। সোৎসাহে হাত বাড়িয়ে দিল গেব। 'আপনারা এসেছেন বলে খুব খুশি হয়েছি।'

'আমরাও আসতে পেরে খুশি হয়েছি,' বলল সিনিয়র অফিসার।

সে গেবের হাতে একজোড়া হাতকড়া পরিয়ে দিল।



কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা দ্বিতীয়বার জেল খাটার কবল থেকে বাঁচিয়ে দিল গেবকে।

ডিআই হান্টার রিচার্ডস, এ কেসের ডিটেকটিভ ইন চার্জ গেব্রিয়েল ম্যাকগ্রেগরের দুঃখী, ধূসর চোখের মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেল যে ওকে সে বিশ্বাস করে ফেলল। ছেলেটা একটা বোকা। সে এক মিলিয়ন র‍্যান্ড খুইয়েছে, ডেমিয়ান লিস্টারের একেবারে হাতের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। ডিআই রিচার্ডস বিশ্বাস করে না কারও সঙ্গে প্রতারণা করার ইচ্ছে গেবের ছিল যদিও সে একজন এক্স কন। ফ্রানচোয়েকের স্থানীয় বাসিন্দারা গেবের চরিত্র নিয়ে উচ্ছ্বসিত কথাবার্তা বলল। তদন্ত যত এগিয়ে চলল, জালিয়াত রুবি ফ্রেইন এবং ডেমিয়ান লিস্টারের শিকারদের সংখ্যা প্রকাশিত হতে লাগল সে সঙ্গে গেবের বিষয়টি জট খুলতে শুরু করল।

রুবি এবং ডেমিয়ান এক দশকেরও বেশি সময় ধরে লাভার এবং পার্টনার। রুবির কোনো আর্ট ডিলারশীপ নেই, ডেমিয়ানের কোনো জেল খাটা ভাই নেই, উইসকসিনে ওদের কোনো পরিবার নেই। গত ছয় মাসে গেবের সুখের দিনগুলোর প্রতিটি আউন্স তৈরি হয়েছিল স্রেফ মিথ্যার বেসাতি করে।

তবে গেব যে নিরপরাধ এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করল না। ফলে কয়েক মাস সে প্রসিকিউশনের ভয়ে ভীত হয়ে থাকল। কিন্তু আদালতের যে কোনো মামলাই হয়ে থাকে দীর্ঘ এবং ব্যয়সাপেক্ষ। শেষের দিকে পুলিশ দেখল লিস্টার এবং ফ্রেইনকে নিয়ে মামলা চালাতে গিয়ে তাদের প্রচুর খরচ হয়ে যাচ্ছে। আর মামলা চালানোর মতো সামর্থ্য গেবেরও নেই। শেষে তাকে এ মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো। সে মামলা মুক্তির দিন সোজা চলে গেল সেই বারে যেখানে রুবির সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল। সে আকণ্ঠ মদ পান করল এবং ওখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকল। এত কিছুর পরেও রুবিকে সে খুব মিস করছিল। পরদিন সকালে জ্ঞান ফিরে দেখল সে মানুষের মলমূত্র ভরা একটা আবর্জনার ড্রামের পাশে, রাস্তায় শুয়ে আছে। কেউ তার জুতোজোড়া চুরি করে নিয়ে গেছে। আর কিছু নেওয়ার মতো ছিল না।

গেব ভাবল *এখন আমি আবার রাস্তায়, মাদকের জগতে ফিরে যেতে পারি কিংবা নিজেকে সামলে নিয়ে লড়াই করতে পারি।*

কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না ও। লড়াই করতে করতে ক্লান্ত গেব। যা ঘটেছে সে জন্য পুরোপুরি নিজেকে দোষারোপ করল ও। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যই আজ এমন

দশা। তবে আবার উচ্ছন্নে যেতে পারে না ও, নিজেকে বোঝাল গেব। অনেক লোক তার ওপর বিশ্বাস করে বসে আছে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান মার্শাল গ্রেশাম। এই মানুষটার দেনা শোধ না করেই পরাজয় মেনে নেওয়ার কী অধিকার আছে ওর? চাইলেই তো সে আর নিজের জীবনটা ধ্বংস করতে পারে না।

আগে মার্শালের দেনা শোধ করব। তারপর সিদ্ধান্ত নেব বেঁচে থাকব নাকি মরে যাব।

প্রথম বছরটি কাটল নরকের মতো। মার্শাল গ্রেশাম উদার গলায় গেবকে নিশ্চিত করল টাকা ফেরত পাবার ব্যাপারে তার কোনো তাড়া নেই। কিন্তু গেবের জেদ এবং সংকল্প ওকে এগিয়ে নিয়ে চলল। তাকে অর্থ উপার্জন করতেই হবে। তার যে দুর্নাম হয়ে গেছে তাতে কেউ রিয়েল এস্টেটে তাকে বাবুগিরির কোনো কাজ দেবে না। তাকে কায়িক শ্রম করতে হবে। বিল্ডিং সাইটে কাজ করবে যথেষ্ট টাকা জমিয়ে। তারপর সে ডেভেলপারের ব্যবসায় নামবে।

শ্রমিকের কাজ এর আগেও আমি করেছি। আবার করতে পারব। আমি কঠিন পরিশ্রমে ভয় পাই না।

কিন্তু এটি লন্ডন শহর নয়। এ আফ্রিকা। এখানে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়। ইটভাঙা, একশো ডিগ্রি তাপমাত্রায় দাঁড়িয়ে মেশাতে হয় সিমেন্ট, সে সঙ্গে বড় বড় মশার কামড় আর বেলেমাছির উপদ্রব তো আছেই। আর শ্রমিকদের প্রায় সবাই কালো মানুষ, একা সে শ্বেতাঙ্গ। এ কারণে একাকীত্বটা সাংঘাতিক পীড়া দেয় গেবকে। কালোরা সবাই সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলে, হাসাহাসি করে, ঠাট্টা-তামাশা করতে করতে বিরাট বিরাট পাথরখন্ড অনায়াসে তুলে নেয় কাঁধে। গেব ভাবত সে শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ ফিট এবং গায়ে তাগতও আছে বেশ। কিন্তু তার বয়স ত্রিশ হলেও উনিশ বছরের স্থানীয় যুবার কাছে শক্তিতে সে কিছুই না। প্রতিরাতে সে কেনেডি রোডে নিজের নোংরা বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে মড়ার মতো পড়ে থাকে, সারা গা ব্যথায় বিষ। প্রথম ছয় মাস, ওর গায়ের চামড়া শক্ত হতে শুরু করার আগে, হাতে ফোস্কা পড়ে গেল। ফোস্কা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। তবে ওর সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিল একাকীত্বের যন্ত্রণায়। মাঝে মাঝে এমন সপ্তাহও যায় পুরো সাতদিন ফোরম্যান ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথা হয় না গেবের। ফোরম্যান ওদের বেতন দেয়। হতাশার মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চায় না ও।

আমি হেরোইনের নেশা ছেড়েছি। আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমি এই কষ্টটাও সামলে উঠতে পারব।

ধীরে ধীরে মাস গড়িয়ে যায় বছরে। অনেক কিছুই সামলে উঠতে থাকে গেব। প্রথমে সে মদ পান বাদ দেয়। ফলে তার ভালো ঘুম হতে থাকে। আর হ্যাংওভারে ভোগে না। তারপর ও আস্তে আস্তে কালো মানুষগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে শুরু করে।

ডিয়া ঘালি নামে এক কৃষ্ণাঙ্গের সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে গেবের। ডিয়া জোকার টাইপের মানুষ, সারাক্ষণ মজা করছে, ঘর কাঁপিয়ে হো হো করে হাসছে। সে গেবের চেয়ে উচ্চতায় একফুট খাটো। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। দুজনে যখন পাশাপাশি দাঁড়ায় মনে হয় কমেডি অভিনেতা। তবে জীবনে কিছু করার জন্য ডিয়া গেবের মতোই সিরিয়াস।

'আমি পাইন টাউনে বড় হয়েছি। গত সপ্তাহে, আমি যে রাস্তায় থাকি সেখানে কী হয়েছে, জানো? একটি মেয়ে শিশু, মাস চারেক বয়স, তাকে একটা ইঁদুর মেরে ফেলেছে।'

শিউরে উঠল গেব।

'কর্তৃপক্ষ আবর্জনা পরিষ্কার করে না তাই সর্বত্র গিজগিজ করছে ইঁদুর। তারা কুটিরে বসবাসকারীদেরকে 'অবৈধ' বলে মনে করে এবং তাদেরকে কোনো পরিসেবা দেয় না। যেন অমন জীবনযাপনই আমাদের পাওনা। কিন্তু আমার বাচ্চার জন্য আমি এটা হতে দেব না। নো ওয়ে। আমি ওখান থেকে বেরিয়ে আসব।'

ডিয়ার সঙ্গে টাকা ভাগাভাগি করে নোংরা বিছানাটা ছাড়তে পারল গেব। দুজনে মিলে শহরে ছোট দুই বেডরুমের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করল। জুতোর বাক্সের মতো ঘর তবু মনে হলো রিজ হোটেলে আছ।

'জানো এখন আমাদের কী করা উচিত?' গত দেড় বছরের মধ্যে এই প্রথম গরম জলে স্নান করে বাথরুম থেকে বেরল গেব। দেখল ডিয়া তাদের সেকেন্ড হ্যান্ড টিভিতে ক্রিকেট ম্যাচ দেখছে। 'পাইন টাউনে আমাদের ব্যবসা শুরু করা উচিত। দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা এটাই। শহরে বস্তি এলাকা আছে, প্রাসাদ আছে। কিন্তু দুটির মাঝখানে কিছু নেই। স্বল্প মূল্যের, কো-অপারেটিভ হাউজিং, মাই ফ্রেন্ড। এটাই ভবিষ্যৎ।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ডিয়া। 'বেশ। তবে সবার আগে কী করা উচিত, জানো?'

'কী?'

'কোনো মেয়ে মানুষ নিয়ে শুয়ে পড়া।'



রুবির পরে আর কোনো মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হয়নি গেবের। মদ পান করে তার যৌন আকাঙ্ক্ষাই কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিল। তবে মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়ার পরে সে ধীরে ধীরে আবার মেয়েদের দিকে তাকাতে শুরু করে। কিন্তু সে খুবই গরিব এবং বিধ্বস্ত একজন মানুষ। সে ডেটিং করার কথা চিন্তাই করতে পারে না। ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট ওয়াটারফ্রন্টের বারে ঘুরে বেড়ানোর সময় সে মিনিস্কার্ট এবং হিল পরা মেয়েগুলোকে দেখে। সে দু'একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমাতেও গিয়েছিল। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। গেব অবশ্য বুঝতে পারছে না কেন এমন হলো। কারণ সে মেয়ে পটানোয় ওস্তাদ লোক।

'এর কারণ তুমি আমার সঙ্গে আছ বলে,' ডিয়া বলে তাকে। 'কালো মানুষদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো সাদা মানুষকে মেয়েরা বিশ্বাস করে না।'

'কালো মানুষ?' হেসে ওঠে গেব। 'এসব কী বলছ, ডিয়া, বর্ণবৈষম্যের দিন শেষ হয়েছে কবে।'

একটা ভুরু তুলল ডিয়া। 'তাই নাকি? গত দুই বছর তুমি কোথায় ছিলে, ভায়া? গুহায়?'

ডিয়া ঠিকই বলেছে। ওয়াটারফ্রন্টের চারপাশে চোখ বুলিয়ে গেব দেখতে পেল কোনো কৃষ্ণাঙ্গী কোনো শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে জুটি বাঁধেনি। সাদা এবং কালোরা একই দোকানে এবং বারে যাচ্ছে বটে তবে যে যার জাতের সঙ্গে লটকে রয়েছে। পূর্বপুরুষ জেমি ম্যাকগ্রেগর এবং তার আজীবনের বন্ধু বান্ডার কথা মনে পড়ল গেবের। তারপর দেড়শ বছর কেটে গেছে। *কালো আর সাদা মানুষদের মধ্যে আদৌ কি পরিবর্তন এসেছে?*

ডিয়া অবশ্য দর্শন ফলানোর মুডে নেই। সে হাসি মুখে বলল, 'ঝরনার ধারে ওই মেয়েটাকে দেখো।'

হাত তুলে লম্বা, ছিপছিপে একটি কৃষ্ণাঙ্গিনীকে দেখাল। পরনে শরীর কামড়ানো জিনস আর ভেস্ট-টপ। মেয়েটি মুখ তুলে দেখে দুই যুবক তার দিকে তাকিয়ে আছে। হাসল সে।

ডিয়া গেবের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। 'তুমি তোমার নিজের জুড়ি খুঁজে নাও, বন্ধু। দাঁড়িয়ে থেকো না।'

কালো মেয়েটির নাম লেফু। এক বছরও গেল না, ডিয়া তাকে বিয়ে করে ফেলল। তারপর ওরা আলাদা বাসা নিয়ে নিল। গেব ইতোমধ্যে ফোরম্যান পদে প্রমোশন পেয়েছে। তাকে এখন পরিশ্রম করতে হয় কম, বেতনও পায় ভালো। তার মামলার জন্য আংগাস ফ্রেজারসহ যারা সাহায্য করেছিল তাদের সবার পাওনা মিটিয়ে দিয়েছে ও। চৌত্রিশতম জন্মদিনে সে মার্শাল গ্রেশামকে ফোন করল। গত ক্রিসমাসে ওয়ার্মউড স্ক্র্যাবস থেকে মুক্তি পেয়েছে মার্শাল। এখন ব্যাসিলডনে অট্টালিকাসম একটি বাড়িতে বাস করে। গেব জানতে চাইল মার্শালের পাওনা টাকার চেকটা কোথায় পাঠাবে।

'কোথাও পাঠাতে হবে না।'

অবাক হলো গেব।

মার্শাল ব্যাখ্যা দিল, 'পাঁচ বছর আগেই তোমাকে কথাটা বলেছিলাম, না? ওই টাকাটা ছিল একটা ইনভেস্টমেন্ট। আমি শুধু জানতে চাই তোমার অলস আইরিশ পাছাটা তুলে নতুন কোম্পানি শুরু করবে কবে?'

গেব তার উদ্বেলিত আবেগ বহু কষ্টে চেপে রাখল।

'এত কিছুর পরও তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে?'

'অবশ্যই বিশ্বাস করব। তবে কোনো ভুয়া পার্টনারের কবলে যেন পড়ো না।'

'আবার পার্টনার!'

গেব বলল ডিয়াকে নিয়ে সে দরিদ্র পাইন টাউন শহর এবং কেনেডি রোড এলাকায় স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য ঘরবাড়ি তুলে দেওয়ার ব্যবসায় নামার পরিকল্পনা করছে। তবে মার্শাল সন্দেহ প্রকাশ করল।

'তোমার প্লান খারাপ নয়। কিন্তু এই কালো লোকটিকে সঙ্গে নেওয়ার কারণ কী? সে কী অবদান রাখবে?'

'সে পাইন টাউনে বড় হয়েছে। আমার চেয়ে অনেক ভালো চেনে এলাকাটা। তাছাড়া এই আবর্জনার মধ্যে যারা বাস করে তাদের আটানব্বই ভাগই কালো। স্থানীয়দের বিশ্বাস অর্জন করতে হলে আমার একটি কালো মুখ দরকার হবে।'

তবে গেব বলল না যে ডিয়ার বন্ধুত্ব তার কাছে ব্যবসার চেয়েও অনেক দামি। এজন্য যদি মার্শালের টাকা ফেরত দিতে হয় তো দেবে কিন্তু ডিয়াকে সে ত্যাগ করতে পারবে না। অবশ্য ওকে তা করতেও হলো না।

'বেশ। তুমি নিশ্চয় ভালো জানো তুমি কী করছ। আমার টাকা দ্বিগুণ হয়ে গেলে আমাকে ফোন দিও।'

হেসে উঠল গেব। 'দেব।'

ও ফিরে এলো ব্যবসায়।

গেব এবং ডিয়া তাদের নতুন কোম্পানির নাম রাখল ফিনিক্স। কারণ ওরা পুরনো জীবনের ছাই ঝেড়ে উঠেছে।

শুরুতে সবাই ভাবল ওরা পাগলামি করছে। গেব ফিনিক্সের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা সতীর্থ ডেভেলপারদের কাছে বলতে তারা হেসে কুটিপাটি।

'তোমার মাথাটাই গেছে খারাপ হয়ে। বস্তিবাসীদের কারো পক্ষেই বাড়ি কেনা সম্ভব নয়। আর যাদের পক্ষে সম্ভব তারা এইসব এলাকার কুড়ি মাইলের মধ্যেও বাস করে না।'

অন্যরা আরেক কাঠি বাড়িয়ে বলল।

'তুমি যখন রাতে বাড়ি ফিরবে, কাফিররা বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে দেবে। ওই বস্তির শহরের ছোকরাদের করার মতো তো আর তেমন কাজ নেই। তোমার পাইনটাউনে কেউ ইনসিওর করতে চাইবে কিনা সন্দেহ।'

দেখা গেল সত্যি কথাই বলেছে লোকে। কোনো ইনসিওরেন্স কোম্পানি ফিনিক্সের জন্য ইনসিওর করতে রাজি নয়। গেব যখন আশা ছেড়ে দিচ্ছে, ওকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো লেফু। ডিয়ার সঙ্গে তার কাজিনের এক বয়ফ্রেন্ডের পরিচয় করিয়ে দিল। সে জোহানেসবার্গে কালো মানুষদের জন্য তৈরি ভবনের একটি ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে কাজ করে।

'প্রিমিয়াম কিন্তু অনেক বেশি,' গেবের হাতে কোটেশন ধরিয়ে দিল ডিয়া।

'বেশি?' গেব কোটেশন পড়ে মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাবে।

'এ লোকটা রেট লেখার সময় বোধহয় মাতাল ছিল। ওকে বলো আমরা অর্ধেক দিতে পারব।'

'গেব।'

'আচ্ছা, তিন ভাগের দুই ভাগ।'

'গেব্রিয়েল।'

'কী?'

'আমাদের এটাই একমাত্র অপশন। সে লেফুর খাতিরে কাজটা করে দিচ্ছে। একজন বন্ধু হিসেবে।'

'এরকম বন্ধু থাকলে শত্রুর দরকার কী?' ঘোঁত ঘোঁত করল গেব।

ওরা ফুল রেটের টাকাই চুকিয়ে দিল।



প্রথম বছরের শেষে হিসাব করে দেখা গেল ফিনিক্স সাতশো হাজার র‍্যান্ড খরচ করেছে। ওরা ত্রিশটি ছোট ছোট, সাধারণ মানের বাড়ি তৈরি করেছে। তাতে পানি এবং বিদ্যুতের সুবিধা আছে। তবে বিক্রি হয়নি একটিও। দুশ্চিন্তায় গেবের এক স্টোন ওজন কমে গেল এবং সে সিগারেট ধরল। ডিয়া, এক সন্তানের জনক হয়েছে, দ্বিতীয়টি হওয়ার পথে, আশ্চর্যরকম শান্ত রয়েছে।

'বাড়ি বিক্রি হবে। আমি কাজ করছি। আমাকে শুধু সময় দাও।'

বস্তিবাসীরা একটি বাড়ি দুজনে ভাগ করে যাতে থাকতে পারে সে রকম অর্থনৈতিক সুবিধা দিচ্ছে গেব। মুশকিল হলো ওদের কথা কেউ বিশ্বাস করছে না।

'তোমাকে ব্যাপারটা বুঝতে হবে,' বলল ডিয়া। 'এই মানুষগুলো জীবনভর শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে মিথ্যা কথা শুনে এসেছে। অনেকের ধারণা সাদা চামড়ার ডাক্তাররাই এ দেশে প্রথম এইডস ছড়িয়েছে।'

'কিন্তু ধারণাটা তো হাস্যকর।'

'ওরা তা মনে করে না। ওরা ভাবছে তুমি ওদের টাকা চুরির ধান্ধা করছ। ওরা একটি বাড়ির মালিক হবে, বাড়িতে পানি থাকবে, মাথার ওপর ছাদ থাকবে, যে ছাদের ফুটো দিয়ে বৃষ্টির পানি গড়াবে না... এ চিন্তাটাই ওরা হজম করতে পারছে না।'

'তাহলে আমরা কী করব?'

'তোমার কিছুই করতে হবে না। কোনো সুন্দরীকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্য কোথাও থেকে ঘুরে এসো।'

মাথা নাড়ল গেব। 'তা সম্ভব নয়। আমি এ মুহূর্তে ব্যবসা ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না।'

'আমি তোমাকে অনুরোধ করছি না আদেশ করছি। এখন ফোটো। তারপর আমার কাজ আমাকে করতে দাও।'

গেব সপ্তাহ দুই কাটাল স্থানীয় বিচ রিসর্ট মুইযেনবার্গে। সঙ্গে লেক্কা নামে একটি মেয়ে। এ সাইটটি একদা বিখ্যাত ছিল ব্রিটিশ এবং ডাচদের মধ্যে যুদ্ধের কারণে। এখন

সৈকতটি বড়লোক কেপটাউনিদের অন্যতম প্রিয় রিসর্ট। এটিকে সেন্ট ট্রপেজের আফ্রিকান সংস্করণ বলা যায়।

'অপূর্ব।' ভিক্টোরিয়ান ম্যানসন দেখে মন্তব্য করল লেঙ্কা।

'অপূর্ব!' ফলস বে'র বালুকাময় সৈকত আর সবুজ পানি দেখে মুগ্ধ সে।

'অপূর্ব!' সৈকতে একটি স্প্যানিয়েল কুকুরছানা ধরে আদর করতে যেতেই ওটা গেবের জুতো ভিজিয়ে দিল হিসু করে আর সে দৃশ্য দেখে কুঁইকুঁই করে উঠল লেঙ্কা।

দিন দুই পরে গেব যখন একটি দেয়াল বাইছে এবং তা দেখে লেঙ্কা 'অপূর্ব' বলে চিৎকার করছে, ও দাঁত কিড়মিড় করে মনে মনে বলল, *লেঙ্কার মতো গরুর আইকিউ টাইপের কোনো মেয়েকে নিয়ে আর জীবনেও আমি কোথাও ছুটি কাটাতে যাব না। এমনকি সে যদি সুপার মডেল গিসেলের মতোও দেখতে হয়।*

মুইযেনবার্গে মোটেই ভালো দিন কাটেনি গেবের। এটি বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্য হলেও ওর ভালো লাগত না। কারণ তার মন সারাক্ষণই পড়েছিল পাইনটাউনে।

সে যেদিন সকালে কেপটাউনে ফিরল, সঙ্গে সঙ্গে ছুটল অফিসে। ভয়ানক নার্ভাস লাগছে।

'তো?' দম বন্ধ করে ডিয়ার কাছে জানতে চাইল ও। 'কোনো উন্নতি হলো?'

'হয়েছে আর কী।'

দমে গেল গেব। *হয়েছে আর কী?* ওদের তো 'হয়েছে আর কী' হলে চলবে না। ওদের মিরাকল ঘটা দরকার। ওকে অ্যাপার্টমেন্টটা ছেড়ে দিতে হবে। ফিরে যেতে হবে কেনেডি রোডে। নাকি এবারে বিদায় নিয়ে সিধে বাড়ির রাস্তা মাপতে হবে? পরাজয় মেনে নিয়ে ফিরতে হবে স্কটল্যান্ডে? জাহাজঘাটায় তেমন কোনো চাকরি নেই। তবু...

'আমি সবগুলো বিক্রি করে ফেলেছি।'

ডিয়ার কথা বুঝে উঠতে এক মুহূর্ত সময় লাগল গেবের।

'কিন্তু... বুঝলাম না।... কীভাবে..., সবগুলো?'

'বিশ্বাস, বন্ধু, বিশ্বাস।'

গেব শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

ব্যাখ্যা দিল ডিয়া। 'আমি আমাদের পুরানো গির্জার যাজকের কাছে গিয়েছিলাম। অনুরোধ করেছিলাম আমাকে যদি কিছু কথা বলার অনুমতি দেন। প্রথমে রাজি হননি। তবে আমি হাল ছাড়িনি। এখানে চার্চ মিটিংয়ে বহুলোক আসে।'

'তুমি কী বললে?'

'তুমি যা বলছিলে ঠিক তাই। তবে ওদের কণ্ঠে। আমি আমার নিজের শৈশবের কথা বললাম। বললাম সেই বাচ্চাদের কথা যারা মানবেতর জীবনযাপনের কারণে মারা গেছে, যাদের জন্য স্যানিটেশনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আমি ওদেরকে জানাবার চেষ্টা করলাম ওরা এখন যেখানে আছে আমিও এক সময় ওখানে ছিলাম, আমি ওদেরই একজন। লোকে আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করল। তারপর থেকে কাজটা সহজ হয়ে

এলো। তোমার মডেলের কথা বললাম, অর্থনৈতিক ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললাম। পরদিন আরেকটি চার্চে গেলাম আমি, তারপর আরেকটিতে। আমি শেষ বাড়িটি বিক্রি করেছি তিনদিন আগে। তবে তোমাকে জানাইনি· কারণ সুন্দরী লেঙ্কার সঙ্গে তোমার ছুটিটা মাটি করতে চাইনি।'

মুইযেনবার্গে কী অশান্তি আর দুশ্চিন্তায় ওর দিন কেটেছে মনে পড়ল গেবের। তবে ও হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

'কী, তুমি দেখছি কিছুই বলছ না?'

ডিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গেব, ওকে মস্ত আলিঙ্গনে বেঁধে ঘরের মধ্যে নাচতে শুরু করে দিল। মুখ দিয়ে আনন্দের চোটে অদ্ভুত সব শব্দ করছে।

'অপূর্ব!' হাসতে হাসতে বলল গেব। 'ডিয়া ঘালি, তুমি সত্যি অপূর্ব!'



নতুন মিলেনিয়ামের প্রভাব বাণিজ্য ভুবনে বিশাল এক পরিবর্তনের সূচনা নিয়ে এলো। যেসব জায়ান্ট কোম্পানি একদা ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে, ওগুলো ক্রমে ভেঙে পড়তে লাগল। তাদের জায়গা দখল করে নিল পুঁচকে সব ডটকম কোম্পানি। খেলার এখনও নাম লোভ। তবে খেলার নিয়ম পাল্টে গেছে।

১৯৯৯ সালের ৮ এপ্রিল, সাবেক হাউজওয়্যার সেলসম্যান ক্রেগ উইল বিলিওনেয়ার হয়ে গেলেন... এক দুই দিনের মধ্যে। তিনি তাঁর তিন বছর বয়সী ইন্টারনেট কোম্পানি ভ্যালু আমেরিকার মার্কেট শেয়ার অফার করলে স্টক প্রাইস অতি দ্রুত তেইশ ডলার থেকে প্রায় পঁচাত্তর ডলারে উঠে গেল। তারপর পঞ্চান্ন ডলারে থিতু হলো। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক উইল সে রাতে ২.৪ বিলিয়ন ডলারের কাগুজে ফরচুন নিয়ে ঘুমাতে গেলেন। যে কোম্পানি জীবনে লাভের মুখ দেখেনি তার জন্য এটি মোটেই মন্দ নয়।

বছরখানেকের মধ্যে শেয়ার প্রাইস দুই ডলারে নেমে এলো। ভ্যালু আমেরিকার অর্ধেকের বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাটাই হলো এবং বিনিয়োগকারীরা লাখ লাখ টাকা খোয়াল। ২০০০ সালের আগস্ট নাগাদ কোম্পানিটি দেউলিয়া বলে নিজেদেরকে ঘোষণা করল।

আমেরিকাজুড়ে বোর্ডরুমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তারা যাদেরকে এখন পুরনো অর্থনৈতিক কোম্পানি বলা হয়– তাঁদের মধ্যে ক্রুগার-ব্রেন্টের মতো দানবরাও রয়েছে– অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করছিলেন নিতান্তই বিতৃষ্ণা নিয়ে। সবকিছুই বদলে যাচ্ছিল। বিশ্ব শক্তিতেও পরিবর্তন ঘটছিল। ওপরে উঠে এলো চীন এবং ভারত। ডলারের পতন শুরু হলো। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং এবং ফার্মাসিউটিক্যাল, ক্রুগার-ব্রেন্টের অন্যতম প্রধান দুটি লাভজনক সেক্টর, বিশ্লেষকদের ধারণার চেয়েও অতি দ্রুত একত্রীভূত হয়ে যাচ্ছিল। ব্যাংকিং ক্ষেত্রে, ১৯৮০'র দশকের বিখ্যাত সব নাম– সলোমন ব্রাদার্স, ব্যাংকার্স ট্রাস্ট, স্মিথ বার্নি– রাতারাতি স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদেরকে গিলে খেল অপেক্ষাকৃত বড় এবং বিদেশি প্রতিদ্বন্দ্বীরা। ওষুধ কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে গ্ল্যাক্সো এবং সিবা উধাও হয়ে গেল নতুন ব্রান্ড অ্যাভেন্টিস এবং নোভারটিসের আগমনের কারণে।

গাড়ি ব্যবসায় ফোর্ড চুটিয়ে কিনে চলছিল ভলভো, মাযদা এবং অ্যাস্টন মার্টিন, তারপর তারা এগুলো বিক্রি করতে শুরু করল প্রথমে জাগুয়ার তারপর ল্যান্ডরোভার। এদিকে তেল এবং জমির দাম হু হু করে বেড়ে চলছিল। প্রতিবছর, প্রতি মাসে অর্থনীতিবিদরা সংশোধন নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেও তা কখনো ঘটেনি। ব্যাংকগুলো সস্তা ক্রেডিট বিলোতে শুরু করল, উত্তপ্ত বাজারে আরও পেট্রল ঢেলে তারা যেন অগ্নিশিখা উসকে দিল।

সে এক মহা উত্তেজনাকর সময়। এক বিপজ্জনক কাল। পিটার টেম্পলটন এত উত্তেজনা সহ্য করতে পারছিলেন না। ২০০৬ সালে তিনি অবসর নিয়ে ডার্ক হারবারের বাড়িতে একাকী বসে তাঁর প্রিয় আলেকজান্দ্রার স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন। তবে তাঁর অবসর গ্রহণে মার্কেটে সামান্য বুদ্বুদ পর্যন্ত সৃষ্টি হলো না। কারণ সবাই জানে পিটার টেম্পলটন ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের এক পুতুল চেয়ারম্যান বৈ অন্য কিছু ছিলেন না। ট্রিস্ট্রাম হারউড লাগাম হাতে তুলে নিলেন এবং কর্পোরেট জীবন আগের মতোই চলতে লাগল।

ক্রুগার-ব্রেন্টের তেল ও গ্যাস শাখার প্রধান হিসেবে ট্রিস্ট্রাম হারউড গত এক দশক কম্পিউটারে বসে বসে তাস খেলেছেন আর তাঁর দলের অ্যাসেট চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি চেয়ারম্যান পদে বসে 'বসে থাকো এবং কিছুই কোরো না' দর্শন প্রয়োগ করেছেন। কারণ তিনি জানেন আর তিন বছর তিনি এ পদ অলংকৃত করতে পারবেন।

তিন বছর বাদে, ব্ল্যাকওয়েলদের দুই উত্তরাধিকারী, ম্যাক্স ওয়েবস্টার এবং লেক্সি টেম্পলটন পঁচিশে পা দেবে। কেট ব্ল্যাকওয়েলের উইল অনুযায়ী, পঁচিশ বছর বয়সে এদের যে কোনো একজন ক্রুগার-ব্রেন্টের নিয়ন্ত্রণ ভার নিয়ে নেবে।

তবে সকলের ধারণা সে লোকটি হতে যাচ্ছে ম্যাক্স।

তবে নতুন অর্থনৈতিক দুনিয়ায় ধারণা প্রায়ই পাল্টে যাচ্ছে।

ইন্টারনেট বিভাগে কাজ শুরু করার এক সপ্তাহের মধ্যে ম্যাক্স বুঝতে পারল সে একটা ভুল করে ফেলেছে। সামারে সে এবং লেক্সি যখন ইন্টার্নশিপ করছিল, মনে হয়েছিল ইন্টারনেট সেক্টরটি দ্রুত বর্ধমানের দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে রিয়েল এস্টেট ছিল দীর্ঘ, সময়োত্তীর্ণ একটি কারেকশনের মতো। এটিকে সবসময়ই ক্রুগার-ব্রেন্টের কম ডাইনামিক ব্যবসা হিসেবে দেখা হয়েছে। সে ইচ্ছা করেই লেক্সিকে এর মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

তবে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, দুই কাজিন যখন বিজনেস স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করে ক্রুগার-ব্রেন্টে ফুল টাইম যোগ দিল, ততদিনে মার্কেটের অবস্থা কাহিল। জিম ব্রুটন লোকসান সামাল দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল। কিন্তু ম্যাক্স যখন প্রথম দিন যোগ দিল কাজে, ক্রুগার-ব্রেন্টের ইন্টারনেট বিভাগের অর্থের রক্তক্ষরণ এত দ্রুত ঘটছিল যে চব্বিশ ঘণ্টার ড্যামেজ কন্ট্রোলের মধ্যে তাকে ঢুকে যেতে হলো।

এদিকে লেক্সি এবং অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড ঘুমন্ত রিয়েল এস্টেট বিভাগে বিদ্যুৎ সঞ্চার

করে চলছিল এবং খুব দ্রুত মুঠো মুঠো টাকা নিয়ে আসছিল। অগাস্টের তত্ত্বাবধানে ক্রুগার-ব্রেন্ট তাদের ব্যবসা-প্রসারিত করল ইউরোপ এবং এশিয়ায়। ম্যাক্স যখন ম্যানহাটনের জানালাবিহীন অফিসে অডিটরদের সঙ্গে মিটিং করছে, ওই সময় লেক্সি ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা দুনিয়া, টোকিও, প্যারিস হংকং এবং মাদ্রিদ, সম্পত্তি বিষয়ক একের পর এক চুক্তি করে চলেছে। আর প্রেস তার সাফল্যের কথা যেন জানতে পারে সে বিষয়টিও সে নিশ্চিত করল।

লেক্সি জানে তার ব্যাপারে মিডিয়ার আগ্রহ হতে পারে দ্বিধার তরবারির মতো। একদিক থেকে ব্যাপারটি অবশ্য বেশ উপভোগ্য। যখন টিনেজার ছিল লেক্সি, পাপারাজ্জিরা ওকে সর্বত্র অনুসরণ করত। ও ছিল আমেরিকার সুইট হার্ট, সাহসী, সুন্দরী এবং আশীর্বাদধন্য। অগণিত পত্রিকার প্রচ্ছদে তার ছবি ছাপা হয়েছে। গোটা দেশজুড়ে অসংখ্য কন্যা শিশুর নাম রাখা হয়েছে আলেকজান্দ্রা। লেক্সি সর্বদাই বিখ্যাত ছিল। কেউ ওকে চেনে না, জানে না, ভিড়ের মধ্যে সে একটা সাধারণ মুখ এরকম কথা কল্পনাই করতে পারে না লেক্সি।

লেক্সি এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন যে তার খ্যাতি তার উত্তরাধিকারকে অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আর ম্যাক্স এ ব্যাপারটা সাফল্যের সঙ্গে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে, তাকে ক্রুগার-ব্রেন্ট সদস্যদের কাছে বাজে এবং হালকা ধরনের মেয়ে হিসেবে উপস্থাপন করেছে। সে পার্টি গার্ল ইত্যাদি। তবে ম্যাক্স যখন ওকে ইন্টারনেটের কাজটি থেকে বাদ দিল, একটা ঝাঁকি খেয়ে জেগে উঠেছে লেক্সি, বুঝতে পেরেছে এগুলো তার জন্য কতটা ক্ষতিকর হতে পারে।

আমার দুটি দুর্বলতা আছে। প্রথমত, আমি কানে শুনতে পাই না। দ্বিতীয়ত, আমি একজন নারী। তৃতীয়ত, কোনো দুর্বলতা আমাকে আঘাত হানলে আমি শেষ হয়ে যাব।

ওইদিন থেকে লেক্সি মিডিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। পার্টি গার্ল লেক্সি আমেরিকার স্মৃতি থেকে মুছে গিয়ে সেখানে নতুন এক সৃষ্টির উদ্ভব ঘটল বিজনেস উওম্যান লেক্সি। তার ছবি এখনও পত্র-পত্রিকার প্রচ্ছদে ছাপা হয়। তবে *ইন স্টাইল* বা *ইউএস উইকলি*'র বদলে লেক্সির ছবি এখন *টাইম* এবং *ফোর্বস* সাময়িকীর প্রচ্ছদে স্থান পাচ্ছে।

ম্যাক্সও নিজের প্রোফাইল তুলে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। লাভ হয়নি। তাকে শৈশবে কেউ অপহরণ করেনি। সে বিস্ফোরণে বধির হয়নি কিংবা সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে কিডন্যাপারদের কবল থেকে মুক্তও হয়নি। আমেরিকার চোখে সে স্রেফ আর দশটা সাধারণ কোটিপতি ছেলের মতো। লেক্সি পরিবারের তারকা এবং তার নক্ষত্রের আলোয় উদ্ভাসিত চারদিক। কৈশোরে ক্রুগার-ব্রেন্টে ম্যাক্স যেসব সুনাম অর্জন করেছিল অকস্মাৎ তা তার কাছে অর্থহীন মনে হতে থাকে। কোনোরকম চেষ্টা ছাড়াই প্রাধান্য অর্জন করে ফেলেছে লেক্সি। নাটকীয় কিছু না ঘটলে সে নিশ্চিতভাবেই ফার্মের আগামী চেয়ারম্যান হতে চলেছে।



আন্তনিও ভালাপেরতি খাঁটি রুপোর তৈরি একটি মন্টব্লাঙ্ক পেন তুলে দিলেন লেক্সির হাতে, দেখলেন ও সই করছে চুক্তিপত্রে। ভালাপেরতির মুখে সন্তুষ্টির হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

কী সুন্দর মেয়ে! এমন একটা সম্পত্তি হাতছাড়া করা মেয়েটার জন্য সত্যি লজ্জার ব্যাপার।

আন্তনিও ভালাপেরতি রোমের সবচেয়ে বড় প্রপার্টি ডেভেলপার। তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি, শৃগালবৎ চেহারা, ছোট ছোট, অনুসন্ধিৎসু চক্ষু কিছুই নজর এড়ায় না। তিনি ডিনার পার্টিতে প্রায়ই গর্ব করে বলেন, জুলিয়াস সিজারের মতো তিনিও শহরের অধিকাংশ জমি দখল করে রেখেছেন। তিনি বস্তি তুলে দিয়েছেন, গুঁড়িয়ে দিয়েছেন চার্চ। নগরীর প্রাচীন জমি খুঁজে তৈরি করেছেন পার্কিং গ্যারেজ এবং অ্যাপার্টমেন্ট ও অফিস ভবন তুলে শহরের আকাশরেখাই আমূল বদলে দিয়েছেন। অর্ধেক রোমবাসী তাঁকে নতুন ধারার প্রবর্তক এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভেবে প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে। বাকি অর্ধেক তাঁকে বর্বর মনে করে ঘৃণার চোখে দেখে। আন্তনিও ভালাপেরতি দুর্বিনীত, প্রতিভাবান এবং নির্দয়। টাকা ছাড়া কিছু বোঝেন না তবে অর্থ দিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করতেও জানেন   সেরা খাবার, দ্রুতগামী গাড়ি, অপরূপ নারী। তিনি আমেরিকানদেরকে পছন্দ করেন না। তবে লেক্সি টেম্পলটনের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম করতে তাঁর তেমন আপত্তি নেই।

'আমাদের ব্যবসার কাজ তো শেষ হলো, *বেল্লা,* এখন একটু আনন্দ-ফুর্তি করি।'

লেক্সির শরীরের ওপর তাঁর লোলুপ দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে। লেক্সি আঁটসাঁট মারচেশ সুট পরেছে। তাতে তার অপূর্ব দেহবল্লরির খাঁজভাজগুলো বেশ সানন্দে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করছে। ক্রিম কালারের সিল্কের ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে ব্রা'র লেস কিয়দংশ পরিস্ফুটিত। আন্তনিও ভালাপেরতি ভাবছিলেন   *এ মেয়েটি আমাকে চায়। এরকম বহু দেখা আছে আমার। এ মেয়ের বয়স কম হলেও শক্তি ও সামর্থ্য তাকে নিশ্চয় উত্তেজিত করে তোলে। এ কারণেই হয়তো বোকার মতো সে এ চুক্তিতে সই করেছে? ও*

দারুণভাবে চাইছে আমি ওর যোনি চেটে দিই।

লেক্সি টেবিলের ওপাশে বসা বুড়োর দিকে তাকিয়ে বহু কষ্টে দমন করে রেখেছে অট্টহাসি।

বুড়োদের মতো বোকা খুব কমই আছে। এ ব্যাটার ধারণা আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট!

অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড এ লোক সম্পর্কে যেভাবে কথা বলেছে তাতে মনে হয়েছিল বুড়োর মধ্যে বুঝি জাদু আছে। কিন্তু লোকটাকে অতি সহজে বোকা বানিয়ে হতাশই হয়েছে লেক্সি। সে ভালাপেরতিকে এই মাত্র যে প্রপার্টিটি বিক্রি করেছে তাকে এ লোক মনে করে দক্ষিণের সবচেয়ে দামি জমি। এটি হলো ভিলা বর্ঘিস পার্ক, শহরের একটি আপ মার্কেট রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া। চল্লিশ একরের এ জমি আসলে কোনো কাজেই আসবে না। এখানে-ওখানে খানিক ঘুষ দিয়ে, বুড়োকে লো-কাট ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে খানিক ফর্সা বুক দেখিয়ে ফালতু জমিটা বিক্রির ব্যবস্থা করে ফেলেছে লেক্সি।

তবে আন্তনিও ভালাপেরতি তা মনে করেন না। তিনি মনে করেন জমিটি কিনে তিনি জিতেছেন। তবে লেক্সি যখন 'কাল সকালেই আমাকে ফ্লোরেন্সের ফ্লাইট ধরতে হবে। আমার জরুরি কাজ আছে' বলে হোটেল হাসলার থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল, ভালাপেরতি বিরক্ত এবং হতাশ হলেন। লেক্সির গমন পথের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, *'আমার সঙ্গে চালাকি,* না? *ও ভাবছে ও আমাকে খেলাচ্ছে*। তিনি ওয়েটারকে বিল নিয়ে আসার ইঙ্গিত দিলেন। *যখন তুমি দেখবে জমিটি সত্যি সোনার খনি, সোনামাণিক আমার, তখন বুঝতে পারবে কে কাকে খেলাচ্ছে। তারপর টের পাবে আন্তনিও ভালাপেরতি পেছন থেকে চড়াও হলে কেমন মজা লাগে।*

পরদিন সকাল দশটায় লেক্সি ভিলা স্যান মিশেলে উঠল, ফ্লোরেনটিন হিলসের ওপর প্রশান্ত চেহারার প্রাক্তন একটি মঠকে বিলাসবহুল হোটেলে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে।

আমার ইটালি দেশটি খুব পছন্দ হয়েছে, ভ্রমণের জামাকাপড় ছেড়ে মার্বেল পাথরের টাইলস বসানো শাওয়ারে ঢুকে মনে মনে বলল ও। স্যান মিশেল নির্বাচন করার কারণ এটির সুউচ্চ প্রাচীর ডিঙিয়ে পাপারাজ্জিরা ওকে বিরক্ত করার সুযোগ পাবে না। জীবনে এই প্রথম লেক্সির মনে হচ্ছিল সমস্ত হৈচৈ, কোলাহল থেকে ওর একটা ব্রেক নেওয়া দরকার। আর সেজন্য এ জায়গাটিই যথার্থ মনে হয়েছে। রোবি ভাইয়া ওকে বলেছিল ইটালি অদ্ভুত সুন্দর একটি দেশ। তবে ওর গলা ছেড়ে প্রশংসা ও দেশটির সৌন্দর্য সম্পূর্ণ তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। রাস্তার প্রতিটি মোড়ের দৃশ্যাবলি মুগ্ধ করেছে লেক্সিকে। এ যেন পেছনে ফিরে যাওয়া।

ভালাপেরতিকে ঘোল খাইয়ে খুব মজা পেয়েছে লেক্সি কারণ অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড ধরেই নিয়েছিল কাজটা ও উদ্ধার করতে পারবে না। লেক্সির নিজেরও যে সন্দেহ ছিল না তা নয়। কারণ বিদেশিদের লিপ রিডিং ওর জন্য বেশ কঠিন কাজ, এদের ইংরেজি বলার ঢঙ অন্যরকম, একজন ইন্টারপ্রেটর নিয়ে আসার চিন্তাও করছিল ও। অবশ্য

আনেনি ভালোই হয়েছে।

লেক্সির সঙ্গে অগাস্টের সম্পর্কের বরফ গত কয়েক বছরে গলতে শুরু করেছে। লোকটাকে এখনও তার একগুঁয়ে, দুর্বিনীত এবং সেক্সি মনে হয়। লেক্সি কেট ব্ল্যাকওয়েলের প্রপৌত্রী বলে তার ভেতরে এখনও ক্ষোভ কাজ করে। তবে ওরা একে অন্যের ব্যবসায়িক দক্ষতা খুব সম্মানের চোখে দেখে। অগাস্ট আজ ফ্লোরেন্সে আসবে, ওর সঙ্গে ডিনার করার জন্য আগ্রহী হয়ে আছে লেক্সি।

হয়তো এখন ও স্বীকার করবে আমি সত্যি ভালো চেয়ারম্যান হতে পারব। আমি ওর মতোই ক্রুগার-ব্রেন্ট পরিচালনা করার সামর্থ্য রাখি।

ভিলা স্যান মিশেলের রেস্টুরেন্টটি মধ্যযুগীয় একটি টেরাসে, চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে ঘন দ্রাক্ষালতা। লেক্সি নিজের টেবিল থেকে মনাস্টেরির সুসজ্জিত বাগান দেখতে পাচ্ছে, বাক্স আকৃতির ঝোপঝাড় এবং শুঁড়িপথ। বাগানের ওপরে ফ্লোরেন্সের দৃষ্টিনন্দন টেরাকোটা রুফটপ, উষ্ণ রোজমেরী গন্ধ ছড়ানো সাঁঝের বাতাসে একটা কম্বলের মতো ছড়িয়ে আছে।

কী যে রোমান্টিক! এখানে আমার বসের বদলে প্রেমিকের সঙ্গে ডিনার করতে পারলে কত ভালো হতো।

কাঁধে কে যেন টোকা দিল, ঝট করে মাথা ঘোরাল লেক্সি। মুখের তৃপ্তির হাসিটি মুছে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

'তুমি এখানে কী করছ? অগাস্ট কোথায়?'

'মনে হয় তাইওয়ানে। একটা জরুরি কাজে গেছে। তুমি অর্ডার দিয়েছ? খিদেয় আমার পেট জ্বলছে।'

বসল ম্যাক্স, আঙুল তুলে ডাকল ওয়েটারকে। মেনুর দিকে না তাকিয়েই নিখুঁত ইটালিয়ানে অর্ডার দিল। এত দ্রুত কথা বলছে, বুঝতে পারল না লেক্সি। তবে লক্ষ করল ম্যাক্স নিজের জন্য দুশো ডলার দামের অ্যান্টিনরি রেড ওয়াইন আনতে বলেছে, লেক্সির খাবারের অর্ডারও দিয়েছে।

লেক্সির চোখের দৃষ্টি সরু হলো। 'তুমি এখানে কী করছ, ম্যাক্স?'

'অনলাইন রিক্রুটমেন্ট কোম্পানি কেনার চিন্তা-ভাবনা করছি।' ওর গলার স্বর স্বাভাবিক। 'স্টারফিশ। মনস্টার ডটকমের ইউরোপিয়ান ভার্সন বলতে পারো। বিশ্বাস করো বা না করো এদের ঘাঁটি ফ্লোরেন্সের বাইরে।'

লেক্সি ওর কথা বিশ্বাস করল না। ওর কোনো মতলব আছে নিশ্চয়।

দুজনে যদিও একই শহরে বাস করে, এমনকি একই ভবনে কাজও করে কিন্তু ম্যাক্সের সঙ্গে লেক্সির দেখা নেই অনেকদিন। লেক্সি প্রায় সারা বছরই ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব কম সময়ই ক্রুগার-ব্রেন্টের হেড অফিসে ওকে দেখা যায়। এবং তখন লেক্সি চায় না ম্যাক্সের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাক। আজ রাতে ম্যাক্স পরেছে একটি নীল, ওপেন

নেকড শার্ট এবং কালো আরমানি সুট-প্যান্ট। গা দিয়ে লেবুগন্ধা কোলনের ঘ্রান আসছে, ওর গায়ের জলপাই ত্বক রোদে পুড়ে আরও তামাটে হয়েছে। লেক্সি ভুলেই গিয়েছিল ম্যাক্স দেখতে কতটা সুদর্শন এবং আবিষ্কার করল ম্যাক্সকে লক্ষ করছে বলে সে নিজে কেমন বিব্রতবোধ করছে।

'রোমের কাজ কেমন এগুলো? শুনেছি ভালাপেরতি নাকি এক কঠিন contuccini.'

'ভালোই কাজ এগিয়েছে। ভালাপেরতি আমার হাতের মধ্যে মাখনের মতো গলে গেছে।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ। আমি ওর কাছে ওই জমিটি একশো মিলিয়ন ডলারের বেশি দামে বিক্রি করেছি।'

একটু কাছিয়ে এসে চিহ্ন আঁকল ম্যাক্স। 'ও কি তোমার সঙ্গে শুতে চেয়েছিল?'

বিস্মিত দেখাল লেক্সিকে।

'তুমি আবার কবে থেকে চিহ্ন দেওয়া শিখলে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাক্স। 'শিখেছি অল্প কিছু। তুমি তো জানোই একসঙ্গে আমাদের কিছুদিন কাজ করতে হবে তাই ভাবলাম কিছু সাইন শিখে নিই, কথা বলতে সুবিধে হবে।'

ওর কথা শুনে অবিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎ করে ও এমন ভালো হয়ে উঠল কেন?

'তো সে কি করেছিল কাজটা?'

'কী?'

'তোমার সঙ্গে শুতে চেয়েছিল?'

'নো! ওয়েল, কাইন্ড অব, এই একটু-আধটু আর কী।'

লেক্সি হাসছে। 'আমাদের বন্ধু আন্তনিও নিজেকে বিরাট প্লেবয় ভাবে।'

'বয়স কত লোকটার?'

'পঁয়ষট্টি? সত্তরও হতে পারে।'

'নোংরা বুড়ো ছাগল।'

লেক্সি অবাক হয়ে লক্ষ করল সে পরিবেশটি বেশ উপভোগ করছে। স্বর্গীয়, রোমান্টিক এ জায়গায় আজন্ম শত্রুর সঙ্গে সন্ধ্যাটি কেটে যাচ্ছে চমৎকার।

ওয়াইন চলে এলো, সঙ্গে দুটি টুসকান ব্রেড সালাদ। লেক্সি মদ খেয়ে একটু মাতালও হলো। ম্যাক্স ওকে ইন্টারনেট বিভাগের মজার মজার গল্প বলে হাসিয়ে মারল।

'এ বছর একজন মাত্র বোনাস পাবে যে সঠিক বলতে পারবে জিম ব্রুটনের ডিভোর্স কেসে তার বউ কত টাকা পাচ্ছে। জিমের বউ ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।'

'বেচারা!' খিলখিল হাসল লেক্সি।

'বেচারা না ছাই। লোকটার আরেকটা বউ আছে। সে ঘরে দুটি সন্তান। সে ওদের

কাউকে একটা পয়সাও ছুঁইয়ে দেখে না। তুমি চেয়ারম্যান হলে ওকে বরখাস্ত করে দিও।'

লেক্সির মাতাল মাতাল ভাবটা একটা ঝাঁকি খেয়ে যেন কেটে গেল। ও কি ম্যাক্সের লিপ রিডিং ঠিকমতো ধরতে পেরেছে?'

'কী বললে?'

'বললাম তুমি যখন চেয়ারম্যান হবে তখন জিম ক্রুটনের চাকরি খেয়ে নিও।' সিধে হলো ম্যাক্স, অভিজাত ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিল একটি হাত। 'চলো, ভেতরে গিয়ে কথা বলি। এখানে ঠাণ্ডা লাগছে।'

হোটেল লাউঞ্জ এবং বার দুটোই লোকে ভর্তি। তাই ওরা লেক্সির জুনিয়র সুইটে গেল। সামনে খোলা বাগান, সুইটের নিজস্ব টেরাসসহ স্টাডি এবং আলাদা লিভিং রুম রয়েছে, অ্যান্টিক ইতালীয় আসবাব দিয়ে সজ্জিত, সাথে ফায়ার প্লেসও আছে। ওতে আগুন জ্বলছে। মিনিবার থেকে দুজনের জন্য হুইস্কি ঢেলে নিয়ে কাউচে, লেক্সির পাশে এসে বসল ম্যাক্স।

'আমি আসলে ঠিক স্টারফিশের জন্য এখানে আসিনি। অন্তত এটাই একমাত্র কারণ নয়।'

ওর ঠোঁট নড়ছে, লেক্সির ব্যাকুল ইচ্ছে জাগল সামনে ঝুঁকে ওষ্ঠজোড়ায় চুম্বন করে।

আমি বোধহয় একটু বেশিই মাতাল হয়ে গেছি। নিজের হুইস্কির গ্লাসটি নামিয়ে রাখল লেক্সি।

'বলতে থাকো।'

'আমি তোমার সঙ্গে সন্ধি করতে চাই।'

প্রায় মিনিটখানেক চুপ হয়ে রইল লেক্সি। পুরো সন্ধ্যাটাই কেমন পরাবাস্তব ঠেকছে। অগাস্ট এলো না। হাওয়া থেকে আবির্ভূত হলো ম্যাক্স এবং ওর সঙ্গে আশ্চর্য ভালো ব্যবহার করল। এখন সে আবার সন্ধির কথা বলছে! অবশেষে জিজ্ঞেস করল ও, 'কেন?'

হাসল ম্যাক্স। 'আমি তোমাকে মিথ্যা বলব না, লেক্সি। তোমার মতো আমিও চেয়ারম্যানশিপ পাবার জন্য মরিয়া হয়ে আছি। সবসময়ই ছিলাম। এখন বুঝতে পারছি এটা হবে না।' লেক্সি কিছু বলল না দেখে ও বলে চলল, 'কেট ব্ল্যাকওয়েল আমার মাকে ঘৃণা করতেন। কারণ জানি না কেন তবে করতেন। এবং এ জন্য আমি তাঁকে ঘৃণা করতাম, যদিও তিনি আমার জন্মের আগেই মারা গেছেন।'

'ম্যাক্স।'

'আমাকে শেষ করতে দাও। কেটের উইল যেহেতু আমাকে ক্রুগার-ব্রেন্টের বাইরে রাখার চেষ্টা করবে, তখন ভেবেছি আমাকে কিছু প্রমাণ দেখাতে হবে। আমাকে বাদ দিয়ে কেন চেয়ারম্যানের পদটি তোমার কাছে প্লেটে তুলে দেওয়া হবে তার কোনো যুক্তি আমি খুঁজে পাইনি।'

'কেটের ইচ্ছে ছিল এটি ভাইয়ার জন্য প্লেটে তুলে দেবেন,' লেক্সি ওকে মনে করিয়ে

দিল। 'টেবিলে একটি আসন পাবার জন্য আমাকে লড়াই করতে হয়েছে তুমি তা জানো।'

'জানি।' এ জন্যেই আমি আজ এখানে এসেছি।' ম্যাক্স ওর হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিল। লেক্সির হাতের তালু গরম এবং শুকনো। লেক্সির দুই পায়ের মাঝখানে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে শুরু করল। ম্যাক্সের কথায় মনোযোগ দিতে পারছে না। জোরে ঢোক গিলল লেক্সি।

ম্যাক্স বলল, 'আমরা আর বাচ্চা নই, লেক্সি। এখন বাচ্চাদের মতো আচরণ করা আমাদের বন্ধ করতে হবে। ক্রুগার-ব্রেন্ট আমার কাছে সবকিছু।' ওর চোখে জল এসে গেছে। 'যদি..তুমি যখন কোম্পানির ভার নেবে, তোমাকে কঠিন কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। আশেপাশের এমন কিছু লোক বেছে নিতে হবে যাদেরকে তুমি বিশ্বাস করতে পার।'

'আমি কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না। দ্যাটস– দ্যাটস ভেরি জেনেরাস অব ইউ।'

'তুমি জানো আমাদের মার্কেট মূল্য গত বছর প্রায় কুড়ি ভাগ পড়ে গেছে।' ম্যাক্সের চোখে যেন জ্বলে উঠল আগুন। 'ট্রিস্ট্রাম হারউড একজন ডাইনোসর। তিনি কী করছেন নিজেও জানেন না, তাঁর কোনো লক্ষ্য নেই, কোনো গেম প্লান নেই।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল লেক্সি। 'জানি আমি।'

'তো তুমি কী ভাবছ? পরিবর্তনের জন্য একই টিমে খেলার চেষ্টা করবে?'

ম্যাক্সের পা ওর উরু স্পর্শ করছে। প্যান্টের পাতলা লিনেন ফুঁড়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ম্যাক্সের পা পেশিবহুল, লম্বা এবং শক্তিশালী।

আমি ভাবছি তোমাকে নগ্ন দেখতে কেমন লাগবে?

আমি ভাবছি আজ রাতে তোমাকে আমার বিছানায় নিয়ে গেলে কেমন হয়।

আমি ভাবছি ডিনারে একটু বেশিই মদ্য পান করে ফেলেছি।

'নিশ্চয়। হাসল লেক্সি। 'কেন নয়।'

সে রাতে লেক্সির ঘুম হলো না। ছাদের দিকে তাকিয়ে জেগে রইল। এই ম্যাক্সটা কি সত্যি? চব্বিশ ঘণ্টা আগে কেউ ওকে এ প্রশ্নটি করলে হেসে কুটিপাটি হতো লেক্সি। সে এবং ম্যাক্স ওয়েবস্টার মিলে একটা দল? কিন্তু ওকে তো বেশ আন্তরিকই মনে হলো। ক্রুগার-ব্রেন্টের গত কয়েক মাসের স্মৃতি মনে করল লেক্সি। সাম্প্রতিক শেয়ার ইস্যুতে ম্যাক্স সেবার বোর্ড মিটিংয়ের ভোটে তাকে সমর্থন করেছিল। লেক্সিকে বেশ বড় অফিস দেওয়া হলেও সে কোনো বিরুদ্ধাচারণ করেনি। এটা কি হতে পারে যে লেক্সি ম্যাক্সকে ভুল বুঝেছিল? নাকি সেক্সুয়াল ফ্রাস্টেশন তার বর্তমান বিচারবুদ্ধি সব লোপ পাইয়ে দিচ্ছে?

লেক্সি ভেবেছিল মদের প্রভাব কেটে গেলে ওর শরীরের উত্তেজনাও কমে আসবে। কিন্তু বেশ কয়েক ঘণ্টা গেছে, ম্যাক্সের উরু ওর উরুর যেখানটায় ঘষা খেয়েছিল সে

জায়গাটায় যেন এখনও আগুন জ্বলছে। আর ম্যাক্সের গা থেকে ভেসে আসা লেবুর গন্ধটা ওর চামড়ায় যেন লেগে আছে।

গড ড্যাম হিম। ও এখানে মরতে এলো কেন?

লেক্সির জীবনে লাভার কম আসেনি। শতাধিক তো হবেই। কিন্তু এখন ও বুঝতে পারছে ওরা ওর জন্য কিছুই ছিল না। *আমি ওদের কাউকে কখনোই চাইনি। সত্যিকারভাবে নয়। আমি গভীরভাবে শুধু ম্যাক্সকে চেয়েছি।*

চোখ বুজল লেক্সি। নিজের উষ্ণ, নগ্ন শরীরে ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগল। মুঠো করে চেপে ধরল দুই স্তন, আঙুলের ডগা ছোঁয়াল নরম, মসৃণ পেটে। তারপর দুই পায়ের ফাঁকে গরম, মখমলসম ভেজা গর্তে আঙুল ঢোকাতে লাগল।

কল্পনায় দেখছে ম্যাক্সের ঠোঁট নড়ছে।

ক্রুগার-ব্রেন্ট আমার কাছে সবকিছু... আমি চেয়ারম্যানশিপ চাই... কিন্তু এটা হবার নয়।

লেক্সির আঙুল ছন্দোবদ্ধ গতিতে, আরও জোরে জোরে কাজ চালাতে লাগল।

আমি ওকে পরাজিত করেছি।

আমি জিতে গেছি।

কল্পনায় দেখল ম্যাক্স ওর গায়ের ওপর উঠে এসেছে, ওর শরীরের ভেতরে প্রবেশ করেছে। দুজনের দেহ এক হয়ে গেছে।

ক্রুগার-ব্রেন্ট আমার।

মুখ দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে এলো লেক্সির, একের পর এক রেতঃপাতে থরথর করে কাঁপতে লাগল শরীর।

ওহ গড, ম্যাক্স। আমি তোমাকে চাই।

তাইওয়ানের তাইওয়ান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে পে ফোনে তার সেক্রেটারিকে ধমকাচ্ছিল অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড।

'কাজটা মোটেই ঠিক হয়নি, ক্যারেন। আমি অর্ধেক পৃথিবী উড়ে এসেছি এই ছাতার মিটিংয়ের জন্য। অথচ এসে শুনি মি. লি. বলছেন এই স্টুপিড হোটেলটা নাকি বিক্রি হবে না।'

'আমি দুঃখিত, মি. স্যান্ডফোর্ড। ওনার সেক্রেটারি গতকালই আমাকে মিটিংয়ের ব্যাপারে কনফার্ম করেছিল। মেয়েটা বলল ওদের নাকি আরেকজন বিডার আছে এবং এজন্য আপনার এক্ষুনি চলে আসা দরকার।'

ঠকাশ করে রিসিভার রেখে দিল অগাস্ট, রাগে কথাও বলতে পারছে না। বুনো হাঁসের পেছনে ছুটে কোনো লাভ হলো! এজন্য ওকে ইউরোপে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ক্লায়েন্ট মিটিং বাতিল করতে হয়েছে। আর লেক্সির সঙ্গে দেখা করার কথা না হয় বাদই গেল।

হঠাৎ একটা কথা বাড়ি মারল ওর মস্তিষ্কে।

ওনার সেক্রেটারি আমাকে মিটিংয়ের ব্যাপারে কনফার্ম করেছিল... মেয়েটা বলল ওদের নাকি আরেকজন বিডার আছে।

মি. লি'র সেক্রেটারির সঙ্গে এক ঘণ্টারও কম সময় আগে সাক্ষাৎ হয়েছে অগাস্টের।

এবং সে মহিলা নয়, পুরুষ।

ম্যাক্স গাড়ি চালাচ্ছে এমন সময় ইভের ফোন এলো।

'ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, মা। দেখা হয়েছে।'

'যেভাবে কথা বলতে বলেছিলাম সেভাবে কথা বলেছ?'

'বলেছি।'

'তারপর? তোমার কি মনে হয় ও তোমাকে বিশ্বাস করেছে?'

জবাব দেওয়ার আগে একটু ভেবে নিল ম্যাক্স। সে যখন লেক্সির হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিয়েছিল তখন মেয়েটার চোখের তারা কীরকম বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল মনে পড়ল। ওর পায়ের সঙ্গে পা লাগার সময় গা গরম হয়ে গিয়েছিল লেক্সির। এরকম ব্যাপার এর আগে কখনো ঘটেনি। এটা নতুন কিছু অবশ্যই। তবে এ দিয়ে বোঝা যায় না লেক্সি ওকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে কিনা।

'মনে হয় বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।'

ছেলের কণ্ঠে দ্বিধার ভাবটা টের পেয়ে গেল ইভ। কঠিন গলায় জানতে চাইল, 'তুমি ওর সঙ্গে শোওনি, না?'

'না, মা, অবশ্যই না।'

'গুড,' কোমল শোনাল ইভের কণ্ঠ। 'তবে শেষ পর্যন্ত অবশ্য শুতেই হবে। তবে এখুনি দরকার নেই। এখনই বড্ড তাড়াহুড়ো হয়ে যাবে।'

অস্বস্তি নিয়ে ফোন রেখে দিল ম্যাক্স। সে কল্পনায় দেখছে তার মা তাদের নিউইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে রোব পরে হাঁটাহাটি করছে, খাঁচাবদ্ধ বাঘিনীর মতো তার জন্য অপেক্ষা করছে কখন শিকার করে ফিরবে ম্যাক্স। সে যা ভেবেছিল সন্ধ্যাটি লেক্সির সঙ্গে তারচেয়ে অনেক ভালো কেটেছে। কিন্তু গত সপ্তাহে ইভ তাকে যা বলেছিল তার প্রতিটি শব্দ এখনও মাথায় গেঁথে রয়েছে ম্যাক্সের। ইভের কণ্ঠে ছিল টেনশন, তার শরীরের ভেতরে কুণ্ডলী পাকাচ্ছিল প্রবল ক্রোধ, চামড়া ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে আসবে যে কোনো মুহূর্তে।

এটাই তোমার শেষ সুযোগ, ম্যাক্স। আমাদের শেষ সুযোগ। ওই কুত্তিটা আমাদের কাছ থেকে ক্রুগার ব্রেন্ট নিয়ে যেতে চাইছে।

তোমাকে কিছু করতেই হবে।'

আমি করব, মা। কিছু চিন্তা কোরো না।

কিন্তু ও কি করতে পারবে? যদি ব্যর্থ হয়?

রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করাল ম্যাক্স। গ্লাভ বক্স হাতড়ে প্লাস্টিকের একটি স্বচ্ছ বোতল বের করল। বড়ির বোতল। এবং সঙ্গে এক বোতল জ্যাক ডেনিয়েলস। চারটে জানাক্স বড়ি হুইস্কি দিয়ে গিলে নিল ম্যাক্স।

আমি তোমাকে হতাশ করব না, মা। ব্যর্থ হতে দেব না।

এ আমার প্রতিজ্ঞা।



লেক্সির মনে হলো পরের বছরটি যেন চলে গেল চোখের পলকে।

প্রপার্টি বেচাকেনার বিষয়ে সহজাত একটি দক্ষতা রয়েছে ওর। কেট ব্ল্যাকওয়েল সবসময় বিশ্বাস করতেন মার্কেটের বিষয়ে সহজাত অনুভূতি হাজারও এমবিএ'র চেয়েও মূল্যবান। লেক্সি এ ব্যাপারে একমত। ব্যবসার গন্ধ শুঁকবার নাকটি ওকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে দেয়নি। এ তার রক্তের মধ্যেই রয়েছে। চুক্তির বিষয়টি ও খুব ভালো বুঝতে পারে। ক্রুগার-ব্রেন্টের রিয়েল এস্টেট হোল্ডিংগুলো বিশাল এবং দিন দিন আকারে বেড়েই চলেছে। দারুণ উত্তেজক একটি সেক্টর, এটা সহজেই ভুলে যাওয়া যায় যে প্রপার্টি কোম্পানির শতাধিক ইন্ডাস্ট্রির একটি অংশ মাত্র।

ম্যাক্স এবং লেক্সির পঁচিশতম জন্মদিন দ্রুত কাছিয়ে আসছে, ক্রুগার-ব্রেন্টের দশ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালকদের বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওরা দুজন কোম্পানির অগুণতি বাণিজ্যিক অঞ্চলগুলোর আটঘাটগুলো আরও ভালো করে বুঝে নিক, শিখে নিক

'ফার্মের প্রতিটি বিষয় অন্তর দিয়ে অনুভব করাটা তোমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি,' ওদেরকে লক্ষ করে বললেন ট্রিস্ট্রাম হারউড। তবে 'তোমরা' বলতে তিনি যে লেক্সিকেই বুঝিয়েছেন তা ওরা দুজন ভালোই বুঝতে পেরেছে।

'অনুমান করি তোমরা নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পার তোমরা এখানেই বড় হয়েছে এবং বিজনেসের ভেতর-বাহির সবই জানো। তবে তোমাদের সাম্রাজ্য যে কত বড় তা জেনে তোমরা অবাকই হবে।'

'বিরক্তিকর বুড়ো ফসিল,' অফিস থেকে বেরনোর পর মন্তব্য করল ম্যাক্স।

'ঠিকই বলেছ,' ওকে সায় দিল লেক্সি। 'আমাদের সাম্রাজ্যই বটে।'

ট্রিস্ট্রাম হারউড ঠিকই বলেছিলেন। ক্রুগার-ব্রেন্ট সত্যি একটি সাম্রাজ্য। এবং লেক্সি অবাকই হলো এর বিশালতা দেখে। সে গোটা বিশ্ব চষে বেড়াল। ভারত, রাশিয়া, প্রাগ, হংকং, ডাবলিন, দুবাই কোথায় নেই ক্রুগার-ব্রেন্টের অফিস? এসব অফিস দেখে লেক্সির মনে হলো ক্রুগার-ব্রেন্ট চালাতে হলে স্রেফ একজন ব্রিলিয়ান্ট বিজনেস উওম্যান হলেই চলবে না, তারচেয়েও বেশি কিছু লাগবে। ওকে হতে হবে স্টেট উওম্যান। একজন ডিপ্লোম্যাট। একজন সেনাপতি। ওকে নেতৃত্ব দিতে তো হবেই একই সঙ্গে

আলোচনাতেও অংশ নিতে হবে। ক্রুগার-ব্রেন্টের আকার এতই বড়, স্রেফ একজন মানুষের পক্ষে একে ম্যানেজ করা সম্ভব নয়। এই প্রথম ও দেখতে পেল তার চারপাশের লোকজন, যাদেরকে সে বিশ্বাস করতে পারে, তাদেরকে নিয়ে একটি টিম গঠন করা কতটা জরুরি।

অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড। ও একটি যন্ত্রণা বিশেষ। তবে আমি অগাস্টকে বিশ্বাস করতে পারব।

এবং ম্যাক্স তো অবশ্যই।

ইটালিতে দেখা হওয়ার পর থেকে আমূল বদলে গেছে ম্যাক্স। কাজের সময় সে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, লেক্সিকে শ্রদ্ধা করছে, রিল্যাক্স থাকছে। লেক্সি আগে যেখানে কোনো সমস্যায় পড়লে অগাস্ট স্যান্ডফোর্ডের কাছে ছুটত, এখন ম্যাক্সই তার সেসব সমস্যার সমাধান করে দেয়। একবার লেক্সি ভারতে একটি মাইক্রো চিপ ম্যানুফ্যাকচারিং সাবসিডিয়ারি দেখতে গেল। সেখানকার ম্যানেজাররা কথা বলার সময় লেক্সি লক্ষ করল তারা ফড়ফড় করে ইংরেজি বললেও তাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছে না সে। লজ্জা পেল লেক্সি।

'ওরা এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল যেন আমি মাত্রই মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছি,' লেক্সি এক গভীর রাতে মেইল করল ম্যাক্সকে। 'নিজেকে এমন বোকাবোকা লাগছিল। এতদিন শুনে এসেছি লোকে আমার কথা খুব ভালো বুঝতে পারে। কিন্তু এখন দেখছি সব মিথ্যা। আমি নিশ্চয় কালা মানুষের মতো আচরণ করেছি, ওই লোকগুলো আমাকে উদ্ভট কোনো তোতলা ভেবেছে।'

ম্যাক্স শান্তভাবে তার প্রতিক্রিয়া জানাল। ভারতীয় ইংরেজি আর আমেরিকান ইংরেজি এক জিনিস নয়। কাজেই লেক্সির উচিত সঙ্গে একজন সাইনিং ইন্টারপ্রেটর এবং রেগুলার ল্যাংগুয়েজ ইন্টারপ্রেটর নিয়ে ভ্রমণ করা। এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই।

এ পরামর্শটুকুই দরকার ছিল লেক্সির।

দুজনের মাঝে সেক্সুয়াল টেনশন দিনদিন বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। কখনো উষ্ণ কখনো শীতল আচরণ করে লেক্সিকে বেদম চটিয়ে দেয় ম্যাক্স। তার চরিত্রের এ দিকটি হতবুদ্ধি করে তোলে লেক্সিকে। এই মুহূর্তে লেক্সি যখন ভাবছে ম্যাক্স বুঝি প্রেম করতে যাচ্ছে। কিন্তু পরমুহূর্তে তার প্রতি ম্যাক্সের আচরণ হয়ে ওঠে বোনসুলভ। লেক্সি তার পায়ের কাছে পুরুষদেরকে মাছির মতো ভনভন করতে দেখতে অভ্যস্ত, তাই সে বুঝে উঠতে পারে না ম্যাক্সকে কীভাবে কব্জা করবে। সে অন্য পুরুষদের সঙ্গে গোপনে ডেট করে তবে পার্টি গার্ল গুজব পুনরুজ্জীবিত করতে চায় না– কিন্তু তার শরীরের চাহিদা কিছুতেই মিটছে না, কেউ তাকে তৃপ্তি দিতে পারছে না। মাঝে মাঝে তার মনে হয় সে বুঝি তার খালাতো ভাইয়ের প্রেমে পড়েছে, কিন্তু পরক্ষণে ভাবনাটা একপাশে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

প্রেমে পড়ার সময় আমার নেই। ক্রুগার-বেন্টে অনেক কাজ পড়ে আছে আমার

ওয়ার্ল্ড ট্যুর কোম্পানির নিদারুণ সব সমস্যা সম্পর্কে লেক্সির চোখ খুলে দিল। এর

প্রকাণ্ড আকৃতিই সন্দেহাতীতভাবে সমস্যার অন্যতম কারণ। ক্রুগার-ব্রেন্ট আকারে বড্ড বেশি বড়। কেট ব্ল্যাকওয়েলের নেতৃত্বে ফার্মটি তার চলার পথে যত প্রতিযোগী এসেছে, সবাইকে গিলে খেয়েছে। কেট ব্ল্যাকওয়েলের মৃত্যুর দুই বছর আগে ক্রুগার-ব্রেন্ট জায়ারে একটি হীরের খনির মালিক হয়, স্কটল্যান্ডে শিশুতোষ বইয়ের প্রকাশনা খুলে বসে, কানেক্টিকাটে বায়োটেক রিসার্চ ফার্ম তৈরি করে এবং পেনসিলভানিয়া রাজ্যের সমান ব্রাজিলীয় একটি রেইন ফরেস্টের মালিকানা পেয়ে যায়। কেটের অসংখ্য অর্জনের মধ্যে মাত্র চারটির কথা এখানে বলা হলো।

লেক্সির প্রপিতামহী ছিলেন ব্যবসার 'মাস্টার অব দ্য গেম।' তবে সে খেলার ধরন পাল্টেছে।

আমি যখন চেয়ারম্যান হবো তখন নতুন নিয়মকানুন নিয়ে খেলব, আমাদের আরেকটু হালকা, আরও বেশি মজবুত এবং আরও দ্রুতগামী হতে হবে। নইলে টিকতে পারব না।

লেক্সি রিয়েল এস্টেট ব্যবসাটিকে অনেক বড় করতে চায়।

তেল এবং গ্যাসও ওর লাগবে। অতি সম্প্রতি আফ্রিকা ভ্রমণ শেষে ওর মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে মহাদেশটির যে পরিমাণ ভূমি সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তাতে ক্রুগার-ব্রেন্টের ভবিষ্যৎ রচনা হতে পারে এ দেশটিকে ঘিরে। অতীতে যেমন একবার হয়েছিল।

আফ্রিকান জমিন এবং প্রপার্টিতে ভাগ্য গড়ে তোলার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। প্রতি বছরই মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে লাফিয়ে লাফিয়ে, কিন্তু দেশটির নিয়ত পরিবর্তনশীল রাজনীতি এবং অর্থনীতির বেশিরভাগ আমেরিকান ফার্ম লাভ করতে পারছে না। অথচ স্থানীয় ওলাম গ্রুপ এবং আফ্রিকা ইসরায়েল ইনভেস্টমেন্ট একত্রিত হয়ে দস্যুর মতো টাকা লুটেপুটে নিচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকায়, যেটি ক্রুগার-ব্রেন্টের হার্টল্যান্ড হওয়া উচিত ছিল সেখানে এনডেভর এবং ফিনিক্সের মতো নতুন কোম্পানি তাদেরকে ডিঙিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, তাদেরই নাকের ডগায় বসে দুঃসাহসের সঙ্গে খাবলা মেরে তুলে নিচ্ছে মার্কেট শেয়ার।

ফিনিক্সের দুর্দান্ত এবং সরল বিজনেস মডেলটি সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখে লেক্সি। সে মনে মনে এর একটা কপি করে রেখেছে, তারপর সুযোগ বুঝে কোম্পানিটির দুই মালিক গ্রেবিয়েল ম্যাকগ্রেগর এবং ডিয়া ঘালিকে সে চেপে ধরবে।

জেমি ম্যাকগ্রেগর আফ্রিকায় এ ফার্ম গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ঝুঁকি নিতে ভয় পাননি। আমিও পাব না।



ক্রিসমাসের আগের সপ্তাহে অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড লেক্সিকে তার সঙ্গে লাঞ্চ করার দাওয়াত দিল।

'আজকাল তো তোমার দেখাই পাই না। তোমাকে ছাড়া রিয়েল এস্টেট বাণিজ্যে কোনো সাড়াই থাকে না।'

হাসল লেক্সি। অগাস্ট এই প্রথম লেক্সির প্রশংসা করল। সে পরদিন লাঞ্চ করতে রাজি হলো।

লেক্সি হার্ভার্ড ক্লাবের সামনে তার টাউনকার থেকে নেমেছে, ফটোগ্রাফারের দল মধুলোভী মৌমাছির মতো ছেঁকে ধরল ওকে। হার্ভার্ড ক্লাবের কনসিয়ার্জ বিরক্ত হয়ে দৃশ্যটি দেখছে। গায়ে ডোনা কারানের ক্রিম রঙের কাশ্মীরি কোট, বিখ্যাত ব্ল্যাকওয়েল ধূসর চক্ষু ঢেকে রেখেছে ইয়া বড় অলিভার পিপলস সানগ্লাস, লেক্সির প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি থেকে প্রস্ফুটিত টাইকুনের ছাপ ফুটে বেরচ্ছে।

'সরি, জন,' হাসল লেক্সি। ফুটপাতের স্নোফ্লেকের চেয়েও দ্রুত গলে গেল কনসিয়ার্জ। 'আমি কয়েকদিন শহরে ছিলাম না,' পাপারাজ্জিদের দিকে ইঙ্গিত করল লেক্সি। 'তাই ওরা ছবি তোলার জন্য পাগল হয়ে গেছে। মি. স্যান্ডফোর্ড কি এসেছেন?'

'জি মিস টেম্পলটন, তিনি তাঁর টেবিলে বসেছেন।'

খেতে আসা অন্যান্য লোকজনের পাশ কাটিয়ে ওর দিকে লেক্সিকে আসতে দেখল অগাস্ট। হংকং-এ তৈরি নিখুঁত ছাঁটের সুটে ওকে পেশাদার এবং আত্মবিশ্বাসী লাগছে। অগাস্ট ভাবল ও বড় হয়ে গেছে। মরে গেলেও নিজের অনুভূতি লেক্সিকে জানাবে না অগাস্ট তবে সত্য এই গত দু'বছর ধরে মেয়েটিকে অসম্ভব পছন্দ করে আসছে সে। শুরুতে লেক্সির প্রতি ঈর্ষাকাতর আকর্ষণ ছিল তার। সে জায়গা দখল করেছে বন্ধুত্ব। কোনো নারীর সঙ্গে এর আগে বন্ধুত্ব হয়নি অগাস্ট স্যান্ডফোর্ডের। এ কারণেই কি গোটা ব্যাপারটা ওর কাছে অদ্ভুত ঠেকছে?

আজকের লাঞ্চ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই অগাস্টের। সে আসলে লেক্সিকে এমন কিছু কথা বলার জন্য ডেকেছে যেগুলো হয়তো ও না-ও শুনতে চাইতে পারে। কথাগুলো বলে লেক্সির চোখে সে বোকা বলেও সাব্যস্ত হতে পারে। কিংবা পাগল। অথবা হিংসুক। কিংবা তিনটাই।

বসল লেক্সি।

‘তো জরুরি তলব কেন? আমি কি কিছু মিস করে গেছি? হ্যামারসম্যান চুক্তিটি কি তুমি শেষ করেছ?’

মৃদু হাসল অগাস্ট। লেক্সির স্ট্রেটকাট কথা বলার এ ধরনটি তার বেশ লাগে।

‘চুক্তি হয়ে গেছে। গতকাল। আফ্রিকা ভ্রমণ কেমন হলো?’

‘ভালো। ওখানে খুব গরম। খাবারগুলোও যাচ্ছেতাই।’

‘নিউইয়র্ককে মিস করছিলে?’

‘অফিসকে মিস করছিলাম। তবে এ কথা কাউকে বলো না যেন।’

ওরা খাবারের অর্ডার দিল। লেক্সি বুঝতে পারছিল অগাস্ট কিছু একটা বলতে চাইছে ওকে।

‘তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাইছ?’ টার্কি ক্লাব স্যান্ডউইচে কামড় বসাল লেক্সি। দারুণ স্বাদ।

ঠোঁট কামড়াল অগাস্ট। ‘বাড়ি ফেরার পরে ম্যাক্সের সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছে?’

‘এখনও দেখা হয়নি। কেন?’

‘ব্যাপারটা হয়তো তেমন কিছুই না,’ বিরতি দিল সে। ‘এটা শুধু... ও ইদানীং কী করছে তা নিয়ে আসলে কথা বলতে চাইছি। তুমি শিওর ও চেয়ারম্যান হওয়ার সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়েছে?’

হাতের স্যান্ডউইচ নামিয়ে রাখল লেক্সি।

‘অবশ্যই শিওর। কিন্তু এ কথা কেন জানতে চাইছ, অগাস্ট?’

‘সেদিন বাথরুমে গিয়ে আমি ঘটনাক্রমে ম্যাক্সের কথা শুনে ফেলি। সে ট্রিস্ট্রাম হারউডের সঙ্গে কথা বলছিল। একটা অনলাইন গ্যাম্বলিং বিজনেস বিক্রি করার ক্রেডিট নিচ্ছিল।’

‘আরে ও কথা তো আমিও জানি। ও ওটা KKR-এর কাছে বিক্রি করেছে।’

‘আসলে করেনি,’ বরফ শীতল জলে চুমুক দিল অগাস্ট। ‘ম্যাক্স ওই বিক্রিবাট্টার ধারেকাছেও ছিল না। কাজটা করেছে জিম ব্রুটন।’

‘তাই নাকি?’

‘হ্যাঁ। জিম তার ক্রেডিট চুরি করার জন্য ম্যাক্সকে চ্যালেঞ্জ করে। চারদিন বাদে জিমকে অফিস থেকে তার বাক্সপেটরা গোছাতে হয়।’

কাঁধ ঝাঁকাল লেক্সি। ‘তো? ব্রুটনের নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে তোমার কী আসে যায়? আমি তো জানতাম তুমি ওকে দু’চক্ষে দেখতে পার না।’

‘তা পারি না। কিন্তু কথা সেটা নয়।’ বলার ঢঙ পাল্টাল অগাস্ট। অন্যভাবে এগোল। ‘গত মাসে ম্যাক্সের সুইটজারল্যান্ড যাওয়ার কথা ছিল, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো ঘুরে দেখবে। কিন্তু যেই শুনল তুমি আফ্রিকা গেছ, সে তার সফল বাতিল

করে। তুমি যাওয়ার পরে সমস্ত সময় সে নিউইয়র্কে ছিল, হারউড এবং লোগান মার্শালের সঙ্গে গলফ খেলেছে। এমনকি আমাকেও প্রথমে লোয়েল, তারপর সিন্ডিতে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছিল। আমি তোমাকে বলছি ও কোনো বদমতলব ভাঁজছে।'

বুকের মধ্যে কেউ যেন খামচে ধরল লেক্সির। অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড ম্যাক্সের বিরুদ্ধে কথা বলছে সে জন্য নয়। তার কষ্ট হয়েছে সিন্ডির কথা শুনে। ওই ক্লাবে শহরের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েরা পোল ডান্স করে। ও আফ্রিকায় আর সে সময় ম্যাক্স অর্ধনগ্ন কোনো দেবীকে আদর করছে ভাবতেই ঈর্ষার কাঁটার খোঁচা লাগল মনে।

'তুমি গিয়েছিলে? সিন্ডিতে?'

হতাশায় মাথার চুল খামচে ধরল অগাস্ট। 'না লেক্সি। আমার মনে হয় আমার কথা তুমি শুনছ না। আমার ধারণা ম্যাক্স তোমার পেছনে কোনো ঘোঁট পাকাচ্ছে। ও কোনো ষড়যন্ত্র করছে।'

'তোমার ধারণা ভুল।'

'তাই কি? ইটালিতে কী ঘটেছিল, লেক্সি? যখন ফ্লোরেন্সে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করার কথা।'

'কিছুই ঘটেনি।' আত্মরক্ষার সুরে বলল লেক্সি। 'তুমি আমাকে কিছু না বলে হুট করে তাইওয়ান চলে গেলে। ম্যাক্স কী একটা কাজে তখন ইটালি এসেছিল। আমরা একসঙ্গে ডিনার করেছি। হু কেয়ারস? আরে এসব তো এক বছর আগের কথা।'

'তাইওয়ান একটা সেটআপ ছিল। ওখানে কোনো মিটিং ছিল না। কেউ আমার পিএ ক্যারেনকে ফোন করে মি. লি'র সেক্রেটারি সেজেছিল। আমি অর্ধেক পৃথিবী উড়ে ওখানে গিয়েছিলাম স্রেফ ডজ খেতে।'

হেসে উঠল লেক্সি।

'তোমার ধারণা ওটা ম্যাক্সের কাজ? কাম অন! এটা অনেকটা মিশন ইম্পসিবলের মতো, তাই না?'

অগাস্ট কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইল।

'লেক্সি,' অবশেষে বলল সে। 'তুমি আর ম্যাক্স কি একটা আইটেম?'

রাগ এবং বিব্রতবোধ করায় লাল টকটকে হয়ে গেল লেক্সির মুখ।

'কী বললে তুমি?'

'সরল একটা প্রশ্ন করেছি। তুমি কি ওর সঙ্গে ঘুমাচ্ছ?'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল লেক্সি। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘুরল। দুপদাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল রেস্টুরেন্ট থেকে।

অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড নিজেকে কী ভাবে? আমার বাপ?

অগাস্ট ওকে ডাকতে গিয়েও নিবৃত্ত হলো। লেক্সি তো কানে শুনতে পায় না। সে চেয়ার ছাড়ল, লেক্সির পেছন পেছন চলে এলো রাস্তায়।

এখন তুষারপাত হচ্ছে। লেক্সির কাঁধ চেপে ধরে এক ঝটকায় নিজের দিকে ওকে

ফেরাল অগাস্ট। আর ঠিক তখন বুঝতে পারল ওদেরকে ঘিরে ধরেছে ফটোগ্রাফাররা। ফটাফট ছবি তুলছে। আগামীকাল এ সময়ের মধ্যে প্রেস তাকে লেক্সির নতুন প্রেমিক হিসেবে রসালো গপ্পো যে ফেঁদে বসবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

'আমার ধারণা তুমি ম্যাক্সের প্রেমে পড়েছ,' এতদূর যখন এসেছে আর কিছু লুকোছাপা করার প্রয়োজন নেই। 'এবং আমার ধারণা এ কারণে তোমার বিচারবুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে। ও তোমাকে ব্যবহার করছে, লেক্সি।'

ক্লিক ক্লিক ক্লিক।

ক্রুদ্ধ লেক্সি থাবড়া মেরে কাঁধ থেকে অগাস্টের হাত সরিয়ে দিল।

'কারও বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়ে থাকে তো সেটা তোমার। তুমি জেলাস। তুমি হিংসা করছ কারণ ম্যাক্স এবং আমি...'

'কী? তুমি আর ম্যাক্স কী?'

এমনসময় কনসিয়ার্জ জন ক্লাব থেকে শুয়োরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে বেরিয়ে এলো। সে পাপারাজ্জিদেরকে ধাক্কা মেরে ঠেলে সরিয়ে লেক্সির কাছে চলে এলো। তার হাতে লেক্সির কোট। অগাস্টের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে কোটটা লেক্সির হাতে গুঁজে দিল।

'ফর হেভেনস শেক, মিস টেম্পলটন, আপনি কোট ছাড়াই চলে যাচ্ছিলেন, আপনি তো শীতে জমে যাবেন।'

'ধন্যবাদ, জন।'

গম্ভীর মুখে কোট গায়ে দিল লেক্সি, গলা পর্যন্ত এঁটে দিল বোতাম। অগাস্টের দিকে শেষবার রোষকষায়িত দৃষ্টি হেনে নিজের গাড়ির পেছনে বসে পড়ল। হুঁশ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল ড্রাইভার নোংরা কাদামাটি ফটোগ্রাফারদের গায়ে ছড়িয়ে।

ঝাপসা কাচের জানালার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লেক্সি, চিন্তা-ভাবনাগুলো গোছানোর চেষ্টা করছে।

'অফিসে যাবেন, মিস টেম্পলটন?'

'না, উইলফ্রেড। কিছুক্ষণ রাস্তায় ঘুরব।'

জাহান্নামে যাক অগাস্ট আর তার সন্দেহ। ও কী জানে? ও লেক্সিকে যা বলেছে তা সব উড়িয়ে দিয়েছে লেক্সি। ম্যাক্স এবং জিম ব্রুটনের কাজিয়া বেধেছে তো কী হয়েছে? এরকম সবসময়ই হয়। ম্যাক্স ইউরোপের সফর বাতিল করেছে। নিশ্চয় তার কোনো কারণ ছিল। ম্যাক্স বোর্ডের সঙ্গে গলফ খেলেছে। তাতে সমস্যাটা কী হলো? তাইওয়ানের ঘটনাটি একটু অদ্ভুত বটে। তবে লেক্সি নিশ্চিত এরও নিশ্চিত কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা আছে।

তবে ওর পেটের ভেতরে অস্বস্তির একটা গুড়গুড়ানি যে শুরু হয়েছে এটা কেন হচ্ছে তা বুঝতে পারছে না লেক্সি।



বাসায় ফেরার পরেও অসুস্থবোধটা যাচ্ছিল না লেক্সির। এমনিতে টিভিতে সাব-টাইটেল করা *ফ্রেন্ডস* দেখে এবং রান্না করে সাধারণত মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায় ও। কিন্তু আজ এসব করেও কোনো লাভ হচ্ছিল না।

বিশাল এক বাটি ভর্তি ফিশ ফুড আইসক্রিম নিয়ে, পাজামা পরা লেক্সি এসে বসল কাউচে। ভাবল রোবিকে ফোন করবে। ওর ভাইয়া সবসময় ওর মন খারাপ দূর করে দেয়। এ মুহূর্তে রোবি পিটসবার্গে কনসার্ট করছে। লেক্সি একটি গিমার্ক স্ক্রিন ফোন কিনেছে। এ দিয়ে সে সাধারণ মানুষের মতোই ফোনে কথা বলতে পারে। অপর পক্ষ যা বলে তার বক্তব্য ফোনের পর্দায় লিখিতভাবে ফুটে ওঠে। এর ফলে ই-মেইল করার ঝামেলা থেকেও মুক্তি পাচ্ছে লেক্সি। ক্রুগার-ব্রেন্ট গত বছর গিমার্ক ফোন কোম্পানি কিনে নিতে চেয়েছিল কিন্তু এক জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে গেছে। পরদিন লেক্সি তার ব্রোকারকে দিয়ে এ ফোনের যতগুলো সম্ভব স্টক কিনিয়ে রেখেছিল। বর্তমানে ওইসব শেয়ারের দাম বেড়ে গেছে তিনগুণ এবং ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি চলছেই!

রোবির হোটেল রুম থেকে কেউ ফোন ধরল না। সম্ভবত ও মেলন কনসার্ট হলে চলে গেছে।

ম্যাক্সকে ফোন করব? এ ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলতে পারি। কিন্তু তাতে অগাস্টকে ঝামেলায় ফেলা হবে। লেক্সি অগাস্টের ওপর বিষম রেগে গিয়েছিল বটে কিন্তু সে ম্যাক্স এবং অগাস্টের মধ্যে কোনো অফিশিয়াল সংঘাত সৃষ্টি হোক তা মোটেই চায় না। *ক্রুগার-ব্রেন্টের এই দুটি লোককে আমি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করি। চেয়ারম্যান হওয়ার পরে এ দুজনকেই আমার দরকার হবে।*

টিভির ওপরের দেয়ালে একটি লাল আলো জ্বলে উঠল। কেউ নিচতলায় এসেছে। ভিডিও স্ক্রিনে, সদর দরজায় একটি পুরুষালি কাঠামো দেখতে পেল লেক্সি, প্রবল বাতাসের তোড়ে কুঁজো করে রেখেছে কাঁধ। লোকটিকে চিনতে পেরে ওর মুখে হাসি ফুটল।

ও কোনোদিন আমার বাসায় আসেনি। এত রাতে ও কী চায়?

ওকে আসতে বলে একছুটে বাথরুমে ঢুকল লেক্সি। গালে খানিক ব্রোনজার ঘষল। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হাত থেকে পাউডার পড়ে গেল মেঝেতে। উবু হয়ে পাউডার

পরিষ্কার করছে, এমন সময় ঘরে ঢুকল ম্যাক্স।

'যীশাস, কী হয়েছে এখানে? বালুঝড়?'

সিধে হলো লেক্সি, ম্যাক্সের গালে চুম্বন করল।

'তুমি আসবে ভাবিইনি।'

'জানি আমি। ডিনার সেরে বাড়ি যাচ্ছিলাম ভাবলাম তোমার সঙ্গে একটু দেখা করে যাই। তবে তুমি যদি ক্লান্ত থাকো...'

'না, না। আমি ঠিক আছি,' মোটা সুতার সুয়েটার এবং জিনসে ওকে আগের চেয়ে অনেক হ্যান্ডসাম লাগছে। অগাস্টের কথা মনে পড়ে গেল লেক্সির। *আমার ধারণা তুমি ওর প্রেমে পড়েছ।*

'ড্রিংক?'

'স্কচ হলেই চলবে, ধন্যবাদ।'

ম্যাক্সের জন্য ড্রিংক আনতে কিচেনে ঢুকল লেক্সি। খাণিকবাদে লাফিয়ে উঠল ও। ম্যাক্স চুপিচুপি এসে পেছন থেকে ঠাণ্ডা দু'হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরেছে। সে লেক্সির ঘাড়ের পেছনের উন্মুক্ত ত্বকে চুমু খেল।

ঘুরল লেক্সি। ম্যাক্স নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে ওর দিকে, শিকারি বাজের মতো চক্ষু দুটি ওর সারা অঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন এই প্রথম লেক্সিকে দেখছে।

'তুমি আজ অগাস্ট স্যান্ডফোর্ডের সঙ্গে লাঞ্চ করেছ।'

ও কী করে জানল?

'হুঁ।'

'ও কি তোমাকে প্রেম নিবেদন করেছে?'

এমন অবাক হলো লেক্সি, ফেটে পড়ল হাসিতে।

'জবাবটা কি 'হ্যাঁ'? কাটাকাটা গলায় জানতে চাইল ম্যাক্স।

'না, জবাবটা 'হ্যাঁ নয়। জবাবটা 'না'। অবশ্যই ও আমাকে প্রেম নিবেদন করেনি। আমাকে নিয়ে অগাস্ট ওসব চিন্তাই করে না।'

'অবশ্যই তোমাকে নিয়ে সে ওসব চিন্তা করে। পৃথিবীর সব পুরুষই তোমাকে প্রেম নিবেদন করতে চায়।'

ম্যাক্স দু'হাতের চেটোতে লেক্সির মুখখানা বন্দী করে ওকে কাছে টানল। হঠাৎ নিজের ঠোঁটটা শক্ত করে চেপে ধরল লেক্সির অধরে, জিভ ঢুকে গেল ওর মুখে, ব্যাকুল এবং ক্ষুধার্ত। তারপর হঠাৎ ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল ম্যাক্স। তাকে খ্যাপাটে লাগছে।

'আমি চাই না তুমি আবার ওর সঙ্গে লাঞ্চ করো।'

রাগের লাগামটা টেনে ধরে রাখল লেক্সি। 'এক মিনিট। জানি না তুমি কী করে ভাবলে আমি কার সঙ্গে লাঞ্চ করব কী করব না তা বলার অধিকার তোমার আছে। তবে যদি...'

আবার চুমু। এবারে ম্যাক্সের বরফশীতল হাত লেক্সির জামার ভেতর দিয়ে ঢুকে ওর

বুক চেপে ধরল। লেক্সির নারীসুলভ প্রবৃত্তি ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে চাইল কিন্তু শরীরের জেগে ওঠা কামনা ওকে বাধা দিল। ম্যাক্সকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার বদলে সে ম্যাক্সের সুয়েটার মাথার ওপর টেনে তুলে খুলে ফেলল এবং জিনসের বেল্টের বাকলমুক্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ওহ গড। ওর বিচারবুদ্ধি লোপ পাবার ব্যাপারে অগাস্ট কী যেন বলেছিল?

'ভেবেছিলাম আমার প্রতি তোমার কোনো আকর্ষণ নেই।'

'ভুল ভেবেছিলে।'

লেক্সির পাজামার বোতাম খুলতে খুলতে ওকে পাঁজাকোলা করে বেডরুমে নিয়ে চলল ম্যাক্স। বিছানার ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে লেক্সির আফ্রিকা সফরের জামাকাপড়। ওগুলো সরানোর তর সইল না ম্যাক্সের। সে বিছানার ওপর ছুড়ে ফেলে দিল লেক্সিকে, ফাঁক করে ধরল দুই পা তারপর নিজের মাথাটা নামিয়ে এনে ওর দুই ঊরুর মাঝখানে, পিচ্ছিল ভেজা জায়গাটায় ইল মাছের মতো জিভ দিয়ে হামলা চালাল। গুঙিয়ে উঠল লেক্সি। টের পেল ওর শরীরের পেশিগুলো শক্ত হয়ে গেছে, বাঁকা হয়ে যাচ্ছে পিঠ। অসহায়ভাবে মোচড় খেতে খেতে ম্যাক্সের মাথাটা ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। *কিছুতেই আমার দ্রুত রেতঃপাত হওয়া যাবে না। বুঝতে দেওয়া যাবে না ওকে আমি কী সাংঘাতিকভাবে কামনা করছিলাম।*

কিন্তু লাভ হলো না। নিজের শরীরের ওপর লেক্সির যেনকোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। চরম আনন্দে ওর পিঠ বাঁকা হয়ে গেল, একের পর এক ঘটতে লাগল রাগমোচন।

লেক্সির রেতঃপাত শেষ হওয়ার পরপরই ম্যাক্স ওর প্যান্ট খুলে ফেলল, হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এলো বিছানায়। লেক্সির মুখের সামনে এখন তার মুখ। লেক্সি ওর চোখে চোখ রাখল। ওখানে সে উত্তেজনা, কামনা এবং আনন্দ দেখতে চাইল। বদলে দেখতে পেল অতল জলের দুটি... না, কোনো ভাব ফুটে নেই ওতে। কেবলই শূন্য দৃষ্টি। ক্ষণিকের জন্য ভয় পেল লেক্সি।

তুমি ম্যাক্স নও। তুমি অচেনা একজন। কে তুমি?

ওর ভয়ের সঙ্গে যুক্ত হলো উত্তেজনা। ম্যাক্সকে যখন সে ঘৃণা করত তখনও ওর মধ্যে বুনো, জানোয়ারসুলভ একটি ব্যাপার লক্ষ করেছিল লেক্সি। বিপজ্জনক কিছু একটা। ম্যাক্সের এ অংশটির ওপর দখলদারী নেয়ার গোপন অভিলাষ ছিল ওর, এটাকে উন্মুক্ত করে দিতে চাইত। এখন সেটিকে সে অনাবৃত করে দেবে। উত্তেজনায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো লেক্সির।

ম্যাক্স বুঝতে পারছিল লেক্সি ওর মনের ভেতরটা পড়ার চেষ্টা করছে, বুঝবার চেষ্টা করছে আসলে সে কে। সে উপুর করে শুইয়ে দিল লেক্সিকে যাতে ওর চেহারাটা দেখতে না পারে। তারপর পেছন থেকে প্রবেশ করল তার বিরাট পুরুষাঙ্গ নিয়ে, লেক্সিকে সম্পূর্ণ ভরে দিল, অবশেষে তৃপ্ত করল ওকে।

প্রবল আনন্দে শিউরে শিউরে উঠল লেক্সি।

এর নাম সেক্স। সেক্সের মজা এরকমই হওয়া উচিত।

তারপর শরীর জুড়ে শুধু অবিশ্বাস্য সুখের বুদ্বুদ ছাড়া আর কিছু অনুভব করল না লেক্সি।

ম্যাক্সও আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। লেক্সির বুকজোড়া তার কাছে তার মায়ের বুকের মতো মনে হচ্ছিল। লেক্সির চুল, ত্বক সবকিছু ইভের মতো। এ কাজটা সে করেছে তার মায়ের জন্য। সবকিছুই ইভের তরে। তবু খালাতো বোনের নগ্ন পিঠের ওপর জানোয়ারের মতো চড়াও হয়ে নিজেকে ম্যাক্সের অবিশ্বস্ত এবং নোংরা মনে হচ্ছিল।

ওর মজা পাওয়া উচিত হচ্ছে না। লেক্সির সঙ্গে নয়। ম্যাক্স লেক্সিকে ঘৃণা করে।

আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

ম্যাক্সের বীর্যপাত হতে শুরু করল। সে তার মায়ের নাম ধরে চিৎকার করছে।

কিন্তু লেক্সি ওর চেহারা দেখতে পাচ্ছে না বলে কিছুই শুনতে পেল না।



ম্যাক্সের সঙ্গে লেক্সির প্রেম যেন বাচ্চাদের গোপন ধনসম্পদের মতো; এতই মূল্যবান যে কেউ কাউকে দেখাতে চায় না। শৈশবে লেক্সির ভারি সুন্দর একটি অ্যান্টিক বক্স ছিল। ওতে সে বিশেষ বিশেষ 'প্রাকৃতিক জিনিস' লুকিয়ে রাখত। যেমন ডার্ক হারবারের বাগানে পাওয়া পাখির অক্ষত ডিম কিংবা খরগোশের ধবধবে সাদা খুলি যা কিনা অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করে। সম্ভব হলে ম্যাক্সের ভালোবাসা ওই বাক্সে লুকিয়ে রাখত লেক্সি। রাতেরবেলা যখন সে একা, ওই সময় খরগোশের খুলির মতো ওটি বের করত, বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকত অপলক। তবে কর্মক্ষেত্রে ওদের সম্পর্কের কথা কেউ জানে না বলে বরং এতে যোগ হয়েছে বাড়তি রোমাঞ্চ।

ম্যাক্স বলে, 'আমরা কাজিন এবং কলিগ। কেউ আমাদের ব্যাপারটি টের পাবে না।'

লেক্সিরও তাই ধারণা। একদিন, শীঘ্রি, সে ম্যাক্সের বস হবে, সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তাই ক্রুগার-ব্রেন্টে সতর্ক হয়ে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যাক্স এবং লেক্সির ওপর একটু লক্ষ রাখলেই লোকে ওদের ব্যাপারটি বুঝে ফেলত। ষোল বছর বয়সে কৌমার্য খোয়ানোর পরে লেক্সি এক সেক্স মিশনে নেমেছিল, শৈশবের যৌন নির্যাতন তার পরিণত বয়সের কামনা-বাসনাকে যেন ভোঁতা করে দিতে না পারে সে বিষয়ে ও ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিজের সেক্সুয়ালিটি প্রমাণে এতটাই ব্যস্ত ছিল লেক্সি, একের পর এক লাভারকে সে সেক্স কীভাবে উপভোগ করছে দেখাতে এমনই ব্যগ্র ছিল এবং দেখাতে চেয়েছে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ, যে ও আসলে যে কী চায় তা আবিষ্কার করতেই যেন ভুলে গিয়েছিল।

লেক্সি যে প্রশ্ন কোনোদিন করেনি তার সমস্ত জবাব মিলেছে ম্যাক্সের কাছে। ওর প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজের রতি ইচ্ছা কেবল মিলেই যায়নি লেক্সির, ম্যাক্স যেরকম হিংস্র ও বেপরোয়া ভঙ্গিতে প্রেম করে তা ওকে রুদ্ধশ্বাস করে ফেলে এবং আরও সেক্স চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভিখারিনীর মতো সে ওর কাছে আকুল আর্তি জানায়। বিছানায় কেউ ওর ওপর এমন কর্তৃত্ব করতে পারবে তা কল্পনাতেও ছিল না লেক্সির। সাধারণ জীবনে, বোর্ডরুমে সে মিস্ট্রেস অব দা গেম। কিন্তু ম্যাক্স তার চেতনার আরেকটি দিক উন্মোচন করে দিয়েছে। প্রথমে খেলাটা শুরু হয় কোমলভাবে ম্যাক্স বিছানার ওপর ওর হাত দুটো ধরে রাখে অথবা সেক্স করার সময় নিতম্বে হালকা টোকা মারে। কিন্তু লেক্সির

প্রতিক্রিয়া যখন প্রখরতর হয়ে ওঠে, ম্যাক্স তখন বিকৃত যৌনতার চরমে পৌঁছে যায় ওকে নিয়ে। এর কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না। লেক্সির মনে হয় সে যেন মুক্তি পেয়েছে। বাড়িতে, ম্যাক্সের সঙ্গে বিছানায় থাকার সময় ও গা থেকে ক্রুগার-ব্রেন্টের বর্মটি খুলে ফেলে, যে বর্ম ও পরে থাকত বিজনেস স্কুলে এবং মিডিয়ার সামনে এবং যে বর্ম ও সারাজীবন ধরে ধারণ করে আছে শরীরে। সে বর্ম হলো *হ্যাঁ, আমি বধির এবং আমি একজন নারী। কিন্তু ভেবো না তুমি চাইলেই আমার সঙ্গে চালাকি করতে পারবে।* ম্যাক্সের সঙ্গে যখন ও থাকে একদম নিজের সত্ত্বা খুঁজে পায়। বাস্তব, পলকা, বর্মহীন।

আর এ অনুভূতির তুলনা হয় না।

তবে ওদের সম্পর্কের দুঃখজনক দিকটি হলো দুজনে একত্রে খুব কমই কাটাতে পারে সময়। বিশেষ করে লেক্সি। তাকে সারাক্ষণই দেশ-বিদেশ ঘুরতে হচ্ছে চরকির মতো। আর ম্যাক্স নিউইয়র্কে, ক্রুগার-ব্রেন্ট পলিটিক্সের মধ্যে ঘাড় গুঁজে থাকে।

ম্যাক্স ওকে বলেছে, 'তুমি যখন চেয়ারম্যান হবে তখন আমাদের আর এ সমস্যাটি থাকবে না। তুমি তখন বেশি বেশি নিউইয়র্কে থাকতে পারবে। আমরা নিজেদের মতো সাজিয়ে নিতে পারব শেডিউল।'

লেক্সির আর তর সয় না।

'এখন পর্যন্ত কিছু পেলে? ওর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মতো কিছু তোমাকে পেতেই হবে।' অধৈর্য গলায় ম্যাক্সকে বলল ইভ।

'এখনও ওর কোনো দুর্বল দিক খুঁজে পাইনি, মা। তবে পাবার চেষ্টা করছি।'

'আরও দ্রুত চেষ্টা করো। তুমি ওকে নিয়ে বিছানায় বড্ড বেশি সময় নষ্ট করছ, না?'

'না।'

'অবশ্যই করছ। তুমি মজা করতে গিয়ে এমন ডুবে আছ যে ভুলেই গেছ লেক্সি কে। ও তোমার শত্রু, ম্যাক্স। ও আমাদের পাওনা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সময় কিন্তু ফুরিয়ে আসছে দ্রুত।'

'জানি আমি,' মাকে হতাশ করতে খুব খারাপ লাগছে ম্যাক্সের। আবার এও ভাবছে ইভের কথাই হয়তো সত্যি। মাঝে মাঝে লেক্সি যখন ওর শরীরের নিচে মোচড় খায়, গোঙানি দেয়, চিৎকার করে ওঠে, তখন ম্যাক্সের মনে হয় ও বোধহয় মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেছে। সে ভুলে যায় কেন সে লেক্সিকে সিডিউস করছে। ভুলে যায় এ সবই একটি খেলা। এ খেলায় যে জিতবে তার হাতের মুঠোয় এসে যাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড।

ইভ তাকে মনে করিয়ে দিল কোনোরকম অনিশ্চয়তার মাঝ দিয়ে চলা যাবে না।

'তুমি জানো তোমাকে কী করতে হবে, ম্যাক্স। ফাক হার। ফুল হার। ফিনিশ হার।'

ম্যাক্স গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল।

সে জানে তাকে কী করতে হবে।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে লেক্সি। নিঃশ্বাস মন্থর করার চেষ্টা করছে।

ড. চিউং বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। ভাবুন ফ্লুর ইনজেকশন দিচ্ছি।'

ঠিক। একটা ফ্লুর ইনজেকশন দিলেই আমি আমার শ্রবণ ক্ষমতা ফিরে পাব।

লেক্সি কোনোদিন ভাবেনি আশা কখনো এমন বেদনাদায়ক হতে পারে। যেদিন ম্যাক্স ড. চিউং এবং তার জিন থেরাপির কথা বলল, সেদিন থেকে লেক্সির রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। এ যেন এক সাইকিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ যে বলছে আপনার মৃত প্রিয়জনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে। আপনি কথাটা বিশ্বাস করতে চাইবেন। কিন্তু তাতে অনেক পুরনো ক্ষত উন্মুক্ত হয়ে যাবে। লেক্সি অনেক দিন আগেই মেনে নিয়েছিল সে আর জীবনেও কানে শুনতে পাবে না।

এক সকালে ম্যাক্স নাস্তার টেবিলে ওকে নিউ সাইন্টিস্ট পত্রিকার একটি সংখ্যা দেখিয়েছিল। আর তখনই লেক্সির গোটা পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

'এটা পড়ো। চীনের এক লোক এমন একটি জিন আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে বধির গিনিপিগদের শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে এনেছেন।'

লেখাটি পড়ল লেক্সি। জিনটির নাম Math 1 ড. চিউং জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারড অ্যাডিনোভাইরাস আবিষ্কার করেছেন যাতে Math 1 আছে। এ ওষুধটি তিনি বধির গিনিপিগদের কানে ঢুকিয়ে দেন। অবিশ্বাস্যভাবে প্রাণীগুলোর অন্তঃকর্ণের হেয়ার সেলগুলো নতুন করে জন্মাতে শুরু করে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আশিভাগ প্রাণীই তাদের পূর্ণ শ্রবণশক্তি ফিরে পায়।

ম্যাক্সের কাছে পত্রিকাটি ফিরিয়ে দিল লেক্সি।

'উনি মানুষের ওপর তার ওষুধটি কখনো প্রয়োগ করেননি। বিজ্ঞানীরা সবসময়ই এরকম চমক লাগানো খবর সৃষ্টি করে না। এতে কাজ হবে না।'

'উনি গত মাসে এখানে মানুষের ওপর ট্রায়াল শুরু করেছেন। একবার গিয়ে দেখা করে এসো না?'

'না।'

'উনি নিয়মিত নিউইয়র্ক আসা-যাওয়া করছেন।'

'ম্যাক্স, বললামই তো না। কোনো চীনা হাতুড়ে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার সময় আমার নেই।'

লেক্সি টের পেল ওর হাতে ব্যান্ড এইড পরিয়ে দেওয়া হলো।

'কতদিন সময় লাগবে? এফেক্ট টের পেতে?'

'বিষয়টি নির্ভর করে। আমার কোনো কোনো পেশেন্টের হেয়ার রিগ্রোথ করেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। কারও ক্ষেত্রে দু'এক সপ্তাহ সময় লেগেছে। কারও আবার দু'এক মাস। আপনার বোধহয় দুটো ইনজেকশন লাগতে পারে। আমার সঙ্গে দুই সপ্তাহ পরে দেখা করতে পারবেন?'

ড. চিউং লেক্সির মতোই নার্ভাস। এমন খ্যাতনামা একজন রোগীর ক্ষেত্রে যদি তাঁর থেরাপি সফল হয়, সারাজীবনের জন্য আর চিন্তা করতে হবে না ডাক্তারকে। ব্যর্থ হলে চাট্টিবাট্টি গুটিয়ে এখান থেকে বিদায় হতে হবে তাঁকে, চিকিৎসক হিসেবে সুনামটা যে ধূলিস্যাৎ হবে তা বলাবাহুল্য।

'বিশ্রাম নেওয়াটা খুব জরুরি বিশেষ করে প্রথম সপ্তাহে। শত হলেও আপনার শরীরে একটি বিশাল পরিবর্তন ঘটতে চলেছে।'

'এক সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' পার্স তুলে নিল লেক্সি। 'মাসখানেকের মধ্যে আমার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার কথা। ক্রুগার-ব্রেন্টে অনেক কাজ পড়ে আছে আমার।

গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেন ডা. চিউং।

'মিস টেম্পলটন আপনাকে বিশ্রাম নিতেই হবে। আপনার কানে শোনার বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলছি। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েও যদি দেখেন, আমার ধারণা আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে এর পেছনে বিনিয়োগের একটি মূল্য রয়েছে।'

ম্যাক্সও ওকে ছুটি নিতে বলল।

'ডার্ক হারবারে চলে যাও। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করো। ছুটি কাটানোর হয়তো এটাই শেষ সুযোগ তোমার। একবার চেয়ারম্যান হলে আর ছুটি নিতে পারবে না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো লেক্সি। তবে একটি শর্তে।

'কথা দাও আমার এ চিকিৎসার ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবে না? আমি কারো কোনো প্রত্যাশার পারদ তুলতে চাই না। অন্তত ফলাফলের ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত।'

ম্যাক্স ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল।

'কথা দিলাম। এখন জলদি এখান থেকে ভাগো। যাও, একটু বিশ্রাম নাও গে।'



ডার্ক হারবারের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে লেক্সি। খবর পেয়ে ছোট বোনের সঙ্গে দেখা করতে ছুটে এলো রোবি। গত পাঁচ বছরে এই প্রথম ভাই-বোন একান্তে সময় কাটানোর সুযোগ পেল। রোবি এখন মহাতারকা। গোটা বিশ্বজুড়ে সে কনসার্ট করে বেড়ায়। তার নামে ভরে যায় বিরাট বিরাট কনসার্ট হল এবং স্টেডিয়াম। ভীষণ টাইট শেডিউল রোবির। অনেক কষ্টে ফাঁকফোকর করে সে এসেছে ছোট বোনের কাছে। তার সঙ্গ খুবই উপভোগ করছে লেক্সি কিন্তু মন পড়ে আছে নিউইয়র্কে, ক্রুগার-ব্রেন্টের অফিসে।

'আমি যদি একটু আগেই নিউইয়র্ক চলে যাই ড্যাডি কি মন খারাপ করবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

ভুরু কোঁচকাল রোবি। 'তা বলতে পারব না। তবে আমি মন খারাপ করব। এত তাড়া কীসের?'

লেক্সিকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে রোবির। মেয়েটা অনেকখানি ওজন হারিয়েছে। সম্ভবত দুশ্চিন্তায়। তার ঝলমলে রূপকে কোনো কিছুই ম্লান করতে পারে না তবে ভাইয়ের স্নেহের চোখ দিয়ে মনে হচ্ছে বোনটা তার শুকিয়ে গেছে অনেক, ক্লান্ত লাগছে বেশ।

ভাইয়ের দিকে তাকাল লেক্সি। ভাইয়াকে সে আগের মতোই ভালোবাসে। কিন্তু একসময় লেক্সিকে সে যেভাবে বুঝতে পারত এখন বোধহয় সেভাবে পারে না। তাইতো সে প্রশ্ন করে লেক্সির এত তাড়া কীসের?

এ প্রশ্নের জবাব কী দেবে লেক্সি? *তাড়া ব্যবসার জন্য। এটা আমার শিরার ভেতরে জীবন হয়ে বেঁচে আছে। আমি কোনোদিন কানে শুনতে না-ও পারি তবু ক্রুগার-ব্রেন্ট সবসময় আমারই থাকবে।*

ম্যাক্স হলে লেক্সিকে বুঝতে পারত।

ট্রিস্ট্রাম হারউড তাঁর সামনের পর্দায় তাকিয়ে আছেন। প্রতিটি নতুন ছবি দেখছেন আর তাঁর সত্তর বছরের বাতে আক্রান্ত চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠছে। স্পিকার ফোনটি এখনও অন রয়েছে।

'সমস্যার ধরনটা বুঝতে পারছ, ট্রিস?'

ক্রুগার-ব্রেন্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থমথমে গলায় বললেন, 'বুঝতে পারছি।

এটাকে... কোনোভাবে বন্ধ করা যায় না?'

'বন্ধ করব? ইন্টারনেট জুড়ে এসব ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছবিগুলো ফক্স নিউজ দেখিয়ে ফেলবে এবং আমাদের স্টক হুমড়ি খেয়ে পড়বে মাটিতে। তুমি একটা বিবৃতি দাও।' ফোন ছেড়ে দিলেন ট্রিস্ট্রাম হারউড।

তিনটে শান্তিময়, স্ক্যান্ডালমুক্ত দশক তিনি কাটিয়েছেন ক্রুগার-ব্রেন্টে। আর এখন তাঁর চাকরি জীবনের শেষ সপ্তাহে...

'মূর্খ মেয়ে,' নিঃশ্বাস চেপে বিড়বিড় করলেন তিনি। 'মূর্খ, মূর্খ মেয়ে।'

সিডার হিল হাউজ ছিল কেট ব্ল্যাকওয়েলের স্বপ্নের বাড়ি, তাঁর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনের জন্য শান্তি ও স্বস্তির মরুদ্যান। এ বাড়িটি দারুণ দৃষ্টিনন্দন, সাজসজ্জা আরামদায়ক, আন্তরিক এবং শান্তিময়। একদা এ বাড়ি পিটার টেম্পলটনের কাছে ছিল অনেক যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির বাসস্থান। তবে তাঁর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও বড় হয়ে গেছে, এখন তিনি জায়গাটির প্রতি আশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করছেন। কেট এখানে আসতেন দুনিয়ার কবল থেকে পালাতে। অবসর নেওয়ার পরে, পিটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনিও তাই করবেন।

তিনি বাড়িতে কিছু পরিবর্তন এনেছেন। এখানে কোনো টেলিভিশন কিংবা ফোন নেই। কেউ পৃথিবীর কোলাহল থেকে মুক্ত থাকতে চাইলে ভালোভাবেই থাকা উচিত। পিটারের টেবিলে প্রাচীন চেহারার একটি কম্পিউটার আছে বটে তবে সেটির প্লাগ দেয়ালে লাগানো হয়নি।

রোবি গোটা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার এ ব্যাপারটি বেশ উপভোগ করছে। সে এতে রিল্যাক্স বোধ করছে, আরাম পাচ্ছে। কিন্তু লেক্সির ব্যাপারটি পছন্দ হয়নি।

পিটারের কম্যুনিকেশন ফোবিয়ার কারণে লেক্সি রাত আটটার আগে অগাস্ট স্যান্ডফোর্ডের ই-মেইল পেল না। সে তখন জলের ধারে রোবির সঙ্গে হেঁটে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে তার ব্ল্যাকবেরি ফোনটি জ্যান্ত হয়ে উঠল। ওটা ক্রমাগত ভাইব্রেশন তুলেই চলল।

সাতাত্তরটি নতুন মেসেজ।

অগাস্ট তার মেসেজে এত বেশি বিস্ময়সূচক লাল চিহ্ন দিয়ে রেখেছে যে প্রথম মেসেজটি থেকেই পড়া শুরু করল লেক্সি।

রোবি দেখল তার বোনের মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে।

'কী ব্যাপার? কী হলো?'

'আমাকে শহরে ফিরতে হবে এক্ষুনি। আমার একটি প্লেন দরকার।' কথা বলতে বলতে বিদ্যুৎগতিতে মেসেজ টেক্সট করে চলেছে লেক্সি।

'এখন রাত আটটা বাজে, সোনা। অনেক দেরি হয়ে...'

'আমার জন্য একটা প্লেনের ব্যবস্থা করো!

'ঠিক আছে। ঠিক আছে,' বলল রোবি। 'দেখছি কী করা যায়।'

সাংবাদিকে গিজগিজ করছে কেনেডি এয়ারপোর্ট।

শকুনের দল, আমাকে জ্যান্ত খেতে এসেছে।

'লেক্সি, তুমি ছবিগুলো দেখেছ?'

'ছবিগুলো কবে তোলা হয়েছে?'

'তুমি কি ক্রুগার-ব্রেন্ট থেকে পদত্যাগ করবে?'

'তোমার কি কোনো ধারণা আছে নেটে ছবিগুলো কে ছড়িয়ে দিল?'

হ্যাঁ, আমার ধারণা আছে। আমি জানি কে এ কাজ করেছে। আমি জানি কখন।

তবে এত কিছু জেনেও আমার কোনো লাভ হবে না। আমার কোনো কাজে আসবে না।



ক্রুগার-ব্রেন্ট বোর্ডরুমটি গোলাকার। এখান থেকে ম্যানহাটন, সেন্ট্রাল পার্ক এবং ইস্ট রিভার পরিষ্কার দেখা যায়। ঘরের মাঝখানে গোল একটি মেহগনি টেবিল, ওতে ত্রিশজন লোক বসতে পারে। আজ টেবিলের চারধারে কুড়িটি চেয়ার সাজানো হয়েছে; পনেরোটি বোর্ড পরিচালকদের জন্য, এর মধ্যে ট্রিস্ট্রাম হারউডও রয়েছেন, তিনটা ক্রুগার-ব্রেন্টের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ তিন আইনজীবী দখল করেছেন, বাকি দুটোর একটি লেক্সির জন্য, অপরটি ম্যাক্সের জন্য।

উনিশটি চেয়ারের মানুষ এসে পড়েছেন। এখন ঘড়িতে ভোর পাঁচটা।

'কোথায় সে? কোম্পানির যে হাল ও করেছে, অন্তত ঠিক সময়ে হাজির হওয়া উচিত ছিল।'

লোগান মার্শাল, বোর্ড সদস্যদের সবচেয়ে সিনিয়র মানুষটি তাঁর বিরক্তি লুকানোর চেষ্টা করলেন না। টেবিলের চারপাশে নজর বুলিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন অন্যরা সকলেই তাঁর মতো তেতে রয়েছেন। আজ সকালে যখন মার্কেট খুলবে, তাঁরা প্রত্যেকেই আশঙ্কা করছেন তাঁদের লভ্যাংশের এক তৃতীয়াংশ স্রেফ ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাবে। আর এজন্য মাত্র একজন মানুষ দায়ী।

'আমি এসে পড়েছি। আমি এসে পড়েছি। আপনারা শুরু করে দিন।'

পিচরঙা পেনসিল ফ্ল্যাট আর ক্রিম কালারের মার্ক জ্যাকবস জ্যাকেট গায়ে, উঁচু হিল পায়ে ঘরে ঢুকল লেক্সি। তাকে অপূর্ব লাগছে। অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড মনে মনে বলল ও *সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয়।* তবে লড়াইতে জিততে পারবে না। অন্তত এবারে নয়। ওকে অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে হাসল অগাস্ট কিন্তু ছুটে আসার আগে ওকে লক্ষ্য করল না লেক্সি। সে তার চেয়ারে বসেই পূর্ব প্রস্তুতিমূলক বক্তৃতা দেওয়া শুরু করল:

'প্রথমেই সবার কাছে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনাদেরকে– ইয়ে আমাদেরকে– এ রকম একটা অবস্থায় ফেলার জন্য।'

সবাই চুপ করে রইলেন।

'স্পষ্টই আমাদের সকলের আশঙ্কা আমাদের স্টক প্রাইস নিয়ে। আমার কথা হলো অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কীভাবে আমাদের শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষতি হ্রাস করে তাদেরকে নিশ্চয়তা দেওয়া যায় সে বিষয়ে অ্যাকশন নেওয়া।'

নীরবতা।

বলে চলল লেক্সি।

'এ ছবিগুলো দেখার পরপরই আমি ভেবেছি এক্ষুনি আমার পদত্যাগ করা উচিত।' অগাস্ট শুনতে পেল সবাই বিড়বিড় করে বলছে। 'শোনো ওর কথা শোনো।' কিন্তু লেক্সি এসব কিছুই শুনতে পেল না। 'কিন্তু আমরা সকলেই জানি বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য সবশেষে যে কাজটি করা উচিত তা হলো ম্যানেজমেন্টে আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন। গত ছ'মাস ধরে আমাদের স্টকের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এ প্রত্যাশায় যে আগামী মাসে আমি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেব। আমি বিশ্বাস করি না যে নিজেকে তরবারির সামনে ছুড়ে ফেলে আমাদের কোনো লাভ হবে।'

লোগান মার্শাল ফিসফিস করে অগাস্টকে বললেন, 'দুর্ভাগ্যজনক হলো যে মেয়েটা হার্ভার্ডের ছাত্রদের তরবারির সামনে নিজেকে ছুড়ে দেওয়ার আগে এ কথাটি ভাবেনি। এবং ফিল্মের ব্যাপারটি তো রয়েইছে। নিজেকে সে কী ভাবছে?'

'আমি একমত নই।'

লাফ মেরে খাড়া হলো ম্যাক্স। তাকে প্রবল আত্মবিশ্বাসী এবং স্থির লাগছে।

লেক্সি ভাবছিল সাত সকালেও ও কী করে এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে থাকে!

'আমরা কী নিয়ে কথা বলছি সেদিকে একবার নজর বুলোই, নাকি?' ম্যাক্স পকেট থেকে একটি রিমোট কন্ট্রোল বের করল। এক সেকেন্ড পরেই ছাদ থেকে নেমে এলো একটি পর্দা। তাতে লেক্সির ছবি, নগ্ন, হাঁটু মুড়ে বসে চেহারা চেনা যায় না এমন একজনের সঙ্গে ওরাল সেক্স করছে। ওদেরকে দুটো লোক দেখছে।

আপত্তি জানাল অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড। 'এটার কি সত্যি প্রয়োজন আছে? আমরা সবাই ছবিগুলো দেখেছি।'

'প্রয়োজন আছে। পুরো একটা উইকএন্ড লেগেছে আমাদের এগুলো হজম করতে।' বলল ম্যাক্স। 'আমাদের শেয়ারহোল্ডারদের কথা একবার ভাবুন। তারা আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই প্রথমবারের মতো এ জিনিস দেখতে পাবে।'

রিমোটের বোতাম টিপল সে। পর্দায় ফুটে উঠল আরেকটি ছবি কোকেন সেবনে ব্যস্ত লেক্সি। তারপর আরেকটি তারপর আরও একটি। সবগুলো ছবিই একই পার্টি থেকে তোলা হয়েছে, হার্ভার্ডে ভর্তি হওয়া নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের পার্টি। যে 'বন্ধু'টি কয়েক বছর আগে ছবিগুলো তুলেছিল তাকে খুঁজে বের করে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে তার ডিজিটাল ক্যামেরা থেকে চিপটি উদ্ধার করেছিল লেক্সি। ওর উচিত ছিল তখনই ওটা ধ্বংস করে ফেলা। কিন্তু মাথায় কী পাগলামি জেগেছিল ও ওটা ওর অ্যাপার্টমেন্টে একটি সিন্দুকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল। 'পার্টি গার্ল লেক্সি'র ইমেজ ও ত্যাগ করেছিল সাপের খোলস বদলানোর মতো, ম্যাক্সের সঙ্গে প্রেমে পড়ার পরে।

প্রেমে পড়া।

সে ছাড়া আর মাত্র একজন ওই সিন্দুকের কোড জানে।

ম্যাক্স এখনও কথা বলছে। প্রতিটি বোর্ড সদস্যের চোখের দিকে তাকিয়ে সে কথা বলছে। লেক্সির দিকে যখন তাকাল মনে হলো মানুষ নয়, সে একটা ভূত দেখছে।

তুমি কেন আমাকে ডার্ক হারবারে পাঠানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে এখন সবকিছু আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এ পরিকল্পনাটা তুমি কতদিন ধরে করছ, ইউ বাস্টার্ড?

'বিষয়টি শুধু শেয়ারহোল্ডারদের নিয়ে নয়। এসব ছবি অভ্যন্তরীণভাবে ক্রুগার-ব্রেন্টের কতটা ক্ষতি করতে পারে সে বিষয়টিও আমাদেরকে ভাবতে হবে। ইতোমধ্যে আমি দুবাই, কুয়েত এবং দিল্লি অফিস থেকে ই-মেইল পেয়েছি। সবাই হুমকি দিচ্ছে লেক্সি চেয়ারম্যান হলে তারা আমাদেরকে ত্যাগ করবে। ট্রিস্ট্রাম, আপনি কোনো ফোন পাননি?'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকালেন ট্রিস্ট্রাম হারউড। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা আমেরিকা হয়তো তাদের প্রিয় কন্যাটিকে ক্ষমা করে দিতে পারে কিন্তু গোটা বিশ্বজুড়ে ক্রুগার-ব্রেন্ট, এর মধ্যে মুসলিম এবং হিন্দু দেশের সংখ্যাও কম নয়। মহিলা একজন চেয়ারম্যান, তাও কানে শুনতে পায় না, এটিই অনেকের পছন্দ নয়। তার ওপর আবার এরকম কলঙ্ক? এ তো তাদেরকে খোঁড়া বানিয়ে দেবে।

লেক্সি চুপচাপ বসে রইল। দেখছে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছে পুরুষ সদস্যরা। এটা আসলে বিতর্ক নয়। এটি একটি শো ট্রায়াল। ওর বিচার করা হচ্ছে। সে এ ঘরে প্রবেশের আগেই তাকে দোষী বলে রায় দেওয়া হয়ে গেছে।

অবশ্যই এর পেছনে পুরোটাই ম্যাক্সের শয়তানী দায়ী। সে-ই লেক্সির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে ওকে নিয়ে খেলা করেছে, অগাস্ট সে ব্যাপারে আগেই সাবধান করে দিয়েছিল। গত ছয় মাসে ম্যাক্সের সঙ্গে বিছানার প্রেমের কথা মনে পড়ল লেক্সির। সবটাই কি ওর অভিনয় ছিল? ছিল খেলা? তার লড়াই পরিকল্পনার অংশ? নিশ্চয়। যদিও ম্যাক্সের কামনা-বাসনা, প্রেম দারুণ সত্যি বলে মনে হয়েছিল লেক্সির কাছে।

লেক্সি ভাবছিল কী বলা যায়।

আমি ওদেরকে সব কথা খুলে বলতে পারি। বোর্ডকে বলে দিতে পারি ম্যাক্সই ছবিগুলো আমার ঘর থেকে চুরি করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিয়েছে। সে-ই এই সমস্যার হোতা। সে-ই আমাদের সবাইকে এই বিশ্রী অবস্থার মধ্যে ফেলে ফেলেছে।

কিন্তু লেক্সি জানে এ কথা ও কাউকে বলতে পারবে না। মার্কেট ইতোমধ্যে তার ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। ক্রুগার-ব্রেন্টের শেয়ারের মূল্যে আজ সকালে এর ফল স্বরূপ ধ্বস নামবে। ম্যাক্সের নাম বলে দিলেও খুব একটা লাভ হবে না। বিনিয়োগকারীরা কোনো কথা শুনবে না। ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের হাত থেকে ছুটে যাবে কোম্পানি। ভেঙে গুঁড়িয়েও যেতে পারে।

লেক্সির জীবনের অন্যতম প্রেম ক্রুগার-ব্রেন্ট। সে একে ধ্বংস হতে দিতে পারে না।

ম্যাক্সের দিকে তাকাল ও। তুমি মনে মনে এটাই চাইছ, না? তুমি জানতে আমি তোমার মুখোশ খুলে দেব না। জানতে এ কোম্পানিটিকে আমি অনেক অনেক ভালোবাসি।

ও লেক্সির ক্ষতি করেছে সে জন্য ওর প্রতি অনেক ঘৃণা হচ্ছে। তবে আরও ঘৃণা হচ্ছে ক্রুগার-ব্রেন্টের ক্ষতি করেছে বলে। চেয়ারম্যান হওয়ার লোভে গোটা ফার্মকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

লেক্সি উঠে দাঁড়াল।

'যথেষ্ট হয়েছে।'

সবাইকে চুপ থাকতে বলার জন্য একটি হাত তুলল ও। বিড়বিড়ানি থেমে গেল।

'আমি জানি আপনারা সবাই কী ভাবছেন। কোম্পানির মঙ্গলের জন্য তাই আমি চেয়ারম্যানের পদ থেকে আমার নাম তুলে নিচ্ছি। আজ দুপুর নাগাদ আমি ক্রুগার-ব্রেন্ট থেকে অফিশিয়ালি রিজাইন দেব।'

আইনজীবীরা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

ম্যাক্স কিছু বলতে গিয়ে মুখ খুলেছিল, লেক্সির চোখে চোখ পড়তে তার হাঁ বন্ধ হয়ে গেল। ও বলতে চাইছিল, *আমি দুঃখিত। আমি তোমাকে এখনও ভালোবাসি।* ইভের কারণে, ক্রুগার-ব্রেন্টকে জয় করার জন্য তার লেক্সিকে ধ্বংস করতে হয়েছে। এটাই ছিল ম্যাক্সের নিয়তি, তার জীবনের উদ্দেশ্য। ওর এছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না। ও আশা করল লেক্সি একদিন ব্যাপারটি বুঝতে পারবে।

অগাস্ট স্যান্ডফোর্ডের খুব কান্না পাচ্ছিল। লেক্সি তার ব্রিফকেস গুছিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'গুড লাক, ম্যাক্স।'

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হতে মুঠো খুলল লেক্সি। এত জোরে মুঠো করেছিল মাংসে নখ বসে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়েছে।

গুডলাক, ম্যাক্স।

গুডলাক, জুডাস, কুত্তি মাগীর বিশ্বাসঘাতক সন্তান। বাইবেলের একটা লাইন মনে পড়ে গেল ওর

এবং যিশু বলেছিলেন আমি তোমাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে বলিতেছি তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। কিন্তু সেই মানুষটি, সেই বিশ্বাসঘাতকের যা দুর্দশা হইবে! তাহার মনে হইবে জন্ম না নিলেই সে ভালো করিত।'

লেক্সি ম্যাক্সের এমন দশা করবে যাতে ও ত্রাহি চিৎকার করতে করতে ভাববে জন্ম না নিলেই ওর ভালো হতো।

তার খালাতো ভাই লড়াইতে জিতেছে বটে।

তবে আসল লড়াই তো শুরু হলো মাত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড



লস এঞ্জেলেস
পাঁচ বছর পর

পাওলো কজমিকি বেল এয়ারের চমৎকার সাজানো-গোছানো ড্রইংরুমের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন।

'বড্ড বেশি ফুল। মনে হচ্ছে যেন কেউ মারা গেছে।'

রোবি টেম্পলটন তাঁর টাক মাথায় আদর করে চুমু খেল।

'ফুলগুলো ঠিক আছে। সবকিছুই ঠিক আছে। রিলাক্স, বেব। হ্যাভ আ ড্রিংক।'

আজ রোবির চল্লিশতম জন্মদিনের পার্টি উদযাপিত হচ্ছে। পরহিতব্রতের জন্য সে এবারের জন্মদিনে একটি চ্যারিটির আয়োজন করেছে এবং আশা করছে টেম্পলটন-কজমিকি এইডস ফাউন্ডেশন কমপক্ষে এক মিলিয়ন ডলার চাঁদা তুলতে পারবে। পার্টিতে হাজির থাকছেন ক্লাসিক্যাল এবং পপ মিউজিকের বিশ্ব তারকাগণ, সঙ্গে আরও আলো ছড়াবেন হলিউড মুভি স্টাররা। শীঘ্রি তাঁরা এসে হাজির হবেন রোবি এবং পাওলোর বাড়িতে। বাড়ির রুটআয়রন গেটের সামনে ইতোমধ্যে পাপারাজ্জিরা এসে ভিড় করেছে। সুবিস্তৃত বেল এয়ার এস্টেটটি গত তিন বছর ধরে ক্লাসিক্যাল মিউজিকের সুখী দম্পতিদের জন্য বাড়ি হয়ে উঠেছে। রিয়েল এস্টেট এজেন্ট একে 'ফরাসি কান্ট্রি ম্যানর' বলে অভিহিত করেছে। রোবি এবং পাওলো এখানে ভালোই আছে।

জন্মদিন উপলক্ষে কয়েকস্তর বিশিষ্ট বিরাট এক কেক আনা হয়েছে। বাগানে কৃত্রিম ঝরনার পানি লুকানো বাতির আলোয় চিকচিক করছে। ঝরনার ধারে একটি সেতুও আছে। বাড়ির প্রতিটি কক্ষ থেকে বাইরের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখা যায় এবং এখানে প্রাইভেসিরও কোনো অভাব নেই।

একমাত্র ভাইয়ের জন্মদিন উপলক্ষে এখানে বেড়াতে এসেছে লেক্সি টেম্পলটন। তার বয়স এখন ত্রিশের কোঠায়। তবে ফিগার মেইনটেইন করে বলে দেখতে আরও কম লাগে। সে পার্টি উপলক্ষে বহুমূল্য হার্ডি এমিস বলগাউন পরেছে। তার কানে, গলায় এবং হাতে জ্বলজ্বল করছে হীরের গহনা। লম্বা চুলগুলো ছেড়ে রাখায় চেহারায় একটা খুকি খুকি ভাব চলে এসেছে।

পাঁচ বছর আগে বদনামের ভাগীদার হয়ে ক্রুগার-ব্রেন্ট ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় লেক্সি। বড় বড় বিজনেস পণ্ডিতরা ওকে নিয়ে লেখালেখি বাদ দিয়েছেন। লেক্সির ছবি আর পত্রিকার প্রচ্ছদে ছাপা হচ্ছিল না। লেক্সি কোনো বিবৃতি দেয়নি, গুজবে প্রতিক্রিয়া জানায়নি, বন্ধুবান্ধবদের কোনো মেসেজের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। সে সেলেব্রিটি পার্টিতে যাওয়া বন্ধ করে দেয়, যায়নি কোনো চ্যারিটি অকশন কিংবা গ্যালারির উদ্বোধনে। এমন একটি কথা ছড়িয়ে পড়ে যে লেক্সি আমেরিকা ছেড়ে চলে গেছে। তবে সত্যি গেছে কিনা কেউ তা জানেন না। তবে কিছুদিন পরে লোকে তাকে নিয়ে চিন্তা করা বাদ দিয়ে দেয়।

তবে যারা ভেবেছিল লেক্সি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে গেছে ক্ষতগুলো চেটে নেওয়ার জন্য তাদের এ মেয়েটির শক্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং উদ্যমের প্রত্যাবর্তন ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না।

ম্যাক্স ওর সঙ্গে বেইমানি করার দশদিন পরে লেক্সি তার ভাড়া করা নতুন অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে থেকে ভেসে আসা গাড়ির হর্নের আওয়াজে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। প্রেসের কারণে আগের বাসাটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল ও। প্রথমে শব্দগুলো ভোঁতা ঠেকেছিল কানে, যেন সবকিছু সদ্য ঝরে পড়া তুষার দিয়ে আবৃত। তবে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তুষারটা গলতে শুরু করে। শব্দগুলো তীক্ষ্ণতর এবং স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিটি শব্দই লেক্সির কাছে ছিল নবজাতক শিশুর মতো প্রিয়। বাথরুমে পানি পড়ার শব্দে সে জোরে জোরে হেসে উঠত। রাস্তায় ফেরিওয়ালাদের গালিগালাজ শুনে তার গলায় ডেলার মতো কী যেন বাঁধত। সবচেয়ে অচেনা লাগত নিজের কণ্ঠস্বর। এটা যে ওরই গলা বিশ্বাসই হতে চাইত না।

ড. চিউং খুশিতে বাগবাগ, 'কংগ্রাচুলেশন্স মাই ডিয়ার। আমি শুধু এজন্য দুঃখিত যে তোমাকে এ মুহূর্তে যেসব কথা শুনতে হচ্ছে তা মোটেই প্রীতিকর নয়।'

আমেরিকার আর সকলের মতো ড. চিউংও লেক্সির ছবি দেখেছেন পত্রিকায়, খবরগুলো পড়েছেন। এসব বাজে খবর বেচারিকে একেবারে পর্যুদস্ত করে ফেলেছিল।

তবে লেক্সিকে দেখে মনে হচ্ছিল না যে সে এসব পাত্তা দিচ্ছে। 'আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না, ডক্টর। আমি আবার শুনতে পাব সেটাই এখন আমার কাছে মুখ্য আর সব গৌণ।'

এবং কানে শুনতে পাবার পর থেকে নিজেকে অজেয় মনে হতে থাকে লেক্সির। ক্রুগার-ব্রেন্টে ওর একশো মিলিয়ন ডলারেরও বেশি স্টক ছিল। সে ওই টাকা দিয়ে নিজের রিয়েল এস্টেট কোম্পানি 'টেম্পলটন এস্টেটস্' শুরু করে দেয়। সে আফ্রিকার সস্তা জমিগুলো কিনতে থাকে, ক্রুগার-ব্রেন্টের চেয়ারম্যান হলে যেসব ব্যবসায়িক পরিকল্পনা কাজে লাগাত, সেগুলোই ও নিজের ব্যবসায় প্রয়োগ করতে থাকে। দুই বছরের মধ্যে ওরা মার্কেট থেকে প্রায় সমস্ত আফ্রিকান প্রতিযোগীদেরকে হঠিয়ে দেয়। এ বছরে আফ্রিকায় টেম্পলটনের মার্কেট শেয়ার ক্রুগার-ব্রেন্টকেও ছাপিয়ে গেছে দেখে

যারপরনাই সন্তুষ্ট লেক্সি।

শুধুমাত্র একটি কোম্পানি, কেপটাউন ভিত্তিক ফিনিক্স গ্রুপের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠছে না টেম্পলটন এস্টেটস। তবে ফিনিক্স তাদের ব্যবসা শুরু করেছে টেম্পলটনদের পাঁচ বছর আগে। অবশ্য এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না যে পাঁচ বছরের পুরনো ঐ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে টেম্পলটন এস্টেটস হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেই চলেছে।

কোম্পানির প্রবৃদ্ধির সঙ্গে লেক্সির নিজেরও পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। ম্যাক্স যখন ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল ওই সব বাজে ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে, লেক্সির মনের একটা অংশ তখন কুঁকড়ে গিয়ে মরে যেতে চেয়েছিল। এখন শ্রবণশক্তি ফিরে পাওয়ায় এবং ব্যবসার উন্নতি ঘটায় পাবলিক লাইফে পদার্পণ করেছে ও। নিউইয়র্কে এক বন্ধুর রেস্টুরেন্টের উদ্বোধনীতে গিয়েছিল লেক্সি। পরনে বহুমূল্য বিল ব্লাস ড্রেস, অনুষ্ঠানের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে ও। দুর্দান্ত লাগছিল লেক্সিকে। যেন ফিরে এসেছে সেই পুরনো দিনের লাস্যময়ী নারীটি। এরপরেই খুলে যায় ফ্লাড গেট। আবার পুরুষরা দলে দলে ভিড় জমাতে থাকে ওর পাশে। লেক্সি ডেটিং শুরু করে মিউজিশিয়ান, বিজনেসম্যান এবং মুভিস্টারদের সঙ্গে। মিডিয়া আবার লুফে নেয় ওকে। তারা ওর অতীতের নোংরা ছবিগুলোর কথা ভুলে গেছে। তারা বলে লেক্সির একটি উদ্দাম, বুনো তরুণ জীবন ছিল। তাতে কী? কারই বা ছিল না? লেক্সি এখন কানে শুনতে পাচ্ছে এবং ও আবার দাঁড়িয়েছে নিজের পায়ে।

লেক্সি একজন তারকা, একজন লড়াকু, একজন বিজয়িনী। সে নিজেকে পুনরাবিষ্কার করেছে। আবার আমেরিকা উন্মাদ হয়ে উঠল লেক্সির জন্য।



পাওলো কজমিকির চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণই ছিল না। পার্টি খুবই সফল হয়েছে, হলিউডের গসিপ প্রিয় লোকদের পেট ভরানোর মতো যথেষ্ট পরিমাণ স্ক্যান্ডাল ছিল।

এক বিখ্যাত মিউজিক প্রডিউসার এক অপূর্ব সুন্দর গায়কের সঙ্গে টয়লেটে আটকে ছিলেন।

গায়কের নাম ডেভিড।

এক মুভি তারকা হটটাব নিয়ে এমনই ব্যস্ত ছিলেন যে পরচুলা দিয়ে তাঁর টাক মাথাটি ঢেকে রাখতে ভুলে যান। তার কুড়ি বছর বয়সী বয়ফ্রেন্ডটি পরচুলা দেখে ভেবেছে একটা ইঁদুর ভাসছে তার দুই ঊরুর মাঝখানে এবং সে ভয়ে মুর্ছা যায়। বেচারি প্রায় ডুবে মরার দাখিল হয়েছিল।

মাইকেল শেট, পিপল সাময়িকীর দৃষ্টিতে এ বছরের 'হলিউডের হার্টস হাঙ্ক' পার্টিতে হাজির হয়েছিল প্লেবয় পত্রিকার মিস সেপ্টেম্বরকে নিয়ে। কিন্তু লেক্সিকে দেখা মাত্র সে তার সঙ্গিনীর কথা ভুলে যায়। তবে মাইকেল শেটের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে লেক্সি তার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না।

মাইকেল রোবি টেম্পলটনকে বারের এক কোণে টেনে নিয়ে যায়। বলে 'আমাকে তোমার সাহায্য করতেই হবে। আমি জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে গেলাম। তুমি ওর ভাই। বলো কীভাবে ওর মন গলানো যায়।'

ক্যারি গ্রান্টের মতো চেহারা, কিংবদন্তীসম রমনীমোহন পুরুষ, কয়েকটি ছায়াছবির সফল অভিনেতা, মাইকেল শেটের খুব সহজে ইরেকশন হয় না। আর ক্লাস সেভেনে ওঠার পর থেকে কোনো মেয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এটি তার প্লেবয় ইমেজের ইতিহাসেই নেই।

হাসল রোবি। 'লেক্সি চ্যালেঞ্জ খুব ভালোবাসে। তুমি আমাকে দিয়ে শুরু করতে পার। তাহলে হয়তো ও তোমার প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে।'

অট্টহাস্য করল মাইকেল শেট। সে রোবি এবং পাওলোকে বহুদিন ধরে চেনে।

'নাইস ট্রাই লিবারেস। শি ইজ কিউট। তবে ওর মতো কিউট আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি।'

'হেই, তুমি জানো ওরা কী বলে, মাইকেল। তুমি যদি কোনো পুরুষকে না নাও

এবং তাকে পছন্দ করতে না পারো ততদিন পর্যন্ত তুমি কোনো পুরুষই নও।'

ভোরবেলায় অতিথিরা যখন সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেল, পাওলো শুতে গেল রোবি আর লেক্সিকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে।

'তুমি কি জানো, মাইকেল শেট তোমার জন্য দিওয়ানা হয়ে আছে?'

চোখের মণি ঘোরাল লেক্সি।

'কী বললে? ও তো দারুণ ছেলে। বেশিরভাগ মেয়েই ওকে পাবার জন্য দিওয়ানা। ক্রাইস্ট, আমি ওর সঙ্গে শুতে চাই।'

'আমি জানি তুমি শোবে না।'

লেক্সিকে নিয়ে চিন্তায় আছে রোবি। মেয়েটা ওপরে ওপরে দেখায় সে বিপজ্জনক কিনার থেকে জীবনটাকে ফিরিয়ে এসেছে। কিন্তু ক্রুগার-ব্রেন্ট এবং তাদের কাজিনের প্রতি তার অবশেসন কিন্তু একটুও কমেনি। আর লেক্সি সারাক্ষণই কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। একদম বিশ্রাম নেয় না।

'কাজটাই সব নয়, লেক্সি। সংসার করার ইচ্ছে হয় না কখনো তোমার?'

হেসে উঠল লেক্সি। 'মাইকেল শেটের সঙ্গে? ওর ছবিগুলো ওর রিলেশনশিপের চেয়ে দৈর্ঘ্যে বড় হয়।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, মাইকেলের কথা থাক। কিন্তু সবার জীবনেই ভালোবাসার প্রয়োজন আছে।'

'আমার জীবনে ভালোবাসা আছে। তুমি আছ।'

'আমি তা মিন করিনি। তুমি সন্তানের মা হতে চাও না? নিজের একটা পরিবার থাকবে চাও না?'

'না, চাই না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লেক্সি। রোবিকে সে কীভাবে বোঝাবে ম্যাক্সের পরে সে আর কাউকে কোনোদিন ভালোবাসতে পারবে না। ভাইয়া জানেই না ম্যাক্সের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ছিল কেউই জানে না– যদিও ম্যাক্সই ওই আজেবাজে ছবিগুলো সবখানে ছড়িয়ে দিয়ে লেক্সির জীবনটা প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল। কিন্তু লেক্সি জানে। সে জানে ভালোবাসা, প্রেম শুধু বোকা মানুষদের জন্য। ভালোবাসা ওকে অন্ধ করে দিয়েছিল। ভালোবাসার জন্য সে ক্রুগার-ব্রেন্টকে হারিয়েছে। এখন তার একটাই উদ্দেশ্য– ম্যাক্সকে ধ্বংস করে প্রিয় কোম্পানিকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। আর ভাইয়া সন্তানের কথা বলছে। ক্রুগার-ব্রেন্টই লেক্সির সন্তান। ও ম্যাক্সকে বিশ্বাস করেছিল আর সে লেক্সির হাত থেকে তার সন্তানকে টেনে-হিচড়ে নিয়ে গেছে।

লেক্সি নতুন করে জীবন সাজিয়েছে, নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে পুনরুদ্ধার করেছে খ্যাতি। টেম্পলটন এস্টেটস ছিল একটি বিরাট সাফল্য। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ক্রুগার-ব্রেন্টের জন্য হাহাকার ছিল ব্যাটারি থেকে চুইয়ে পড়া অ্যাসিডের মতো। লেক্সির জীবনটা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

বোনের মন খারাপ হয়ে গেছে দেখে প্রসঙ্গ বদলাল রোবি।

'তুমি আজকাল দীর্ঘ একটা সময় ধরে কেপটাউন থাকছ। গেব্রিয়েল ম্যাকগ্রেগরের নাম শুনেছ?'

এবারে বড় ভাইয়ের প্রতি মনোযোগী হলো লেক্সি।

'শুনেছি। তবে পরিচয় হয়নি। সে ফিনিক্স নামে একটি কোম্পানির দুজন মালিকের একজন। ওরা আমাদের প্রতিযোগী।'

'ওরা কেমন? ভালো?'

'খুবই ভালো,' স্বীকার করল লেক্সি। 'গেব্রিয়েল অত্যন্ত ধূর্ত একজন ব্যবসায়ী।'

'তবে?'

বিরতি দিল লেক্সি। 'জানি না। বললামই তো লোকটার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি। তবে তার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যার জন্য তাকে আমি বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি। তুমি জানো সে আমাদের আত্মীয় বলে নিজেকে দাবি করে? বলে সে নাকি জেমি ম্যাকগ্রেগরের বংশধর?'

'ও আত্মীয় না?'

'বলতে পারব না। হতে পারে। তুমি ওকে কীভাবে চেন?'

নিজের ডেস্ক ঘুরে এলো রোবি, হাতে একটি চিঠি। হাতে লেখা। লেক্সিকে চিঠিটি দিল।

'সে আর তার স্ত্রী ওখানে এইডস রিলিফের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সে আমাকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিল আমি আর পাওলো তার চ্যারিটির সঙ্গে কাজ করব কিনা। আমি ওর সঙ্গে আগামী সপ্তাহে দেখা করতে যাব।'

চিঠিটা বার দুই পড়ল লেক্সি। মনে হচ্ছে জেনুইন। তবে অশুভ আশঙ্কাটি মন থেকে দূর করতে পারছে না। আসলে কে এই গেব ম্যাকগ্রেগর? বহু লোকই ওর পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করতে চেয়েছে। এ লোক নিজেই তো মস্ত ধনী। তার তো ফরচুন হান্টার হওয়ার দরকার নেই। তবু...

লেক্সি বলল, 'আমিও আগামী সপ্তাহে ব্যবসার কাজে ওখানে ফিরব। তুমি যদি চাও তোমার আর ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

খুশিতে উদ্ভাসিত হলো রোবির চেহারা। সে বহুদিন ধরেই লেক্সিকে তার চ্যারিটিতে আগ্রহী করানোর জন্য চেষ্টা করছে।

'তাহলে তো দারুণ হয়। আমরা দুজনে একই ফ্লাইটে যেতে পারি। সেই পুরনো দিনগুলোর মতো। মনে আছে ছোটবেলায় তুমি আর আমি বাবার সঙ্গে আফ্রিকায় ঘুরতে যেতাম? ক্রুগার-ব্রেন্টের সেইসব বোরিং ট্যুর? বাবা সারাক্ষণ বকবক করতেন; জেমি ম্যাকগ্রেগরের এখানে একটি হীরের খনি ছিল, কেট ব্ল্যাকওয়েল এখানের স্কুলে পড়তেন ইত্যাদি ইত্যাদি।' ও হো হো করে হাসতে লাগল।

'অবশ্যই মনে আছে।'

বাবার সঙ্গে সেই ট্যুরগুলোকে মনে হয় যেন গতকালের ঘটনা।

ওই সফরগুলোর প্রতিটি ক্ষণ উপভোগ করেছে লেক্সি।



'জেমি! তোমার বোনোর সেরিয়ালের বাটি থেকে টমাস দ্য ট্যাংক ইঞ্জিনকে তুলে নাও নইলে মার খাবে কিন্তু!'

গেব ম্যাকগ্রেগর আগুন চোখে তাকিয়ে রইল তার চার বছরের ছেলের দিকে।

জেমি সিরিয়াস গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত, ড্যাডি। আমি ও কাজটি করতে পারব না। টমাস অ্যাক্সিডেন্ট করে ভেঙেচুরে গেছে। ওকে ব্রেকডাউন ট্রেন এসে উদ্ধার না করা পর্যন্ত নড়াচড়া করতে পারবে না।'

'চিয়ার হস! চিয়ায়ার ওওহস!' কোলেট, জেমির দুই বছর বয়সী বোন কান ফাটানো চিৎকার দিল। 'আমি ট্রেন চাই না! আমার চিয়ায়ারওস!'

'কান্নাকাটি বন্ধ করো, কোলেট' ধমকে উঠল জেমি। তুমি টমাসের মাথা ধরিয়ে দিচ্ছ।'

'জেমি!' চেঁচিয়ে উঠল গেব।

নিঃশব্দে নাস্তার টেবিলে চলে এলো টারা ম্যাকগ্রেগর, কোলেটের সেরিয়ালের বাটি থেকে ট্রেনটি তুলে নিয়ে পেপার টাওয়েল দিয়ে ওটা মুছে নিল, তারপর তার প্রতিবাদমুখর ছেলের হাতে তুলে দিল। 'আবার যদি কোনো ঘ্যানঘ্যানানি শুনি, জেমি, টমাসকে স্রেফ আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলে দেব। টোস্ট খাওয়া শেষ করো। তারপর চকোলেট মিল্ক পাবে।'

গেবকে বিস্মিত করে দিয়ে জেমি ট্রেনের কথা ভুলে গিয়ে পিনাট বাটার টোস্ট মুখে পুরে নিল। তার দুই গাল ফুলে উঠল খাবারের চাপে।

'ওর গলায় আটকে যাবে না তো?' টারার দিকে উদ্বেগ নিয়ে তাকাল গেব। 'ওকে দেখে মনে হচ্ছে সাপ, খরগোশ গেলার চেষ্টা করছে।'

চোখ তুলে তাকাল না টারা। 'ওর কিছু হবে না।'

প্রতিদিন সকালে টারাকে রুটিনমাফিক যে কাজগুলো করতে হয় তা হলো নাস্তা তৈরি, বাচ্চাদের নাস্তা খাওয়ানো এবং জামাকাপড় পরিয়ে দেওয়া, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রেফারিগিরি করা, গেবকে মনে করিয়ে দেওয়া কোথায় সে তার মোজা, ল্যাপটপ, ফোন ইত্যাদি রেখেছে।

গেব লক্ষ করল তার বউ তার স্যান্ডউইচের জন্য এক হাতে বেকন ভাজছে অন্য হাতে ব্ল্যাকবেরী ফোনে ই-মেইল চেক করছে। ঝলমলে লাল চুল, সরু কোমর, হরিণীর

মতো লম্বা, সুঠাম পদযুগলে টারার মধ্যে পুরনো আদলের একটা সেক্সি ভাব রয়েছে, তার সঙ্গে মাতৃত্বের যেন শুধু বাড়তি যোগ হয়েছে। পেছন থেকে ওকে লাগে সিড চ্যারিসের মতো। সামনে থেকে আরও ইনোসেন্ট এবং সজীব মনে হয়। ওর বক্ষ দুটো চমৎকার ভরাট এবং সুগোল আর হাসিটি এতই অসাধারণ যে প্রথম দর্শনেই টারার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল গেব। এবং ওই হাসি এখনও তাকে বিয়ের ছয় বছর পরেও পাগল করে তোলে। ওকে ওপরতলায় নিয়ে গিয়ে বুকের মাঝে দলেপিষে একাকার করে ফেলতে ইচ্ছে করে।

সকাল ন'টার সময় টারা ক্লিনিকে যাবে মরণাপন্ন শিশুদের চিকিৎসা করতে।

ও এক অ্যাঞ্জেল। কোটিতে এরকম একজন মেলে। ওর মতো স্মার্ট এবং সুন্দরী মেয়ে কী করে আমার মতো একটা লোকের প্রেমে পড়ল।

প্রথম দর্শনেই গেব ম্যাকগ্রেগরকে অপছন্দ হয়ে গিয়েছিল টারা ডিনিনের।

'ওই লোকটা? মানে ওই চিজ বলটা?'

টারা এবং তার বান্ধবী অ্যাঞ্জেলা ওয়াটার ফ্রন্টের একটি হালফ্যাশনের বার-এ বসেছিল। অ্যাঞ্জেলা গেবকে 'হট গাই' বলে সম্বোধন করলে টারা তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল।

'ওর মধ্যে খারাপটা কী দেখলে তুমি?' জিজ্ঞেস করে অ্যাঞ্জেলা।

'ওর শরীরটা পল রুজের মতো, চেহারা যেন ডেনিয়েল ক্রেইগ।'

'হি ইজ এডিবল।'

'এবং কথাটা সে জানেও,' সকৌতুকে বলল টারা। 'দ্যাখো, ওই টুথপিকগুলোর সামনে কীভাবে টাকা ছড়াচ্ছে।'

বরাবরের মতো গেবকে কতগুলো মডেল ঘিরে রেখেছে এবং সে হৈচৈ করে মদ খাচ্ছে।

'চলো, ওখানে যাই,' বলল অ্যাঞ্জেলা।

'না, ধন্যবাদ। তোমার ইচ্ছে করলে তুমি একাই যাও।'

অ্যাঞ্জেলা খুব দ্রুত চলে গেল গেবের কাছে। ওরা কিছুক্ষণ গল্প করল তবে গেবের চোখ প্রায়ই ঘুরে বেড়াল লাল চুলের টারার ওপর।

তবে টারা মোটেই ভ্রুক্ষেপ করছে না।

'তোমার বান্ধবীটি আমাদের সঙ্গে জয়েন করবে না?'

'না,' খিটখিটে গলায় জবাব দিল অ্যাঞ্জেলা। টারা সবসময় কেন পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে? 'তোমাকে সে চিজ বল মনে করে।'

'তাই নাকি?'

মদের গ্লাসটা নামিয়ে রাখল গেব। গটগট করে হেঁটে গেল টারার কাছে। 'তুমি কি কারও সঙ্গে কথা বলার আগেই তাকে বিচার করে ফেল নাকি?'

সামনাসামনি মেয়েটিকে ক্ল্যাসিক্যাল রূপসী বলে মনে হচ্ছে না গেবের। এর নাকটা একটু ওপরের দিকে ওল্টানো, চোখজোড়া একটু বেশিই ছড়ানো। তবে সে লম্বা এবং

সুগঠিত তনু। এর মধ্যে এমন কিছু আছে যা তাকে ভোগ পত্রিকার মডেলদের থেকে আলাদা করে রেখেছে।

'সবসময় না। তবে তোমার ক্ষেত্রে... ওয়েল।'

'ওয়েল কী?'

'ইটস অবভিয়াস।'

'হোয়াট ইজ!'

'তুমি।' হেসে উঠল টারা। 'কামঅন। দামি শ্যাম্পেন? রোলেক্স ঘড়ি? ওখানে তোমার ছোট্ট হারেম? তুমি কী গাড়ি চালাও? বোলো না।' মনোযোগ দেওয়ার ভান করে চোখ বুজল ও। 'ফেরারি, ঠিক? নাকি... না না অ্যাস্টন মার্টিন। আমি নিশ্চিত জেমস বন্ড হওয়ার স্বপ্ন দেখ তুমি।'

'আসলে আমি একটি সাধারণ রেঞ্জ রোভার চালাই,' বলল গেব, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাল সকালেই ও ওর ভ্যাংকুইশা গাড়িটি বিক্রি করে দেবে। 'তোমার নম্বরটা আমাকে দাও। তোমাকে নিয়ে আমি ডিনারে যাব।'

'নো থ্যাংকস।'

'কেন নয়? আমি লোক ভালো।'

'তুমি আমার টাইপ নও।'

'তোমার টাইপটা কী রকম? আমি নিজেকে বদলে ফেলতে পারি।'

'ফর হেভেনস শেক, আই অ্যাম নট ইয়োর টাইপ,' টারা উনিশ বছর বয়সী হেইডি ক্লামের ক্লোন একটি মেয়েকে ইঙ্গিতে দেখাল। মেয়েটি গেবের দিকে উড়ন্ত চুমু ছুড়ে দিয়ে বার-এ টুলে গিয়ে বসেছে। বন্ধুসুলভ কিছু পরামর্শ নিয়ে তুমি বরং সময় থাকতে কেটে পড়ো।'

কিন্তু কেটে পড়ল না গেব। সে সুলুক সন্ধান করে জেনে নিল টারা কোথায় কাজ করে। (বস্তি এলাকায় রেড ক্রস এইডস ক্লিনিকের ডাক্তার ও) এবং প্রতিদিন ওকে এক ডজন করে গোলাপ ফুল পাঠাতে লাগল।

টারার সঙ্গে ডেট করার জন্য অসংখ্যবার অনুরোধ করল, ওকে থিয়েটারের টিকেট, বই এমনকি গহনাও পাঠাল। তবে প্রতিটি জিনিসই দৃঢ়ভাবে তবে বিনয়ের সঙ্গে ফিরিয়ে দিল টারা।

তিন মাস বাদে গেব যখন সকল আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে, এমন সময় টারার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত একটি ই-মেইল পেল। পাঠানো হয়েছে তার অফিসের ঠিকানায়। টারার বস যখন জানলেন তাঁর একজন ডাক্তারের মন পাবার জন্য তার পিছু লেগে রয়েছে ফিনিক্স কোম্পানির মালিক, তিনি সাথে সাথে টারার সঙ্গে কথা বললেন।

'তোমার কোনো ধারণা আছে ওই কোম্পানিটি কত পয়সাওয়ালা? এই ম্যাকগ্রেগর লোকটির একটি মাত্র ডোনেশনে আমরা আগামী পাঁচ বছর চালানোর মতো যথেষ্ট অ্যান্টি ভাইরাস কিনতে পারব।'

'কিন্তু তার ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই।'

'আগ্রহ নেই। কথাটি বলো না, টারা। ওখানে লোক মারা যাচ্ছে। তা নিশ্চয় তোমাকে বলতে হবে না। এখন তুমি তোমার আইল্যাশ নাচিয়ে গেব্রিয়েল ম্যাকগ্রেগরকে পটিয়ে তার চেকবইসহ এখানে চলে এসো। এক্ষুনি।'

'যদি না করি?' হেসে উঠল টারা। সে তার বসকে বেশ পছন্দ করে। বিশেষ করে যখন তিনি এমনভাবে কথা বলেন।

'নয়তো তোমাকে তোমার রুমে পাঠিয়ে দেব এবং কোনো সাপার দেওয়া হবে না। এখন চিঠিটা টাইপ করো।'

বস্তির শহর জো স্লোভোর রেডক্রস এইডস ক্লিনিকে গিয়ে গেবের জীবনটাই বদলে গেল চিরদিনের জন্য।

গেব নিজেও বহুদিন ক্যাম্পে অতিবাহিত করেছে জীবন। ডিয়ার সঙ্গে সে প্রথম বস্তির অসহায় দরিদ্র মানুষগুলোকে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু জো স্লোভোর অধিবাসীদের এমন করুণ ও দুর্দশাময় জীবনের কথা সে কল্পনাও করেনি।

দুই বছরের শিশুকন্যাদেরকে তাদের আত্মীয়রা প্রতিদিন নিয়ে আসছে ক্লিনিকে। এই বাচ্চাগুলোকে তাদের বাপ-চাচারা ধর্ষণ করেছে। বিশ্বাস করা হয় কোনো কুমারীর সঙ্গে যৌন সংসর্গ করলে নাকি এইচআইভি'র কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আর সেই কুমারীদের বয়স যত কম হয় ততই নাকি ভালো। বেশিরভাগ শিশুকন্যাই দুর্বল শরীরে ধর্ষণের ধকল সইতে না পেরে অভ্যন্তরীণ ইনজুরির কারণে মারা যায়।

ঘণ্টাখানেক ওয়ার্ডগুলো ঘুরে দেখেই অসুস্থবোধ করতে লাগল গেব। কুড়ি বছরের মরণাপন্ন মেয়েরা নার্সদেরকে আকুতি জানাচ্ছে তাদের সন্তানদেরকে রক্ষা করার জন্য। শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে যাওয়া তরুণরা ভাষাহীন চোখে তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে। টারা গেবকে আবিষ্কার করল বাইরে বসে আছে, জল গড়াচ্ছে চোখ বেয়ে। এই প্রথম টারার মনে হলো লোকটার সঙ্গে ও বোধহয় একটু বেশিই কঠোর ব্যবহার করে ফেলেছে। লোকটা এমন সুদর্শন একে অবিশ্বাস করা কঠিন। তবে বাচ্চাগুলোর জন্য এর আবেগ দেখে কৃত্রিমও মনে হয় না।

'আমি দুঃখিত। আমি বোধহয় তোমাকে শক দিয়ে ফেললাম।'

'ইটস ওকে,' কাঁপছে গেবের হাত। 'আমার শক পাওয়াটাই দরকার ছিল। আমি কী করতে পারি? তোমাদের কী দরকার?'

'সবকিছু। আমাদের সবকিছু দরকার। তুমি যা কিছুর নামই বলো না কেন সবই আমাদের প্রয়োজন। ওষুধপত্র, বিছানা, খেলনা, খাবার, সিরিঞ্জ, কনডম। আমাদের একটি মিরাকল দরকার।

গেব পকেট থেকে চেকবই বের করল। কোনো চিন্তা না করেই সে একটি সংখ্যা লিখে তাতে সই করে টারাকে দিল।

'আমি মিরাকল ঘটাতে পারব না। তবে এতে হয়তো তোমাদের কিছু সাহায্য হবে।'

চেকে লেখা সংখ্যাটির দিকে তাকিয়ে টারার চোখে জল চলে এলো।



ওদের প্রথম ডেটটি ছিল একটি ডিজাস্টার। ও একজন সিরিয়াস মনের নাগরিক আর দশটা ধনী প্লেবয়ের মতো নয় টারাকে এরকম একটি ধারণা দিতে গেব বহুল প্রশংসিত একটি পলিটিকাল ডকুমেন্টারির প্রিমিয়ার শো'র দুটি টিকেট কিনে ফেলল। ছবিটি পছন্দ হলো টারার। তবে ছবি দেখতে গিয়ে নাক ডেকে ঘুমিয়ে পড়ল গেব। ওর নাক ডাকায় টারা আপত্তি জানালে গেব বলল, 'আমি দুঃখিত। তবে তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে ছবিটা রদ্দি ছিল।'

'রদ্দি? তুমি জানো এটা কান চলচ্চিত্র উৎসবে পাম ডি'ওর পুরস্কার জিতেছে?'

'পাম জেতা ছবিগুলো আরও বিশ্রি হয়,' বিড়বিড় করে গেব।

'তুমি এর মধ্যে বোরিং কী দেখলে? শরণার্থীদের সঙ্গে পশ্চিমের আচরণ সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর বিষয় ছিল এ ছবির।'

তোমার টি-শার্টের আড়ালে বন্দী ভরাট বুক দুটোর চেয়ে নিশ্চয় মনোমুগ্ধকর নয়।

ওরা ডিনারে গেল একটি নির্জন রেস্টুরেন্টে। সেখানে পরিস্থিতি আরও খারাপ হলো। টারা সামনের দিকে এগিয়ে এলো, তার অপূর্ব সুন্দর চোখ দুটি মোমের আলোয় নৃত্য করছিল। গেব এক মুহূর্তের জন্য ভাবল টারা বুঝি তাকে চুমু খেতে যাচ্ছে। বদলে সে আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল, 'তোমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কী, গেব? নিজেকে তুমি কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবে?'

'আমি নিজেকে সংজ্ঞায়িত করতে চাই না।'

'কাম অন। আয়্যাম ইন্টারেস্টেড।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গেব। 'ঠিক আছে। আমি একজন পুঁজিবাদী।'

সে রাতে একাকী বিছানায় শুয়ে গেব ভাবছিল তার দোষটা কোথায়। সে তো উলটাপালটা কিছু বলেনি, শুধু বলেছে সে একজন পুঁজিবাদী। আর এতেই রেগেমেগে রেস্টুরেন্ট ছেড়ে চলে গেছে টারা।

ও আরেকটি ডেটিং-এর জন্য টারাকে অনুরোধ করবে। এবারে উলটাপালটা কোনো কথা বলবে না গেব। কোনো বিতর্কের মধ্যেই যাবে না। ও টারাকে নিয়ে আইস স্কেটিংয়ে গেল।

'আমি আগে কখনো এসব করিনি,' জিনস আর গোলাপি লেগওয়ার্মারে টারাকে তেরো বছরের কিশোরীর মতো লাগছিল। তবে চোখমুখে ফুটে আছে উদ্বেগ। ওকে ভীষণভাবে কামনা করছিল গেব।

'আরে এটা কোনো ব্যাপারই না,' হাসল গেব, একটা হাত বাড়িয়ে দিল। টারাকে কাছে টেনে নিয়ে, ওর কোমর ধরে ওর পেছনে স্কেটিং করতে লাগল। 'পা ফেলবে এবং গ্লাইড করবে। পা ফেলবে... এবং গ্লাইড করবে। এসো শিখিয়ে দিচ্ছি।' সে সামনে স্কেট করতে লাগল।

'না, না, না। ঠিক আছে। আমাকে ঠেলতে হবে না। আমি পারব।'

'ইটস অলরাইট। জাস্ট রিলাক্স। আমি তোমাকে ফেলে দেব না।' গেব গতি বাড়াতে লাগল, দুজনে বরফের ওপর গ্লাইড করছে।

'না, গেব। তোমাকে... আমি পারব.. সাবধান!'

যে লোকটা ওদের গায়ে হুড়মুড় করে পড়ল তার ওজন কমপক্ষে দুশো পাউন্ড, ব্রেক বিহীন একটা মানব ট্রাক বললেই হয়। গেবের ছ'টা সেলাই লাগল কপালে। টারার পাঁজরে চির ধরেছিল আর হাত ভেঙে দু'টুকরো।

তোমাকে সাদা ব্যান্ডেজে বেশ লাগছে,' টারার ভাঙা হাত প্লাস্টার করার পরে ওকে ঠাট্টা করল গেব।

'ধন্যবাদ।'

হাসছে না টারা।

হা ঈশ্বর, আমি সব গুবলেট করে ফেলেছি। ও আর আমার সঙ্গে ডেটে যাচ্ছে না। আজকের ঘটনার পরে আর নয়।

'আমি ডেটিংয়ের জন্য খুব একটা ভালো নই, তাই না?'

'হুঁ।'

'এমন বাজে ডেট তোমার জীবনে বোধকরি আর কখনো আসেনি।'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'আগেরটা ছাড়া।'

'হ্যাঁ, আগেরটা ছাড়া।

'ঘটনা হলো...'

'বলো, গেব?'

'তুমি হাসছ যে?'

'হ্যাঁ,' হাসতে হাসতে টারার চোখে পানি এসে গেছে। সহজাত প্রবৃত্তিতে চোখের পানি মুছতে যাচ্ছিল, ব্যান্ডেজে টান খেল। এতে আরও হাসি পেল ওর।

'কিছু মনে কোরো না। কিন্তু তোমাকে এমন বেচারা বেচারা লাগছিল যে না হেসে পরিনি। আর তোমার মতো হতচ্ছাড়া ডেট ত্রিভুবনে নেই।'

'জানি আমি।' মুহূর্তটির সুযোগ নিয়ে টারাকে গভীর চুম্বন করল গেব। এ চুমুতে

দুজনকেই বিস্মিত দেখাল। যদিও এটা একটা চমৎকার সারপ্রাইজও বটে। আবার চুমু খেল ওরা। আবারও।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি,' বলল গেব।

হাসছে টারা। 'মনে হয় আমিও তোমাকে ভালোবাসি।'

'জানি ডেট হিসেবে আমি যাচ্ছে তাই। তবে স্বামী হিসেবে আমি খুব ভালো হবো।'

'তাই নাকি? তাহলে ওটা কি একটা প্রস্তাব?'

'জানি না। তাহলে ওটা কি অনুমোদন?'

'একটা আংটি নিয়ে এসো তারপর ভেবে দেখব।'

তিন মাস পরে ওরা বিয়ে করল।



ফিনিক্সের অফিস অ্যাডারলি স্ট্রিটে, কেপ টাউনের মূল ধমনীতে যেটি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু বলে পরিচিত। রোবি এবং লেক্সি বারোতলায় চলে এলো।

'এখানে একটু বসুন। মি. ম্যাকগ্রেগর একটু পরেই আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন।'

বসার জায়গাটি আরামদায়কভাবে সজ্জিত। নরম সোফা, তার সামনে টেবিলে ম্যাগাজিনের স্তূপ। মেঝে থেকে হাত পর্যন্ত জানালা দিয়ে টেবল মাউন্টেনের রুদ্ধশ্বাস দৃশ্য দেখা যায়। সব কিছুতেই সম্পদ এবং স্বাচ্ছন্দের চিহ্ন।

রোবি জিজ্ঞেস করল, 'এ রাস্তায় না ক্রুগার-ব্রেন্টের একটি স্যাটেলাইট অফিস ছিল?'

'এখনও আছে।'

'ম্যাকগ্রেগর এখানে হেড কোয়ার্টার্স করে নিশ্চয় ভালো বাণিজ্য করছে।'

একই কথা লেক্সিও ভাবছিল। সে গম্ভীর মুখে মাথা দোলাল। ও-ই প্রস্তাব দিয়েছিল ফিনিক্স অফিসে সাক্ষাৎ করার জন্য। 'এতে ক্লিনিকে যাওয়ার আগে আমরা একে অন্যকে জানার একটা সুযোগ পাব।' আসলে লেক্সির আসল উদ্দেশ্য তার প্রতিযোগীকে একটু বাজিয়ে দেখা। অত্যন্ত দামি অ্যান্টনি কাউচগুলোর দিকে তাকিয়ে লেক্সি ভাবছিল ফিনিক্স বছরে না জানি কত টাকা আয় করে।

'তোমাদেরকে অপেক্ষায় রাখার জন্য দুঃখিত। আমি গেব। প্লিজ, ভেতরে এসো।'

ওরা গেবের পেছন পেছন তার অফিসে ঢুকল। এক মুহূর্তের জন্য মুখের রা হারিয়ে ফেলল লেক্সি। সে গেব্রিয়েল ম্যাকগ্রেগরকে ভেবেছিল সাধারণ টাক মাথা কোনো মধ্যবয়স্ক এক্সিকিউটিভ হবে।

রোবি আমাকে বলল না কেন ও দেখতে এমন সুদর্শন?

'লেক্সি টেম্পলটন,' ও গেবের সঙ্গে শীতল ভঙ্গিতে হ্যান্ডশেক করল।

'আ প্লেজার টু মিট ইউ, লেক্সি। তোমার ভাইয়ের কাছে তোমার কথা শুনে আমি এবং টারা দুজনেই বেশ উত্তেজিত ছিলাম। রোবি এবং পাওলো এইডস নিয়ে অনেক

কাজ করেছে।'

লেক্সি মনে মনে বলল *তেল দেওয়া বন্ধ করো। আসলে তুমি কী চাও?*

'জানতাম না তুমিও চ্যারিটির সঙ্গে জড়িত।'

'আমি চ্যারিটির সঙ্গে জড়িত নই। আমি কেপ টাউনে এসেছি ব্যবসার কাজে।'

'ও, হ্যাঁ। টেম্পলটন এস্টেটস। ওটাই তো তোমার কোম্পানি, না?'

তুমি তো জানোই ওটা আমার কোম্পানি। তাহলে ঢং করছ কেন?

'ব্যাপারটা আমার কাছে মজার লাগছে এ জন্য যে তিনজন মানুষ, তাদের গ্রেট-গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার একজন, তারা একই শহরে একই চ্যারিটেবল কারণে এবং ব্যবসার জন্য হাজির হয়েছে। বলো, ব্যাপারটা মজার না?'

লেক্সি মাথা ঝাঁকাল।

গেব ভাবল *এ মেয়েটার কী হয়েছে? এমন শীতল আচরণ করছে কেন?*

সে গত কয়েক বছরে লেক্সি টেম্পলটনের অসংখ্য ছবি দেখেছে তার মধ্যে কুখ্যাত সেক্স শটগুলোও রয়েছে। জানত মেয়েটি সুন্দরী। তবে কোনো ছবিই লেক্সির অনন্য সৌন্দর্য যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। ও ঘরে ঢোকামাত্র মনে হয়েছে পুরো কক্ষটি আলোকিত হয়ে উঠল। ও ইতোমধ্যে এ মিটিংয়ে কর্তৃত্ব শুরু করে দিয়েছে, তার ভাই তার কাছে ম্লান হয়ে গেছে।

নীরবতা কেমন বেখাপ্পা লাগছিল।

'আমি দুঃখিত পাওলো আসতে পারেনি বলে,' নীরবতা ভঙ্গ করল রোবি। 'তার শরীর ভালো যাচ্ছে না।'

'ঠিক আছে। পরে তার সঙ্গে দেখা হবে। আমার স্ত্রী তোমাকে দেখার জন্য মুখিয়ে আছে, লেক্সি। সে ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে কথা বলে ক্লান্ত।'

লেক্সির কপালের ভাঁজ গভীরতর হলো। *ও কি ভাবছে ওর স্ত্রীকে আমি সঙ্গ দেওয়ার জন্য এখানে এসেছি? প্রশ্নই আসে না। আমি এসেছি আমার ভাইয়ের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য।*

প্রকাশ্যে বলল, 'আমিও তার সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক। তাহলে চলো যাই?'

জবাবের অপেক্ষা না করেই দরজায় পা বাড়াল লেক্সি।

সে রাতে ক্যাম্পস বে'র পাহাড়ে কেপ-ডাচ ফার্ম হাউজের বিছানায় শুয়ে গেব টারাকে জিজ্ঞেস করল টেম্পলটন ভাই-বোনদেরকে তার কেমন লেগেছে।

'ভাইটা খুব ভালো। তবে বোনটা কেমন যেন।'

হেসে উঠল গেব, 'তুমি বড্ড কৌশলী, ডার্লিং। আসল কথাটা বলে ফেললে ক্ষতি কী?'

'আরে, আসল কথাই তো বললাম। ও সহজে পছন্দ হওয়ার মতো মেয়ে নয়।' টারা বেডসাইড ল্যাম্পটি নিভিয়ে দিল।

'আর ওর তোমাকে মোটেই পছন্দ হয়নি। দেখলে না কেমন ত্যাড়াত্যাড়া কথা বলছিল?'

কথা সত্য। ফিনিক্সের ফান্ডে নির্মিত তিনটি নতুন এইডস ক্লিনিক পরিদর্শন শেষে লেক্সির নেতিবাচক মন্তব্য কারোরই ভালো লাগেনি। গেব যখন তাদের ফ্যামিলি কানেকশনের কথা বলছিল, লেক্সির চেহারায় সে বিরক্তি ফুটে উঠতে দেখেছে। ফিনিক্স সম্প্রতি টেম্পলটন কোম্পানির কয়েকটি চুক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে এ কারণেও কি লেক্সি তার ওপর বিরক্ত? কিন্তু লেক্সির মতো সিরিয়াস ব্যবসায়ী এসব ব্যাপার ব্যক্তিগতভাবে নেবে বলে মনে হয় না। তবে লেক্সিকে সে কেমন মনমরা দেখেছে। ক্লিনিকে বাচ্চাগুলোকে সে কোলে নিয়ে আদর পর্যন্ত করেনি। অসুস্থ মানুষগুলোর মধ্যে কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল সে।

তবে গেব এবং টারা লেক্সি সম্পর্কে যা ভেবেছে সব ভুল। ক্লিনিকে অসুস্থ বাচ্চাগুলো দেখে ওর মন দারুণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একটি ছোট বাচ্চাকে যখন একজন নার্স লেক্সির হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল তখন ও ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। বাচ্চাটির গায়ের চামড়া ছিল কাগজের মতো পাতলা। লেক্সি মনে হয়েছিল বাচ্চাটিকে ও বুকের মধ্যে চেপে ধরলে ওর হাড়গোড়ই হয়তো ভেঙে যাবে। তাই সে ওকে কোলে নিতে চায়নি। তবে খুদে বাচ্চাটির চোখের আকুতি জীবনে ভুলবে না লেক্সি। সে গেব ম্যাকগ্রেগরের সামনে কোনো আবেগ বা দুর্বলতা দেখাতে চায়নি। তবে কেপ টাউনে ফিরে ওর ভাইয়ের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল লেক্সি।

'এখনও এসব কী করে ঘটে? ওই বাচ্চাগুলোকে স্রেফ মৃত্যুর মুখে ফেলে রাখা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল এইড প্রোগ্রাম কী করছে?'

'তারা হতবুদ্ধি হয়ে আছে,' ধৈর্য ধরে ব্যাখ্যা দিল রোবি। 'তাদের প্রাইভেট সেক্টরের টাকা সাংঘাতিক দরকার। এ জন্যই আমি গেব ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে এ সম্পর্কটি গড়ে তুলতে চাই। তুমি ওকে একটু সাহায্য করতে পার না?'

চোখের অশ্রু মুছে নিল লেক্সি। 'আমি ওই বাচ্চাগুলোর জন্য এক্ষুনি একটা চেক লিখে দিচ্ছি। তবে ম্যাকগ্রেগরকে আমি বিশ্বাস করি না। আয়াম সরি, বাট আই ডোন্ট।'



পরবর্তী দুই বছরে লেক্সি টেম্পলটন এবং গেব ম্যাকগ্রেগরের মাঝে মাঝেই দেখা হয়ে গেল চ্যারিটির অনুষ্ঠান কিংবা বিজনেস কনফারেন্সে অথবা বোর্ডরুমে কোন চুক্তি নিয়ে বিরুদ্ধপক্ষ হিসেবে। টেম্পলটন এস্টেটস জর্জিয়া থেকে ইরান, তিব্বত গোটা বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট মার্কেটে বিনিয়োগ করে চলছিল। তবে লেক্সিকে বারবারই টানছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এ দেশটি ক্রুগার-ব্রেন্টের জন্মস্থান। এখানে সফল হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করছিল ও।

ফিনিক্সের বিনিয়োগ শুধু দক্ষিণ আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ, সে মার্কেট লিডারের ভূমিকা পালন করছে। গেব ম্যাকগ্রেগরের পার্টনার ডিয়া ঘালি গত বছর ব্যবসার অর্থ তারল্যে রূপান্তর করে গেবকে রিয়েল এস্টেটের সর্বেসর্বা বানিয়েছে। লেক্সি টেম্পলটনের বাসনা গেবকে পরাভূত করবে। তবে ফিনিক্সই তার একমাত্র টার্গেট নয়।

ক্রুগার-ব্রেন্টের বাইরে আর কিছুই ভাবতে পারে না লেক্সি। টেম্পলটন এস্টেটসের কোনো ব্যবসা নেই নিউইয়র্কে তবে ও অত্যন্ত দামি একটি অফিস বসাতে চায় ওখানে যার জানালা দিয়ে ক্রুগার-ব্রেন্টের ভবন দেখা যাবে। এ কথা কাউকে বলেনি ও। কিন্তু মনের গভীরে লেক্সি বিশ্বাস করে টেম্পলটন এস্টেটস একটি পাথরফলক যার ওপর পা রেখে ও বাধা পার হতে পারবে। সে আপাতত এমন একটি অবস্থা অবলম্বন করবে যাতে ক্রুগার-ব্রেন্টকে জয় করা যায়, প্রক্রিয়ার পথে ধ্বংস করা যায় ম্যাক্স ওয়েবস্টারকে।

আপাতদৃষ্টিতে, ও জানে মনে হবে ও পাগলের মতো কথা বলছে। ক্রুগার-ব্রেন্ট একটি দানব বিশেষ, আকারে একশোটা টেম্পলটন এস্টেটসের সমান। এ বিশাল, একে স্পর্শ করা যায় না।

তবে লেক্সির দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন।

বিশাল আকারটিই ওদের দুর্বলতা। ওদের অনেক দুর্বল দিক রয়েছে, অনেক ব্যবসা আছে যেগুলো পরিণত হওয়ার অপেক্ষায়। ওদের সবাইকে টেক্কা দেওয়ার মতো ভেতরের খবর আমার কাছে আছে। ক্রুগার-ব্রেন্ট বারো মাথার একটি দানব এবং মাথাগুলো কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। ম্যাক্স যখন বুঝতে পারবে ও হামলার শিকার হয়েছে ততদিনে দেরি হয়ে যাবে অনেক।

ব্যবসা একটি খেলা। ক্রুগার-ব্রেন্টকে ঠেলে ফেলে দেওয়া মাল্টি বিলিয়ন ডলারের ডেঙ্গো খেলার মতো। হ্যাঁ, ম্যাক্সের টাওয়ার নিঃসন্দেহে লেক্সিরটার চেয়ে অনেক উঁচু। তবে তলা থেকে কয়েকটি কৌশলগত ব্লক সরিয়ে ফেলতে পারলেই গোটা প্রতিকৃতি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। তবে সবচেয়ে কঠিন হবে বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণ করা। আঘাত করার আগে কোম্পানিটিকে দুর্বল বানিয়ে ফেলতে হবে তবে সম্পূর্ণ ধ্বসে যাতে পড়ে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। নইলে লেক্সির জন্য কিছুই থাকবে না।

এখন পর্যন্ত ম্যাক্স ওর জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজগুলো করে ফেলছে। সে একজন ব্রিলিয়ান্ট রাজনীতিবিদ এবং ন্যাচারাল পরিকল্পক। তবে চেয়ারম্যান হিসেবে তার মধ্যে ভাইটালিটি অনুপস্থিত, সে বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপনে ব্যর্থ এবং কাউকে উৎসাহ দিতেও জানে না। সে কেট ব্ল্যাকওয়েলের বিপুল সম্পত্তির মালিক হলেও ষাট এবং সত্তর দশকের ব্যবসায়িক কৌশল এ যুগে খাটবে না। ম্যাক্সের ভেতরে সেই কূটকৌশলটাই নেই।

তবে লেক্সি ম্যাক্সের দিকে নজর দেবে পরে। আপাতত তার মিশন হচ্ছে গেব ম্যাকগ্রেগরকে নিশ্চিহ্ন করা।

সাফারিটি গেবের আইডিয়া। সান সিটিতে একটি রিয়েল এস্টেট কনভেনশন শেষে লেক্সিকে চেপে ধরল সে।

'আগামী সপ্তাহে শিশানগেনি লজে আমি একটি রিজার্ভেশন পেয়েছি। টারা এবং বাচ্চারা আমার সঙ্গে যাবে বলেছিল কিন্তু জেমির ভীষণ পেট ব্যথা। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

ফরমাল ডার্ক গ্রে সুটে গেবকে গতবারের চেয়েও অনেক বেশি হ্যান্ডসাম লাগছিল। *এ কারণেই কি আমি ওকে পছন্দ করতে পারি না? কারণ ও বড্ড বেশি আকর্ষণীয়?* হতে পারে। ম্যাক্স লেক্সির মনটা একদম গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আবার কাউকে পছন্দ করার কথা ভাবলেই কেঁপে ওঠে বুক।

'দ্যাটস কাইন্ড অব ইউ। তবে মনে হয় না আমি যেতে পারব বাকি মাসটা আমার খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে।'

'শুনে দুঃখ পেলাম,' মাথা নাড়ল গেব। 'গেলে দারুণ একটা সাফারির অভিজ্ঞতা হতো।'

'তুমি নিশ্চয় উপভোগ করবে,' উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঘড়ির দিকে তাকাল লেক্সি।

'তুমি গেলে এলিজাবেথ সেন্টার নিয়ে কথা বলতে পারতাম। তবে খুব বেশি কাজ যদি থাকে...

ধুত্তুরি। ও একদম আসল জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছে।

এলিজাবেথ সেন্টার হতে চলেছে দেশের বৃহত্তম রিটেইল পার্ক, জোহানেসবার্গের একটি ধনী উপশহরে দুশো বাণিজ্যিক একর জমি নিয়ে এটি গড়ে উঠেছে। প্রতিটি

রিয়েল এস্টেট কোম্পানি এর অংশীদার হওয়ার জন্য লালায়িত। এর মধ্যে টেম্পলটন এস্টেটসও রয়েছে। তবে গেব কীভাবে যেন ফিনিক্সের হয়ে একটি প্রাইভেট ডিল করে ফেলেছে এবং বর্তমানে প্রকল্পটির দশ শতাংশের মালিক সে। এ মুহূর্তে সে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিঙ্গল শেয়ারহোল্ডার। গেব বললেই এ প্রকল্পের দ্বার লেক্সির জন্য উন্মোচিত হয়ে যাবে। কিংবা গেব চাইলে বন্ধও হয়ে যেতে পারে।

'আগামী সপ্তাহের কথা কি বললে তুমি?'

হাসল গেব।

'আমি আমার পিএকে বলে দেব সে যেন তোমার অফিসে ডিটেলস পাঠিয়ে দেয়।'

সংক্ষেপে মাথা ঝাঁকাল লেক্সি। 'ধন্যবাদ।'

'তোমার হয়তো ভালোই লাগবে। কত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে সাফারিতে।'

শিশানগেনি লজকে বলা হয় ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কের রাজমুকুটের রত্ন। বাইশটি খড়ে ছাওয়া ঘর আলাদাভাবে তৈরি, এতে রয়েছে সুইমিং পুল, লাইব্রেরি, কনফারেন্স ফ্যাসিলিটিজ এবং চমৎকার একটি ওয়াইন সেলার যেখানে অনেক রেস্টুরেন্টের চেয়ে ভালো মদ পাওয়া যায়। প্রতিটি শ্যালে বা খড়ের ছাদের কাঠের কুটিরে আছে প্রাইভেট গেম ভিউয়িং ডেক, সে সঙ্গে বার, ফায়ারপ্লেস এবং আউটডোর শাওয়ার।

'তোমার ঘর পছন্দ হয়েছে?'

সুইমিংপুলের ধারে লেক্সির সঙ্গে ডিনারে যোগ দিল গেব। শিশানগেনিতে আজই ওদের প্রথম রাত। মাথার ওপরের আফ্রিকান সূর্য শেষ কমলা রশ্মিতে প্রকৃতি রাঙিয়ে বিদায় নিয়েছে। ক্রুগার পুমালাঙ্গা এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় ন্যাশনাল পার্কের শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্য লেক্সির নিশ্বাস যেন বন্ধ করে দিচ্ছিল। যদিও ছেলেবেলা থেকে সে বহুবার দক্ষিণ আফ্রিকা এসেছে।

'হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে। ধন্যবাদ।'

লেক্সির কুটির থেকে দক্ষিণে ক্রোকোডাইল রিভার দেখা যায়। পুবে মোজাম্বিক সীমান্ত– মাইলের পর মাইলব্যাপী অপূর্ব সুন্দর একটি দেশের দৃশ্যপট চোখে পড়ে।

'তবে পানি গরম হতে সময় লাগে।'

ভুরু কোঁচকাল গেব। 'তাতো হবার কথা নয়। ঠিক আছে, আমি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলব।'

লেক্সির শাওয়ার ঠিকই আছে। পানিও ঠিক মাত্রার গরম। উষ্ণ পানির ধারায় ওর ক্লান্ত পিঠ এবং কাঁধের সমস্ত আড়ষ্টতা দূর হয়েছে। তবে ইচ্ছে করেই কথাটি বলেছে গেবকে যাতে গেব মনে না করে যে ও এখানে সবকিছুই উপভোগ করছে।

আমি কোনো ছুটি কাটাতে আসিনি। এ হলো ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন। আমি এখানে এসেছি এলিজাবেথ সেন্টারের কাজ উদ্ধারের জন্য, জেব্রার লাফ দেখতে নয়।

'তুমি কি কাল সাফারিতে যাবে?'

'নিশ্চয়।'

'আমরা পাঁচটা প্রধান জন্তুই হয়তো দেখতে পাব, গণ্ডার, হাতি, মোষ, সিংহ এবং চিতা।'

'বেশ তো।'

দাঁতে দাঁত চাপল গেব। ও আরেকবার এক শব্দে জবাব দিলে ঠিক ওর গলা চেপে ধরব।

শিশানগেনিতে লেক্সিকে নিয়ে আসার বুদ্ধি দিয়েছিল টারা। স্ত্রীর কণ্ঠ যেন এখনও গেবের কানে বাজছে।

দু'বছর হয়ে গেল এখনও তুমি জানতে পারলে না কেন এই মহিলা তোমাকে ঘৃণা করে। তুমি কেনই বা ব্যাপারটাকে পাত্তা দিচ্ছ বুঝতে পারি না আমি। তবে তোমার স্বার্থেই বলছি ওকে নিয়ে কোথাও ঘুরে এসো এবং জানার চেষ্টা করো ওর সমস্যাটা কোথায়।

ওই সময় পরিকল্পনাটি ভালোই মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন লেক্সির সুন্দর মুখটির সামনে বসে, যে চেহারায় খেলা করছে ওর প্রতি বিদ্বেষ, গেব ভাবছে সত্যি কেন বিষয়টি নিয়ে এত পাত্তা দিচ্ছে সে।

এর কারণ কি এই যে ওদের দুজনেরই পূর্বপুরুষ এক?

এর কারণ কি এই যে লেক্সি তার ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী?

এর কারণ কি এই যে ও রোবির বোন?

নাকি আসল কারণটি আরও ভিন্ন কিছু?

সে এখানে বসে আছে এ কারণে যে লেক্সির মতো সেক্সি, বুদ্ধিমতী মেয়ে তাকে পাত্তা দিচ্ছে না এবং ব্যাপারটা সে সহ্য করতে পারছে না?

নীরবতা ভঙ্গ করল লেক্সি। 'এলিজাবেথ সেন্টারের ব্যাপারে শুনলাম আরও অনেকেই নাকি আগ্রহী?'

হাত নেড়ে ওয়েটারকে ডাকল গেব।

'অর্ডার দিই, কী বলো? আমি খুব ক্লান্ত। এখন ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে কথা বলতে ভাল্লাগছে না।'

'ঠিক আছে,' জোর করে হাসল লেক্সি। 'এ নিয়ে কথা বলার অনেক সময় পাওয়া যাবে।'

গেবের নীল সুতির শার্ট দিয়ে চিতানো বুক কেমন ফুলে আছে লক্ষ না করার চেষ্টা করল লেক্সি। দেখতে চাইল না প্রকাণ্ড দুটো হাত দিয়ে সে কত সহজে, যেন টিস্যু পেপার ছেড়ার মতো করে গরম রুটি ছিড়ে ফেলল।

আমার এখানে আসা উচিত হয়নি। কাল সকালেই আমি চলে যাব। ওকে বলব নিউইয়র্কে আমার কাজ পড়ে গেছে।

তবে পরদিন সকালে ও চলে গেল না। ভোর ছয়টার সময় ওকে দেখা গেল একটা চলন্ত জিপের পেছনে বসে ঝিমোচ্ছে। জিপ ছুটে চলেছে জঙ্গলে।

'আমরা আজ রাতে তাঁবুতে নিদ্রা যাব,' বলল গেব। ওকে বেশ খুশি খুশি লাগছে। পরনে পুরনো কার্গো প্যান্ট এবং খাকি শার্ট। চাবুক ছাড়া ইন্ডিয়ানা জোন্স। লেক্সিকে দেখতে লাগছে অনিদ্রায় ভোগা তরুণী, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তে পারলেই বাঁচে। 'আর ইউ এক্সাইটেড?'

'থ্রিলড।'

এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে ছুটছে গাড়ি, ইঞ্জিনের গর্জনে কিছু শোনা যায় না। আধঘণ্টা দুজনেই চুপচাপ রইল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল গেব। 'ওই দ্যাখো!'

ডেলাগোয়া ঝোপের আড়াল থেকে উদয় হলো এক সিংহ। ভোরের আলোয় হাই তুলল সে, লম্বা, সোনালি দেহের প্রত্যঙ্গগুলো টানটান হলো।

'ওকে দেখলে? অসাধারণ! দিনটা আজ দারুণ যাবে।'

লেক্সি ভাবছিল *ও একদম স্কুল ছাত্রদের মতো। ব্যবসাও কি ওকে এরকম উত্তেজিত করে তোলে?*



দুপুরে লাঞ্চ বিরতি দিতে একটি বাওবাব গাছের ছায়ায় গাড়ি থামাল ওরা। দুই স্থানীয় লোককে আসতে দেখে চমকে গেল লেক্সি। দুজনেরই নগ্ন পা, হাতে বর্শা, কোমরে জড়ানো পালকের নেংটি।

'ভয় নেই,' বলল গেব। 'ওরা স্যান। ট্রাকার। স্যানরা এ অঞ্চলে প্রস্তর যুগ থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'কী চায় ওরা?'

'সম্ভবত খাবার,' হাত প্রসারিত করল গেব, লোকগুলোকে রুটি নিতে সাধছে। ওরা রুটি নিল না, লেক্সির দিকে ইঙ্গিত করে হাসল। একজন তার পালকের নেংটিতে গোঁজা শুকনো পাতা ভর্তি বটুয়া খুলে নিয়ে গেবকে দিল।

'ওহ্, ভুল হয়ে গেছে,' হাসল গেব। 'মনে হয় তুমিই ওদের প্রধান আকর্ষণ।' স্যান আদিবাসীদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। 'দুঃখিত, ইনি বিক্রির জন্য নন।'

'কতগুলো পাতার বিনিময়ে ওরা আমাকে তোমার কাছ থেকে কিনে নিতে চাইছিল?' লোকগুলো চলে গেল অবিশ্বাস নিয়ে বলল লেক্সি। 'ওরা অন্তত গরু-মহিষ জাতীয় কিছু একটা অফার করতে পারত?'

'স্যানরা জন্তু-জানোয়ার পালে না। তবে ওরা খুব অভিজ্ঞ কেটালিস্ট। এখানে যত রাজ্যের বিষাক্ত লতাপাতা, ঔষধি গাছপত্র, মাদক, ফলমূল ইত্যাদি পাওয়া যায় সব ওদের নখদর্পণে। ওদের কাছে ওই পাতাগুলো হয়তো বহুমূল্য।'

'তুমি বাণিজ্যটা করলেই পারতে,' সকৌতুকে বলল লেক্সি।

গেব অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল।

'তা কী করে করব? তুমি আমার জিনিস নও যে তোমাকে বিক্রি করার অধিকার আমার আছে।'

লেক্সির মুখে রক্ত জমল।

'তুমি আমাকে এখানে আসতে বলেছ কেন?'

'তুমি আমাকে এত ঘৃণা কর কেন?'

জিপ থেকে হাঁক ছাড়ল ড্রাইভার। 'যাওয়ার সময় হলো, ভাই। সূর্যাস্তের আগে আগে ক্রোকোডাইল রিভারে যেতে চাইলে এখনই রওনা হওয়া দরকার।'

বিকেলের বাকি সময়টুকু আর তেমন কথাটথা বলল না লেক্সি। ভান করল প্রকৃতির মাঝে ডুবে আছে যদিও বুকের মধ্যে বয়ে যাচ্ছিল ঝড়।

ও আমাকে চায়। এ জন্যই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আমিও কি ওকে চাই?

বিষয়গুলো নিরাবেগভাবে যাচাইয়ের চেষ্টা করল লেক্সি। গেব বিবাহিত। রোবির কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয় সে বিবাহিত জীবন নিয়ে খুব সুখে আছে। এবং ভাইয়ের কথায় অবিশ্বাস করার কিছু নেই লেক্সির।

গেব একজন খাঁটি ফ্যামিলি ম্যান। ভালো স্বামী, ভালো বাবা। ও যে জীবন গড়ে তুলেছে তা আমি কোনোদিনই পাব না।

নিজের অতীত জীবনের প্রেমিকদের কথা মনে পড়ে লেক্সির। গেব্রিয়েল ম্যাক গ্রেগরের মতো ভালো এবং সৎ মানুষের লেক্সির প্রেমে পড়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

ওরা জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা একটি জায়গায় এগোচ্ছিল ওখানে আজ রাত্রিযাপন করবে বলে। জিপটি হঠাৎ একটি গভীর গর্তের মধ্যে পড়ে গেলে গেব ছিটকে পড়ল লেক্সির ওপর। মাত্র কয়েক সেকেন্ড দুজনের শরীর জড়াজড়ি করে রইল। তবে ওটুকুই যথেষ্ট ছিল।

ক্যাম্প ফায়ারের আগুনের ধারে বসে ওরা গভীর রাত পর্যন্ত কথা বলল। গেব নিজের শৈশবের গল্প বলল। জানাল তার বাবার ব্ল্যাকওয়েল এবং ক্রুগার-ব্রেন্টকে নিয়ে কীরকম অবসেসন ছিল। তাঁকে ক্যানসারের মতো কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলছিল এ কোম্পানি। 'আমি কখনো ওরকম হতে চাইনি। অতীত নিয়ে আঁকড়ে থাকতে চাইনি। আমাকে আমার নিজের রাস্তা তৈরি করতে হয়েছে।'

'তুমি ক্রুগার-ব্রেন্ট নিয়ে কখনো ভাবনি? এটাকে চাওনি?'

গলার স্বরে বোঝা যায় গেবের কথা বিশ্বাস করেনি লেক্সি।

'না, আমি এটা চাই না। কেন চাইব? এটা আমার কাছে স্রেফ একটা নাম মাত্র। তাছাড়া আমি তো দেখেছি তোমরা যত বড়লোক হয়েছ ততই নানান দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে তোমাদেরকে।'

ও ঠিকই বলেছে। তবে একটা জিনিস ও বুঝতে পারেনি। ক্রুগার-ব্রেন্ট হলো নেশার মতো। এ নেশা একবার রক্তে ঢুকে গেলে দখল করে নেয় গোটা শরীর।

গেব যত কথা বলছে, লেক্সি তার পরিবারের সঙ্গে গেবের সম্পর্কটি ততই বুঝে উঠতে পারছে। গেব লেক্সির ভ্রমণ ক্ষুধা, আফ্রিকার প্রতি ওর আকুলতা শেয়ার করল। রোবির মতো গেবও একদা নেশারু ছিল, নরক থেকে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এসেছে।

ওর ভেতরে প্রবল এক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করল লেক্সি।

আমার আর ম্যাক্সের মতো। কেট ব্ল্যাকওয়েলের মতো।

ও আমাদের মতো। তবে আমাদের একজন নয়।

হঠাৎ, বাতি জ্বলে ওঠার মতো লেক্সি বুঝতে পারল ও কেন দীর্ঘদিন ধরে গেবকে অপছন্দ করে এসেছে। কারণটা এমন হাস্যকর যে ও উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

'হোয়াটস সো ফানি?'

'কিছু না।'

আমি তোমাকে ঈর্ষা করি। এটাই হলো ফানি। আমি তোমার স্বাধীনতাকে হিংসে করি, তোমার ভালো মানুষ, তোমার সুখী দাম্পত্য জীবন আমার হিংসার কারণ। তুমি অন্যদের দায়িত্ব নিতে পার এটাও আমার মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে। এইডসে আক্রান্ত ওই বাচ্চাগুলো, গৃহহীন মানুষগুলো।

তুমি ওদের জন্য অনুভব করতে পার। তোমার হৃদয় এখনও খোলা।

আর আমার বয়স যখন আট তখন আমার হৃদয় বন্ধ হয়ে গেছে।

সে রাতে নিজের তাঁবুতে শুয়ে জেগে রইল লেক্সি। ভাবছে। ওর আর গেবের মধ্যে কিছু একটা ঘটছে। এটা ও কল্পনা করছে না। এটা বাস্তব।

ওর মনের একটা অংশ গেবের তাঁবুতে চলে যেতে চাইছে, ওর সঙ্গে প্রেম করতে ইচ্ছে করছে। অন্তর জানতে চাইছে একজন ভালো মানুষের সঙ্গে মিলিত হলে কেমন লাগবে। কিন্তু হৃদয়ের বড় একটা অংশ জানে এটা সে কখনোই করতে পারবে না। গেব আরেক নারীর সম্পত্তি। সে আরেক পৃথিবীর মানুষ।

পরদিন সকালে গেব ঘুম থেকে উঠে দেখে চলে গেছে লেক্সি। আঠেরো ঘণ্টা পরে ও নিউইয়র্কে ফিরে এলো।

পরের সপ্তাহে এলিজাবেথ সেন্টার ডেভেলপমেন্টের পাঁচ শতাংশ স্টকের প্রস্তাব গেল টেম্পলটন এস্টেটসের কাছে।

ওরা প্রত্যাখ্যান করল প্রস্তাব।



মধুচন্দ্রিমায় এসেছে ম্যাক্স ওয়েবস্টার।

সে এবং তার তরুণী ইংরেজ বধূ অ্যানাবেল টেবল মাউন্টেনে হাঁটছে। অ্যানাবেল লাফাতে লাফাতে ছুটল সামনে, বাতাসে তার মধুরঙা লম্বা চুল উড়ছে। পায়ের গোড়ালি ফুলের কার্পেটের মধ্যে অদৃশ্য। মাথার ওপরে, উজ্জ্বল নীলাকাশে ঝলমলে রোদ ছড়াচ্ছে সূর্য।

ম্যাক্স চিৎকার দিল। 'সাবধান! খুব বেশি কিনারে যেয়ো না কিন্তু!' কিন্তু বাতাস কেড়ে নিল তার শব্দগুলো। নাচছে অ্যানাবেল, গান গাইছে। পুরনো একটি ফোক গান। ম্যাক্স যখন ছোট ছিল, তাকে গোসল করানোর সময় তার মা এ গানটি গাইত। আশ্চর্য! ও এ গানটি জানল কী করে? ম্যাক্স সুর মেলাতে গিয়ে বুঝতে পারল গানের কথাগুলো ভুলে গেছে।

পাহাড়ে অন্য কেউ নেই। যারা বেড়াতে এসেছিল চলে গেছে। এখন ওরা শুধু দুজন আর দুজনের মধ্যে দূরত্বটি ক্রমে বেড়েই চলেছে। অ্যানাবেল পাহাড় চুড়োর একদম কিনারে চলে গেছে।

ম্যাক্স চিৎকার করছে। 'ফিরে এসো! ওখানটা নিরাপদ নয়।'

'কী বললে?'

থ্যাংক গড। ও আমার কথা শুনতে পেয়েছে। দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যানাবেল, ঘুরল। ওর চেহারা দেখতে পেল ম্যাক্স। না, ওটা তো ওর মুখ নয়। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে লেক্সি, দুরন্ত শিশুর মতো খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে সামনে পেছনে দুলছে।

ম্যাক্স ছুটে গেল ওর কাছে। 'লেক্সি, ফিরে এসো। আই লাভ ইউ। আয়াম সরি।' ও হাত বাড়াল লেক্সিকে টেনে আনার জন্য কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ওর হাত থেকে পিছলে গেল লেক্সির হাত। পেছন দিকে টলে গেল লেক্সি। পড়ে যাচ্ছে।

ওকে লক্ষ করে ঝাঁপ দিল ম্যাক্স। শূন্যেই জাপটে ধরল লেক্সিকে, সাঁ সাঁ করে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে দুজন। এমন সময় লেক্সির চেহারা বদলে যেতে লাগল। গলিত প্লাস্টিকের মতো গলে যাচ্ছে। লেক্সির মুখখানা হয়ে উঠল ইভের চেহারা।

'তুমি কিথকে হত্যা করেছ। তুমি তোমার বাবাকে খুন করেছ। তুমি কি ভেবেছিলে

খুন করে পার পেয়ে যাবে?'

'কিন্তু মা, কাজটা আমি তোমার জন্য করেছিলাম। সবকিছুই আমি তোমার জন্য করেছি, মা।'

'ম্যাক্স,' অ্যানাবেল ওয়েবস্টার তার স্বামীকে ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে।

ম্যাক্স! তুমি স্বপ্ন দেখছ। উঠে পড়ো, ডার্লিং। সব ঠিক আছে। তুমি দুঃস্বপ্ন দেখছ। ম্যাক্স শান্ত না হওয়া পর্যন্ত সে ওকে শিশুর মতো জড়িয়ে ধরে রাখল বুকে। এ সপ্তাহে এ নিয়ে তৃতীয়বার স্বপ্নটা দেখল ম্যাক্স। ডা. ব্যারিংটন ওকে ওষুধ খেতে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। ম্যাক্সের কাঁপুনি বন্ধ হওয়ার পরে অ্যানাবেল বলল, 'হানি, তোমার কারো সঙ্গে কথা বলা উচিত। ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।'

বেডক্লথ দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছে নিল ম্যাক্স। আবার শুয়ে পড়ল বিছানায়। 'আমি ঠিক আছি। ইদানীং খাটাখাটুনি যাচ্ছে তো তাই। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ঘুমাও।'

বিয়েটা ছিল ইভের আইডিয়া। সবকিছু তো ইভের বুদ্ধিতেই চলে।

একদিন সাপ্তাহিক লাঞ্চের সময় সে ম্যাক্সকে তীব্র ভর্ৎসনা করল। 'তোমার একজন উত্তরাধিকার দরকার। কাউকে ব্যবসার দায়িত্ব নিতে হবে এবং তোমার ভুলগুলো সব শুধরে নেবে। সে ক্রুগার-ব্রেন্টকে আবার বিরাট করে তুলতে পারবে।'

'আমি চেষ্টা করছি মা,' দুর্বল গলায় বলল ম্যাক্স।

'তুমি ব্যর্থ হচ্ছো। বিয়ে করে ফেলো।'

ম্যাক্স জানে সে চেয়ারম্যান হিসেবে একেবারেই বাজে। জানে ক্রুগার-ব্রেন্টের এক সময়ের উজ্জ্বল আলো ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। মৃতপ্রায় নক্ষত্রের মতো ধীর গতিতে নিভে যাচ্ছে। সে যে সিদ্ধান্তই নেয় তার ওপর তার মা দ্বিতীয় আরেকটা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়, ভয় দেখিয়ে তাকে একদিকে চালিত করে, তারপর কাজ উদ্ধার না হলে, ব্যবসায় লাভ না হলে তাকে দোষারোপ করে।

ইভই তাকে বাধ্য করেছিল ইউক্রেনে তাদের হোল্ডিং বিক্রি করে দিতে। 'ওদেশে তেলের খনি থাকলে এতদিনে আবিষ্কার হয়ে যেত। বিকল্প শক্তিই হলো ভবিষ্যৎ। তুমি কি এমনই নির্বোধ যে সেটা বুঝতে পার না?'

ম্যাক্স ইক্সনের কাছে ক্রুগার-ব্রেন্টের পাঁচ হাজার একর জমি বিক্রি করে দিয়ে সে টাকা দিয়ে ইসরায়েলে একটি উইন্ড ফার্ম কিনেছিল। ছয় মাস পরে তেল আবিষ্কার করে ফেলে ইক্সন। এক বছর বাদে উইন্ড ফার্মটি দেউলিয়া ঘোষিত হয়। এ জন্য ইভ দায়ী করেছে ম্যাক্সকে।

'তুমি ওই জমিটা কখনোই ঠিকঠাক খনন করনি। আধাখেঁচড়া কাজে কী করে ফল পাবার আশা কর? এটা বিজনেস ম্যাক্স, ছেলেখেলা নয়। ঈশ্বর, যেমন বাপ তেমন ছেলে।'

ইদানীং ইভ ঘনঘন কিথের নাম নেয়। স্বামীর প্রতি একদা তার যে তীব্র ঘৃণা এবং

রাগ ছিল তা এখন সে ছেলের প্রতি প্রদর্শন করে। ম্যাক্স কিথ ওয়েবস্টারকে ধ্বংস করেছে তবে কিথ যে দানবটি তৈরি করেছিল তা এখনও রয়ে গেছে ইভের মধ্যে। তার মা যা যা চেয়েছে সব করেছে ম্যাক্স। কিথকে হত্যা করেছে। লেক্সির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জয় করেছে ক্রুগার-ব্রেন্ট। কিন্তু সে যত পুরস্কারই নিয়ে আসুক না কেন, প্রতিবারই মনে হয়েছে ইভের ঘৃণার আগুনে যেন ঘৃতাহুতি হলো। আগুনের তাপ টের পায় ম্যাক্স কিন্তু নেভাতে পারে না।

ওদিকে লেক্সির ভাগ্য তারকাটি অপ্রতিরোধ্য গতিতে সামনের দিকে ছুটে চলেছে। ক্রুগার-ব্রেন্ট থেকে যে যৌন কেলেঙ্কারী মাথায় নিয়ে ওকে চলে যেতে হয়েছিল সে কথা এখন কেউ মনেই রাখেনি। লোকে আজকাল লেক্সি টেম্পলটনকে দেখলে তার গ্ল্যামার, সাফল্য এবং আগের অবস্থায় ফিরে আসা নিয়েই কথা বলে। ক্রুগার-ব্রেন্টের কেউ মুখের ওপর কথাগুলো বলতে সাহস পায় না তবে ম্যাক্সের আড়ালে আবডালে যে ফিসফিসানি চলে তাতে ওর গায়ের চামড়া পুড়ে যায়।

আমরা একটা ভুল করেছি। লেক্সিকে যেতে দেওয়া মোটেই উচিত হয়নি। পরিবারের বিজয়ী লেক্সি, ম্যাক্স নয়। আমরা ভুল ঘোড়াকে ঘাস খাইয়েছি।

অ্যানাবেলের সঙ্গে ম্যাক্সের যখন পরিচয় তখন সে দিনরাত মদ গিলছে। ম্যাক্সের বয়স পঁয়ত্রিশ হলেও দেখায় আরও দশ বছর বেশি। তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। অ্যানাবেল স্যাভারি ম্যাক্সের চেয়ে পনেরো বছরের ছোট, দেখতে সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, বুদ্ধিমতী এবং সরল। তার বাবা একজন ইংরেজ লর্ড, মা আমেরিকান সোসালিস্ট। একটি সুখী পরিবারের সন্তান অ্যানাবেল নিউইয়র্কের ক্রিস্টিতে এসেছিল একটি নিলামের দায়িত্ব নিয়ে। ওখানেই ম্যাক্সের সঙ্গে তার পরিচয়। নিলামে হেরে গেলেও ম্যাক্স একটি মূল্যবান পুরস্কার জিতে যায়। তার নাম অ্যানাবেল।

অ্যানাবেল সাভারি ম্যাক্স ওয়েবস্টারকে ভালোবাসত যেভাবে সে তার পনি ঘোড়া ট্রিগারকে ভালোবাসত। ট্রিগার বুড়ো হয়ে গিয়েছিল, ভয়ানক বদমেজাজি। সবাই অ্যানাবেলকে ট্রিগারের ধারেকাছে ঘেঁষতে নিষেধ করলেও সে কারো মানা শোনেনি। ট্রিগার ছিল বুদ্ধিমান, শক্তিশালী, বুলেটের মতো দ্রুতগতির ঘোড়া। নয় বছরের অ্যানাবেল এই দুরন্ত ঘোড়ার অসংখ্য লাথি এবং কামড় সহ্য করেও ওকে জয় করে নেয় স্রেফ ভালোবাসার জোরে। তিরিক্ষি মেজাজের ট্রিগার হয়ে ওঠে শান্ত, ভদ্র একটি জানোয়ারে। সে যখন মারা যায়, অ্যানাবেলের বয়স তখন আঠারো। সে ঘোড়দৌড়ে অসংখ্য পুরস্কার জিতেছিল এবং গোটা ডার্বিশায়ারে কিশোরী পলকিনের প্রতি তার প্রেম ও ভালোবাসার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল।

অ্যানাবেল নিশ্চিত ছিল ম্যাক্সকে সে বদলে ফেলবে এবং ম্যাক্স নিশ্চিত ছিল সে কোনোদিন বদলাবে না। তবে অ্যানাবেলের ইচ্ছেমতো ওকে চলতে দিয়েছে ম্যাক্স। ভেবেছে *ও তো আর জানে না আমার বারোটা বেজে গেছে*। ইভ অবশ্য জানত না অ্যানাবেল তার ছেলেকে বদলে ফেলতে চাইছে। সে ভেবেছে তার পুত্রবধূর বয়স কম

এবং সে যা বলবে তাই অ্যানাবেল বাধ্যগত মেয়ের মতো শুনবে, তার জন্য কখনো হুমকি হয়ে উঠবে না।

'ও মত বদলে ফেলার আগেই ওকে বিয়ে করে ফেলো। ওকে গর্ভবতী করো।'

মায়ের আদেশ শিরোধার্য। বিয়ের স্মৃতি অবশ্য তেমন মনে পড়ে না ম্যাক্সের। বিয়ের ছবি দেখলে ঝাপসা ফুটে ওঠে স্মৃতি। তার শুধু মনে আছে বিয়ে করতে চার্চে যাওয়ার সময় ভয় পাচ্ছিল লেক্সি এসে হাজির না হয়। লেক্সি হাজির হয়নি। এবং এবারে তাকে নিয়ে তার মায়ের আনন্দ-উল্লাস শেষতক বজায় থাকবে কিনা।

ম্যাক্স জানে তার মা একটি নাতির জন্য কী অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। অ্যানাবেলও মা হতে চায় তবে ভিন্ন কারণে। কিন্তু বিয়ের ছয় মাস পার হওয়ার পরেও ম্যাক্স তার সঙ্গে মিলিত হলো না বলে এক রাতে নিজেই আগ্রাসী হয়ে উঠল অ্যানাবেল। ম্যাক্সের আপত্তি না শুনে সে স্বামীর নিস্তেজ পুরুষাঙ্গে আদর করতে লাগল। কিন্তু ঘটল না কিছুই।

'আমি তোমার স্ত্রী, ম্যাক্স। আমি একজন নারী। এটা আমার ভেতরে ঢোকাও।'

'স্টপ ইট!' প্রেমময়ী স্ত্রীকে এ ভাষায় কথা বলতে শুনে গর্জে উঠল ম্যাক্স।

'না, আমি থামব না। যথেষ্ট হয়েছে।'

'ক্রাইস্ট অ্যানাবেল। আমি বললেই ওটা দাঁড়াবে না। ঠিক আছে?'

লেক্সির সঙ্গে ম্যাক্সের সেক্স ছিল লাগামছাড়া। সে যখন লেক্সির সঙ্গে সেক্স করত তখন লেক্সি এবং ইভকে একই সঙ্গে কল্পনা করত সে, দুই নারী মিলে এক হয়ে যেত। ম্যাক্স তার সমস্ত রাগ এবং হতাশা লেক্সির শরীরে ঢেলে দিত। এবং ম্যাক্সের জংলী মনোভাবটা জানত বলেই লেক্সিও ওভাবে সেক্স করতে চাইত। লেক্সির সঙ্গে ভেতরের জানোয়ারটাকে রাক্ষসের মতো খেতে দিত সে। কিন্তু ম্যাক্স কখনো চায়নি এই জানোয়ারটার পরিচয় জেনে যাক অ্যানাবেল। তার চোখে অ্যানাবেল পবিত্র এবং খাঁটি। তাকে কলুষিত করতে চায়নি ম্যাক্স। কিন্তু আজ যখন অ্যানাবেল ওর পুরুষাঙ্গ মুখে নিয়ে চুষতে আরম্ভ করল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তেজিত হতে লাগল ও। তার মা এবং লেক্সির যত ছবি, আজেবাজে চিত্র সব তার মনের মধ্যে নর্দমার স্রোতের মতো প্রবেশ করতে লাগল। 'প্লিজ থামো।' বলল ও। কিন্তু অ্যানাবেল থামল না। ম্যাক্সের দুই পা ফাঁক করে নিজের দুই ঊরুর মাঝে ওর পুরুষাঙ্গটি ঢুকিয়ে নিল। তারপর চাপ দিতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরে গুঙিয়ে উঠল ম্যাক্স। তার বীর্যস্খলন ঘটেছে। সে রাতে আরও কয়েকবার অ্যানাবেলের বাহুডোরে বাঁধা পড়ে গোঙাল ম্যাক্স। অ্যানাবেল ওই রাতেই বুঝতে পারল ম্যাক্স আসলে অসুস্থ। এবং সে রাতেই সে যমজ সন্তান কনসিভ করল।



অ্যানাবেল ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ম্যাক্স। তারপর বিছানা থেকে নামল। বাথরুম কেবিনেট খুলে কতগুলো বড়ি বের করে গিলে নিল, ঠাণ্ডা পানির ছিটা দিল চোখেমুখে। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব কেমন ভুতুড়ে লাগল।

কাল বোর্ড মিটিংয়ের আগে নিজেকে আমার গুছিয়ে নিতে হবে। অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড আমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। কোনো দুর্বলতা দেখলেই ও আমাকে গিলে নেবে।

স্যান্ডফোর্ডই কালকের জরুরি মিটিংয়ের জন্য দাবি জানিয়েছিল। শুরু থেকেই সে ম্যাক্সের ফরেন রিয়েল এস্টেট বাতিল এবং ইউএস মার্কেটে ফোকাস করার বিষয়টির প্রকাশ্য বিরোধিতা করে আসছে। টেম্পলটন এস্টেটসের নীতিতে ক্রুগার-ব্রেন্টকে এগিয়ে নিতে চাইছে সে। কিন্তু টেম্পলটন এস্টেটসের নামও শুনতে চায় না ইভ।

'তুমি লেক্সির কুকুরছানা নও, ম্যাক্স। ক্রুগার-ব্রেন্ট সবাইকে নেতৃত্ব দেয় কাউকে অনুসরণ করে না।'

এর ফলে যা হয়েছে ফার্মের লক্ষ লক্ষ ব্যালেন্সশিট মুছে গেছে। এখন জবাব চাইছে বোর্ড।

পা টিপে টিপে নার্সারিতে ঢুকল ম্যাক্স। মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে রইল তার ঘুমন্ত দুই সন্তানের দিকে। জর্জ এবং এডোয়ার্ডের বয়স এখন তিনের কাছাকাছি। এত সুন্দর দেখতে হয়েছে দুটো বাচ্চাই, ওদেরকে ছুঁয়ে দেখতেও ভয় লাগে ম্যাক্সের। খুদে, সোনালী চুলের মিষ্টি শিশু দুটো অ্যানাবেলের রেপ্লিকা।

'ডার্লিং, ভোর চারটা বাজে,' অ্যানাবেল এসে দাঁড়িয়েছে দোরগোড়ায়, হাই তুলছে। 'ঈশ্বরের দোহাই ঘুমাতে এসো।'

'আসছি। সরি।'

ম্যাক্স বউয়ের পেছন পেছন চলে এলো বেডরুমে।

আমি যখন ঘুমিয়ে থাকতাম আমার বাবা কি কখনো আমার দিকে তাকিয়ে থাকত? আমি বাচ্চাগুলোকে যেভাবে ভালোবাসি সে কি কখনো আমাকে এভাবে ভালোবাসত?

টারা ম্যাক ডোনাল্ড হাসতে হাসতে বাচ্চাদের কেক মিকশ্চার ঢোকাল ওভেনে। *হাস্যকর! আমি ষোল বছরের মেয়েদের মতো আচরণ করছি।* কিন্তু ও হাসি থামাতে পারল না।

আজ বিকেলে তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরবে গেব। আজ ওর জন্মদিন। বাচ্চারা ওর জন্য কেক বানিয়েছে, টয়লেট পেপার, গ্লিটার এবং গ্লু দিয়ে উপহার তৈরি করেছে। তবে টারা তার সেরা উপহারটি রেখে দিয়েছে স্বামীর জন্য। যখন বলবে গেবের চেহারা তখন কেমন দেখাবে তা দেখার আর তর সইছে না ওর।

আবার গর্ভবতী হয়েছে টারা। এটা অবশ্য সম্পূর্ণই একটা অ্যাক্সিডেন্ট। একচল্লিশ বছর বয়সে মা! গতকাল সকালে পি স্টিকে গোলাপি রেখাটা দেখার পর থেকে সে আর হাসি চেপে রাখতে পারছে না। রান্নাঘরের ঘড়ি দেখল টারা; সাড়ে তিনটা বাজে। গেব যে কোনো মুহূর্তে চলে আসবে।

বেজে উঠল ডোরবেল। *এত তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে! একদিনে দুটো মিরাকল।* ওদের মেইড মালা সাড়া দেওয়ার আগেই এক ছুটে গিয়ে দরজা খুলল টারা।

'হ্যাপি বার্থ– ওহ। আপনি কী চান?'

অসুরের মতো দেহ নিয়ে কালো কুচকুচে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে সামনে। বয়স হবে সাতাশ/আটাশ, ব্রনভর্তি মুখ, শীতল ফাঁকা চাউনি চোখে। একে দেখে গা কেমন শিরশির টারার।

'আপনার স্বামী বাড়ি আছে?' খ্যাঁক করে উঠল লোকটা।

টারার অস্বস্তি এবারে ভয়ে পরিণত হলো। শরীরজুড়ে বৃদ্ধি পেল অ্যাড্রেনালিন প্রবাহের মাত্রা।

'আছে। দোতলায়,' মিথ্যা বলল ও। 'এ মুহূর্তে ব্যস্ত। আপনি অন্য সময় আসুন।' ও মুখে হাসি ফুটিয়ে দরজা বন্ধ করতে গেল, ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল লোকটা। টারার গলায় ঠেসে ধরল একটা স্ক্রু ড্রাইভার।

'চুপচাপ থাকো তাহলে তোমাকে আমি খুন করব না,' লোকটার নিঃশ্বাসে মারিজুয়ানার গন্ধ। 'সিন্দুকটা কোথায়?'

সিঁড়ির গোড়ায় হাজির হলো মালা। দৃশ্যটি দেখে সে চিৎকার জুড়ে দিল।

'বাচ্চারা!' আর্তনাদ করল টারা। 'ওদেরকে বাইরে নিয়ে যাও।'

মেইড ঘুরেই দৌড় দিল। টারা মুখে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল। লোকটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে চিরে দিয়েছে ওর গাল। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে বাম চোখটা। ক্ষতস্থান থেকে দরদরিয়ে নামল রক্তস্রোত।

'চুপ থাকতে বললাম না!' গর্জে উঠল লোকটা। অকস্মাৎ এন্ট্রিওয়ে ভরে গেল ছয়/সাতজন লোকের আগমনে। সবাই কালো এবং নেশাসক্ত। ওদের ওপর এক নজর বুলিয়েই টারা বুঝতে পারল এরা সবাই কাছের শহর থেকে এসেছে।

ওপরতলায় কোলেট চিৎকার করছে। হিম হয়ে গেল টারার রক্ত।

'ওকে মেরো না,' প্লিজ! তোমরা যা খুশি নিয়ে যাও। কিন্তু আমার বাচ্চাদের গায়ে হাত দিয়ো না।'

দুই লোক নেমে এলো নিচে। তাদের বগলে কোলেট এবং জেমি। কোলেট মৃগী রোগীর মতো চিৎকার করছে। সাত বছরের জেমি তার মায়ের রক্তাক্ত মুখ দেখে ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। যে লোকটা টারাকে মেরেছে, ছুটে এসে সজোরে তার পায়ে কামড় বসাল।

'আমার মাকে ছেড়ে দাও! ভাগো!'

ব্যথায় হাউমাউ করে উঠল লোকটা। পা টা টেনে নিয়ে ফুটবলের মতো প্রচণ্ড লাথি কষাল জেমির মাথায়। ছেলের মাথার খুলি ফেটে যাওয়ার বিশ্রি শব্দটা শুনতে পেল টারা। ও হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। জেমি মেঝেতে শুয়ে আছে। অজ্ঞান।

'সিন্দুক খোল, মাগী। এক্ষুনি খোল। নয় তো তোদের সব ক'টাকে খুন করব।'

হর্ন বাজাচ্ছে গেব। ভয়ানক যানজটে আটকা পড়ে গেছে। এখন রাশ আওয়ার না তবু ক্যাম্পস বে'র রাস্তায় জ্যাম লেগে গেছে।

ওর বেন্টলি গাড়ির প্যাসেঞ্জার সিটে পড়ে আছে আজ সকালে দেওয়া জেমির কার্ডখানা। ওরা দুজনে মিলে নদীর ধারে মাছ ধরছে সেই ছবি। টকটকে লাল কালিতে ছবির ওপরে লেখা *আই লাভ ইউ ড্যাডি।*

আই লাভ ইউ টু বাডি, বিড়বিড় করে বলল গেব।

ছাতার রাস্তার যানজটটা এখন খুললেই হলো। দশ মিনিটে বাড়ি পৌঁছে যাবে ও।

হাঁটু মুড়ে বসে আছে টারা। চাঁদিতে চেপে ধরা স্ক্রু ড্রাইভারের ধাতব স্পর্শের কথা ভুলে থাকতে চাইছে। মনে করতে চাইছে না হলওয়েতে তার জেমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

সে সিন্দুকের কিপ্যাডের নম্বরগুলো টিপছে   চার... ছয়...এক...

'সিকিউরিটি বোর্ডের নম্বর টিপেছ কি তোমার বাচ্চাদের গলা কেটে ফেলব। সাইরেনের আওয়াজ আমাদের কানে গেলেই ওরা মারা যাবে, বুঝতে পেরেছ?'

ইতস্তত করছে টারা, শূন্যে কাঁপছে আঙুলগুলো। এক সেট নম্বরে সিন্দুক খুলে যাবে। আরেকটি কম্বিনেশনে সেফ খোলার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কাছেও খবর চলে যাবে।

ঈশ্বর আমাদেরকে রক্ষা করো।

ও ফাইনাল নম্বর টিপতে লাগল।

অবশেষে সামনের রাস্তা পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। সৈকতের তীর ঘেঁষে বামে মোড় নিল গেব। এ রাস্তা চলে গেছে ওর বাড়ি অভিমুখে। টারার কথা ভাবছে ও। টারা আজ দারুণ মুড নিয়ে বিছানা ছেড়েছে। কাজে বেরনোর মুহূর্তে, ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ

একটি চুম্বন করেছে গেবকে। বলেছে আজ রাতে দারুণ 'বার্থ ডে ট্রিপ' দেবে। মুচকি হাসল গেব। বেশিরভাগ নারীরই চল্লিশের পরে যৌনক্ষুধা কমতে থাকে। কিন্তু টারার সেক্স যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে।

দুই বছর আগে লেক্সি টেম্পলটনের সঙ্গে সাফারিতে গিয়ে টারাকে প্রায় হারাতে বসেছিল গেব। মনে পড়তেই ও অসুস্থবোধ করে। ধিক্কার হয় নিজের ওপর। লেক্সির সঙ্গে ওই ঘটনার পরে আর দেখা হয়নি, কথাও হয়নি। রোবির সঙ্গে গেবের বন্ধুত্ব অবশ্য এখনও অটুট। লেক্সির জন্য গেবের অনুভূতি যা-ই হোক না কেন, টারাই তার জীবন। বউকে সে খুব ভালোবাসে।

গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল গেব।



লোকটা তার নাইকি ব্যাকপ্যাকে হিরের একটি নেকলেস ঢোকাচ্ছে। তার চোখ এড়িয়ে এন্ট্রিওয়েতে তাকাল টারা। জেমিকে ওখানে দেখা যাচ্ছে না। কোথায় সে? দোতলায় অন্য লোকগুলো ওকে নিয়ে গেছে? গোটা বাড়িতে বিরাজমান ভৌতিক নিস্তব্ধতা। সাদা ওক কাঠের ফ্লোর বোর্ডের একাংশ থইথই করছে রক্তের পুকুরে। ওখানে হারামজাদাটা জেমির মাথায় লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল। কত বড় জানোয়ার হলে একটা বাচ্চাকে এভাবে কেউ মারতে পারে?

'চমৎকার।' মহা মূল্যবান পাথরগুলোয় হাত বুলাতে বুলাতে বলল লোকটা। লোভে চকচক করছে চোখ। ওদের বিবাহবার্ষিকীতে গেব টারাকে হিরের হারটি উপহার দিয়েছিল। মাঝখানের পাথরটি ছয় ক্যারেটের নিখুঁত একখণ্ড হিরে, ক্লিপড্রিফটের জিনিস যেখানে জেমি ম্যাকগ্রেগর প্রথম হিরের খোঁজে গিয়ে বদলে ফেলেন নিজের ভাগ্য। অদ্ভুত সুন্দর একটি গহনা। তবে টারা ওটা কখনো গলায় পরেনি। এইডস ক্লিনিকের একজন ডাক্তারের গলায় ছয় ক্যারেটের হিরের হার শোভা পায় না।

একটা সামান্য বিয়ের হারের জন্য আমার বাচ্চারা মারা যাচ্ছে?

'নাও। যা আছে সব নাও,' কাঁদছে টারা। 'শুধু আমার ছেলেটাকে ছেড়ে দাও দয়া করে। আমি একজন ডাক্তার। ওর চিকিৎসা দরকার।'

'পরে।' ব্যাগের চেইন বন্ধ করল লোকটা। সে টারার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন ওকে এই প্রথম দেখছে। ক্লিনিকের বহু তরুণ এভাবে বহুবার তাকিয়েছে টারার দিকে। তাদের চাউনিতে ছিল অবিশ্বাস। ঘৃণা। ঈর্ষা। রাগ। টারা বুঝতে পারছে এখন কী ঘটবে।

'তোমরা সাদা মানুষেরা আমাদের যা আছে সব নিয়ে গেছ,' লোকটার হাত এগিয়ে গেল টারার গলায়। 'আমাদের জমি। আমাদের খাবার। আমাদের হিরে। শয়তান কোথাকার।'

'আমি তোমাদের জন্য প্রতিদিন কাজ করি,' টারা গলায় আতঙ্ক না ফোটানোর চেষ্টা করল। তবে লোকটা ঠিকই ওর চোখে ভয় দেখতে পাচ্ছে। 'আমি পাইন ইডেনে এইডস ক্লিনিকে কাজ করি।'

'এইডস? তোমরা আমাদেরকে এইডস দিয়েছ। তোমরা শ্বেতাঙ্গ ডাক্তাররা। তোমরা আমাদের বাচ্চাদের হত্যা করেছ।'

'মিথ্যা কথা,' ক্রোধ টারার শেষ আত্মরক্ষা। 'তোমারই বরং না জেনে না বুঝে তোমাদের বাচ্চাদের হত্যা করছ। আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি। আমার স্বামী লাখ লাখ টাকা...'

প্রকাণ্ড কালো একটি হাত ওর মুখ চেপে ধরল, জোর করে শুইয়ে ফেলল মেঝেতে। অন্য হাতে একটানে ছিড়ে ফেলল শার্ট, খামচে ধরল ওর বুক। টারা বাধা দিল না। ভাবতে লাগল *ওটা শুধু আমার শরীর। ওটা আমি নই। ও আমাকে স্পর্শ করতে পারছে না।*

টারা টের পেল লোকটা ওর ওপর উঠে এসেছে, ওর শরীরের ভেতর ভীষণ বেগে প্রবেশ করল। লোকটার গায়ে অনেক ওজন, ঘামের বিশ্রী গন্ধ আর মুষলটাও প্রকাণ্ড বলে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল টারার।

ছেলেমেয়েদের কথা ভাবো। লোকটা আমার কাছে যা চাইছে তা পেয়ে গেলে হয়তো ওদের গায়ে হাত তুলবে না।

লোকটা তার মনের পুঞ্জীভূত ক্রোধ এবং ঘৃণা যেন ঢেলে দিচ্ছিল নিজের শরীরটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। ভয়ানক জোরে মন্থন করে চলেছে সে টারাকে। চোখে আঁধার দেখছে টারা।

পুলিশ চলে আসবে অথবা গেব। ওহ্ গড, গেব! বহুকষ্টে কান্না দমন করে রাখল টারা। দেয়াল ঘড়িতে চারটা দশ বাজে। *কোথায় তুমি?*

রাস্তার ধারে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গেব। হাত কালো হয়ে গেছে তেলে।

হারামজাদা বেন্টলি। গত মাসেই ও নতুন টায়ার লাগিয়েছে। আর আজকেই একটা টায়ার ফেটে গেল। দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। গাড়ির ট্রাঙ্ক থেকে বাড়তি একটি টায়ার বের করার পরে মনে পড়ল স্কটল্যান্ডে, কিশোর বয়সের পরে সে আর গাড়িতে টায়ার লাগায়নি। ভুলেই গেছে কীভাবে চাকা লাগাতে হয়। *শালার বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আমি দিনদিন।*

সাইরেন বাজাতে বাজাতে পুলিশের দুটো গাড়ি ঝড়ের গতিতে ওর পাশ কাটাল।

নিশ্চয় কোথাও চুরি-ডাকাতি হয়েছে।

কাজে লেগে গেল গেব।

সাইরেনের শব্দ টারাও শুনতে পেল। বুকের ভেতরে উথলে উঠল আশা।

ওকে ধর্ষণে ক্ষান্ত দিল লোকটা। দ্রুত পরে নিল প্যান্ট। তার চোখের তারায় ভয়। সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে সে চেঁচাল 'মাশি-শাম্বে! আমাফোইসা!'

জুলু ভাষাটা জানে টারা। এর মানে হলো 'জলদি ভাগো। পুলিশ।' ও স্বস্তি অনুভব

করতে লাগল।

থ্যাংক গড। ওহ, থ্যাংক গড। ইটস ওভার।

এই প্রথম ওর মাথায় চিন্তাটা এলো ধর্ষণের কারণে ওর পেটের বাচ্চাটার কোনো ক্ষতি হলো কিনা। কারণ রক্তে ওর ঊরু মাখামাখি।

পাঁচজন দুদ্দাড় করে নেমে এলো সিঁড়ি বেয়ে। নিচ তলার জানালা দিয়ে তাকাল ভীত হরিণের মতো। ওরা না ছয়জন ছিল? টারা কি গুনতে ভুল করেছে? ওদের চেহারা লক্ষ করার চেষ্টা করল ও। কিন্তু লোকগুলো খুব ছোটাছুটি করছে। ভালো করে নজর করা যাচ্ছে না মুখগুলো।

ব্যাকপ্যাকটা নিয়ে ওদের নেতা তার লোকজনের পেছন পেছন রওনা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ঘুরল।

'খানকি মাগী। তুই অ্যালার্ম কোড বাজিয়ে দিয়েছিস, না?'

লোকটা সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। টারার শরীরের রক্ত নিমিষে জমে বরফ। বাচ্চারা।

'না।' ও লোকটাকে লক্ষ করে ঝাঁপ দিল, কিন্তু পা জোড়া টানতে পারল না শরীর। হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল।

লোকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে।

ইলেকট্রিক গেট বন্ধ।

'জোর করে ঢোকার কোনো চিহ্নই নেই। তুমি ঠিক জানো এটাই সেই জায়গা?'

'জি,' মাথা দোলাল পুলিশ সার্জেন্ট। 'ম্যাকগ্রেগর। ফিনিক্সের মালিক। ওরা হয়তো বাড়ির পেছন দিয়ে ঢুকেছে।'

'এ জিনিস কীভাবে খুলতে হয় জানো?'

সিনিয়র অফিসার ফোর্টনক্স টাইপের ফটকের দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকালেন। প্রায় প্রতিদিনই চুরি-ডাকাতির ফোন আসে তাঁর কাছে। তবে দশটির মধ্যে নয়টিই ফলস অ্যালার্ম। বাচ্চারা খেলতে গিয়ে সিন্দুকের নম্বর টিপে ফেলে কিংবা কোনো নির্বোধ বান্টু চাকরানি ভয় পেয়ে প্যানিক বাটন চাপ দিয়ে দেয়।

'কোড ছাড়া এ গেট খোলা সম্ভব নয়। গেট টপকাতে হবে, বস।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সিনিয়র কর্মকর্তা। লাফ মেরে গেট টপকানোর জন্য তাঁর বয়সটা একটু বেশিই হয়ে গেছে।

'ডাক্স, উইলোবি, তোমরা বাড়ির পেছনের দিকে চলে যাও। কে জানে হয়তো সত্যি এ বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।'

'হয়তো বা, বস,' সমস্বরে বলে উঠল সিনিয়র অফিসারের জুনিয়র সহকর্মীরা।

বেলা পাঁচটা বাজে। একটা ফালতু চাকা বদলাতে চল্লিশটা মিনিট সময় লাগল। *তুমি*

সত্যি বুড়িয়ে গেছ, গেব ম্যাকগ্রেগর। সত্যি বুড়ো হয়ে গেছ।

মোড় ঘুরতেই সে দেখতে পেল বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুটো স্কোয়াড কার।

'দুঃখিত, স্যার। আপনি ভেতরে যেতে পারবেন না।'

'ভেতরে যেতে পারব না মানে? এটা আমার বাড়ি। কী হয়েছে? আমার স্ত্রী কোথায়?'

তরুণ পুলিশটির মুখ থেকে সরে গেল রক্ত। 'এখানে একটু দাঁড়ান, স্যার। আমি ডিআই হ্যামিলটনকে নিয়ে আসছি।'

সে ড্রাইভওয়ে ধরে ছুট দিল।

কিন্তু দাঁড়াল না গেব। গাড়ি নিয়ে সবেগে ঢুকে গেল গেটের ভেতরে। কয়েক সেকেন্ড পরে বাড়ির সামনে দাঁড় করাল। এন্ট্রিওয়েতে গিজগিজ করছে পুলিশ।

'টারা?' চিৎকার দিল গেব। আতঙ্কিত কণ্ঠ। 'টারা? ডার্লিং?'

এক পুলিশম্যান এগিয়ে এলো ওর দিকে।

'গেব্রিয়েল ম্যাকগ্রেগর?'

সায় দিল গেব। 'আমার ওয়াইফ কোথায়? আমার বাচ্চারা কোথায়?'

'একটু বসুন, স্যার...।

'আমি বসব না। আমার বাচ্চাদেরকে আপনারা কোথায় নিয়ে গেছেন?'

সিঁড়ির মাথায় উদয় হলো এক লোক। তার হাতে ধূসর রঙের লাশ বহনকারী ক্যানভাস ব্যাগ।

ব্যাগটি মাত্র চার ফুট লম্বা।



গেব্রিয়েল ম্যাকগ্রেগরের স্ত্রী এবং সন্তানদেরকে জবাই করে হত্যার পাশবিক ঘটনা শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা নয়, গোটা বিশ্বকে দারুণভাবে নাড়া দিল। এ যেন এক গ্রিক ট্রাজেডি; শ্বেতাঙ্গ মানবতাবাদী ও তার ডাক্তার স্ত্রীকে সেই লোকেরাই হামলা করেছে যাদেরকে রক্ষা করার জন্য সারা জীবন তাঁরা ব্যয় করেছেন।

নির্মম হত্যাকাণ্ডটির কয়েকদিন পরে আরেকটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। একদিন লাঞ্চের সময় ফিনিক্স অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে আর কোনোদিন গেব ম্যাকগ্রেগরকে কেউ দেখল না কিংবা তার কোনো খবরও পেল না।

ইন্টারনেটে নানান কন্সপিরেসি থিওরি ছড়িয়ে পড়ল

হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কি গেব জড়িত ছিল? টারা হয়তো তাকে ডিভোর্স দেওয়ার পরিকল্পনা করছিল এবং গেব নিজের সম্পত্তি রক্ষা করতে স্ত্রীকে হত্যা করে? সে জানতে পারে বাচ্চাগুলো তার নিজের নয় এবং প্রচণ্ড রাগে ওদেরকেও সে খুন করে ফেলে। তারপর কি অনুতাপ থেকে আত্মহত্যা করেছে গেব? নাকি ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে গিয়ে নতুন পরিচয়ে কোথাও শুরু করেছে জীবন?

অবশ্য এসব রোমাঞ্চকর অনুমানের সমর্থনে বিন্দুমাত্র কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। তাই বলে বিশ্বজুড়ে ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো গেবের অতীত খুঁড়ে তার গোপন ইতিহাস তুলে আনার প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত দিল না। তার মাদকাসক্তি, চুরি, হামলা, জালিয়াতি ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে রুচিহীনভাবে তারা ব্যবচ্ছেদ করতে লাগল। অনেকেই অবশ্য গেবের পক্ষে কথা বলছিল। এর মধ্যে রয়েছে ম্যাকগ্রেগর পরিবার হত্যার তদন্তকারী পুলিশ, বিশ্বখ্যাত পিয়ানোবাদক এবং এইডস ক্যাম্পেইনার রোবি টেম্পলটন, ফিনিক্সে গেবের সাবেক পার্টনার ও বন্ধু দক্ষিণ আফ্রিকানিয়ার হিরো ডিক্স ঘানি। কিন্তু জনতার উৎকট চেঁচামেচিতে তাদের প্রতিবাদ ঢাকা পড়ে গেল।

নতুন দক্ষিণ আফ্রিকাতেও এখন জাতি বৈষম্যের বিষয়টি চলে এসেছে। কেউ বিশ্বাস করতে রাজি নয় যে এই সুন্দরী শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার এবং তার ফটোজেনিক চেহারার বাচ্চাদেরকে একদল ক্রুদ্ধ কৃষ্ণাঙ্গ জবাই করেছে যাদেরকে কিনা পুলিশ এখন পর্যন্ত ধরতে পারেনি।

নিউইয়র্কের অফিসে বসে হত্যাকাণ্ডের খবরটি শুনতে পেল লেক্সি। 'কিন্তু সবাই খুন

হতে পারে না। বাচ্চারা নয়। নিশ্চয় কোথাও কোনো ভুল হয়েছে।'

কোথাও কোনো ভুল হয়নি। লেক্সির ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। বেচারি গেব! ওরা গোটা পরিবার শেষ হয়ে গেল! গেবকে ফোন করবে নাকি চিঠি লিখবে ভাবছিল ও। তবে বুঝতে পারল কাজটা ঠিক হবে না। গেবের সঙ্গে দুই বছরেরও বেশি ওর কোনো যোগাযোগ নেই। এর অবশ্যই কারণ আছে। এবং লেক্সি রোবিসহ কাছের মানুষদেরকে একাধিকবার বলেছে সে গেবকে ঘৃণা করে।

লেক্সি পৃথিবীটাকে সাদাকালো চোখে দেখে। ধূসর দেখে না। শৈশবে যখন পুতুল নিয়ে খেলা করত সেইসময় থেকে ও মানুষের দুটি শ্রেণিবিন্যাস করে ফেলেছেই, বন্ধু এবং শত্রু।

রোবি তার বন্ধু। রোবির প্রতি তার ভালোবাসা, বিশ্বস্ততার কোনো তল খুঁজে পাওয়া যাবে না। এবং এ বিশ্বাস ও ভালোবাসা সারাজীবনই থাকবে।

যে লোকগুলো লেক্সিকে অপহরণ করেছিল তারা ছিল তার শত্রু। ম্যাক্স তার শত্রু। আর এখন, সাফারির পর থেকে গেবও তার শত্রু। শত্রুদের ধ্বংস করে দেয়া উচিত।

এই সাদাকালো জগতে লেক্সির কাছে একটি জিনিস অনিবার্যভাবে ভেসে থাকে চোখের ওপর ক্রুগার-ব্রেন্ট। ক্রুগার-ব্রেন্টই শুরু এবং সবকিছুর শেষ। এটি লেক্সির ধর্ম। তার দেবতা। ম্যাক্স তার কাছ থেকে ক্রুগার-ব্রেন্টকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ফলে সে লেক্সির প্রধানতম শত্রুতে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় শত্রু গেব ম্যাকগ্রেগর। লেক্সিকে সে ব্যবসা থেকে শুধু হটিয়েই দেয়নি, ওর দুর্বলতাগুলোও দেখে ফেলেছে। এ অপরাধে তার অবশ্যই শাস্তি হবে।

তবু লেক্সির মন খারাপ লাগছিল। মন খারাপ লাগবেই বা না কেন? গেবের অন্তর্ধানের কথা শোনার পরে ও কল্পনায় দেখছিল গেব কোনো ঝোপের ধারে বসে আছে, নির্যাতিত, প্রবল শোক এবং হতাশা সইতে না পেরে আত্মহত্যার কথা ভাবছে। এসব কথা কল্পনা করতে করতে লেক্সির দুনিয়াটা হঠাৎ করে ধূসর হয়ে এল। জীবনে এই প্রথম ও অফিস বাদ দিল। বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ডেভিড টেনান্ট ওর সঙ্গে দেখা করতে এলো। সে টেম্পলটন বোর্ডের একজন সিনিয়র সদস্য, ওকালতির ট্রেনিং নেওয়া আছে। তাকে দেখতে মনে হয় ডিকেন্সের উপন্যাস থেকে উঠে আসা কোনো চরিত্র। চওড়া জুলফি, পকেটে ঝুলছে পকেট ওয়াচ, লম্বা, কন্দ আকৃতির নাকটিতে ডিকেন্সের চরিত্র মি. পাঞ্চের কথা মনে পড়িয়ে দেয় লোক্সিকে। একটু কমিক টাইপের চেহারা হলেও ডেভিড টেনান্ট অত্যন্ত ক্ষুরধার মস্তিষ্কের অধিকারী। সে লেক্সির অন্যতম বিশ্বস্ত উপদেষ্টা।

'সিডার ইন্টারন্যাশনালটা কী জিনিস?'

চোখে শূন্য দৃষ্টি ফুটল লেক্সির। 'কী?'

'সিডার ইন্টারন্যাশনাল। কী এটা? কিংবা ডিএইচ হোল্ডিং? এ থেকে কিছু বোঝা যায়?'

লেক্সি বলল, 'অবশ্যই। ওরা দুজনেই অফশোর ইনভেস্টমেন্টে ভেহিকল। এ কথা জিজ্ঞেস করার কারণ?'

'এমনি,' শুকনো হাসল ডেভিড টেনান্ট। 'আমার আসলে কৌতূহল হচ্ছিল তুমি এগুলোর পেছনে স্রোতের মতো কেন টাকা ঢালছ।'

'আমি ওদের পেছনে টাকা ঢালছি কারণ চাইছি টেম্পলটন এস্টেটের কোর পোর্টফোলিওর বাইরে ওই কোম্পানিগুলো ইনভেস্টমেন্ট করুক।'

'ওরা তো আমাদের পোর্টফোলিওর বাইরে। আমরা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, লেক্সি। সিডার ইন্টারন্যাশনালের রয়েছে দুটি কাগজের কল, কঙ্গোতে একটি দুর্বল হিরের খনি এবং কতগুলো ইউরোপিয়ান ওয়েস্ট ডিসপোজাল কোম্পানি। ডিএইচ হোল্ডিংয়ের মালিকানায় রয়েছে একটি ইন্টারনেট ব্যাংক, 'সে কাগজে চোখ বুলাল, ব্রাজিলে একটি কফি প্লান্ট। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?'

'টেম্পলটন এস্টেটস আমার কোম্পানি, ডেভিড। আমাদের বিজনেস প্ল্যানের কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না।'

'মনে করিয়ে দিতে হবে না? তাহলে কি তুমি আমাকে দয়া করে বলবে এই একুইজিশনগুলো কী জন্য? কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ কোম্পানি নামের এই খোলসগুলো?'

লেক্সি ভুলেই গিয়েছিল ডেভিড টেনান্টকে ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। এ কারণেই সে তার সবচেয়ে কাছের উপদেষ্টা এবং এ জন্যেই লেক্সি তাকে তার কোম্পানির দশ পার্সেন্ট শেয়ার দিয়েছে।

'শোনো, তোমাকে আমার এ ব্যাপারে আগেই বলা উচিত ছিল। তবে যেভাবে আশা করেছিলাম সেরকম ব্যবসা আমরা করতে পারিনি। জানতাম কাজগুলো ঝুঁকিপূর্ণ তাই ওগুলো আমি আমাদের ব্যালেন্সশিটে রাখিনি।'

ডেভিড টেনান্ট কিছু বলছে না। শুনে যাচ্ছে চুপচাপ।

'যদি মনে হয় পোর্টফোলিওতে যুক্তিতর্কের কোনো অবকাশ নেই তাহলে নেই। আমি কয়েকবছর আগে সিডার প্রতিষ্ঠা করি দুর্বল কোনো ব্যবসা কিনে নেওয়ার জন্য যেগুলো আমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছিল। এর বয়স প্রায় টেম্পলটন এস্টেটসের মতোই।'

'জানি আমি। তুমি এটা ২০১০ সালে কেইম্যানে রেজিস্ট্রি করেছিলে।'

'ঠিক।' *এ কথা ও জানল কী করে?*

লেক্সি নিশ্চিত করতে চেয়েছিল কেউ যেন জানতে না পারে এ কোম্পানির সঙ্গে টেম্পলটন এস্টেটসের কোনো সম্পর্ক রয়েছে।

আমি আসলে খুব বেশি সতর্ক ছিলাম না। এটি যেন আর কখনো না ঘটে।

'আমি এও জানি দুটি কোম্পানি, খনি এবং কফি প্লান্টের মালিক ছিল ক্রুগার-ব্রেন্ট।

সত্যি বলতে ওগুলো সবই একসময় ক্রুগার-ব্রেন্টের সম্পত্তি ছিল। আমি অন্যান্যগুলোর সঙ্গে এগুলোরও শেয়ার কিনে নিয়েছিলাম তারপর একটি দীর্ঘ বিরতি শেষে ওগুলো আমার শেল কোম্পানিতে বিক্রি করে দিই। মনে হয় না তুমি এত কিছু জানো, শার্লক হোমস।

গলার স্বর স্বাভাবিক রাখল লেক্সি। 'হুঁ। পুরোটাই কাকতালীয় ঘটনা।'

ডেভিড টেনান্টের চেহারা দেখে মনে হলো না সে লেক্সির কথা বিশ্বাস করেছে। লেক্সি দিন দিন বড্ড গোপনীয়তাপ্রিয় এবং একান্তবাসী হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি *ভ্যানিটি ফেয়ার* পত্রিকায় তাকে এবং তার স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী ইভ খালার সঙ্গে তুলনা করে একটি লেখা ছাপা হলে খুবই রেগে যায় সে। সত্য কথা বলেছে বলে গায়ে লেগেছে?

'তোমাকে আমার বলা উচিত ছিল, ডেভিড। আমি দুঃখিত।'

একটু নরম হলো ডেভিড টেনান্ট।

'শত হলেও এটা তোমারই কোম্পানি, লেক্সি। তবে আমাদেরকে রক্তক্ষরণে শুকিয়ে মেরো না, কেমন? তুমি আজকাল প্রচুর পরিমাণে টাকা ছড়াচ্ছ এবং আমাদের ক্যাশ ফ্লো... ওয়েল, ঝুঁকির কথা তোমাকে নাইবা বললাম।'

ডেভিড চলে যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ টেবিলে বসে বসে চিন্তা করল লেক্সি।

তার জেঙ্গা কৌশল কাজে লাগছে না। ও ভেবেছিল গোপনে ক্রুগার-ব্রেন্টকে আস্তে আস্তে ভেঙে ফেলবে। কাউকে না জানিয়ে সুকৌশলে কিছু একুইজিশন করে নেবে। কিন্তু ডেভিড টেনান্ট ব্যাপারটা জেনে গেছে। তবে তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, ক্রুগার-ব্রেন্টের দুম করে পড়ে যাওয়া কোনো লক্ষণই নেই।

নতুন কোনো কৌশল অবলম্বন করতে হবে আমাকে, আরও বড় এবং আরও দুঃসাহসী। আমাকে ভাবতে হবে।

এখন বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার সময়। গেবের অন্তর্ধান ওকে বড় একটা ধাক্কা দিয়েছে। ও কোনো কারণ ছাড়াই মাঝে মাঝে কাঁদছে। এসব ওর কাজেও অনেক ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। যেমন আজকে ডেভিড টেনান্টকে বকাবকি করল। তবে ও ডেভিডকে চেনে। লোকটা বড্ড একগুঁয়ে। কোনো কিছু সহজে ছেড়ে দেয় না। পরের বার...

না, পরেরবার বলে কোনো কথা নেই।

ভাইকে একটা ই-মেইল করল লেক্সি   আমি আমার মত পাল্টেছি। যদি সুযোগ থাকে, তোমার প্রস্তাবটি আমি গ্রহণ করতে চাই। ইদানীং খুব কাজের ধকল যাচ্ছে। আমার একটু ব্রেক দরকার।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সপ্তাহে পৌঁছাল লেক্সি, ততদিনে গেব ম্যাকগ্রেগরকে অফিশিয়ালি মৃত ঘোষণা করা হয়েছে।

'এটা একটা লিগাল ফরমালিটি,' রোবি বলল ওকে। 'কেউ জানে না কী হয়েছে। ও চলে যাওয়ার সময় ব্যাংক থেকে কোনো টাকা তোলেনি। অফিসে ফেলে রেখে গেছে পাসপোর্ট।'

মাথা ঝাঁকাল লেক্সি। গেব যে আর নেই এটা সে আরও আগেই মেনে নিয়েছে। তবে খবরের কাগজে ওর মৃত্যু সংবাদ পড়ে মন কেমন করতে লাগল।

ওকে বলা হলো না যে আমি দুঃখিত। জানানো হলো না ওকে আমি আসলে পছন্দ করতাম।



রোবি টেম্পলটন লইয়ারদের অফিসে যেতে খুবই অপছন্দ করে। কোনো আইনজীবীর অফিসে ঢুকলেই তার মনে পড়ে যায় লিওনেল নিউম্যানের কথা। কৈশোরকালে খরগোশমুখো এই বুড়োর মুখের ওপর রোবি বলে দিয়েছিল সে ক্রুগার-ব্রেন্টের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে চায় না। সে সব বড় অন্ধকার দিন ছিল। কিন্তু আজ সে বেশ সুখী। ক্রুগার-ব্রেন্ট ছেড়ে আসাটা ছিল তার জীবনের অন্যতম সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু এখনও সে উকিলদেরকে ভয় পায় এবং ফ্রেডেরিক জেনসন তার ব্যতিক্রম নয়।

ফ্রেডেরিক জেনসন গেব ম্যাকগ্রেগরের ল-ফার্মের আইনজীবী। গতকাল সকালে এই লফার্ম থেকে একটি চিঠি এসেছে রোবির কাছে। চিঠিতে ওকে ল-ফার্মে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে গেব ম্যাকগ্রেগরের উইল শোনার জন্য। রোবি তার একজন বেনিফিসিয়ারি। ওকে ল-ফার্মে স্বাগত জানাল মৃত গেবের আইনজীবী ফ্রেডেরিক জেনসন। তার পরনে কড়া ইস্তির কালো সুট, পাথুরে মুখটায় অসংখ্য বলিরেখা। ঘরে আরও জনাপাঁচেক লোক ছিল। সবার পরনেই সুট। এদের মধ্যে টিশার্ট গায়ে রোবির নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগল।

আইনজীবী জেনসেন গেব ম্যাকগ্রেগরের উইল পড়ে শোনাতে লাগল। রোবি খুবই অবাক হয়ে গেল জেনে গেব তার চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের জন্য পঁচিশ মিলিয়ন ডলার দান করেছে। জেনসেন উইল পড়ছে কিন্তু রোবি তখন গেবের কথা ভাবছে। একজন মানুষ কতবড় মহৎ হৃদয়ের অধিকারী হলে এতগুলো টাকা একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করতে পারে। স্বর্গ বলে কিছু থাকলে গেব নিশ্চয় সেখানে গেছে।

'এক্সকিউজ মি, মি. জেনসেন,' সাদামাটা চেহারার, নার্ভাস ধরনের এক মহিলা উদয় হলো দোরগোড়ায়। 'এক ভদ্রলোক এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

ফ্রেডেরিক জেনসেন সবসময় চোখমুখ কুঁচকে রাখে। এ কথা শুনে তার চেহারায় বিরক্তির ভাঁজ আরও প্রকট হলো।

'সারাহ। তোমাকে বলেছি না কোনো অবস্থাতেই যেন আমাকে বিরক্ত করা না হয়?'

'জি, স্যার। কিন্তু...'

'কোনো অবস্থাতেই নয়। তুমি কি কালা নাকি?'

'না, স্যার। তবে সমস্যা হলো...;

সারাহ্ তার কথা শেষ করতে পারল না। এক লোক উঁকি দিল দরজায়। তাকে দেখে ফ্রেডেরিক জনসনের চোয়াল ঝুলে পড়ল। হাত থেকে কাগজপত্র খসে গিয়ে মন্থর গতিতে অবতরণ করল মেঝেয়।

'হ্যালো, ফ্রেড,' হাসল গেব। 'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ভূত দেখেছ।'

ফ্রেডেরিক জেনসেনের সঙ্গে গেব্রিয়েল ম্যাকগ্রেগরের দেখা-সাক্ষাৎ শুধুমাত্র একজন মক্কেল হিসেবে, ঘরের অন্যরা তার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা চ্যারিটি উপলক্ষে মাঝেসাঝে কথা বলেছে। একমাত্র রোবির সঙ্গেই তার সখ্য বন্ধু হিসেবে। সে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে গেল। জড়িয়ে ধরল গেবকে।

'কীভাবে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে হয় তুমি জানো বটে! এর মানে কি এই যে আমি আমার পঁচিশ মিলিয়ন আর পাচ্ছি না?'

ঘরের টেনশন এবং নিজের শক কাটাতে ঠাট্টাটা করেছে রোবি। গেবকে একেবারেই হতচ্ছাড়া লাগছে দেখতে। ভাল্লুকের মতো বিশালদেহী মানুষটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কমপক্ষে চল্লিশ পাউন্ড ওজন হারিয়েছে সে। চোপসানো, ভাঙা চেহারা। তাতে বয়সের ছাপ প্রকট। তবে সবচেয়ে করুণ দশা ওর চুলের। মাথাভর্তি সোনালি ঘন চুলগুলো পেকে সাদা হয়ে গেছে।

'বলো যে টাকাটা এখনও পেয়ে যাওনি। শোনো, রোবি, আমার একটা উপকার করতে পারবে?'

'অবশ্যই।'

'আমি এখানে আসার সময় লবিতে বসা কয়েকজন লোক আমাকে চিনে ফেলেছে। সংবাদপত্রের লোকজন যে কোনো সময় এখানে চলে আসতে পারে। আমার পক্ষে এখন বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়। তুমি আর পাওলো কয়েকদিনের জন্য আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে?'

'নিশ্চয় পারব। তোমার যতদিন ইচ্ছা...' ইতস্তত করছে রোবি কথাটা কীভাবে বলবে বুঝতে পারছে না। 'পুরনো স্মৃতি মনে করে আবার মন খারাপ হবে না তো?'

গত সামারে গেব, টারা এবং তাদের বাচ্চারা রোবির বাড়িতে এসেছিল ছুটি কাটাতে সবাই মিলে ক'টা দিন দারুণ কাটিয়েছিল।

রোবির উৎকণ্ঠা স্পর্শ করল গেবকে। 'ইটস ওকে। স্মৃতিগুলো আমাকে কষ্ট দেবে না। আমার সম্পদ বলতে আছেই তো কেবল এইসব স্মৃতি।'

'বেশ তো। তাহলে চলো। বেরিয়ে পড়ি।'

গেবকে একশো একটা প্রশ্ন করার জন্য অস্থির হয়ে আছে রোবি। তবে এসব প্রশ্ন পরেও করা যাবে। এখন প্রধান কাজ বাড়ি গিয়ে ওকে খাইয়ে-দাইয়ে গণমাধ্যমের শকুন চক্ষু থেকে আড়ালে রাখা।

ও এখন আমাদের পরিবার। আমাদের একজন। আমি এবং পাওলো ওকে রক্ষা করব।

রোবি যখন গেবের হাত ধরে ফার্মহাউসের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল, ওদেরকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেল লেক্সি। জ্ঞান ফিরবার পরে সে একটি গেস্টরুমের বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকল। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে যাওয়ার দরুন তার মাথায় ছোটখাটো একটি আলু গজিয়েছে।

'সরি,' কর্কশ শোনাল লেক্সির কণ্ঠ। 'আমি আসলে একটু বেশিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মনে হলো গেবকে দেখছি। এমন বাস্তব মনে হচ্ছিল! মনে হচ্ছিল ও যেন তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমার কি সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো দরকার?'

'সন্দেহাতীতভাবে,' হাসল রোবি। 'তবে তুমি চোখে উলটাপালটা দেখছ বলে নয়। আর আমাদের বন্ধু গেব্রিয়েলকে সবাই মারা গেছে ভাবলেও আসলে সে বেঁচেই আছে।'

'হাই, লেক্স।'

লেক্সির বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল গেবের বয়স্ক সংস্করণ।

আবার জ্ঞান হারাল লেক্সি।

গেব যে শুধু বেঁচেই নেই, সে রোবির বাড়িতেই আছে তার সঙ্গে, এটি বুঝে উঠতে পুরো চব্বিশটা ঘণ্টা সময় লাগল লেক্সির। যে যখন বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারল, গেব ততক্ষণে গোসল সেরে, খেয়ে নিয়ে ঘুম দিয়েছে। রাতের মধ্যে গণমাধ্যমে এ খবর চাউর হয়ে গেল যে কবর থেকে ফিরে এসেছে গেব্রিয়েল ম্যাকগ্রেগর। তার বর্তমান নিবাস খুঁজে বের করতে কাগজওয়ালাদের মাত্র দেড় মিনিট সময় লাগল। তবে ভাগ্যই বলতে হবে রোবি এবং পাওলোর বাড়ি শহর থেকে অনেক দূরে, বৃক্ষরাজির দুর্ভেদ্য পাঁচিলের অন্তরালে যেখানে লুকানো ক্যামেরার শিকারি চক্ষুও ছবি তুলতে পারে না। পাওলোর অনুরোধে স্থানীয় পুলিশ ওদের বাড়ির আশেপাশে নিচু দিয়ে হেলিকপ্টার চলাচলও নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। কোনোভাবেই গেবের ছবি তোলা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে পাপারাজ্জিরা গোমড়ামুখে ফিরে এলো কেপটাউনে, ফিনিক্স অফিসের সামনে ক্যাম্প বসাল। রোবি টেম্পলটনের সঙ্গে তো আর সারাজীবন লুকিয়ে থাকতে পারবে না গেব। তাকে কখনো না কখনও চেহারা দেখাতেই হবে। সেই মুহূর্তটির জন্য এরা অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রথম এক সপ্তাহ প্রতিদিন টানা আঠেরো ঘণ্টা ঘুমাল গেব খাবারের সময় সে নিঃশব্দে এবং পেট পুরে খায়, মাঝেমধ্যে কাপড় বদলায়, রোবি এবং পাওলোর দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি দেয়। লেক্সির দিকে সে তাকায় না বললেই চলে।

একজন ডাক্তার ডাকা হলো। তিনি গেবকে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে একটি হেলথ চার্ট ধরিয়ে দিলেন। কোনো ঝুঁকি নিতে চাইল না বলে রোবি নিউইয়র্কে তার গডফাদার বার্নি হান্টের সঙ্গে যোগাযোগ করল, বলল তিনি যেন একবার এসে গেবকে দেখে যান।

'ও মানসিকভাবে সুস্থই আছে,' বললেন বার্নি। 'যে ট্রমার মাঝ দিয়ে ওকে যেতে হয়েছে সে হিসেবে অন্তত ও নিজেই সেরে উঠবে।'

'তবে ও একদমই কথা বলে না,' আপত্তির সুরে বলল রোবি।

'এতদিন কোথায় ছিল সে ব্যাপারে একদমই মুখ খুলতে চাইছে না। টারা কিংবা ওর বাচ্চাদের কথাও একবারও উচ্চারণ করেনি।'

'যখন প্রস্তুত হবে তখন সে নিজেই কথা বলবে। লেক্সির কী খবর? ও কেমন আছে?'

'লেক্সি ঠিকই আছে। তবে ক্রুগার-ব্রেন্টের চিন্তা সারাক্ষণ ভনভন করে মাথায়। এ আর নতুন কী? ও এখানে এসেছে একটু বিশ্রাম নিতে। এটিকে আমি শুভ লক্ষণ বলেই ধরে নিয়েছি...'

বিছানায় শুয়ে আছে লেক্সি। ঘুম আসছে না। আর দুদিন বাদে নিউইয়র্কে ফিরে যাবে ও। বাস্তবতার মাঝে। রোবির কাছে ছুটি কাটাতে এসেছিল মাথাটা পরিষ্কার করতে। এখন মনে হচ্ছে মাথায় আরও জট পাকিয়ে গেছে।

গেব বেঁচে আছে। খুব ভালো সংবাদ। তবু কেন এ বাড়িতে ওর উপস্থিতি লেক্সিকে... কী? কী করে লেক্সিকে? জানে না লেক্সি। তার সঙ্গে গেবের দেখা হয়। ভুতুড়ে দুটো জাহাজের মতো ওরা একে অপরকে পাশ কাটায়। মাঝে মাঝে লেক্সির মনে হয় গেব যেন ওকে লক্ষ করছে। যেন অপেক্ষা করছে লেক্সি তাকে কিছু বলবে। লেক্সি কী বলবে?

দুঃখিত আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব? তোমার স্ত্রী এবং সন্তানদেরকে জবাই করার কথা শুনে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। তুমি বেঁচে আছ দেখে আমি খুশি তবে তুমি আমার ভাইয়ের বাড়ি থেকে চলে গেলে আরও খুশি হব।

মাঝে মাঝে গেব কেমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে লেক্সির দিকে। *সেই সাফারির কথা ভাবছে ও? আমাকে ওজন্য দোষারোপ করছে? আমি কি ওকে দোষী বানিয়েছি?*

গেবের নিষ্ক্রিয় ভাবটার কোনো মাথামুণ্ডু খুঁজে পায় না লেক্সি। ওর জায়গায় হলে তো লেক্সি রক্ততৃষ্ণায় পাগল হয়ে উঠত। যারা তার পরিবারকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে তাদের ওপর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারত না ও। কিন্তু গেবের চেহারায় কোনো রাগ নেই। ঘৃণা নেই। এর মানে বুঝতে পারে না লেক্সি।

বেডসাইড ঘড়ি দেখল লেক্সি। ভোর চারটে। ওর মন অস্থির হয়ে আছে। ঘুম আর আজ আসবে না। বিছানা থেকে নেমে পড়ল ও, রোবির দেওয়া পুরনো পাজামার ওপর একটা ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে নিয়ে পা টিপে টিপে নেমে এলো নিচতলায়। এক গ্লাস গরম দুধ খেলে যদি কাজ হয়।

'এখানে কী করছ তুমি?'

লাফিয়ে উঠল লেক্সি।

'যীশাস, গেব। তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ।'

আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে গেব, ভোরের প্রথম ম্লান আলোয় মুখটা ভৌতিক দেখাচ্ছে।

'আমার ঘুম আসছিল না।'

'আমারও। জানো, কোলেটের জন্মের পরে আমরা দুজন একটা বছর ঘুমাতেই পরিনি। টারা এবং আমি পুলকিত হয়ে ভাবতাম রোববার সকালে দেরি করে ঘুম থেকে উঠতে কতই না মজা হবে। এখন আমি যতক্ষণ ইচ্ছা জেগে থাকতে পারি। তবে ভোর হওয়ার পরে আমি জেগে থাকি না। কক্ষনো না।'

একটু বিরতি দিল গেব। তারপর বলল, 'জানো, আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম।'

'গেব, এখন এসব কথা থাক।'

'কিন্তু তখন ভাবলাম আমি যা করেছি সে জন্য মারা গিয়ে নিজেকে কেন শাস্তি দেব? আমার প্রতিদিন রাত জেগে থাকা উচিত। প্রতিদিন। এবং ওদের মুখ দেখা উচিত। ওদের চিৎকার শোনা উচিত।'

কাঁদতে শুরু করল গেব। জায়গায় পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল লেক্সি। কী করবে বুঝতে পারছে না। তারপর সহজাত প্রবৃত্তির বশেই সে গেবকে জড়িয়ে ধরল।

'ওটা তোমার দোষ ছিল না।'

'অবশ্যই ছিল!' ফোঁপাচ্ছে গেব। 'আমারই দোষ ছিল। আমার ওখানে থাকা উচিত ছিল কিন্তু আমার যদি দেরি না হতো। ওই চাকা বদলাতে গিয়ে যদি দেরি না করতাম। ওহ গড, লেক্সি। ওদেরকে যে কী ভালোবাসতাম আমি।'

ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো ধরে ভেসে থাকতে চায়, গেবও তেমনি জড়িয়ে ধরে থাকল লেক্সিকে। তারপর হঠাৎ সে লেক্সিকে চুমু খেতে লাগল। লেক্সিও সাড়া দিল। চোখের জলের নোনতা স্বাদ পেল সে মুখে। গেব ওর মুখ চেপে ধরল লেক্সির গালে, ঘাড়ে, বুকে। যেন প্রবল হতাশার ঘোরে সে লেক্সির পোশাক ছিঁড়ে ফেলল, ওকে শুইয়ে দিল চ্যাপ্টা পাথরের শীতল মেঝেতে। যেন প্রেম করলেই গেব ওর জীবন ফিরে পাবে।

মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর জানোয়ারের মতো বেদনার্ত চিৎকার দিয়ে সে লেক্সির শরীরে প্রবেশ করল। লেক্সি ওকে টাইট করে ধরে রাখল। চোখ বুজে আছে, অনুভব করছে গেবের শরীরের যন্ত্রণাগুলো ওর দেহে প্রবাহিত হচ্ছে। লেক্সি মনে মনে বলল *ইটস অলরাইট গেব। ইটস অলরাইট মাই লাভ।*

সেদিন সকালে রোবি নিচে এসে দেখে তার বন্ধু এবং তার বোন কাউচে জড়াজড়ি করে ঘুমাচ্ছে। সে হাসল।

পাওলো একটি কাপে কফি ঢেলে নিলেন। 'তোমার জায়গায় আমি হলে আমাকে এতটা সুখী দেখাত না।' ঘুমন্ত প্রেমিকযুগলের দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'সমস্যা ওটাই।'

'কেন? তুমিই না সেদিন বললে গেবের কাউকে খুঁজে নেওয়া উচিত। ওর বেঁচে ওঠার জন্য প্রেম-ভালোবাসা দরকার।'

'হ্যাঁ, বলেছি। তাই বলে লেক্সি?'

রোবি রাগ করে বলল, 'লেক্সি হলে ক্ষতি কী? ও হয়তো ওকে স্বাভাবিক করে তুলতে পারবে। ও প্রেমে পড়লে যদি মাথা থেকে ক্রুগার-ব্রেন্টের ভূতটাকে তাড়ানো যায়।'

'আমি তোমার বোনকে ভালোবাসি, রোবি। তুমিও তা জানো। তবে প্রেমিকরা একে অন্যকে 'ফিক্স' করতে পারে না।'

রোবি বলল, '*তুমি কথাটা ভুল বললে। আমাদের ব্যাপারটা কী? আমরা তো একে অন্যকে 'ফিক্স' করেছি।*

'ওকে একটা সুযোগ দিয়েই দেখ না। ও গেবকে ভালোবাসে, জানি। আমিও এ ব্যাপারে নিশ্চিত। গেব নিখোঁজ হয়েছে শুনে যন্ত্রণায় ছটফট করেছে লেক্সি। ও ওপরে কঠিন ভাব দেখায় ভেতরে আসলে খুবই নরম।'

পাওলো কিছু বলল না।

ওদের খাতিরে সে চাইছে তার ধারণা যেন ভুল হয়।

তৃতীয় খণ্ড



ম্যানহাটান
দুই বছর পরে

গেব, লেক্সি এবং রোবি লেক্সির নিউইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে বসে তাস খেলছে।

গেবি খেলার নিয়ম বলে দিচ্ছে অন্যদেরকে। 'এ খেলাটির নাম হার্টস। এর লক্ষ্য হলো তুমি যত পারবে তোমার প্রতিপক্ষকে হার্টস দিয়ে নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা করবে, নিজে কখনো জেতার চেষ্টা করবে না। প্রতিটি হার্ট তোমার বিরুদ্ধে কাজ করবে, দশটি হরতনের মালিক হওয়া মানে মাইনাস টেন পয়েন্ট, টেক্কা পেলে মাইনাস পঁচিশ ইত্যাদি। তবে প্যাকের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক তাস হলো কুইন অব স্পেডস বা ব্ল্যাক মারিয়া। এ যদি তোমার হাতে আসে তো মাইনাস পঞ্চাশ পয়েন্ট। সবাই বুঝতে পেরেছ তো?

রোবি বলল, 'মনে হয়। এ খেলায় হারা ভালো, জেতা খারাপ। ঠিক?'

'অর্থহীন একটা খেলা,' অসন্তোষ প্রকাশ করল লেক্সি।

ওর মন ভালো নেই। ভাইয়া বাসায় বেড়াতে এলে এমনিতে ও খুবই খুশি হয়। কারণ রোবির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় খুব কম। লেক্সি এবং গেবের প্রেমের আগুন প্রজ্বলিত রাখতে ওর বেশ ভূমিকা আছে। তবে আজ রোবি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অস্থির মনটাকে শান্ত করতে পারছে না লেক্সি।

আজ সকালে সে অসহায়ের মতো লক্ষ করেছে ক্রুগার-ব্রেন্টের শেয়ারের দাম প্রায় কুড়ি শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে সে নীরবে তার জেঙ্গা কৌশল অবলম্বন করে চলেছে ক্রুগার-ব্রেন্ট সাম্রাজ্যের প্রধান অংশগুলো খণ্ডখণ্ডভাবে গোপনে, অখ্যাত কোনো কোম্পানির নামে কিনেছে। ও ভেবেছে যদি সঠিক সময়ে সঠিক খণ্ডটি সরিয়ে ফেলা যায়, পুরো প্রতিকৃতিটা হুড়মুড় করে নিজেই ভেঙে পড়ে যাবে। ম্যাক্সকে বরখাস্ত করা হবে। সে লেক্সি, বিজয়িনীর বেশে কোম্পানিতে ফিরবে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য।

কিন্তু যেমনটি ভাবা হয়েছিল তা ঘটেনি। ক্রুগার-ব্রেন্ট একটি জায়ান্ট, যেন ভিনগ্রহের মাকড়সা। একটা পা কাটলে ওখানে আরেকটা গজিয়ে উঠছে। খেলায় জিতে

যাচ্ছে ম্যাক্স। হারামজাদাটা ওকে পরাস্ত করছে।

তাস খেলার প্রথম দুই রাউন্ডে হেরে গেলেও লেক্সির মুডের কোনো হেরফের ঘটল না। 'এ হাস্যকর। এমন খেলার কথা কে কবে শুনেছে যেখানে জিততে হয় না?'

হেসে উঠল রোবি। ছোট বোনের রাগান্বিত চেহারা দেখে খুব মজা পাচ্ছে। মনে পড়ছে ছয় বছর বয়সী লেক্সির কথা যখন সাপলুডুতে হেরে গিয়ে সে এরকম রেগে উঠত। নতুন করে আবার খেলার জন্য গোঁ ধরত।

'তোমাকে আসলে জিততে হবে। তবে হেরে গিয়ে তুমি জিতবে।'

'আসলে এ খেলায় আরেকটা নিয়ম আছে,' বলল গেব। 'তোমাদেরকে আগে বলিনি কারণ এরকমটা কখনো ঘটে না। তোমরা যদি সবগুলো হরতন এবং ব্ল্যাক মারিয়া জিততে পার, বা অন্যভাবে বলতে পারি তোমরা যদি তোমাদের বিপরীত প্রতিটি পেনাল্টি কার্ড জিতে যাও তাহলে নিজেদের মাইনাস পয়েন্ট তোমরা অর্ধেক করতে পারবে কিংবা প্রতিপক্ষেরটা ডাবল করে দিতে পারবে।'

চুপ করে রইল লেক্সি। কয়েক মিনিট পরে তার খারাপ মুড বাম্পের মতো উবে গেল। গেবকে ও চুমু খেয়ে বলল, 'তাহলে এসো খেলা শুরু করি। এবারে তাহলে কে তাস বাটবে?'

সে রাতে গেব এবং লেক্সি গত কয়েক সপ্তাহ বাদে আবার মিলিত হলো। কাজের মধ্যে এমন বুঁদ হয়েছিল লেক্সি, গেবকে একটুও সময় দিতে পারেনি। তবে আজ রাতে সে সুদে-আসলে সব শোধ করে দিল। পরিতৃপ্তির মিলন শেষে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল গেব।

কিন্তু জেগে রইল লেক্সি। তার মস্তিষ্কে ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। উত্তেজনায় ঘুম আসছে না।

অবশেষে, বহু বহুদিন পরে সে ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছে। গেবই ওকে বুদ্ধিটি দিয়েছে।

আমি জানি কীভাবে ক্রুগার-ব্রেন্ট জয় করব।

এতদিন আসলে আমি ভুল খেলা খেলেছি।

লিসা জেনার, ইভ ব্ল্যাকওয়েলের চাকরানি, তার মনিবনীর লম্বা ধূসর চুলগুলো আঁচড়ে দিচ্ছে। বুড়ি আবার উলটাপালটা বকতে শুরু করেছে।

'রোরি আমাকে ভালোবাসত। আমাকে বিয়েও করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওই লোকটা আমার সঙ্গে চাতুরী করে। অপেক্ষা করছিল আমি কখন অসহায় এবং অচেতন হয়ে পড়ব। তারপর এ কাণ্ডটা করে।' হঠাৎ তার শিরা জেগে ওঠা হাত বুলাল মুখে, ক্ষতগুলোয় আঙুল দিয়ে খোঁচা মারল।

'কোন লোকটা? ম্যাডাম?' লিসা মাত্র মাসখানেক হলো মিস ব্ল্যাকওয়েলের বাড়িতে

কাজ করতে এসেছে। তবে মহিলার বদমেজাজের সঙ্গে সে ইতোমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

'আমার স্বামী ছাড়া আর কে?' খেঁকিয়ে উঠল ইভ। 'ম্যাক্স'

'আপনার স্বামী মারা গেছেন, ম্যাডাম। অনেক দিন আগে অ্যাক্সিডেন্টে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ম্যাক্স আপনার ছেলে।'

ভুরু কোঁচকাল ইভ। 'ম্যাক্স আমার ছেলে? আমার ছেলে? আমার ছেলে একটা নির্বোধ। সে ক্রুগার-ব্রেন্টকে ধ্বংস করছে। সে তার বাপের মতোই দুর্বল।'

লিসা জেনার ইভের চুলগুলো উঁচু করে খোঁপা বেঁধে তাতে হাতির দাঁতের পিন লাগিয়ে দিল। তারপর মনিবনীর মুখ ঢেকে দিল ঘোমটায়।

'কাজ শেষ,' খুশি খুশি গলায় বলল সে। 'ম্যাক্স আপনার জন্য ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছে ড. পেমব্রোকের সঙ্গে। আমি কি আপনাকে ওখানে নিয়ে যাব?'

'না!' আতঙ্কে উচ্চকিত শোনাল ইভের কণ্ঠ। 'আমার মুখ। আমার মুখ ওকে স্পর্শ করতে দেব না। ও ডাক্তার নয়। ও একটা ম্যানিয়াক।'

'ঠিক আছে, লিসা। আমি দেখছি।'

অ্যানাবেল আজ জোর করে এসেছে ম্যাক্সের সঙ্গে। গতবার ম্যাক্স তার মায়ের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরেছিল বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে, প্রায় নার্ভাস ব্রেকডাউনের দশা হয়েছিল তার। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি চায় না বলেই অ্যানাবেল স্বামীর সঙ্গে এসেছে।

'আসুন, ইভ। ড. পেমব্রোক আপনাকে ব্যথা দেওয়ার জন্য আসেননি।'

'কে তুমি?'

'আমি অ্যানাবেল, ইভ। ম্যাক্সের স্ত্রী। ম্যাক্স এবং আমি এসেছি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে। আপনার জন্য আপনার প্রিয় স্মোকড চিজ নিয়ে এসেছি।'

'ও ভালো ব্রিডার, ম্যাক্সের স্ত্রী,' স্খলিত পদক্ষেপে সিধে হলো ইভ। 'ম্যাক্সের উচিত ওকে দ্রুত বিয়ে করে ফেলা। ক্রুগার-ব্রেন্টের একজন উত্তরাধিকার দরকার।'

ক্রুগার-ব্রেন্ট। শব্দ দুটিকে যে কী ঘৃণা করে অ্যানাবেল। ক্রুগার-ব্রেন্টের প্রচণ্ড চাপে ম্যাক্সের মানসিক ভারসাম্য হারানোর দশা। তার মা আশা করছে ম্যাক্স একটা জাদুর কাঠি ঘোরালে আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্ত লোকসান পূরণ হয়ে যাবে। মার্কেটের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে মহিলার কোনো ধারণাই নেই। অবশ্য ধারণা থাকবেই বা কী করে? এ তো নিজের নামই মনে রাখতে পারে না।

পা টেনে টেনে ড্রইংরুমে ঢুকল ইভ। বয়স ইভ ব্ল্যাকওয়েলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি, তাকে অকস্মাৎ ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তার মেরুদণ্ড হঠাৎ করে বাঁকা হতে শুরু করেছে। হাতে বিশ্রীভাবে ফুটে উঠেছে নীল নীল শিরা। মসৃণ চামড়ায় কালো কালো দাগ। তবে এসব পরিবর্তনে ম্যাক্সের কিছু যায় আসে না। তার চোখে তার মা এখনও অপূর্ব সুন্দরী।

সে মার দিকে এগিয়ে গেল চুমু খেতে। তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল ইভ।

'আমি জানি তুমি কী করেছ,' হিসিয়ে উঠল সে। 'আমি সবাইকে বলে দেব। তখন তোমার কপালে দুর্ভোগ আছে।'

অ্যানাবেল লক্ষ করল এ কথা শুনে ম্যাক্স কেমন গুটিয়ে গেল। ও ওর মাকে এত ভয় পায় কেন? মহিলা কোন্ শক্তি দিয়ে ওকে বশ করে রেখেছে?

'যথেষ্ট হয়েছে, ইভ,' বলল অ্যানাবেল। 'আপনার মাথার আসলে ঠিক নেই।'

ডাক্তার ইভের রক্তচাপ মাপছেন, ম্যাক্স লিসা জেনারকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল।

'মা কি সব সময় এরকমই করে নাকি আমাকে দেখলেই তার পাগলামি বেড়ে যায়?'

'এজন্য নিজেকে দোষ দেবেন না, স্যার।' বলল চাকরানি। 'উনি এমনিতে প্রচুর লেখালেখি করেন। লিখতে বসলে মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে।'

'লেখালেখি করে? কী লেখে?'

'তা আমি জানি না। হয়তো হাবিজাবি কিছু। আমাকে দেখতে দেন না। লেখাগুলো ডেস্কের ড্রয়ারে তালা মেরে রাখেন।'

পরে অ্যানাবেলকে লিসার কথা বলল ম্যাক্স। 'আমি কি ড্রয়ার খুলে দেখব মা কী লিখছে?'

'না,' দৃঢ় গলায় বলল অ্যানাবেল। 'তোমার মা বুড়ো হতে পারেন, পাগল হতে পারেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়ে হাত দেওয়া ঠিক হবে না।'

যদিও শাশুড়ির ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে ভাবতে বয়েই গেছে অ্যানাবেল ওয়েবস্টারের। সে শুধু তার স্বামীকে নিয়েই ভাবে। *ঈশ্বর জানেন বুড়ি কোন্ বিষ ঢেলে রেখেছে কাগজে। বুড়ি মরে গেলেই আমি ড্রয়ার খুলে ওসব কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলব।'*



'লেক্সি আজ আবার দেরি করে বাড়ি ফিরেছে।

নিজের হতাশা গোপন করতে পারল না গেব। 'আমি তোমার জন্য ডিনার রেডি করেছি। দুই ঘণ্টা আগে। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'কাজে।' দেরি করে বাসায় ফিরলে এ জবাবটাই দেয় লেক্সি এবং বেশিরভাগ সময় তিরিক্ষি হয়ে থাকে। 'তুমি তোমার অ্যাম্বিশন হারিয়ে ফেলেছ বলে আমারটাকেও হারাতে হবে এমন কোনো কথা নেই।'

ব্যথায় কুঁচকে গেল গেবের মুখ। অথচ লেক্সির সঙ্গে বেশি সময় কাটানোর লোভে সে ফিনিক্সের অফিসে আর আগের মতো সময় দিচ্ছে না। গেবের আশা লেক্সির পেছনে লেগে থাকলে একদিন সে ওকে বিয়ে করতে রাজি হবে এবং দুজনে মিলে শুরু করবে সংসার। কিন্তু প্রসঙ্গ তুললেই হয় প্রশ্নটি এড়িয়ে যায় লেক্সি কিংবা চুপ করে থাকে।

'মিথ্যা বললে তুমি। আমি অফিসে ফোন করেছিলাম। তুমি অনেক আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে।'

'ওহ্, তুমি তাহলে ইদানীং আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছ?'

'গোয়েন্দাগিরি করছি না। তোমার ফিরতে দেরি হচ্ছিল। আমার চিন্তা হচ্ছিল।'

'আমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী, গেব। এতই যখন জোর করছ তাহলে বলি আমি একটা বিজনেস মিটিংয়ে ছিলাম।'

'কার সঙ্গে?'

'তা দিয়ে তোমার দরকার কী?'

দুপদাপ পা ফেলে বেডরুমে ঢুকল লেক্সি, দুড়ুম করে আটকে দিল দরজা। কাপড় ছাড়তে ছাড়তে মাথা ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করল।

আমি এসব কেন করছি? কেন ওকে দূরে ঠেলে দিচ্ছি?

লেক্সি গেবকে খুবই ভালোবাসে। কিন্তু ওর ওপর মানসিক চাপটা দিনদিন বেড়েই চলেছে। জীবনের সবচেয়ে বড় লড়াইটির জন্য ও প্রস্তুতি নিচ্ছে– ক্রুগার-ব্রেন্টের ওপর কর্তৃত্ব করার লড়াই– এবং এ কথা ও গেব কিংবা অন্য কাউকে বলতে পারছে না। এতবড় ঝুঁকি ও কোনোদিন নেয়নি। ব্যর্থ হলে সবকিছু হারাতে হবে লেক্সিকে।

ধনসম্পদ, নিজের কোম্পানি এবং সম্ভবত স্বাধীনতাও।

সত্যি বলতে কী আরেকটা নিয়ম আছে। তোমাদেরকে এটার কথা বলিনি কারণ এরকমটি কখনো ঘটে না...

তোমাকে আসলে জিততে হবে। হেরে গিয়ে জিতবে।

যদি এমন হয় ক্রুগার-ব্রেন্টকে জিতল লেক্সি কিন্তু হারাতে হলো গেবকে?

মাথা থেকে চিন্তাটা দূর করে দিল ও। ওকে খেলায় জিততে হবে। হবেই। একবার ক্রুগার ব্রেন্ট হাতের মুঠোয় চলে এলে, ম্যাক্সের ওপর প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হলে তখন ও গেবের ব্যাপারটি সামলে নেবে। ও তো আর কোথাও যাচ্ছে না।

সিঙ্গাপুরে একটি লোনের পেমেন্ট শোধ করতে ব্যর্থ হলো ক্রুগার-ব্রেন্ট। ব্যাংক কোম্পানির একটি বন্ধকি সম্পত্তি দখল করে নিল। টাকার অঙ্কটি এতই ক্ষুদ্র, ম্যাক্স ঘটনাটি জানতে পর্যন্ত পারল না। সিঙ্গাপুরিয়ান মিডল ম্যানেজারকে বরখাস্ত করা হলো চাকরি থেকে। ক্রুগার-ব্রেন্ট রিফাইন্যান্স করল। গল্পের অবসান ঘটল।

কয়েক সপ্তাহ পরে জার্মানিতেও একই ঘটনা ঘটল। সেখানেও ব্যাংকের দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ক্রুগার-ব্রেন্টের একটি বন্ধকি জমি হাতছাড়া হয়ে গেল। এখানেও অর্থের পরিমাণ খুব একটা উল্লেখযোগ্য ছিল না।

তবে লেক্সি দুটি ঘটনারই নোট রেখে দিল।

ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের অর্থ ও বাণিজ্য বিষয়ক সাংবাদিক ক্যারেন লোমাক্স একটি ফোন কল পেল। কথা বলা শেষ করে সে তার সহকর্মী ডেনিয়েল ব্রিনের দিকে ফিরল।

'অ্যাই জ্যাক। তুমি ক্রুগার-ব্রেন্টের ক্রেডিট সমস্যা নিয়ে কোনো কথা শুনেছ?'

'এক মহিলা মাত্রই ফোন করল। বলল এশিয়ার ব্যাড লোনগুলোর ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিতে। এর মধ্যে কোনো গল্প পেয়েও যেতে পারি, কী বলো?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডেনিয়েল ব্রিন। 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই। পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।'

ফাইল খুলল গেব, ছবিগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছে।

'ও তাহলে কারও সঙ্গে প্রেম করছে না?'

মাথা নাড়ল শখের গোয়েন্দা। 'যেসব প্রমাণপত্র আমি পেয়েছি তাতে আমার মনে হয় না উনি এসবের সঙ্গে জড়িত।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল গেব।

'তবে...'

মুখ তুলে চাইল গেব।

'একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার চোখে পড়েছে।'

'কী অস্বাভাবিক ব্যাপার?'

'অর্থনৈতিক। লিখিত ডকুমেন্টের বারো নম্বর পৃষ্ঠায় চলে যান। ওখানে সব বিস্তারিত আছে।'

গেব পাতা উলটে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় চলে এলো। ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করল।

লেক্সির সঙ্গে গেবের প্রেমের প্রথম কয়েকটি সপ্তাহ স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল।

পরিবারের ওই ঘটনার পরে গেব বিশ্বাসই করত না সে আবার কারও প্রেমে পড়তে পারবে। বিশেষ করে ক্ষতগুলো যখন কাঁচা, দগদগে। তবে আফ্রিকায়, রোবির বাড়িতে সেই আশ্চর্য প্রথম সপ্তাহগুলোতে লেক্সি ওর মৃত হৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার করেছিল। গেব যখন দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠত, ঘেমে জবজবে শরীর, টারার নাম ধরে চিৎকার করছে, লেক্সি তখন জড়িয়ে ধরে থাকত ও শান্ত না হওয়া পর্যন্ত। গেব তার ছেলেমেয়েদের গল্প বলত প্রায়ই, নিজের সেই ভয়ঙ্কর জন্মদিনটির কথা বারবারই স্মরণ করত যেভাবে কুকুর ফিরে যায় তার বমির কাছে। লেক্সি মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনত।

অবশেষে, অনিবার্যভাবে ওদের স্বপ্নসুখাচ্ছন্ন সময়ে হানা দেয় বাস্তব জীবন। গেব ফিনিক্সের দায়িত্ব অন্যদের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে মনোযোগ দিতে থাকে লেক্সি এবং নিজের চ্যারিটি বিষয়ক কাজকর্মের ওপর। টারার মৃত্যু গেবকে একটি জিনিস অন্তত শিখিয়েছে প্রেম এবং জীবন এতটাই মূল্যবান যে স্রেফ অফিসের ফাইলপত্রের মধ্যে ডুবে থেকে একে নষ্ট করা উচিত নয়।

তবে লেক্সির দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম। সে কাজ ছাড়া কিছু চিন্তাই করতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে *টেম্পলটন এস্টেটস*। বর্তমানে আগের চেয়ে ভালো ব্যবসা করছে এবং এর প্রধান অফিস নিউইয়র্কে। গেব ওর সঙ্গে এ শহরে চলে এসেছে। সে নিউইয়র্ককে উপভোগ করে, এ শহরের শক্তি এবং উত্তেজনা তার খুব পছন্দ। কিন্তু লেক্সির অ্যাপার্টমেন্টে নিজেকে অতিথির বেশি কিছু মনে হয় না। নতুন, যৌথ জীবন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সে ব্রিজহ্যাম্পটনে একটি চমৎকার বাড়ি কিনে ফেলল। এখানে একটু দম নেওয়ার জন্য দুজনের চমৎকার সময় কাটবে।

'বাড়িটি কেমন?' কাঠের প্যানেল দিয়ে তৈরি ঘরগুলো লেক্সিকে ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে জানতে চাইল গেব। হোয়াইট কোম্পানি থেকে কেনা চেস্টারফিল্ড কাউচ এবং লিনেন দিয়ে সাদামাটা তবে সুন্দরভাবে সাজানো প্রতিটি ঘর। 'আমি একটু নিরিবিলিতে থাকার চেষ্টা করেছি। শহরের ঝঞ্ঝাট থেকে রক্ষা পাবার জন্য এ নিবাস।'

'আ.. বেশ কিউট,' কণ্ঠে উল্লাস ফোটানোর চেষ্টা করল লেক্সি। কিন্তু মনে মনে বলল *আমি শহরের ঝঞ্ঝাট থেকে রক্ষা পেতে চাই না।*

অন্ধকার হয়ে গেল গেবের চেহারা। 'তোমার পছন্দ হয়নি, না?'

'আরে না! খুব পছন্দ হয়েছে। আসলে... কবে থেকে আমরা এ বাড়ি ব্যবহার করব?'

'সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে।'

'আমি সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও কাজ করি, বেবি।'

লেক্সি শুধু সাপ্তাহিক ছুটির দিনেই কাজ করে না। সে খুব ভোরে উঠে কাজ শুরু করে, অনেক রাত অব্দি কাজ চালিয়ে যায়। সে থ্যাংকসগিভিং ডে, শ্রমিক দিবসেও ব্যস্ত থাকে কাজে। গেব জানত না লেক্সি দক্ষিণ আফ্রিকায় তার ভাইয়ের কাছে যে বেড়াতে গিয়েছিল সেটা ছিল গত পাঁচ বছর একটানা কাজ করার পরে জীবনের প্রথম ছুটি।

লেক্সি ঘুমের মধ্যেও কাজের কথা বলে। ক্রুগার-ব্রেন্ট, ম্যাক্স এবং তার প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প নিয়ে আবোল-তাবোল বকতে থাকে। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে বলে সে খুবই উদ্বিগ্ন। কিন্তু গেব যখন তাকে জিজ্ঞেস করে কীসের সময়? লেক্সি ভান করে যেন প্রশ্নটি বুঝতেই পারেনি। কিছুদিন আগে, টেম্পলটন এস্টেটসে লেক্সির ডান হাত ডেভিড টেনান্ট যখন গেবকে বলেছিল কোম্পানি সমস্যার মাঝ দিয়ে যাচ্ছে, চমকে গিয়েছিল ও।

'লেক্সি তার অ্যাসেটগুলো খুব দ্রুত লিকুইডেট করছে। ওই অখ্যাত হোল্ডিং কোম্পানিগুলোতে টাকা ঢালা হচ্ছে। তারপর ফুঃ! টাকার আর কোনো হদিস মিলছে না।'

গেব লেক্সির কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে সে হেসেই উড়িয়ে দেয়। বলে ডেভিড নাকি অতিরঞ্জন করছে। ব্যস, তারপর আর এ নিয়ে লেক্সির মুখ থেকে একটি কথাও বের করা যায়নি।

সম্প্রতি লেক্সির সঙ্গে বিয়ে, সন্তান, নিজেদের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেছে গেব।

'আমি সন্তান নিতে পারব না, গেব। আমি তোমাকে আগেই বলেছি।'

'নিতে পারবে না নাকি নিতে চাইছ না?'

শুনে ক্ষেপে যায় লেক্সি।

'ঠিক আছে। নিতে চাইছি না। এতে এমন কী পার্থক্য হলো?'

'অনেক পার্থক্য আছে! সন্তান নেবে না কেন তুমি? কীসের ভয় তোমার।'

'আমার কিছুর ভয় নেই। আমাকে এসব কথা বলে কেন বিব্রত করছ? তুমি আমার সঙ্গে বেশি বেশি সময় কাটাতে চাও। কিন্তু সময় কাটাতে এলে এমন সব কথা বল মেজাজটাই খারাপ হয়ে যায়।'

শখের গোয়েন্দা ভাড়া করার বুদ্ধিটা অনেক পরে মাথায় আসে। কারণ গেব আর সহ্য করতে পারছিল না। ওর জানতেই হবে লেক্সি কী গোপন করছে। ও লেক্সিকে ভালোবাসে। সে একা একা বাসায় বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত। অথচ ওই সময় ঈশ্বর জানেন কোন্ বিরতিহীন বিজনেস ট্রিপে ব্যস্ত মেয়েটা। গেবের মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল সে লেক্সির প্রেমিক নয়, শয্যাসঙ্গী মাত্র। তখন ওর মাথায় চিন্তাটা আসে।

ও কি অন্য কাউকে খুঁজে পেয়েছে?



'ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে পারলাম না,' ফাইলটা শখের গোয়েন্দার কাছে ফিরিয়ে দিল গেব। লোকটা মোটাসোটা, পাঁড় মাতালের মতো টুকটুকে লাল গাল, ভুঁড়িটা এতই বড় কাউচে বসা অবস্থায় প্রায় হাঁটুর কাছে গিয়ে ঠেকেছে।

'মিস টেম্পলটন আপনার চ্যারিটির ট্রাস্টি?'

'হুঁ।'

'ওনাকে আর্থিক লেনদেনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে?'

'হাঁ। তবে ওটা স্রেফ একটা ফরমালিটি। আমরা লেক্সির সেলিব্রিটি ইমেজটাকে চ্যারিটির কাজে ব্যবহার করি। এতে চাঁদা তুলতে সুবিধে হয়। সে প্রতিষ্ঠানের রেগুলার কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত নয়।'

'তবে উনি চ্যারিটির অ্যাকাউন্ট থেকে বেশ বড় অঙ্কের টাকা তুলে নিয়েছেন।'

গোয়েন্দা জ্যাকেটের পকেট থেকে লাল একটি কলম বের করল। টাকার অঙ্ক এবং কবে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে সেগুলোতে লাল বৃত্ত এঁকে কাগজগুলো গেবকে দিল। গেব ওদিকে অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মতো তাকিয়ে থাকল।

'আপনি নিশ্চিত জানেন লেক্সি এই টাকাগুলো তুলেছে?'

'জি, স্যার।'

ও আমার টাকা চুরি করেছে? চ্যারিটি থেকে? কিন্তু এর তো কোনো কারণই খুঁজে পাচ্ছি না।

'আপনি কী জানেন কেন?'

'না, স্যার। এখনও জানি না। তবে আপনার ফিয়াসেঁ টাকা হাতে এলেই জাদুকর ডেভিড ব্লেইন হয়ে ওঠেন। সমস্ত টাকা ভ্যানিশ হয়ে যায়। তাঁকে ঘিরে থাকা পেপার ট্রেইল বড্ড জটিল, পেনিট্রেট করা মুশকিল।'

গেব চেকবুক বের করল। টাকার একটা অঙ্ক লিখল। তারপর চেকটি ছিঁড়ে নিয়ে গোয়েন্দাকে দিল। মোটুর চক্ষুজোড়া যেন কোঠর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল।

'পেনিট্রেট করুন।'

'জি, স্যার। অবশ্যই করব, স্যার। ধন্যবাদ, স্যার।'

গেবের ব্রিজ হ্যাম্পটন বিচ হাউজের ড্রাইভওয়ে দিয়ে নাচতে নাচতে হেঁটে চলল শখের গোয়েন্দা। হাতে পবিত্র কবচের মতো ধরে রেখেছে চেক।

সে লেক্সি টেম্পলটনের বহু ছবি দেখেছে। অমন সুন্দরী একটি মেয়ে যে কাউকেই ইচ্ছে করলে বিছানায় নিতে পারে। কিন্তু সাদাচুলের এই বুড়োটির মধ্যে সে কী মধু দেখেছে কে জানে!

ম্যাকগ্রেগর হয়তো ভাবছে তার প্রেমিকা নিজেই যথেষ্ট ধনী বলে অন্য কারো দিকে নজর দেবে না। এমন কথা ভাবলে লোকটা নির্বোধ ছাড়া কিছু নয়।

সে কি জানে না ধনী মালিকদেরই বেশি টাকার লোভ থাকে?

শুক্রবার সকাল। ম্যাক্স ক্রুগার-ব্রেন্টে, নিজের অফিসে বসে ডেস্কে রাখা ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। তার দুই বাচ্চা জর্জ এবং এডোয়ার্ডের ছবি। দুজনেই এবারে পাঁচে পা দিল। রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো দুই সন্তানের অসংখ্য ছবি আছে তার অফিস জুড়ে। ওরা হাতে হাত ধরে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছে। অ্যানাবেলের ছবিও আছে। আর তরুণী বয়সের ইভের ছবি। তবে ম্যাক্স শুধু মুগ্ধ হয়ে তার ছেলেদের ছবি দেখে। ওদের নিষ্পাপ চেহারার অভিব্যক্তি সূর্যের আলোর মতো যেন ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে।

শৈশব তো এমনই হওয়া উচিত। হাসিখুশি। বিশুদ্ধ।

এমন সময় ঝড়ের মতো অগাস্ট স্যান্ডফোর্ডের প্রবেশ।

'শেয়ারের মূল্য দেখেছ তুমি? এসব কী ঘটছে?'

বয়স পেয়েছে অগাস্ট স্যান্ডফোর্ডকেও। এক সময়ের ঘন, চেস্টনাট চুল পাতলা হয়ে এসেছে, মধ্যবয়সীদের টাক পড়ে গেছে। পেশিবহুল শরীরে বহু আগে থেকেই চর্বির আধিক্য। কাগজে-কলমে ক্রুগার-ব্রেন্ট তাকে ধনী মানুষে পরিণত করেছে। তবে আজ সকালেই অগাস্ট দেখেছে ওই কাগজের মূল্য প্রায় পনেরো শতাংশ নেমে গেছে। স্ত্রী, তিন সন্তান এবং খাইখাই স্বভাবের রক্ষিতাকে নিয়ে অগাস্টের রক্তচাপ সবসময় 'হাই' হয়ে থাকে। এ মুহূর্তে সে বেদম ঘামছে।

ম্যাক্স পিসি দেখল। *সর্বনাশ!*

চিৎকার করছে অগাস্ট। 'কোন হারামজাদা আমাদের বারোটা বাজাচ্ছে।'

তাই ঘটছে। কেউ ক্রুগার-ব্রেন্টের স্টক বিপুল পরিমাণে কিনে নিয়ে ডিসকাউন্টে বিক্রি করে দিচ্ছে। ফলে সাঁ সাঁ করে নেমে যাচ্ছে শেয়ারের মূল্য।

'ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল প্রথম এ নিয়ে লেখালেখি শুরু করে। ওই সাংবাদিক মাগি বলছে আমরা নাকি বিপুল ক্রেডিট রিস্কের মধ্যে রয়েছি। মাত্র দুটো ছোট লোন শোধ করা হয়নি আর তাতেই গোটা মার্কেট আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠল! ওই বেটি সিংগাপুরের ঘটনাটা জানল কী করে?'

'আমি জানি না।'

'কিন্তু তোমার জানা উচিত ছিল। তুমি এ কোম্পানি চালাচ্ছ, ম্যাক্স। ছেঁড়া কনডমের মতো খারাপ খবরগুলো আমরা বের করে দিচ্ছি আর তুমি তোমার পোঁদের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে তোমার হাতির দাঁতের প্রাসাদে বসে আছ?'

ম্যাক্সের মাথা দপদপ করতে লাগল। চোখ বুজল সে। চোখ খুলে দেখে চলে গেছে অগাস্ট। *থ্যাংক গড।* তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এক বুড়ো। কাঠের ছড়িতে ভর করে আছে সে, মসৃণ হাতে ধরে রেখেছে হাতল।

'আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি?'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। 'না। আমাকে আর কেউ সাহায্য করতে পারবে না। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

লোকটার গলার স্বর কেমন চেনাচেনা লাগছে। তার করুণ সুর শুনলে বুকটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে। 'কীসের দেরি হয়ে গেছে, স্যার?' সদয় গলায় জানতে চাইল ম্যাক্স। 'হয়তো আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারব।'

'সবকিছুর জন্যেই দেরি হয়ে গেছে। তুমি দেখতেই পাচ্ছ আমি মৃত। আমার ছেলে আমাকে হত্যা করেছে।'

বুড়োর নাক-মুখ দিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত, বিশ্রী তরল বেরতে শুরু করল।

'তুমি কাজটা কেন করলে, ম্যাক্স? তোমাকে আমি কত ভালোবাসতাম।

কিথ?

ভয়ানক কুৎসিত দুর্গন্ধে ভরে গেল ম্যাক্সের অফিস। ওর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। পড়ে যাচ্ছিল, খামচে ধরল টেবিলের কোণা।

'বেরিয়ে যাও! তুমি তো মারা গেছ! বেরিয়ে যাও এবং আমাকে একা থাকতে দাও!'

'ম্যাক্স?'

'বললাম না বেরিয়ে যেতে?'

ম্যাক্সের কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড।

'ম্যাক্স! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তুমি ঠিক আছ তো? ম্যাক্স?'

'ওহ গড, আমি ওকে হত্যা করেছি!'

'কাকে হত্যা করেছ?'

ধীরে ধীরে দুঃস্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে এলো ম্যাক্স। আতঙ্ক দূর হয়ে গেল। *আমি আমার অফিসে আছি। অগাস্ট এখানে আছে। আমি স্রেফ একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।*

'দুঃখিত,' অগাস্ট স্যান্ডফোর্ডের দিকে তাকিয়ে দুর্বল হাসল ম্যাক্স। 'কাজের প্রচণ্ড চাপে মাথাটা মাঝে মাঝে আউলা-ঝাউলা হয়ে যায়। আমি এখন ঠিক আছি।'

ম্যাক্স জোর করে কম্পিউটারের পর্দায় চোখ ফেরাল। আসল দুঃস্বপ্ন তো এখানে। কিন্তু কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিল অগাস্ট।

'তুমি একটা বোর্ড মিটিং ডাকো। এক্ষুনি। কে আমাদের স্টক শর্ট-সেলিং করছে এবং কেন সেটা খুঁজে বের করতে হবে। এটা যদি ক্রেডিট রিউমার হয় তা নিয়ে বিবৃতি

দেওয়া যাবে। তবে খুব দ্রুত কাজে নামতে হবে আমাদের।'

লম্বা কদমে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড। দরজার দিকে অপলক তাকিয়ে রইল ম্যাক্স, যেন প্রত্যাশা করছে ওখানে আবার উদয় হবে তার প্রেত পিতা।

ম্যাক্স ডেস্কের বাযার টিপল।

'বোর্ডকে বলো আমি জরুরি মিটিং ডেকেছি।'

ওর কম্পিউটারের পর্দায় জ্বলজ্বল করছে কয়েকটি সংখ্যা।

পনেরো শতাংশ নেমে গেছে।

ষোল শতাংশ...

'পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি সবাইকে ওই টেবিলে দেখতে চাই।



লেক্সি টেম্পলটন এস্টেটসে ওর টেবিল খালি করছে, এমন সময় খোলা দরজায় নক করল ডেভিড টেনান্ট।

'ভেতরে এসো,' ওর দিকে তাকিয়ে আন্তরিক হাসি উপহার দিল লেক্সি। ডেভিড ফিরিয়ে দিল না হাসি। গম্ভীর হয়ে আছে।

'আমি তোমাকে এ জিনিসটি দিতে এসেছি,' মুখ বন্ধ একটি সাদা খাম লেক্সিকে ধরিয়ে দিল সে।

মজা করল লেক্সি, 'তোমার চেহারা দেখে অনুমান করছি এটি কোনো ক্রিসমাস কার্ড নয়।'

'না। এটা আমার পদত্যাগপত্র।'

বিস্মিত দেখাল লেক্সিকে। 'আর ইউ সিরিয়াস?'

'ভীষণ সিরিয়াস। আমি ভেবেছিলাম আমরা পার্টনার, লেক্সি। কিন্তু পার্টনাররা একে অপরের কাছে মিথ্যা কথা বলে না।'

'ডেভিড! আমি কোনো মিথ্যা কথা বলিনি।'

অবিশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়ল ডেভিড টেনান্ট। 'মিথ্যা বলনি? তুমি মাসের পর মাস ধরে শুধু মিথ্যাই বলে গেছ। লেক্সি, তুমি নির্দয়ের মতো কোম্পানির ব্যালান্সশিট লুট করেছ, যদিও কথা দিয়েছিলে এ কাজ করবে না। আমাদের ব্যবসার রিজার্ভ এতই নিচে নেমে গেছে হটডগ কিনে খাওয়ার পয়সাও নেই। তুমি আমাকে কিংবা আমাদের কাউকে বলোনি তুমি কী কিনছ।'

'আমি কিছু কিনিনি,' নিষ্ঠার সুরে বলল লেক্সি। 'তবে একথা ঠিক একসময় আমি বিজনেস অ্যাকুয়ার করছিলাম।'

'ক্রুগার-ব্রেন্ট থেকে।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল লেক্সি। 'তবে সেটিও কয়েক বছর আগেই বন্ধ করে দিয়েছি।'

'আচ্ছা। তাহলে টাকাগুলো কোথায় গেল, লেক্সি?'

টেবিল থেকে পিতলের একটি পেপারওয়েট তুলে নিয়ে গভীর মনোযোগে ওটা দেখতে লাগল লেক্সি। কথা বলার সময় ডেভিড টেনান্টের দিকে তাকাল না।

'দুঃখিত, সেকথা আমি তোমাকে বলতে পারব না।'

চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল ডেভিড টেনান্ট।

'দাঁড়াও। প্লিজ, ডেভিড। আমাকে বিশ্বাস করো। টেম্পলটন থেকে যে টাকা আমি ধার নিয়েছি তা শোধ করা হবে। সুদসহ। আমি বর্তমানে যে কাজটি করছি তা থেকে কোটি কোটি টাকা আসবে।'

'যদি না আসে?'

'আসবেই। তবে খারাপ কিছু ঘটলেও আমি টেম্পলটনকে রিফাইন্যান্স করতে পারব।'

'কীভাবে?'

ঘাড় সোজা করে ডেভিডের দিকে তাকাল লেক্সি। 'আমার ক্রুগার-ব্রেন্ট স্টকের বিপরীতে ধার নিয়ে।'

'লেক্সি, তুমি আজ সকালের মার্কেটে চোখ বুলিয়েছ? ক্রুগার-ব্রেন্টের স্টক এখন ফ্রিফলের দশায় আছে।'

'ফ্রিফল' মানে? 'মার্কেট প্রাইস কমে গেছে নাকি?' নিজের উত্তেজনা গোপন করে কম্পিউটার অন করল লেক্সি। *ঘটনা তাহলে ঘটতে শুরু করেছে।*

'প্রাইস শুধু কমেনি, তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ভয়ানক কাণ্ড ঘটছে ও কোম্পানিতে। ক্রুগার-ব্রেন্টের শেয়ার লোকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে যেন হাতে জ্যান্ত গ্রেনেড ধরে আছে। ম্যাক্স ওয়েবস্টার স্রোতের মুখ ঘুরিয়ে দিতে না পারলে সোমবার নাগাদ ওরা দেউলিয়া ঘোষিত হবে।'

লেক্সির কম্পিউটারের পর্দায় ভেসে উঠল স্টক প্রাইস। ওর হাত কাঁপতে লাগল। ডেভিড আর কিছু না বলে চলে গেল অফিস থেকে। সে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ নিজের ডেস্কে বসে রইল লেক্সি।

সোমবার নাগাদ ওরা দেউলিয়া বলে ঘোষিত হবে।

আমার পরিকল্পনা মাফিক যদি কাজ না হয় তাহলে আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটিকে ধ্বংস করে ফেলেছি।

ঘণ্টাখানেক বাদে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে হ্যাম্পটনসের উদ্দেশ্যে চলল লেক্সি। অনেকদিন হলো গেবের সঙ্গে দেখা করে না। ডায়েরিতে আজ দেখা করার কথা লেখা। তাই ক্যান্সেল করেনি ও। স্বাভাবিক আচরণ করবে লেক্সি। এমন ভাব করবে যেন কিছুই ঘটেনি।

গেব দেখল শুঁড়কি বিছানো ড্রাইভওয়েতে লেক্সির অ্যাশটন মার্টিন ডিবি-৭ গাড়িটি ঢুকল। নিজেদের বেডরুম থেকে লক্ষ করছে ও গাড়ি থেকে নামল লেক্সি।

আমাদের বেডরুম। এটা স্রেফ একটা মশকরা। সারা বছরে ছয়টি রাতও এখানে লেক্সি কাটিয়েছে কিনা সন্দেহ।

বরাবরের মতো এবারেও লেক্সিকে দেখে মুগ্ধ হলো গেব। পরনে সাদামাটা ধূসর উলের বিজনেস সুট এবং ক্রিম সিল্ক ব্লাউজ, সোনালি চুলগুলো পনিটেল করে বাঁধা। তবু ও নক্ষত্রের চেয়েও বেশি জ্বলজ্বলে। লেক্সিকে হারানোর কথা চিন্তাই করতে পারে না গেব। টাকাটা নেওয়ার কোনো ব্যাখ্যা নিশ্চয় দেবে লেক্সি? কেন এত লুকোচুরি, মিথ্যাচার এর ব্যাখ্যা পাবে এমন ক্ষীণ আশা নিয়ে নিচতলায় নেমে এলো সে।

এন্ট্রাস হলে উইকএন্ড ব্যাগটি রেখে ওকে জড়িয়ে ধরল লেক্সি। গেব দেখল কাঁদছে ও। অনুতাপের কান্না? অপরাধবোধ?

'কী হয়েছে?'

গেবের পেছন পেছন বসার ঘরে ঢুকল লেক্সি। ধপ করে বসে পড়ল সাদা কাউচে। ওখানে খানিক আগে মোটু গোয়েন্দাটা বসে ছিল।

'তুমি কি আমাকে কিছু বলবে?'

প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আছে লেক্সি। জীবনের সবচেয়ে বড় জুয়াটি সে খেলছে। গেবকে এর কথা বলে কিছুটা হালকা হতে চাইছিল ও। কিন্তু জানে তা পারবে না।

'বুঝতে পারছি না কোত্থেকে শুরু করব।'

লেক্সির প্রতি ফুটন্ত দুধের মতো ভালোবাসা উপচে উঠল গেবের। মেয়েটাকে এত ক্লান্ত এবং ভঙ্গুর লাগছে।

ও তাহলে সত্যি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। সবকিছু আমার কাছে স্বীকার করতে এসেছে। এখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

'টেম্পলটন এস্টেটস ডুবতে বসেছে।'

নিজের বিস্ময়টুকু গোপন করল গেব। এ কথা শুনবে বলে আশা করেনি। *এ জন্যই ও আমার চ্যারিটি থেকে টাকা চুরি করেছে? নিজের ব্যবসা চাঙা করার জন্য?*

'ডেভিড টেনান্ট আজ রিজাইন দিল। অন্যদেরকেও আমার বিদায় করে দিতে হবে।'

'আমি সরি, ডার্লিং। জানি ওই ব্যবসাটা তোমার জন্য কতটা ছিল।'

লেক্সি প্রকৃত বিস্ময়ে তাকাল গেবের দিকে।

'টেম্পলটন? ওটা আমার জন্য কিছুই ছিল না।'

এবারে বিমূঢ় হওয়ার পালা গেবের। 'কিন্তু... তুমি যে কাঁদছিলে।'

'টেম্পলটনের জন্য কাঁদিনি,' নাক সিঁটকাল লেক্সি। 'ক্রুগার-ব্রেন্টের শেয়ার প্রাইস আজ ভয়ানক হ্রাস পেয়েছে। একদম উবে গেছে। এর মানে... কোম্পানিটি শেষ হয়ে গেল।'

যেন ছোবল খেয়েছে এমন ধাক্কা লাগল গেবের।

ক্রুগার-ব্রেন্ট? ও ছাতার ক্রুগার-ব্রেন্টের জন্য কান্নাকাটি করছে?

প্রচণ্ড রাগ হলো গেবের। লেক্সির লাজশরম বলতে কি কিছু নেই? সে তার প্রেমিকের টাকা চুরি করেছে, শুধু তার কাছ থেকেই নয়, এ টাকাটা সে চুরি করেছে

হাজারও এইডস রোগীর কাছ থেকে যাদের এ অর্থ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাতেও ওর কোনো বিকার নেই। সে শুধু চিন্তা করছে তার ওই হতচ্ছাড়া কোম্পানিটাকে নিয়ে। বাবার কথা মনে পড়ল গেব। ক্রুগার-ব্রেন্ট নিয়ে হতাশায় ভুগে ভুগে তার বাপ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। *আমি অর্ধেক দুনিয়া ঘুরে এসেছি যাতে একই নিয়তির শিকার আমাকে হতে না হয়। আর এমন এক নারীর প্রেমে পড়েছি যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্রুগার-ব্রেন্টের বিষয় এবং দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে।*

গেবের রাগ খেয়াল করল না লেক্সি, আপনমনে বলেই যেতে লাগল।

'কিছু ক্রেডিট প্রবলেম হয়েছিল। বুঝিনি ব্যাপারটা এত সিরিয়াস। তবে নিশ্চয় মারাত্মক ছিল সমস্যাগুলো। হাঙরের রক্তের গন্ধ শুঁকবার মতো মার্কেট টের পেয়ে গিয়েছিল ম্যাক্সের দুর্বলতা।'

'তাতে আমার কিছু আসে যায় না,' প্রায় ফিসফিস শোনাল গেবের কণ্ঠ।

'কী?'

'বললাম এতে আমার কোনো আগ্রহ নেই!'

হঠাৎ চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল গেব। ওকে এভাবে কখনো রেগে যেতে দেখেনি লেক্সি।

'ক্রুগার-ব্রেন্ট জাহান্নামে যাক, সেসঙ্গে ম্যাক্সও। আমি শুধু জানতে চাই তুমি আমার ফাউন্ডেশন থেকে কেন টাকা চুরি করেছ?'

চুপ করে গেল লেক্সি। গেব ভাবল ও নিশ্চয় চিন্তা করছে কথাটা অস্বীকার করবে নাকি ব্যাখ্যা দেবে অথবা ক্ষমা চাইবে?

অবশেষে মুখ খুলল লেক্সি। 'আমি টাকা চুরি করিনি। ধার নিয়েছি কেবল।'

'কেন?'

আবার বিরতি। 'এখন তোমাকে সে কথা বলতে পারব না।' মাথা নিচু করল ও। 'তবে খুব জরুরি কাজে টাকাটা নিতে হয়েছিল।'

'অসুস্থ শিশুদের রেট্রো-ভাইরাল কিনে দেওয়ার চেয়েও জরুরি?'

'হ্যাঁ,' কিছু না ভেবেই জবাব দিল লেক্সি।

আতঙ্ক এবং বিতৃষ্ণা নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল গেব। মানুষের জীবন বাঁচানোর চাইতেও ওর কাছে নিজের ব্যবসাটা বড় হয়ে গেল?

গেবের হতাশ চেহারা দেখে চোখে জল এসে গেল লেক্সির।

'তুমি তোমার টাকা ফেরত পাবে, গেব। আমি যা নিয়েছি তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেব। প্রমিজ।'

'এটা টাকার বিষয় নয়,' হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরল গেব।

লেক্সি ভাবছে, *ওকে কী ক্লান্ত লাগছে। পরাজিত। আমি ওর এ কী দশা করে ফেললাম!*

'ইটস ওভার, লেক্সি। আমি তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু আমি আর এগোতে পারব না।'

লেক্সির মনে হলো ঘরের দেয়ালগুলো ওর দিকে চেপে আসছে। ওর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, *'না! ও কথা বলো না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। প্লিজ, আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না।'*

যেয়ো না!

কিন্তু ও জানে গেবকে ধরে রাখতে পারবে না। গেব ভালো মানুষ, সৎ মানুষ। স্বাভাবিক, সুখী একটি জীবন তার প্রাপ্য। লেক্সি যা করেছে তা না করে ওর উপায় ছিল না। গেব এ কথা কোনোদিনই বুঝতে পারবে না, এমনকি লেক্সি যদি ওকে বুঝিয়েও বলে। যদিও লেক্সি তা কখনোই করবে না।

শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে কাউচ ছেড়ে সিধে হলো ও, ব্যাগটা তুলে নিয়ে পা বাড়াল দরজায়।

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি, গেব। আমি দুঃখিত। তুমি তোমার টাকা ফেরত পাবে।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল গেব। দেখছে ওর গাড়িটি চলে যাচ্ছে।

গুডবাই, লেক্সি।



সোমবার সকালে যখন মার্কেট খুলল, ক্রুগার-ব্রেন্টের স্টক মূল্য ততদিনে প্রায় নব্বই শতাংশে নেমে এসেছে।

ওয়ালস্ট্রিটে ছড়িয়ে পড়ল গুজব। কেউ ক্রুগার-ব্রেন্টের ভেতরকার খবর জেনে গিয়েছিল এবং সেটি ছিল খুবই খারাপ।

সিঙ্গাপুরের ব্যাংকলোন ডিফল্ট ছিল মন্দ লোনের আইসবার্গের একটি বিন্দুমাত্র।

একটি বিরাট আকারের আর্থিক জালিয়াতি শীঘ্রি প্রকাশিত হতে চলেছে।

ফার্মের একটি 'ওয়ান্ডার ড্রাগ' ভয়ঙ্কর একটি খুনে ঔষধ হিসেবে প্রমাণিত হতে যাচ্ছে।

২০০৯ সালের ব্যাংকিং ক্রাইসিসের পরে এই প্রথম এত বড় একটি কোম্পানিকে হাটু ভেঙে হুড়মুড় করে পড়ে যেতে দেখল লোকে। তবে কয়েকজন ব্যবসায়ী ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে এলো। তারা বলল তারা কোম্পানির সম্পত্তি হস্তান্তরের ওপর বিরাট বাজি ধরেছিল। এদের একজন হেজফান্ড *সিকেআই*-এর মালিক কার্ল কোলেপ। ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল হিসাব করল এক উইকএন্ডেই কোলেপ ব্যক্তিগতভাবে ছয়শো কুড়ি মিলিয়ন ডলার কামিয়ে নিয়েছেন ক্রুগার-ব্রেন্টের দুর্দশাকে পুঁজি করে।

লেক্সি টেম্পলটন, তার বিখ্যাত পরিবারের বাকিদের মতো সব খুইয়ে ফেলল।

ম্যাক্স ওয়েবস্টার CNBC তে একটি বিবৃতি দিয়ে শেয়ারহোল্ডারদের শান্ত থাকার অনুরোধ জানাল, রুজভেল্টের বিখ্যাত উক্তি 'নাথিং টু ফিয়ার বাট ফিয়ার ইটসেলফ' উদ্ধৃত করল। লক্ষ মানুষের মতো ম্যাক্সের লাইভ ব্রডকাস্ট লেক্সিও দেখল। ম্যাক্সকে খুব অসুস্থ, অসহায় এবং ভঙ্গুর লাগছিল টিভিতে। গোটা পৃথিবীতে আগুন জ্বলছে এবং সে আগুনে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিল ম্যাক্স।

তবে ম্যাক্সের বিবৃতি শুনেও কেউ শান্ত হলো না। মঙ্গলবারের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। বিশ্বজুড়ে ক্রুগার-ব্রেন্টের লক্ষ লক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী ঘুম থেকে জেগে দেখে তাদের আর চাকরি নেই। হাজার হাজার শেয়ারহোল্ডার দেখল তাদের টাকা-পয়সা সব ধোঁয়া হয়ে উবে গেছে। আমেরিকাজুড়ে খবরের কাগজগুলোতে ছাপা হলো নিচের

হেডলাইন:

দেউলিয়া ক্রুগার-ব্রেন্ট!

মার্কিন দানব ধসে পড়ল!

এসব হট্টগোলের মাঝে খুব কম মানুষেরই চোখে পড়ল টেম্পলটন এস্টেটসের সংক্ষিপ্ত প্রেস রিলিজ ফার্মটি ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার নাগাদ প্রেসওয়ালারা লেক্সির ইন্টারভিউর জন্য তার পেছনে ছুটাছুটি বন্ধ করে দিল। ক্রুগার-ব্রেন্টের মৃত্যুতে সে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে একটি বিবৃতি দিয়ে বুঝিয়ে দিল এ ব্যাপারে তার আর কোনো বক্তব্য নেই।

ইভ ব্ল্যাকওয়েল পার্ক এভিন্যুতে তার স্বনির্বাচিত কারাগারে স্বেচ্ছাবন্দী হয়েই রইল।

ম্যাক্স ওয়েবস্টার লজ্জায় কোথায় মুখ লুকিয়েছে কেউ বলতে পারল না।

দুই সপ্তাহ পরে, উন্মাদনা অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এলে এক রাতে নিজের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে চুপিসারে বেরিয়ে এলো লেক্সি টেম্পলটন। তখন বাজে ছয়টা। বেশ কয়েকবার ট্যাক্সি বদল করে, কেউ তাকে লক্ষ করছে না সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সাতটার সময় কুইন্সের একটি অখ্যাত ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে হাজির হলো।

লোকটি তার জন্য টেবিলে বসে অপেক্ষা করছিল। বসল লেক্সি। 'সমস্ত টাকা-পয়সা ট্রান্সফার করা হয়েছে?'

'যেভাবে বলা হয়েছিল। সত্তর পার্সেন্ট তোমার, ত্রিশ পার্সেন্ট আমার। শত হলেও সবচেয়ে কর্কশ কাজগুলো আমিই করেছি।'

হাসল লেক্সি। 'ইয়াহ্, আর আমি নিয়েছিলাম সমস্ত ঝুঁকি। যে টাকা ধার করেছিলাম তার প্রতিটি পাঁইপয়সা দিয়ে আমি রিস্কটা নিয়েছি। নিজের কোম্পানি ভেঙে দিয়েছি, কাউকে কাউকে কাতর অনুরোধ করেছি, ধার করেছি, চুরি করেছি।' গেবের চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল ও। 'মার্কেটে যদি আতঙ্কের সৃষ্টি না হতো আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম।'

'কিন্তু ওরা আতঙ্কিত হয়েছিল, তাই না?' হাসল কার্ল কোলেপ।

'কেমন অনুভব করছ এখন?'

হাসি ফিরিয়ে দিল লেক্সি। 'মস্ত ধনী।'

'গুড। স্প্যাগেটির বিলটা কিন্তু তুমিই দেবে।'

ওরা ডিনার করল। মজা করল। ওরা যে কাজ করেছে তা সম্পূর্ণ অবৈধ। শর্ট সেলিং এক জিনিস। কিন্তু ভুল তথ্য দিয়ে, সাজানো ক্যাম্পেইন করে একটি কোম্পানির স্টক প্রাইস ম্যানিপুলেট করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে জালিয়াতি করতে লেক্সি তার অভ্যন্তরীণ খবরগুলো কাজে লাগিয়েছিল। সে কিংবা কার্ল ধরা পড়লে দুজনেরই অনেকদিন জেলের ঘানি টানতে হবে।

তবে আমরা ধরা পড়ব না।

এবারে লেক্সি তার সমস্ত চিহ্ন অত্যন্ত কৌশলে মুছে ফেলেছে। কার্ল কোলেপের সঙ্গে তার যোগাযোগের সমস্ত সুতো নিখুঁতভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। তাদের দুজনের কেউ একজন স্বীকার না করলে ওরা আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে।

কার্ল লেক্সিকে জিজ্ঞেস করল, 'তো, এখন তুমি কী করছ? কোথাও একটা দ্বীপ কিনে শান্তিতে বসবাস করবে?'

'আরে না। আমার অনেক কাজ আছে।'

'মানে?'

'আমি কোম্পানিটি আবার গড়ে তুলব। সমস্ত ভালো ব্যবসা কিনে নেব। গত দশ বছরে ম্যাক্স যেসব আলতুফালতু ব্যবসা কিনেছে ওগুলো বিক্রি করে দেব। আমি আমার স্কোর অর্ধেক করে নিয়েছি। এখন প্রতিপক্ষেরটা দ্বিগুণ করে দেব।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

হেসে উঠল লেক্সি। 'ও তোমার বুঝে কাজ নেই। ঠাট্টা করছিলাম।'

'একটা কথার সোজাসুজি জবাব দাও দেখি,' হতভম্ব দেখাচ্ছে কার্ল কোলেপকে। 'তুমি তোমার নিজের কোম্পানিকে দেউলিয়া করে দিয়েছ যাতে ওটাকে পুনর্নির্মাণ করতে পার?'

'আহহা। আমি হেরেছি যাতে জিততে পারি।'

'তোমাকে কি কেউ কখনো বলেছে তোমার অনেক সাহস?'

হাসল লেক্সি। 'বলেছে কয়েকজন। আর এ ব্যাপারটি আমাদের পরিবারেই রয়েছে।'



সেপ্টেম্বরের এই মনোরম সকালেও ফেলিসিটি টেনান্টের মন ভালো নেই। পাজামা পরে মেইলবক্সে গিয়েছিল চিঠিপত্র আনতে। এক পরশী ওকে দেখে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিল। প্রত্যুত্তরে কোনো সাড়া দেয়নি সে। ফেলিসিটির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ছবির মতো সুন্দর সাদা ক্ল্যাপবোর্ডের বাড়িটি যেখানে সে বিয়ের পরে কুড়িটি বছর স্বামী-সংসার নিয়ে দারুণ আনন্দে কাটিয়েছে। অন্তত গত মাস পর্যন্ত।

টেম্পলটন এস্টেটসের চাকরিটি ছেড়ে দেয়ার পর থেকে ঘরেই থাকছে ডেভিড টেনান্ট। সে এখন বাড়িটি বিক্রি করে দিয়ে কম ভাড়ায় কোথাও উঠে যাওয়ার চিন্তা করছে। এমনকি ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতেই তার আর থাকার ইচ্ছে নেই।

কিন্তু এ শহর ছেড়ে কোথাও যাবে না ফেলিসিটি।

সকালবেলার চিঠিপত্র ফেলিসিটির মেজাজ খারাপ করে দেয়। কারণ শুধু বিলের কাগজপত্রই আসতে থাকে। আজ অবশ্য বিলের চিঠি ছাড়াও সাদা রঙের একটি খাম পেল সে। কিচেনে গিয়ে বিলের কাগজপত্রসহ সাদা খামটি ডেভিডকে ধরিয়ে দিল ফেলিসিটি। 'তোমার চিঠি।'

কোনো আগ্রহ ছাড়াই খামটি খুলল ডেভিড টেনান্ট। টেম্পলটন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে তার জীবনের আকাশে যে কালো মেঘ নেমে এসেছে তা কিছুতেই দূর হচ্ছে না। খামের ভেতরে একটি চিঠি এবং চেক পেল ডেভিড। দুটিই পড়ল। দুইবার। ফেলিসিটি দেখল তার স্বামীর হাত কাঁপছে।

'কার চিঠি। কীসের চিঠি?'

কিছু না বলে চিঠিটি স্ত্রীকে দিল ডেভিড।

প্রিয় ডেভিড,

অনেক দেরিতে লিখছি বলে দুঃখিত। এবং এজন্যেও দুঃখিত যে তোমার কাছে অনেক কিছু গোপন করে গিয়েছিলাম আমি। আশা করি এ চেকটি আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে।

তোমার বন্ধু লেক্সি।

'হুঁ,' চিঠি পড়ে খুব একটা প্রীত দেখাল না ফেলিসিটি টেনান্টকে। 'মেয়েটা

অপরাধবোধে ভুগছে, তাই না? ও আমাদের সঙ্গে যে আচরণ করেছে তারপর আবার তোমার বন্ধু' কথাটি লিখতে লজ্জা করল না?'

নিরবে স্ত্রী চেকটি দিল ডেভিডকে।

চেকে টাকার অঙ্কটা দেখে মাথা ঘুরে গেল ফেলিসিটির। পড়ে যাচ্ছিল, টেবিলের কিনার ধরে সামলে নিল।

লেক্সি ওদেরকে পনের মিলিয়ন ডলারের চেক পাঠিয়েছে।

বসকে অফিসে ঢুকতে দেখে তার দিকে তাকিয়ে হাসল ইয়াসমিন রস।

'মনিং মি. এম। মেইলগুলো আপনার ডেস্কে আছে। কেকের পাশে। আমি সকালের মিটিংটা একটু পিছিয়ে দিয়েছি যাতে আপনি কিছু খেয়ে নিতে পারেন।'

কৃতজ্ঞচিত্তে হাসল গেব। 'তুমি সত্যি খুব ভালো।'

বেচারা! কাঁধ কুঁজো করে, মাথা নিচু করে গেবকে নিজের অফিসে ঢুকতে দেখে খুব মায়া লাগল ইয়াসমিনের। গেবের হাসি তাকে বা চ্যারিটি অফিসের কাউকে ভোলাতে পারবে না। লেক্সি টেম্পলটনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পরে গেবের জীবন থেকে পাংচার হওয়া টায়ারের মতো সমস্ত আনন্দ-উল্লাস ফুস করে উবে গেছে। এরকম একটা ভালো মানুষকে কাছে পেয়েও লেক্সি কী করে ছেড়ে দিল ভেবে পায় না ইয়াসমিন। লেক্সিকে তার একটা উন্মাদ নারী মনে হতে থাকে।

ডেস্কে বসে ব্লুবেরী কেকের দিকে তাকাল গেব। পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল বুক। মেয়েটা তার দিকে এত খেয়াল রাখে! আজকাল ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করছে না গেব। ঠিকমতো ঘুমও হচ্ছে না। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মেইলের দিকে নজর দিল। প্রতিদিন অনেকগুলো চিঠি আসে ওর নামে। সব চিঠিতেই অর্থ সাহায্য চেয়ে কাতর প্রার্থনা, কাউকে না বলতে পারে না গেব। কিন্তু এখন বলতে হচ্ছে এবং বাধ্য হয়েই বলছে। কারণ তার ফাউন্ডেশনের ফান্ডে কোনো টাকা নেই। সবই তো লেক্সি ফাঁকা করে দিয়েছে। গেব ইচ্ছে করলেই পুলিশে খবর দিতে পারত। কিন্তু লেক্সিকে কোনো পুলিশী ঝামেলায় ফেলতে তার মন চায়নি। এখন পর্যন্ত নয়।

সাদা খামে পরিচিত হাতের লেখাটি দেখে বিষম খেল গেব। মুখ থেকে ছিটকে কফি ছড়িয়ে পড়ল টেবিলে। হ্যাম্পটনসে সেই বিশ্রী দিনটির পর থেকে লেক্সির সঙ্গে তার আর দেখাসাক্ষাৎ কিংবা কথা হয়নি।

ও কী চাইছে? বিরোধ মিটমাট করে ফেলতে চায়?

আমিও কি তাই চাই?

খাম খুলল গেব। ভেতরে কোনো চিঠি নেই। শুধু একটি চেক।

আর লেক্সি যে টাকা চুরি করেছিল তার তিনগুণ বেশি অর্থ সে এই চেকের মাধ্যমে ফিরিয়ে দিয়েছে।

ম্যানড্রেক অ্যান্ড কনরস ওয়াল স্ট্রিটের অন্যতম বৃহৎ এবং নামি অ্যাকাউন্টেন্টস ফার্ম। ক্রুগার-ব্রেন্টের স্বর্ণালি দিনে তারা ফার্মের হয়ে কাজ করে প্রচুর টাকা কামিয়েছে। কিন্তু নিয়তির ফেরে এখন কোম্পানির বিরুদ্ধে দেউলিয়ার হিসাব নিকাশ করতে হচ্ছে। তবে ক্রুগার-ব্রেন্টের বিজনেস নেটওয়ার্ক এত বিশাল ও জটিল যে কাজ শেষ করতে মাস শুধু নয়, বছরও লেগে যেতে পারে।

ম্যানড্রেক অ্যান্ড কনরসের একটি কনফারেন্স রুমে সাবেক পাঁচজন সহকর্মীর সঙ্গে বসে আছে অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড। মিটিংয়ের সভাপতিত্ব করছে অ্যাকাউন্টেন্ট হুইট বার্কলে। সে বলল, 'আপনারা সবাই জানেন আমরা আজ কেন এখানে উপস্থিত হয়েছি।'

হুইট বার্কলে ছোটখাটো মানুষ, মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে, তার ঠোঁটজোড়া সারাক্ষণ ভেজা থাকে। গত বত্রিশ বছর ধরে সে একই পদে চাকরি করে আসছে।

'একথা বলার নিশ্চয় দরকার নেই যে আমাদের আজকের আলোচনা অত্যন্ত গোপনীয় এবং এখানকার একটি শব্দও যেন চার দেয়াল ভেদ করতে না পারে।'

ক্রুগার-ব্রেন্টের সদস্যরা সবাই বিড়বিড় করে সম্মতি জানাল।

'সিডার ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি কোম্পানি আমাদের কাছে এসেছে, সে ক্রুগার-ব্রেন্টের লাভজনক কিছু ব্যবসা কিনে নিতে চায়।'

'এবং মাইনিং ব্যবসা,' মৃদু গলায় বলল অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড।

টাবিথা ব্রিউ বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল তার দিকে। সবাই জানে মাইনিং হলো টাবিথার বিভাগ। ক্রুগার-ব্রেন্টের সোনা এবং হিরের খনিগুলোর দায়দায়িত্ব তার ওপর। যদিও এসব খনি থেকে বিরাট কিছু আবিষ্কার করা যায়নি।

'ঠিক আছে,' বলল হুইট বার্কলে। 'সিডার ইন্টারন্যাশনাল...'

আবার বাধা দিল অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড। 'কিন্তু এরা কারা? কেউ কি এ কোম্পানির নাম শুনেছে? আমরা কী করে বুঝব এরা ভুয়া না সত্যি?'

গতকালই ক্রুগার-ব্রেন্টের ম্যানুফ্যাকচারিং বিভাগের সাবেক প্রধান জিম বার্নেট অগাস্টকে ফোন করে বলেছিল একটি রহস্যময় কোম্পানি ক্রুগার-ব্রেন্টের খনি, রিয়েল এস্টেটসহ আরও বেশ কিছু ব্যবসা কিনে নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে।

অগাস্টের বলার ভঙ্গিতে রাগ হলো হুইট বার্কলের। সে রাগ দমন করে বলল, 'এ ব্যাপারে আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি। সিডার ইন্টারন্যাশনাল বৈধ কোম্পানি, বিপুল তাদের অর্থ এবং..

'সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু কারা এরা? তারা কী করে? আমাদের বিজনেস এরিয়ায় তাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। থাকলে নিশ্চয় শুনতে পেতাম।'

কনফারেন্স রুমের দরজা খুলে গেল। সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

আড়ষ্ট গলায় হুইট বার্কলে বলল, 'সিডার ইন্টারন্যাশনালের সিইও'র সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

দোরগোড়ায় দাঁড়ানো মানুষটিকে দেখে অগাস্ট স্যান্ডফোর্ডের চোয়াল ঝুলে পড়ল।
'হ্যালো, অগাস্ট। এভরিবডি,' মিষ্টি করে হাসল লেক্সি।
'অনেক দিন পরে আবার দেখা।'

লেক্সি খুব ভালোভাবে তার হোমওয়ার্ক করেছে। সে জানত ক্রুগার-ব্রেন্টের কোন্ কোন্ ব্যবসা টিকে থাকতে পারবে এবং কোনগুলো ফার্মের রিসোর্সের জন্য বিপজ্জনক। সে দর কষাকষি করে সুবিধাজনক দামে ভালো ভালো ব্যবসাগুলো কিনে নিতে পারবে। তবে একমাত্র খনি এলাকাটিতে মস্তিষ্কের বদলে লেক্সির হৃদয় কাজ করেছে বেশি। হিরের ওপর নির্ভর করে ক্রুগার-ব্রেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জেমি ম্যাকগ্রেগর। ক্রুগার-ব্রেন্টের খনি বিভাগ না থাকা মানে উইন্ডোজ ছাড়া মাইক্রোসফট। তাছাড়া ও জানত টাবিথা ব্রিউসহ অলস কিছু 'জি হুজুর' টাইপের কর্মকর্তা, যাদেরকে ম্যাক্স চাকরি দিয়ে কোম্পানিটিকে চুষে ছিবড়ে বানানোর সুযোগ করে দিয়েছিল, তাদেরকে বরখাস্ত করলে সে নিজেই এ ব্যবসা জমিয়ে তুলতে পারবে।

যেই মুহূর্তে প্রচার হয়ে গেল লেক্সি টেম্পলটন ক্রুগার-ব্রেন্ট কিনে নিয়ে ফার্মটি পুনঃনির্মাণ করছে, কাগজওয়ালারা গল্প ছাপার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠল।

BLACKWELL BEAUTY BUYS BACK BUSINESS

KRUGER-BRENT RISES FROM ASHES

LEXI LUNCHES LAST MINUTE DEAL

এমন বিশাল কোম্পানি কেনার টাকা লেক্সি কোত্থেকে পেল, আমেরিকান জনগণের মাথায় এ প্রশ্নটাই এলো না। লেক্সি ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের সন্তান। সে যে ধনী হবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে কাছের মানুষেরা কিন্তু সন্দেহপোষণ করল।

'এত টাকা কোথায় পেলে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রোবি। 'ব্যাংক ডাকাতি করেছ?'

কপট বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিল লেক্সি। 'প্রশ্ন কোরো না। তাহলে আমাকে আর মিথ্যা বলতে হবে না।'

অগাস্ট, যার কিঞ্চিৎ ধারণা ছিল ক্রুগার-ব্রেন্টের স্টকের ভয়াবহ পতনের কারণে লেক্সির কত টাকা ক্ষতি হয়েছে, সে আরও বেশি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। তবে সে এ প্রসঙ্গটি উত্থাপন করার সাহসই পেল না। লেক্সি তাকে চাকরি দিয়েছে, নতুন লাইফলাইন দিয়েছে। এখনই রশিটা কাটার জন্য ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই।

অক্টোবরের এক রাতে অগাস্ট এবং লেক্সি অফিসে বসে কাজ করছে, এমন সময় লেক্সির গাটা কেমন গুলিয়ে উঠল। বমি বমি আসছে। সে ছুটে গিয়ে বাথরুমে ঢুকল। কয়েক মিনিট পরে যখন ফিরে এলো, মুখ কাগজের মতো সাদা।

'তুমি ঠিক আছ তো?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল অগাস্ট।

মাঝে মাঝে অনেক রাত অবধি দুজনে মিলে কাজ করতে হয়। লেক্সি তার টেম্পলটন এস্টেটসের পুরনো অফিসে বসেই ক্রুগার-ব্রেন্টের যাবতীয় কাজকর্ম করে।

আজ ইউরোপিয়ান প্রপার্টি পোর্টফোলিও নিয়ে কাজ করছিল। লেক্সিকে এভাবে কখনো অসুস্থ হতে দেখেনি অগাস্ট।

'আমি ঠিক আছি। বোধহয় কাজের চাপ একটু বেশি পড়ে যাচ্ছে। ও ঠিক হয়ে যাবে।' বলল লেক্সি।

ক্রুগার-ব্রেন্টের শেয়ারের পতন যেদিন শুরু হলো সেদিন ম্যাক্সকে বিধ্বস্ত চেহারায় দেখেছিল অগাস্ট। যদিও ম্যাক্স দাবি করছিল সে ঠিক আছে। কোম্পানি ধসে পড়ার পর থেকে ম্যাক্সের চেহারাও আর কেউ দেখেনি। শোনা যায় সে নাকি পাগল হয়ে গেছে।

'তোমার ডাক্তার দেখানো উচিত,' বলল ও লেক্সিকে।

'আরে না বললাম না ঠিক আছি,' লেক্সি মোটাসোটা একটি ফাইল তুলে নিল। 'রুমানিয়া' আমরা এখানে থাকব নাকি থাকব না?'

'থাকব না। তোমার কিন্তু সত্যি ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত।'

চোখ ঘোরাল লেক্সি। 'সোমবারও যদি শরীর খারাপ লাগে তখন যাব। ঠিক আছে?'

ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই লেক্সির নেই। প্রথমত সময়ের অভাব। দ্বিতীয়ত মেডিকেল সায়েন্স এখনও ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগানোর চিকিৎসা আবিষ্কার করতে পারেনি।

ক্রুগার-ব্রেন্টের মালিক হতে চেয়েছিল লেক্সি। ম্যাক্সকে পরাজিত করতে সমস্ত ঝুঁকি নিয়েছিল এবং সে পেরেছে। ও জিতেছে। তবে গেব ছাড়া তার বিজয় কেমন ফাঁকাফাঁকা, শূন্য লাগে। ও যেন সুন্দর কাগজ দিয়ে মোড়ানো কোনো বার্থ ডে প্রেজেন্ট যার ভেতরে কিছু নেই।

আমার আসলে ঘুম দরকার। এবং ছুটি। কাজের চাপেই ওর এমন লাগছে। কেউ যদি জানতে পারে সে আর কার্ল মিলে ক্রুগার-ব্রেন্টের শেয়ার প্রাইস ম্যানিপুলেট করেছে, ওদের দশ বছরের জেল কেউ ঠেকাতে পারবে না। *এ কারণেই আমার বমি বমি লাগছিল। অন্য কোনো কারণে নয়।*



জর্জ এবং এডোয়ার্ড ওয়েবস্টার ওদের মাকে বাগানে খুঁজে পেল।

'মা,' বলল জর্জ। 'ড্যাডির পেট ব্যথা করছে।'

'ড্যাডের বোধহয় পিংক মেডিসিনটা দরকার,' যোগ করল এডোয়ার্ড।

ঝোপ, ডালপালা ছাঁটার কাচিটি নামিয়ে রাখল অ্যানাবেল। বাগান করা ওর থেরাপি, সংসারের ঝামেলা থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্ত থাকার একমাত্র উপায়। ক্রুগার-ব্রেন্ট ধসের পরে সে ফুলের বাগান করার প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হয়েছে। অপরাধবোধে ভুগতে থাকা ম্যাক্স মানসিকভাবে যেভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে তা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। ইভের হতাশাই আসলে ম্যাক্সকে সবচেয়ে বেশি ধাওয়া করছে। মাকে সে মাটিতে নামিয়ে দিয়েছে, এ চিন্তাটা এমনভাবে গেঁথে গেছে ম্যাক্সের মাথায়, মা'র ক্ষমা পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওই পাগলি বুড়ি না ম্যাক্সকে একটা ফোন করেছে না তার ফোনের জবাব দিয়েছে।

'তোমার ড্যাডির রুমে কী করছ? মানা করেছি না ওখানে যাবে না। তোমাদের বাবার বিশ্রাম দরকার।'

রাগ করল জর্জ। 'আমরা ড্যাডির রুমে যাইনি।'

'ড্যাডি হলওয়ের মেঝেতে শুয়ে আছে,' ব্যাখ্যা দিল এডোয়ার্ড। 'ড্যাডিকে ডিঙিয়ে আমাদের আসতে হয়েছে, নারে জর্জ?'

আর কিছু শুনছিল না অ্যানাবেল। উঠোন পেরিয়ে দৌড় দিল বাড়িতে, ওর হাত এবং মুখে লেগে আছে মাটি, দেখতে পেল ম্যাক্স দলামোচড়া হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। গোঙাচ্ছে।

'ডার্লিং! ম্যাক্স। কী করেছ তুমি? কিছু খেয়েছ নাকি? ম্যাক্স?'

ওকে ধরে জোরে নাড়া দিল অ্যানাবেল। ম্যাক্স অস্ফুট স্বরে কী যেন বলল। অ্যানাবেল দু'একটা শব্দ বুঝতে পারল। 'ইভ... কিথ... ও আমাকে বাধ্য করেছে কাজটা করতে... অ্যানাবেল উন্মাদের মতো ম্যাক্সের পকেট খুঁজল ওষুধের বড়ির জন্য।

'প্লিজ, হানি, বলো তুমি কী খেয়েছ?' কিন্তু ম্যাক্স কিছুই বলছে না দেখে ওকে কার্পেটের ওপর গোঙানো অবস্থায় রেখে ৯১১-এ ডায়াল করল অ্যানাবেল।

'সুখবর হলো ওনার শারীরিক কোনো সমস্যা নেই, মিসেস ওয়েবস্টার।'

মনোবিজ্ঞানীর কথায় মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করল অ্যানাবেল। একটি প্রাইভেট স্যানাটোরিয়ামের নিচতলার অফিসে ও বসে আছে। স্নিগ্ধ একটি কক্ষ, আকাশ নীল রঙের দেয়াল, বাগানের দিকে ফেরানো বড় বড় জানালা। মনোবিজ্ঞানী ড. গ্রানভিল অ্যানাবেলের বয়সী। সোনালি চুল, সুদর্শন। চেহারা দেখলে মনে হয় সদাশয় একজন ভদ্রলোক। ম্যাক্সকে নিয়ে যখন জেনারেল হাসপাতালে পৌঁছেছিল অ্যানাবেল ততক্ষণে ওর মুখ দিয়ে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত কুকুরের মতো ফেনা বেরচ্ছে। পরীক্ষা করার আগে ওকে সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে নিতে হয়েছে।

'তাহলে ওর সমস্যাটা কী?' মরিয়ার মতো হাত মোচড়াতে মোচড়াতে জিজ্ঞেস করল অ্যানাবেল।

'ওর শরীরটাকে একটা ইলেকট্রিকাল সার্কিট হিসেবে চিন্তা করুন, ব্রেন তার কেন্দ্রবিন্দু। আপনার স্বামীর সার্কিট ওভারহিটেড হয়ে গেছে। সবগুলো ফিউজ একসঙ্গে জ্বলে গেছে।'

'নার্ভাস ব্রেকডাউন?'

মুখ কোঁচকাল ড. গ্রানভিল। 'আমি ওই শব্দটা পছন্দ করি না। আপনার স্বামীর লক্ষণগুলো নার্ভাস কন্ডিশন হিসেবে বর্ণনা করব না। উনি ভয়ানক ডিপ্রেসড। আমার ধারণা উনি বহুদিন ধরে সিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছেন এবং তার কোনো চিকিৎসাও হয়নি। মনে হচ্ছে অবদমিত কিছু স্মৃতি...'

মনোবিজ্ঞানীকে বাধা দিল অ্যানাবেল। 'আপনি কী করতে পারবেন বলুন?'

সিজোফ্রেনিয়া... ডিপ্রেশন.. এগুলো সব ফালতু কথা। অ্যানাবেল শুধু জানতে চায় ম্যাক্স কবে সুস্থ হয়ে উঠবে।

ড. গ্রানভিল সহানুভূতির সুরে বলল, 'জানি ব্যাপারটা খুব কঠিন। আপনি জবাব চাইছেন। কিন্তু এর উত্তর আমার কাছে নেই। আমরা ওনাকে ড্রাগ ট্রিটমেন্ট দেব, তারপর থেরাপি। সঠিক মাত্রার ওষুধ পড়লে লক্ষণগুলো প্রায়ই ম্যানেজ হয়ে যায়।'

'পুরোপুরি সুস্থ হয় না?'

সামনে বসা সুন্দরী, ক্লান্ত মহিলার দিকে তাকিয়ে ড. গ্রানভিল ভাবল *আমার হাতে জাদুর কাঠি থাকলে তোমার সমস্যার আমি সমাধান করে দিতে পারতাম।*

'আপনার স্বামী কোনোদিনই পুরোপুরি সুস্থ হবেন না, মিসেস ওয়েবস্টার।'

পরবর্তী দুই সপ্তাহেও ম্যাক্সের অবস্থার কোনো পরিবর্তন না দেখে শাশুড়িকে ফোন করে তাকে একবার আসার জন্য মিনতি করল অ্যানাবেল।

'ও সারাক্ষণ আপনার কথা বলছে। ফর গডস শেক, ইভ, ও আপনার সন্তান! ও যা-ই করুক না কেন, ক্রুগার-ব্রেন্টে যাই ঘটুক না কেন, ওকে কি একবার ক্ষমা করে দেওয়া যায় না?'

কিন্তু বুড়ির মস্তিষ্ক তার ছেলের মতোই বিগড়ে গেছে। ম্যাক্স নামে তার ছেলে আছে এটাই সে বিশ্বাস করতে চায় না। সে উলটাপালটা সব কথা বলে। বলে ম্যাক্স তার বোনের স্বামী। ম্যাক্স তাকে ধর্ষণ করেছে, তার চেহারা বিকৃত করে দিয়েছে, ক্রুগার-ব্রেন্টকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

'খবরদার ওর নামও তুমি আমার সামনে নেবে না!'

ফোনে চিৎকার দিল ইভ। 'ও মারা গেছে, মারা গেছে। চলে গেছে। ও যেন নরকের আগুনে পুড়ে মরে।'

কোমর থেকে পাজামা খুলে ফেলল ম্যাক্স। শান্তি লাগছে তার। অবশেষে সে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। ওর আসলে লেক্সির সঙ্গে ঘুমানো উচিত হয়নি। ওইসময়ই ওর শরীরে লেক্সির বিষ ঢুকে গিয়েছিল। ম্যাক্স তার মার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এ কারণেই ক্রুগার-ব্রেন্ট তার হাতছাড়া হয়ে গেছে।

পাজামার রশি খুলে নিল ম্যাক্স। গেরো বাঁধল। নগ্ন অবস্থায় সিধে হলো বিছানায়। ছাদের বিমের দিকে ছুড়ে দিল গেরো বাঁধা রশি। তারপর ফাঁসটা পরে নিল গলায়। চোখ বুজল। সে তার মাকে দেখতে পাচ্ছে। ওই তো তার সুন্দরী মা দাঁড়িয়ে আছে। এখন সে তার মায়ের কাছে যাবে। *আমি তোমাকে ভালোবাসি মা।*

মুখে হাসি নিয়ে তার মায়ের কোলে ঝাঁপ দিল ম্যাক্স।



ডাক্তারের ওয়েটিং রুমে একা বসে আছে লেক্সি। ব্ল্যাকবেরী মোবাইলের দিকে বারবার অধৈর্য হয়ে তাকাচ্ছে। ওরা আর কতক্ষণ ওকে বসিয়ে রাখবে? ওরা কি জানে না ওর কাজ আছে?

অক্টোবরের শেষাশেষি, ম্যাক্স ওয়েবস্টারের আত্মহত্যার পরে দশদিন পার হয়ে গেছে। নিউইয়র্ক অকস্মাৎ লাফ দিয়েছে শীতের রাজ্যে। লেক্সি শীতকাল খুব পছন্দ করে। শহরের রাস্তায় শীতল বাতাসের কামড় খেয়ে হাঁটতে তার খুব ভালো লাগে। বরফ নীল আকাশের শীতের চোখধাঁধানো সূর্যের আলো ওর খুব পছন্দ। মনে পড়ে যায় শৈশবের স্মৃতি ক্রিসমাস, সান্তা ক্লস, ঝলমলে র‍্যাপিং পেপারে মোড়ানো বাক্স, কাঠের ধোঁয়া, দারুচিনির গন্ধ। তবে এ বছরে নিউইয়র্কের ঠাণ্ডা যেন ওর হাড় ভেদ করে ভেতরে ঢুকছে। নিজেকে নিঃশেষিত লাগছে। অস্থির। ম্যাক্সের মৃত্যু ওকে উল্লসিত কিংবা বিমর্ষ কোনোটাই করেনি। হিমশীতল একটা ভাব ভেতর-বাহির দু'দিক থেকে তাকে ভোঁতা করে রেখেছে।

'মিস টেম্পলটন?'

আপাদমস্তক কমলা রঙের কাপড়ে জড়ানো মোটাসোটা, কালো এক রিসেপসনিস্ট লেক্সির কাঁধে টোকা দিল।

'আপনাকে আমরা ডাকছি, ম্যাম। ড. নীল আপনার সঙ্গে এখন দেখা করবেন।'

ড. পেরিগ্রিন নীলকে ছোটবেলা থেকে চেনে লেক্সি টেম্পলটন। মধ্যষাট চলছে ভদ্রলোকের, নিয়মিত টেনিস খেলে এ বয়সেও শরীরটাকে ছিপছিপে রেখেছেন। মাথা ভর্তি ধূসর চুল, গভীর এবং ভরাট কণ্ঠস্বর, সুদেহী একজন পুরুষ। পেরী নীল মধ্যবয়স্কা নারী পেশেন্টদের কাছে খুবই জনপ্রিয়, টেকনিকালি লেক্সি নিজেও এখন এ ক্যাটাগরিতে পড়ে যদিও তার স্বচ্ছ ত্বক এবং ধূসর রঙ বিহীন সোনালি চকচকে কেশরাজি দেখে বোঝার জো নেই সে চল্লিশে পা দিয়েছে।

'এসো, লেক্সি। বসো।'

'বসব না। পেরী, আমার খুব তাড়া আছে। আমাকে শুধু আমার টেস্ট রেজাল্টগুলো

বলে দাও আর ওষুধপত্র কিছু লাগলে লিখে দাও। তারপর আমি আর তোমার কাছে আসছি না।'

কিনারের র‍্যালফ লরেন আর্মচেয়ারে ইঙ্গিত করলেন পেরিগ্রিন নীল। 'প্লিজ, বেশিক্ষণ লাগবে না। তোমাকে ক্লান্ত লাগছে।'

বসল লেক্সি।

'আমি ক্লান্ত। এজন্যেই এখানে এসেছি। আমি অসুস্থ এবং ক্লান্ত হয়ে হয়ে আমি ক্লান্ত।'

হেসে উঠলেন পেরিগ্রিন নীল।

'তেমনটাই হওয়ার কথা। প্রথম ট্রাইমস্টারে এরকম ক্লান্তই লাগে।'

'বুঝলাম না।'

'বললাম প্রেগন্যান্সির প্রথম স্টেজে খুব ক্লান্ত লাগাটা খুবই স্বাভাবিক। তুমি প্রেগন্যান্ট, লেক্সি।'

এবারে লেক্সির হাসার পালা। 'আমার কিন্তু তা মনে হয় না, পেরি। তোমরা নিশ্চয় আমার ব্লাড স্যাম্পল অন্য কারও সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছ। তাছাড়া গত কয়েক মাসে আমি সেক্সও করিনি। এবং আমার বয়স চল্লিশ এবং আমি নিয়মিত পিল সেবন করে থাকি।'

'সে তুমি যা-ই বলো না কেন, এ কথাই সত্যি যে তুমি মা হতে চলেছ। আর তোমার প্রেগন্যান্সির তিন মাস চলছে। তবু নিশ্চিত হতে আমাদের একটা স্ক্যান করতে হবে।'

পেরিগ্রিন নীলের চেহারা খুবই সিরিয়াস। বসে আছে বলে লেক্সি খুশি। নইলে ও ধপ করে পড়ে যেত। শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল ঘাম নামতে শুরু করেছে। চেয়ারের পাশ চেপে ধরল ও, ঠেলে আসা বমি দমনের প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

'আমি প্রেগন্যান্ট হতে পারি না।'

গেবের সঙ্গে শেষবার ঘুমাবার স্মৃতি মনে করল লেক্সি। ক্রুগার-ব্রেন্টে যাওয়ার দুই সপ্তাহ আগের ঘটনা সেটা। কিন্তু তাও কতদিন হয়ে গেল? সেদিন কার্ল কোলেপের সঙ্গে গোপন মিটিং সেরে দেরি করে বাড়ি ফিরেছিল লেক্সি। গেব ওর কাছে এলেও তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পরে গেব যখন ওকে জোর করে আদর করতে থাকে সাড়া দিয়েছিল লেক্সি। ওইদিন দুইবার অর্গাজম হয়েছিল ওর এবং গেব ওর ভেতরে বীর্যপাত করেছিল।

'না।'

লেক্সি এত আস্তে শব্দটা উচ্চারণ করল যে ডাক্তার প্রায় শুনতেই পেলেন না।

'কী বললে?'

'বললাম না!' এবারে আতঙ্ক ফুটল লেক্সির কণ্ঠে। 'আমি প্রেগন্যান্ট হতে পারি না।'

'লেক্সি। তুমি প্রেগন্যান্ট।'

'মানে আমি পারব না... বাচ্চা নিতে আমি পারব না। আমি এসবের মধ্যে দিয়ে

যেতে পারব না।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন পেরিগ্রিন নীল। 'তুমি টার্মিনেশন চাইছ?'

মাথা ঝাঁকাল লেক্সি।

'আমি সে ব্যবস্থা করতে পারব। তবে হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিও না। বুঝতেই পারছি তোমার প্রেগন্যান্সিটা ছিল অপ্রত্যাশিত। তবে যদি তুমি বিষয়টি একটু চিন্তা করো...'

'না,' সজোরে মাথা নাড়ল লেক্সি। 'আমি পারব না, পেরি। আমার অনেক কাজ আছে। ক্রুগার-ব্রেন্ট। আমরা মাত্রই এটাকে পুনঃনির্মাণ শুরু করেছি। এখন কিছুতেই মা হওয়া চলবে না।'

'লেক্সি, কথাটা অন্যভাবে নিও না। তোমার বয়স চল্লিশ হয়ে গেছে। আরেকবার মা হওয়ার সুযোগ না-ও পেতে পার, অন্তত স্বাভাবিকভাবে।'

'আমি আরেকটা সুযোগ চাই না,' সিধে হলো লেক্সি, গা কাঁপছে তবে কণ্ঠস্বর অটল থাকল। 'আমি সন্তান চাই না, পেরি। প্লিজ, যত তাড়াতাড়ি পারো আমার জন্য একটা টার্মিনেশনের ব্যবস্থা করো।'

পেছনে দরজা বন্ধ করে চলে গেল ও।

কেপ টাউনের নতুন অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দায় বসে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে গেব ম্যাকগ্রেগর। এ বাড়িটির সিকিউরিটি খুব ভালো, ঘরের জানালা কিংবা বারান্দা দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়। যদিও এখানে ওর মন বসছে না। ভাবছে লেক্সির কথা।

নিউইয়র্ক ছেড়ে আসার পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরতে হয়েছে গেবকে। অবশ্য অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গাও ছিল না। স্কটল্যান্ড আর ওর বাড়ি নয়। লন্ডনের মতো শীতল, ধূসর শহর ডিপ্রেশন থেকে পালিয়ে বসবাস করার জায়গা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা একদা ওর নিবাস ছিল। আবার কি হতে পারে না?'

হয়তো বা হবে না। কেপ টাউনের প্রতিটি কোণে কোণে লুকিয়ে আছে টারা ও বাচ্চাদের স্মৃতি, ডিয়া এবং ফিনিক্সের স্মৃতি, সুখ খুঁজে পাওয়া এবং হারানোর স্মৃতি। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটে গেব তখন এসব কথা মনে পড়ে যায়। এ শহরের বাতাসেও শোকের গন্ধ। ভেবেছিল নতুন অ্যাপার্টমেন্ট ওর বিষাদ কাটিয়ে দেবে, যে বাড়িতে কোনো নারীর ছোঁয়া নেই সেখানে লেক্সি কিংবা বিয়ের কথা মনে পড়বে না। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। লেক্সিকে ও কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

আমি লেক্সিকে ফিরে পেতে চাই।

লেক্সির চেক পাবার পরে গেব বেশ কয়েকবার ওর নম্বরে ফোন করেছিল গেব। কিন্তু রিং হওয়ার আগেই রেখে দিয়েছে। *টাকাটা আমাদের সম্পর্ক ভাঙেনি। দূরত্ব, গোপনীয়তা এবং মিথ্যা আমাদের সম্পর্ক ভঙ্গের জন্য দায়ী। আমি লেক্সিকে কোনোদিনই নিজের করে পাইনি। ক্রুগার-ব্রেন্ট পেয়েছে। এবং এখনও পাচ্ছে।*

এক ধরনের রাগ নিয়ে গেব ক্রুগার-ব্রেন্টের খবর পড়ে এবং দেখে গেব। প্রতিটি নিবন্ধ, প্রতিটি টিভি নিউজে লেক্সির নাম তাকে রোমাঞ্চিত এবং নির্যাতিত করে। সাক্ষাৎকারগুলোতে লেক্সিকে মনে হয় স্থির এবং আত্মবিশ্বাসী, এক ব্রিলিয়ান্ট বিজনেসউওম্যান যে শীর্ষে পৌঁছাতে বদ্ধপরিকর। তার চেহারায় কোনো ব্যথা-বেদনা, হৃদয় ভঙ্গের ছাপ ইত্যাদি কিছুই থাকে না। ম্যাক্সের আত্মহত্যার পরেও লেক্সি ভাবলেশশূন্য চেহারায় বলেছিল *আমি তার স্ত্রী এবং পরিবারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। তবে ক্রুগার-ব্রেন্ট তার নিজস্ব গতিতেই চলতে থাকবে।*

কেউ লেক্সির চেহারা দেখে কল্পনাও করতে পারবে না সে এক সময় ম্যাক্সকে তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসত। ওরা একসঙ্গে বড় হয়েছে এবং লেক্সি যেভাবে বলত, ওরা একই ব্যক্তির দুটি দিক।

ঠাণ্ডা লাগছে। গেব বিয়ার শেষ করে ওর অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল।

ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগছে। এমন একা লাগেনি কোনোদিন।



ভোর পাঁচটার সময় ঘুম ভেঙে গেল লেক্সির। ঘামছে।

স্বপ্নগুলো দিনদিন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে।

ও স্বপ্নে দেখেছে ওর বয়স ছয়, ডার্ক হারবারের রাস্তায় একটি পুতুলের প্রাম ঠেলতে ঠেলতে হাঁটছে বাবার সঙ্গে, ম্যাক্স, প্রাপ্তবয়স্ক এবং ন্যাংটা, দৌড়ে এলো প্রামের কাছে, ছিনিয়ে নিল পুতুলটা। তবে ওটা পুতুল নয়। একটা বাচ্চা। ওদের বাচ্চা। ম্যাক্স বাচ্চাটির সরু ঘাড়ে হাত রেখে গলায় চাপ দিতে লাগল।

লেক্সি লেবার রুমে যাচ্ছে। ওকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে গেব নিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালে। হঠাৎ চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিল সে। 'আমি জানি তুমি আমাকে মিথ্যা বলেছ। ক্রুগার-ব্রেন্ট সম্পর্কে সত্যি কথা বলো তাহলে আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দেব।'

'কী থেকে বাঁচিয়ে দেবে?'

লেক্সির দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে রক্ত পড়ছে। স্রোতের মতো রক্ত। হাসপাতালের মেঝে অচিরেই ঘন, লাল টকটকে রক্তের সুইমিংপুলে পরিণত হলো। ও ডুবে যাচ্ছে, গেবকে চিৎকার করে বলছে সাহায্য করতে, কিন্তু সে সাহায্য করছে না। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু আমি আর এগোতে পারব না।'

দুর্বল শরীর নিয়ে বিছানা থেকে নামল লেক্সি। ঢুকল শাওয়ারে। আজ বিকেলে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট। এখনও দশ ঘণ্টা বাকি। এতটা সময় কী করে কাটাব আমি? ভেজা শরীরে ঘষে ঘষে শাওয়ার জেল মাখল লেক্সি। নিজেকে নোংরা লাগছে বলে নয় কিছু একটা করা দরকার তাই। গেবের কথা মনে পড়ল ওর। চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো জল। নিজের শরীরটাকে ওর মনে হচ্ছে অন্য কারও দেহ। গর্ভস্থ শিশুটিকে ও 'ওটা' বলে সম্বোধন করে। কিন্তু ও তো গেবেরও সন্তান। ওকে কি শুধু 'ওটা' ভাবা উচিত হচ্ছে?

লেক্সি হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে হুঁ হুঁ করে কাঁদতে লাগল।

ও শুধু চাইছে এ দুঃস্বপ্নের অবসান হোক।

'আমাদের সঙ্গে এটি আপনার দ্বিতীয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেখতে পাচ্ছি।'

অ্যাবরশন ক্লিনিকের রিসেপশনিস্টের দিকে কটমট করে তাকাল লেক্সি। *তুমি*

আমাকে জিজ্ঞেস করলে নাকি কথাটা শোনাচ্ছিলে?

'আপনি এর আগে একটি অপারেশন ক্যান্সেল করেছেন... সে কম্পিউটারের পর্দায় চোখ বুলাল... 'গত দশ তারিখে। ঠিক?'

'হুঁ।'

'অপারেশন বাতিল করার কারণ কী?'

আচ্ছা, ব্যাপারটা একটু চিন্তা করে দেখি। আমি এর আগের অপারেশনটা বাতিল করেছিলাম এ কথা ভেবে কি যে স্বাভাবিকভাবে মা হওয়ার শেষ সুযোগটা আমি হারাতে যাচ্ছিলাম? আমি সেই লোকটির সন্তানকে হত্যা করছি যাকে আমি ভালোবাসি, যার প্রেম আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা এবং আমার নিজের সন্তানের কথা না-ইবা উল্লেখ করলাম?

'আমার বিজনেস মিটিং ছিল।'

একটা ভুরু তুলল রিসেপশনিস্ট।

'একটি জরুরি বিজনেস মিটিং। ওটা নতুন করে করার উপায় ছিল না।'

'তা বটে। তবে আজ বিকেলের অপারেশনের ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত তো?'

একশোবার নিশ্চিত। কনসেন্ট ফর্মে সই করে দিল লেক্সি।

'আমার রুমে কখন যাব?'

'আপনি রেডি হওয়া মাত্র, মিস টেম্পলটন। আমাদের নার্স আপনাকে পেশেন্ট সুইটে নিয়ে যাবে।'

'আজ আমাদের একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে,' লেক্সির রুমে ঢুকে সহানুভূতির হাসি দিল নার্স। জানালার পর্দাগুলো টেনে সরিয়ে দিল, জলের জগ রাখল। 'অপারেশন থিয়েটারে আমরা যাব চারটার সময়। আপনি কি পত্রিকা পড়বেন? আপনাকে এ মুহূর্তে কিছু খেতে দিতে পারব না।'

কষ্টার্জিত হাসি হাসল লেক্সি। *ও যেন কত খেতে পারে?*

পত্রিকা পড়লে হয়তো মনোযোগটা একটু অন্যদিকে ঠেলে দিতে পারবে।

'আপনাদের কাছে আজকের *ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল* আছে?'

'আ... নেই,' লজ্জিত দেখাল নার্সকে। 'তবে *ভোগ* এবং *ইনস্টাইল* আছে। নতুন *ইউএস উইকলি*ও রয়েছে। দেখবেন?'

'না, ধন্যবাদ।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে রিমোট নিয়ে *সিএনএন* ধরল লেক্সি।

চারটার সময় অপারেশন। আরও তিন ঘণ্টা।

বাইরে নার্সরা লেক্সিকে নিয়ে কথা বলছিল।

'মেকআপ ছাড়াও ও দেখতে কত সুন্দরী লক্ষ করেছ?'

'হুঁ। দেখে মনেই হয় না ওর বয়স চল্লিশ। বোটক্স ইনজেকশন নেয় নাকি?'

'আরে না। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

'আচ্ছা, ও কতটা ধনী?'

সে ক্রুগার-ব্রেন্ট নগদ টাকা দিয়ে কিনেছে। কাজেই অনুমান করি বিল গেটসদের মতো টাকা আছে ওর। কিন্তু এত টাকার মালিক যে সে অমন মনমরা হয়ে আছে কেন?'

'কামন পার্ল, গিভ হার আ ব্রেক। ও এখানে টার্মিনেশনের জন্য এসেছে।'

'কিন্তু ওর সন্তানের বাবা কে?'

দুই নার্স লেক্সির সাবেক প্রেমিকদের তালিকা নিয়ে এবারে মেতে উঠল যেন টিভি সোপের কোন চরিত্রকে নিয়ে গল্প করছে। ডাক্তারকে আসতে দেখে তাদের আড্ডায় ছেদ পড়ল।

সন্তানের বাবা কে ভেবে ওদের কী লাভ? আর কিছুক্ষণ পরে তো সন্তানেরই চিহ্ন থাকবে না।

ডাক্তারটি মহিলা। লেক্সি ভাবল এ মহিলা নিজে কখনো গর্ভপাত করেছে কিনা। *ডাক্তাররা কী করে এরকম কাজ করতে পারেন?*

'অ্যানেসথেসিয়া দেওয়ার পর থেকে আপনি উলটা করে কুড়ি গুনতে শুরু করবেন, ঠিক আছে?

'ঠিক আছে।'

সুইয়ের তীক্ষ্ণ খোঁচা। 'গুনতে শুরু করুন।'

'কুড়ি, উনিশ...'

লেক্সি তার মায়ের কথা ভাবল। মা কি জানত ওকে জন্ম দিতে গিয়ে সে মারা যাবে? নতুন একটা জীবনের জন্য মা তার নিজের জীবন উৎসর্গ করবে?'

'...পনের, চোদ্দ...

ম্যাক্সের মুখ ভেসে উঠল। ওর সঙ্গে প্রেম করছে, প্রচণ্ড গতিতে, তীব্র আবেগ নিয়ে। ওর হয়ে আসছে, চিৎকার করছে ম্যাক্সের নাম ধরে।

'...বারো, এগারো...'

নিভে আসছে আলো। লেক্সির মনে হচ্ছে সে গভীর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

গেব এখানে এসেছে। ওর সঙ্গে কথা বলছে। ওর মুখ দেখতে পাচ্ছে লেক্সি, ঠোঁট নড়ছে কিন্তু শুনতে পাচ্ছে না কথা। উন্মত্তের মতো হাত নাড়ছে গেব, চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। কিছু একটা ভজকট হয়েছে কোথাও।

'আমি দুঃখিত,' বিড়বিড় করল লেক্সি। 'আমি দুঃখিত, গেব।'

তারপর গেব অদৃশ্য হয়ে গেল।



লেক্সি প্রথমে ভাবল স্বপ্ন দেখছে। গেব যখন ওর হাত নিজের হাতের মুঠোয় পুরে নিল তখনই কেবল বুঝতে পারল যা ঘটছে সব বাস্তব।

ও হাসপাতালে ওর ঘরে, বিছানায় শুয়ে আছে। অপারেশনের আগে এ ঘরটিতেই ছিল। গেব বসে আছে বিছানার ধারে।

'কী হয়েছে, সব শেষ?'

গেব ওর কপালে চুম্বন করল। 'অপারেশনের কথা বলছ? না আমি ওদেরকে অপারেশন করতে দিইনি। ডাক্তারকে বলেছিলাম তুমি এখনও নিশ্চিত নও অপারেশন করাবে কিনা।'

অশ্রুধারা নামল লেক্সির মুখ বেয়ে।

'আমি কি ভুল বলেছি? তুমি কি সত্যি আমাদের সন্তানকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলে?' ওর চোখেমুখে যাতনার ছাপ। 'এটি আমাদের সন্তান, নয় বলো?'

লেক্সি মাথা ঝাঁকাল।

'তুমি কী করে জানলে আমি এখানে?'

গেব বলল লেক্সির জন্য তার খুব মন খারাপ করছিল, ওকে দেখতে ভীষণ মন চাইছিল। তাই সে কেপ টাউনে প্লেনে উঠে পড়ে। 'আমি শহরে পৌঁছে হোটেলে যাব ভাবছিলাম। শেষ মুহূর্তে বদলে ফেলি সিদ্ধান্ত। চলে যাই পুরনো টেম্পলটন অফিসে।'

'ক্রুগার-ব্রেন্ট,' দুর্বল গলায় বলল লেক্সি।

'জানি। ভেবেছিলাম ওখানে তোমাকে পাব। এলিভেটরে উঠে অগাস্ট স্যান্ডউডের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আমাকে দেখেই ওর চেহারা কেমন জানি হয়ে গিয়েছিল। তখনই বুঝতে পারি খারাপ কিছু ঘটছে।'

'অগাস্ট তোমাকে বলল?'

'আরে না। সেধে কী আর বলে! আমি চাপ দিয়ে ওর পেট থেকে কথা বের করে নিই। তারপর যত দ্রুত সম্ভব এখানে চলে আসি। এসে শুনি তোমাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেছে। মাই গড!' মাথা নাড়ল গেব। 'আর ত্রিশ সেকেন্ড দেরি হলেই

গিয়েছিল সর্বনাশ হয়ে। আমাকে বলনি কেন যে তুমি প্রেগন্যান্ট?'

লেক্সি হাত বাড়িয়ে গেবের মুখ স্পর্শ করল।

'আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি। এমনিতেই অনেক কষ্ট দিয়েছি। মনে হয়েছিল আমি ওটা রাখতে পারব না?'

গলার স্বর কেঁপে গেল গেবের। 'কেন পারবে না? তোমার এত কীসের ভয়, লেক্সি?'

অবশেষে সব হড়বড় করে বলে ফেলল লেক্সি। সন্তান জন্ম দেওয়ার ভীতি, ও বেঁচে গেলেও হয়তো মা হিসেবে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারত না সেই ভয়।

'আমি তোমার মতো নই,' ফোঁপাচ্ছে লেক্সি। 'আমি অন্যরকম। ম্যাক্স এবং আমি দুজনেই আলাদা ধাতুতে গড়া মানুষ। আমাদের জন্ম এভাবেই... এ জিনিসটাকে সাথি করে। অবসেশন। একে হয়তো তুমি তাই বলবে। আমার মতো করেই ক্রুগার-ব্রেন্টকে প্রবলভাবে চাইত ম্যাক্স। আমি ওকে হত্যা করেছি, গেব।' ওর হাতে মাথা রাখল লেক্সি। 'ওর কাছ থেকে যখন আমি কোম্পানি কেড়ে নিই তখনই আসলে ওর মৃত্যু পরোয়ানায় সই করে ফেলি।'

ওঝা দিয়ে ঝাঁটিয়ে দেওয়া ভূতের মতো চেপে রাখা সমস্ত খেদ যেন গলগল করে বেরিয়ে এলো লেক্সির ভেতর থেকে। ও ম্যাক্সকে দীর্ঘদিন ধরে ঘৃণা করে এসেছে, নিজেকে বোঝাতে চেয়েছে সকল ভালোবাসার তিরোধান ঘটেছে। কিন্তু তা হয়নি। ম্যাক্সের মৃত্যুদিন ওর নিজের একটি অংশের অবসান। এখন ও তা বুঝতে পারছে।

ওর কথা শেষ করতে দিল গেব। লেক্সি কেঁদে-কেটে শান্ত হবার পরে বলল, 'তুমি ম্যাক্স ওয়েবস্টারকে হত্যা করোনি। লোকটা মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল। সে নিজেকেই নিজে হত্যা করেছে।'

'কিন্তু গেব, তুমি জানো না। তুমি আমাকে চেন না। আমি ভয়ানক একটা কাজ করেছি। ক্ষমার অযোগ্য কিছু কাজ।'

'কোনো কিছুই অক্ষমনীয় নয়,' লেক্সির চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল গেব। 'এ কারণেই আমি প্লেনে চড়ে বসেছিলাম। তুমি যা-ই করে থাকো, লেক্সি, তা নিয়ে আমি মোটেই ভাবছি না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি যেমনটি আছ সেই লেক্সিকেই আমি ভালোবাসি।'

'কিন্তু গেব, তুমি জানো না। তুমি জানো আমি কী করেছি?'

'না, আমি জানি না। তবে এটা আমি গ্রাহ্যও করছি না। ভেবেছিলাম সত্যটাকে জানা চাই আমার। কিন্তু এখন দেখছি তার প্রয়োজন নেই। অতীতে যা ঘটেছে, ও আর পরিবর্তন হবে না। আমি বরং ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি।' সে লেক্সির পেটে হাত বুলাল। 'আমাদের ভবিষ্যৎ। তুমি সন্তানের জন্ম দাও, লেক্সি। আমাকে বিয়ে করো। জানি ক্রুগার-ব্রেন্ট সবসময়ই তোমার কাছে প্রথমে প্রাধান্য পাবে। আমি না হয় দ্বিতীয় স্থানেই থাকব। যদি তোমাকে পাই।'

বাহু মেলে দিল গেব। ওর দু'হাতের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল লেক্সি। প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল। ও গেবকে এত ভালোবাসে!

'আমার ভয় লাগছে, গেব,' অবশেষে মুখ তুলে বলল লেক্সি।

'আমার মা আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছে। আমার নানী তাকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছেন। তবে আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। ভয় পাই মৃত্যুর আগে যদি ক্রুগার-ব্রেন্টকে গড়ে তুলতে না পারি।'

ওর দিকে বিস্ময় এবং করুণা নিয়ে তাকাল গেব। *বেচারি!*

'তুমি মরবে না, লেক্সি। আমাকে বিয়ে করো।'

'করব।'

উজ্জ্বল হয়ে গেল গেবের চেহারা। 'সিরিয়াসলি বলছ? করবে?

'করব!' লেক্সি কাঁদছে এবং হাসছে। গেবকে পাগলের মতো চুমু খাচ্ছে। 'হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিয়ে করব। আই লাভ ইউ সো মাচ, গেব।'

ও জানে ওর কপালে শেষ পর্যন্ত সুখ নেই। তবু ও ক্রুগার-ব্রেন্ট, গেব এবং ওর সন্তানকে চায়। এবং অবশেষে ও সবই পাবে।

ইভ জানে তার দিন ফুরিয়ে আসছে। টের পাচ্ছে মৃত্যু ঘিরে ফেলছে চারপাশ থেকে, কম্বল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। ওই কম্বল সরাতে পারছে না সে। বমির মতো আতঙ্ক উঠে আসছে তার গলায়।

না! এখনই নয়! আমার এখনই মরার সময় হয়নি। প্লিজ? আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।

কিন্তু কেট ব্ল্যাকওয়েল মৃত্যুর কম্বলটা চেপে ধরছেন ওর মুখে। শ্বাস নিতে পারছে না ইভ। ভয়ের চোটে ও সত্যি বমি করে দিল। বমির কটূ গন্ধে কুঁচকে উঠল নাক-মুখ। বমিতে সয়লাব হয়ে গেছে পা এবং পিঠ।

না। এখনই নয়। এভাবে নয়!

শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে নানীকে গায়ের ওপর দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল ইভ। বেডসাইড ড্রয়ারে হাত বাড়াল, থাবার মতো আঙুল দিয়ে বের করে আনল কাগজ-কলম। তারপর আঁকাবাঁকা প্রায় দুর্বোধ্য অক্ষরে লিখতে শুরু করল। কাগজের অপর পৃষ্ঠায় একটি নাম লিখল সে।

এই তো প্রায় হয়ে গেছে...

কিথ ওয়েবস্টার ওর হাত থেকে কলমটা ছিনিয়ে নিল। জর্জ মেলিস ওকে চেপে ধরে রাখল। শেষ যে দৃশ্যটি ইভ দেখল তা হলো কেট ব্ল্যাকওয়েল হাতে মৃত্যুর কম্বল নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছেন।

হাসছে বুড়ি মাগি।

চতুর্থ খণ্ড



গেব্রিয়েল ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে লেক্সি টেম্পলটনের বিয়ে গত এক দশকের অন্যতম আলোচিত ঘটনা। ডার্ক হারবারের সিডার হিল হাউজে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে এলেন বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাজা-বাদশা, কোটিপতি টাইকুন এবং চলচ্চিত্র তারকারা। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অতিথিটি ঝলমলে ব্যক্তিত্বদের কেউ নয়। সে হলো নবজাতক শিশু কন্যা– ম্যাক্সিম আলেকজান্দ্রা টেম্পলটন ম্যাকগ্রেগর। ক্রুগার-ব্রেন্টের একমাত্র উত্তরাধিকারী লেক্সির মেয়ে ইতোমধ্যে গোটা আমেরিকার সবচেয়ে ধনী শিশু হিসেবে পরিচিত। তার ছবি, হোক তা শস্যকণা পরিমাণ, যে ভাগ্যবান পাপারাজ্জি সবার আগে তুলতে পারবে সে পাবে প্রচুর টাকা।

কিন্তু বিয়েতে শিশু কন্যাটির ছবি তোলার সুযোগ কেউই পেল না। নিরাপত্তা ব্যবস্থা এমনই কঠিন, অনুমতি ছাড়া একটা মাছিও ঢুকবার উপায় নেই। অন্তত আজকের দিনটির জন্য খুদে ম্যাক্সি পৃথিবীর শিকারি চক্ষুর চাউনি দ্বারা বিরক্ত না হয়ে শান্তিতে ঘুমাতে পারবে।

'ও খুব সুন্দর, না?'

মেয়ের দোলনার ওপর ঝুঁকল লেক্সি। ম্যাক্সিমের জন্ম নেওয়ার সময়ের আতঙ্ক তার কাছে এখন দূরস্মৃতি বলে মনে হচ্ছে। কোনো সমস্যা হয়নি। কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয়নি লেক্সিকে।

'তুমি সুন্দর,' রোবি টেম্পলটন তার বোনের গালে চুমু খেল। বিয়েতে সে গেবের মিতবরের ভূমিকা পালন করছে। তার এখন বরের সঙ্গে অনুষ্ঠান-পূর্ব ড্রিংক করার কথা। তবে বোন এবং ভাগ্নির সঙ্গে চূড়ান্ত কয়েকটি স্বপ্ন মুহূর্ত কাটানোর লোভ সামলাতে পারেনি।

'তুমি বাড়িয়ে বলছ। আমি মুটিয়ে গেছি,' বিয়ের পোশাকের সাদা লেসের ওপর দিয়ে প্রায় অস্তিত্বহীন পেটের ওপর হাত বুলাল লেক্সি। 'এ বয়সে সাদা পোশাকে কি হাস্যকর লাগছে?'

'একদম না,' বলল রোবি। 'এ হলো নব আরম্ভের রঙ।'

নব আরম্ভ। হ্যাঁ, সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হবে।

লেক্সি তার নতুন সুখের সঙ্গে এখনও ঠিক যেন নিজেকে মানিয়ে উঠতে পারেনি। তার নেতৃত্বে ক্রুগার-ব্রেন্ট আবার ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করেছে। চলছে শীর্ষে আরোহন পর্ব। এবং একেকটি মাস যাচ্ছে, কার্লের সঙ্গে মিলে যে অপকর্মটি করেছে লেক্সি তা নিয়ে দুশ্চিন্তাও কমে যাচ্ছে।

গেবের সঙ্গে ওর সুখ ভাগ করে চলা উচিত। গেব এবং কন্যা নামে মিরাকলটি। ম্যাক্সিন কার মতো দেখতে হয়েছে বলা মুশকিল। কারণ বাচ্চাটা বড্ড ছোট। তবে ও নীল চোখ পেয়েছে, মাথা ভর্তি কুচকুচে কালো চুল। গেব বলে মেয়ে নাকি লেক্সির মতো দেখতে হয়েছে। এর কারণ হলো ম্যাক্সিন প্রায়ই হাত মুঠো করে, ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না জুড়ে দেয়। গেব বলে ম্যাক্সিন তার মায়ের মতোই জিদ্দি হবে তা নাকি এখনই বোঝা যায়।

বুড়ো পাওলো, চোখেমুখে অসংখ্য ভাঁজ পড়ে গেছে, উঁকি দিলেন দরজায়।

'রোবি, গেব তোমাকে যেতে বলেছে। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আর পাঁচ মিনিট বাকি।'

রোবি তাকাল লেক্সির দিকে।

'আবার যখন তোমার সঙ্গে কথা বলব তুমি হবে মিসেস গেব ম্যাকগ্রেগর।'

'জানি,' লেক্সির হাসিতে যেন পুরো মেইন এলাকা উদ্ভাসিত হলো।

সিডার হিল হাউজের গোটা বাগান, প্রকাণ্ড ঢালু লন বাড়ি থেকে শুরু হয়ে মিশেছে গিয়ে জলের কিনারায়, পুরো জায়গাটাই ঢেকে দেওয়া হয়েছে সাদা ক্যানভাসের তাঁবুতে। ভেতরে একশো ফুট দীর্ঘ আইলে সাটানো হয়েছে হাজার হাজার সাদা গোলাপ কিট। আইলের শেষ মাথায় মণ্ডাকৃতির বেদি।

মেয়েকে তাঁর জামাইয়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার সময় অশ্রুসজল হয়ে উঠল পিটার টেম্পলটনের চোখ। পিটার এমন দুর্বল হয়ে পড়েছেন, হাঁটার সময় মাঝে মাঝে মেয়ের গায়ে হেলান দিতে হলো। তবে তিনি এ মুহূর্তে অত্যন্ত সুখী একজন মানুষ। বহু গঞ্জনা সইবার পরে ঈশ্বর অবশেষে তাঁর আদরের মেয়েটির দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।

'ডু ইউ টেক দিস উওম্যান...'

'আই ডু।'

'ডু ইউ টেক দিস ম্যান... ইন সিকনেস অ্যান্ড ইন হেলথ্ আনটিল ডেথ ডু ইউ পার্ট?'

'আই ডু! আই ডু!'

লেক্সির মনে হলো তার কাঁধ থেকে যেন একটা ওজন নেমে গেল, বুকটা ভরে উঠল প্রশান্তিতে। প্রেমময় দৃষ্টিতে সে গেবের দিকে তাকাল। ওর ভালোবাসাই প্রতিফলিত হতে দেখল গেবের চোখে। *আমার আর নিজেকে একাকী মনে হবে না।*

সিডার হিল হাউজের ফটকে এক লোক তার পরিচয়পত্র দেখাল।

'মিস টেম্পলটনের জন্য স্পেশাল ডেলিভারি।'

'ঠিক আছে। এটা এখানে রেখে যাও।'

'সম্ভব না। আমাকে কঠোরভাবে বলা হয়েছে এটি যেন মিস টেম্পলটনের হাতে হাতে পৌঁছে দিই। এর মধ্যে খুব জরুরি ডকুমেন্ট আছে।'

হেসে উঠল সিকিউরিটি গার্ড।

'এটা টেন কমান্ডমেন্টসের আসল পাথুরে ট্যাবলেট হলেও কিছু আসে যায় না। তুমি ভেতরে যেতে পারবে না।'

ইতস্তত করছে লোকটি।

'এটা তোমার কাছে দিলে তুমি কি মিস টেম্পলটনের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে? আজই?'

'নিশ্চয়, বন্ধু। বললামই তো রেখে যাও।'

লোকটি চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল নিরাপত্তা প্রহরী, তারপর প্যাকেটটির দিকে তাকাল। আইনজীবীর অফিস থেকে আসা বাদামী রঙের একটি খামমাত্র। ফালতু জিনিস। বিয়ের সময় এসবের ওপর চোখ বুলাতে বয়েই গেছে।

গার্ডের পেছনে অসংখ্য উপহার এবং কার্ডের পাহাড়। বেশিরভাগই জাংক টাইপের, শুভানুধ্যায়ী এবং বন্ধুবান্ধব পাঠিয়েছে। গার্ড বাদামি খামটি ওই স্তূপের ওপর ছুঁড়ে দিল।

মেইন স্টেট পুলিশের সুপারিনটেন্ডেন্ট জন কেরী, তার অধীনস্ত দুই গোয়েন্দা মাইকেল শ এবং অ্যান্টোনিও সানচেজকে ধমকাচ্ছে।

অ্যান্টোনিও সানচেজ মিনমিন করে বলল, 'স্যার, গত রাতেই মাত্র খবরটা পেয়েছি আমরা। তবে ব্যাপারটা একটু চেক করে দেখা দরকার মনে হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে?' সুপারিনটেন্ডেন্ট জন কেরী টের পেল তার রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছে। 'তুমি জানো ওই মহিলা কতটা প্রভাবশালী? আর তুমি বলছ মনে হচ্ছে চেক করে দেখা দরকার?'

দুই গোয়েন্দাই নিশ্চুপ হয়ে রইল। অবশেষে কথা বলল কেরী।

'অন্য লোকটাকে নিয়ে এসো; কোলেপ। তার সঙ্গে আগে কথা বলি।'

ডিটেকটিভ শ এবং সানচেজ একে অপরের দিকে নার্ভাস ভঙ্গিতে তাকাল।

গুঙিয়ে উঠল সুপারিনটেন্ডেন্ট কেরী। 'কী?'

'আমরা চেষ্টা করেছিলাম, স্যার। গত রাতে সে চলে গেছে।'

'চলে গেছে' মানে কী?

'দক্ষিণ আমেরিকা, স্যার। আমাদের ধারণা। সে তার সমস্ত অ্যাকাউন্টের টাকা তুলে ফেলেছে।'

'শিট।' ত্রিশ বছর ধরে পুলিশের চাকরি করছে জন কেরী। মেইনে বিলিয়ন ডলার

জালিয়াতির ঘটনা কখনো ঘটেনি। ইভ ব্ল্যাকওয়েল তার মৃত্যুশয্যায় পুলিশকে যে চিঠিটি লিখে রেখে গেছে তা একটি বোমা। *যদি উলটাপালটা কিছু করি তো এ বোমার বিস্ফোরণে আমার এতদিনকার ক্যারিয়ারই উড়ে যাবে।*

'আমরা মিস টেম্পলটনকে কি গ্রেফতার করব স্যার?'

একটু ভেবে জবাব দিল সুপারিনটেন্ডেন্ট। 'না, এখুনি কিছু করতে হবে না। অন্তত আমরা নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত নয়। ভুলে যেয়ো না, ইভ ব্ল্যাকওয়েল শেষ বয়সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। গোটা ব্যাপারটাই একটা ধোঁকা হতে পারে।'

জন কেরীর চিন্তাভাবনা করার সময়ের দরকার। হয়তো এ নাটকটি তার জন্য ছদ্মবেশী আশীর্বাদ! হয়তো তিন দশক পুলিশে ধন্যবাদবিহীন বেগার খাটার পরে দেবতারা তাকে, জন কেরীকে বড়লোক হওয়ার এবং নাম কামানোর একটি সুযোগ দিয়েছেন?

আর যদি এটা স্রেফ একটা ধোঁকা বা চাতুরী হয় এবং সে লেক্সি টেম্পলটনকে তার বিয়ের দিনে গ্রেফতার করে, সবার কাছে সে মস্ত হাসির পাত্রে পরিণত হবে।

আর যদি এটা ধোঁকা না হয়...

কার্ল কোলেপ হয়তো অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবে লেক্সি টেম্পলটন তো আছে।

সে কোথাও যাচ্ছে না।

সিডার হিল হাউজের দোতলার বেডরুমে বসে ভাবছিল লেক্সি। নিচে বড্ড বেশি হই-হট্টগোল। ও পালিয়ে বেঁচেছে।

'আমি পেরেছি। আমি গেবকে বিয়ে করেছি। আমি যা চেয়েছিলাম সব পেয়েছি।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, ম্যাম। জানতাম না আপনি এ ঘরে আছেন!' বিয়ের বিপুল পরিমাণ উপহার এবং কার্ডের পাহাড় নিয়ে টলতে টলতে বেডরুমে ঢুকল ওদের মেইড কনচিটা। 'গেট হাউজে উপহার রাখার আর জায়গা নেই।' সে স্তূপটি বিছানার ওপর ফেলল।

'এগুলো গেট থেকে নিয়ে এসেছ?'

'জি, ম্যাম। বহু মানুষ আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।'

লেক্সি গিফটের বাক্সগুলো খুলতে লাগল। দেখতে দেখতে ঘণ্টা পার হয়ে গেল। নিচতলার পার্টিও প্রায় শেষ। কিছু কিছু উপহার খুবই দামি — লালিক ফুলদানি, টিফানি বাতি, হেমিংওয়ে এবং মার্কটোয়েনের বইয়ের প্রথম সংস্করণ ইত্যাদি। তবে লেক্সিকে সবচেয়ে ছুঁয়ে গেল স্থানীয় গ্রেড স্কুলের বাচ্চাদের হাতে তৈরি মাটির একটি মগ, তার গায়ে ওর এবং গেবের নামের প্রথম অক্ষরসহ বিয়ের তারিখ সুন্দরভাবে লেখা। বাদামি খামটি যখন চোখে পড়ল, ততক্ষণে রীতিমতো ক্লান্ত লেক্সি। *এটাই শেষ। বাকিগুলো পরে দেখব।*

খাম খুলে একটি চিরকুট বের করল ও। ইভ খালার হাতের লেখা চিনতে পারল

সঙ্গে সঙ্গে। ত্রিশ সেকেন্ড পরে লেক্সি বুঝতে পারল বাকি উপহার আর খুলে দেখা যাবে না। এ চিঠিটি ওর দুনিয়া সারাজীবনের জন্য লণ্ডভণ্ড দিয়েছে।

ভাবো। তোমার হাতে বেশি সময় নেই কিন্তু।

কেট ব্ল্যাকওয়েল এ পরিস্থিতিতে কী করতেন?

'স্যার, এটা একটু দেখুন।'

কম্পিউটারের পর্দায় ফুটে থাকা কতগুলো সংখ্যার দিকে ইঙ্গিত করছে ডিটেকটিভ মাইকেল শ। বড় অঙ্কের সংখ্যা।

'ক্রুগার-ব্রেন্টে ধস নামার আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে এ পরিমাণ টাকা সিডার ইন্টারন্যাশনাল থেকে কার্ল কোলেপের বিজনেস অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়।'

'তো?'

'তো কোলেপ এ টাকা ব্যবহার করেছিল...' ডিটেকটিভ শ আরেকটি স্ক্রিন দেখাল, 'একসঙ্গে অনেকগুলো ব্যাংক থেকে ক্রুগার-ব্রেন্টের স্টক কেনার জন্য। পরে ওগুলো সে শর্ট সেল করে শেয়ারের দাম নামিয়ে দেয়, তবে এখানেই ঘটনার শেষ নয়। সোমবারে সে আরও স্টক কেনে। এই লোকগুলোর কাছ থেকে। ডিএইচ হোল্ডিংস।'

'ডিএইচ হোল্ডিংস কারা?' সুপাররিনটেন্ডেন্ট কেরীর কপালে ভাঁজ পড়ল।

'কেউ না। এটা একটা ভুয়া কোম্পানি। জেনিফার উইলসন নামে এর একজন চেয়ারম্যান আছে। সে আবার ঘটনাক্রমে এই কোম্পানিটির প্রতিষ্ঠাতা, মালিক এবং শেয়ারহোল্ডার...'

আরেকটি স্ক্রিনে ইশারা করল শ।

'বলো না যে ওটা সিডার ইন্টারন্যাশনাল।'

মাথা দোলাল গোয়েন্দা। 'ঠিক তাই। জেনিফার উইলসনই হলো লেক্সি টেম্পলটন, বস। সে ওই নামে প্রায় চোদ্দ বছর ধরে ব্যবসা করে আসছে। এমনকি SEC-তে এ নামে রেজিস্ট্রেশনও করেছে।'

তাহলে বুড়ি পাগলি ইভ ব্ল্যাকওয়েল ঠিকই বলেছিল। কিন্তু সে জানল কী করে?

'ওনাকে কি এখন আমরা গ্রেফতার করব, স্যার?'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সুপারিনটেনডেন্ট জন কেরী।

'হ্যাঁ। তবে কাজটা করতে হবে গোপনে। আজ তার বিয়ে। কংগ্রেসের অর্ধেক মানুষই আজ ওই বাড়িতে আছেন। আমি কোনো সার্কাস করতে চাই না। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

'ইয়েস, স্যার। ক্লিয়ার অ্যাজ আ বেল।'



লেক্সি দেখছে সাদা পোশাক পরা পুলিশের দুজন লোক বাড়িটির দিকে হেঁটে আসছে।

ওর পরিকল্পনাটি দুঃসাহসিক। সফল হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র কুড়ি ভাগ। নামিব মরুভূমির ল্যান্ড মাইনে জেমি ম্যাকগ্রেগর যেভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে টিকে গিয়েছিলেন অতটা বিপজ্জনক অবস্থা হয়তো ওর নয়।

জোর করে নিজেকে শান্ত রাখল লেক্সি, ইভের চিঠিটি ভাঁজ করে ব্রা'র মধ্যে গুঁজল। তারপর নিশ্বাস ধীর করার মরিয়া চেষ্টা নিয়ে নেমে এল নিচে। অলৌকিক কোনো কারণে হলঘর জনশূন্য। বাবার স্টাডি থেকে রোবি এবং গেবের গলার স্বর ভেসে আসছে। দ্রুত কাজ করতে হবে লেক্সিকে।

'ভেতরে আসুন। আমি আপনাদের অপেক্ষাতেই ছিলাম।'

হাসিমুখে বাড়ির সদর দরজা খুলে দিল ও। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে দুই পুলিশ। একজন বয়সে তরুণ, ত্রিশের বেশি হবে না, সুদর্শন, জাতিতে হিসপানিক। অপরজন বয়সী, লেক্সির সমানই বয়স হবে, ফ্যাকাসে গায়ের চামড়া, মাথায় টাক পড়ে যাচ্ছে। *এদের মধ্যে বসটি কে?*

দুজনকেই হতভম্ব দেখাচ্ছে। বিয়ের পোশাকে স্বয়ং লেক্সি টেম্পলটন ওদেরকে স্বাগত জানাবে নিশ্চয় স্বপ্নেও ভাবেনি ওরা। *ওর মতো ধনবতী নারীর বাটলাররাই না দরজা খুলে দেয়? আর সে আমাদের অপেক্ষাতেই বা থাকবে কেন?*

লেক্সি বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন। চলুন নিভৃতে কোথাও বসে কথা বলি।'

ডিটেকটিভ শ তাকাল ডিটেকটিভ সানচেজের দিকে। গ্রেফতারের বিষয় হলে ওরা দুজনেই সাধারণত আগ্রাসী ভূমিকা নেয়। তবে সুপারিনটেন্ডেন্ট বেরী পরিষ্কার বলে দিয়েছে বিষয়টি সামাল দিতে হবে 'অত্যন্ত কোমলভাবে।'

'নিশ্চয়, ম্যাম। পথ দেখান।'

ওদেরকে নিয়ে লাইব্রেরিতে চলে এলো লেক্সি। এটি বাড়ির দোতলায়, একদা কেট ব্ল্যাকওয়েলের গর্ব এবং আনন্দের জায়গা ছিল। সুপ্রশস্ত ঘরটি ওয়াইন রেড ব্রবেকড চেয়ার দিয়ে সাজানো। আরামদায়ক এবং উষ্ণ। কাঠের প্যানেলের দেয়াল, রুচিশীল ঐশ্বর্য যেন চুইয়ে পড়ছে গোটা ঘর থেকে। লেক্সি পুলিশ অফিসারদেরকে বসবার ইঙ্গিত

করল। বন্ধ করে দিল দরজা। 'এখন আর আমাদেরকে কেউ বিরক্ত করতে পারবে না।'

শুরু করল ডিটেকটিভ শ। 'আপনার বিয়ের দিনটিতেই বিরক্ত করার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।'

মাথা নাড়ল লেক্সি। 'ওভাবে বলবেন না, প্লিজ। আপনারা আপনাদের কাজ করছেন। অনুমান করি আমার খালা ইভ ব্ল্যাকওয়েলের কাছ থেকে আপনারা কোনো চিঠি পেয়েছেন?'

ডিকেটটিভদ্বয় আবার পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

'ওই কারণেই আপনারা এখানে এসেছেন, নয় কী?'

ডিটেকটিভ সানচেজ বলল, 'আমাদেরকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি, ম্যাম।'

'আপনারা কি জানেন উনি পাগল ছিলেন? শেষের দিকে তো নিজের নামটা পর্যন্ত মনে করতে পারতেন না। বেচারি!'

'এসব কথা থানায় গিয়ে বললে ভালো হয়।'

বিমর্ষ দেখাল লেক্সিকে। 'ও আচ্ছা।' বিয়ের পোশাকে মেয়েটিকে এত সুন্দর অথচ দুর্বল লাগছিল যে ওর জন্য খুব মায়া হলো ডিটেকটিভ সানচেজের। ওকে গ্রেফতার নয়, সুরক্ষা দিতে মন চাইছে তার।

'আমাকে কি গ্রেফতার করা হয়েছে?'

'আ ইয়ে...থানায় না যাওয়া পর্যন্ত বিষয়টি আসলে আমরা ফরমাল দেখাতে চাইছি না।' সদয় গলায় বলল সে। 'একজন লইয়ার সঙ্গে রাখার অধিকার আপনার রয়েছে। আমার মনে হয় এ মুহূর্তে যত কম কথা বলা যায় ততই মঙ্গল।'

লেক্সি শান্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলালো। 'বুঝতে পারছি। আমাকে কি অল্পক্ষণ সময় দেবেন এই ফাঁকে ড্রেসটা চেঞ্জ করে আমার স্বামীর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি?'

দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল ডিটেকটিভ শ'কে। 'ঠিক বুঝতে পারছি না, ম্যাম।'

'প্লিজ। যাওয়ার আগে এই ভুল বোঝাবুঝির বিষয়টি আমি তাকে একটু ব্যাখ্যা করতে চাই।'

ডিটেকটিভ শ মনে মনে বলল *ভুল বোঝাবুঝি না ছাই।*

ডিটেকটিভ সানচেজ বলল, 'ঠিক আছে। টেক ইয়োর টাইম।'

লেক্সি চলে যাওয়ার পরে ডিটেকটিভ শ তার পার্টনারের ওপর ক্ষেপে উঠল। 'এসব কী হচ্ছে? জালিয়াতির অভিযোগে আমরা ওকে গ্রেফতারের জন্য এসেছি না ডেট করতে?'

'কাম অন, ম্যান। আজ ওর বিয়ে। একটু সহৃদয়তা দেখাতে দোষ কী?'

'ও একজন অপরাধী, অ্যান্টোনিও।'

কাঁধ ঝাঁকাল ডিটেকটিভ সানচেজ। 'তবু আজ তার বিয়ের দিন।'

সিঁড়ির মাথায় লেক্সির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল গেবের। 'আরি, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।'

'সরি ডার্লিং,' স্বামীকে চুম্বন করল লেক্সি। *আমি ওকে হারাতে পারব না। কিছুতেই না।*

'তুমি কি জানো পুলিশ এসেছে? সিকিউরিটি মাত্রই কথা বলল রোবির সঙ্গে। তোমার সঙ্গে নাকি ওদের কী জরুরি কথা আছে?'

'জানি। আমিই ওদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছি। ওরা আমাকে গ্রেফতার করতে এসেছে।'

বিস্ফারিত হলো গেবের চক্ষু। 'তোমাকে গ্রেফতার করতে এসেছে? কীসের জন্য গ্রেফতার করবে?'

লেক্সি স্বামীর হাত ধরে বেডরুমে ঢুকল, ওদের পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা। কোনো উপায় নেই। ওকে সত্য কথাটা বলতেই হবে। গেব এবং রোবির সাহায্য ছাড়া ওর পরিকল্পনা সফল হবে না।

'তুমি আমাকে যখন প্রস্তাব দিয়েছিলে সেই দিনটির কথা মনে আছে? অ্যাবরশন ক্লিনিকে?'

শিউরে উঠল গেব। ওই দিনটির স্মৃতি। ছোট্ট ম্যাক্সিনকে আরেকটু হলেই হারাতে যাচ্ছিল ওরা– এখনও ওকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে বেড়ায়।

'অবশ্যই মনে আছে।'

'তুমি আমাকে কী বলেছিলে মনে আছে?'

'তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?' এ ধরনের কিছু একটা কিন্তু কেন?'

'না,' আকুল হয়ে ওর দিকে তাকাল লেক্সি। 'ঠিক যে কথাগুলো বলেছিলে মনে নেই?'

'ঠিক মনে পড়ছে না। তবে এটা কেন?'

'তুমি বলেছিলে, কোনোকিছুই অক্ষমনীয় নয়।' ওর হাত চেপে ধরল লেক্সি। 'বলেছিলে, "তুমি যাই কর না কেন, লেক্সি, আমি গ্রাহ্য করি না। তুমি যেমনটি আছ সেভাবেই তোমাকে ভালোবাসি।"

মনে পড়ল গেবের। সেদিন ও খুব মরিয়া হয়ে উঠেছিল। লেক্সিকে ফিরে পাবার জন্য, যা খুশি সে করতে পারত।

'তুমি কি মন থেকে কথাগুলো বলেছিলে?'

একটু ভেবে জবাব দিল গেব। 'অবশ্যই। তুমি যে বিপদেই পড় না কেন, লেক্সি, আমাকে বলতে পার। আমরা একসঙ্গে মোকাবিলা করব।'

পোশাকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ইভের চিঠিটি বের করল লেক্সি।

'এটা পড়ো।'



নিরবে চিঠিটি পড়ল গেব। আবার পড়ল। যখন মুখ তুলে তাকাল ততক্ষণে বিয়ের পোশাক ছেড়ে জিনস এবং সুয়েটার পরে নিয়েছে লেক্সি, দ্রুত গোছাচ্ছে একটি ওভারনাইট ব্যাগ।

গেবের মনে হাজারও প্রশ্ন *কীভাবে, কেন, কখন?* তবে এসব প্রশ্ন করার সময় এখন নয়। লেক্সি অবশ্য বরাবরের মতোই শান্ত রয়েছে।

'দুই ডিটেকটিভ লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করছে। আমি থানায় যাওয়ামাত্র ওরা আমাকে গ্রেফতার করবে। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।'

'কীসের সময়ের কথা বলছ?' বেচারি গেব কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। কিছুক্ষণ আগেও সে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। এখন মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্নের মাঝ দিয়ে হাঁটছে।

ওভারনাইট ব্যাগে পাসপোর্ট ঢোকাল লেক্সি। জিপার আটকে ওটা হাতে তুলে নিল। 'পালাবার সময়, অবশ্যই। এখন মনোযোগ দিয়ে শোনো। এটা হলো প্ল্যান।'

বিয়ের আমন্ত্রিত অতিথিরা সবাই চলে গেছে তবে অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড এখনও আছে কিচেনে। এক বোতল শ্যাতু ডি ইকুয়েম গলাধকরণ করতে করতে আড্ডা দিচ্ছিল পাওলো কজমিকির সঙ্গে। মদ খেতে গিয়ে সময়ের হিসাব হারিয়ে ফেলেছিল সে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হুঁশ হলো। 'এই রে, অনেক দেরি হয়ে গেল। এখনি উঠতে হয়। নইলে আমার ওয়াইফ ভাববে আমি বুঝি কোনো চাকরানির সঙ্গে মজা করছি।' খুশি মনে দুলতে দুলতে টলায়মান পদক্ষেপে সে চলে এলো ফ্রন্ট লনে। দেখল লেক্সিকে নিয়ে একটি আর্মারড কারের পেছনে উঠছে দুই পুলিশ। রক্তশূন্য মুখ নিয়ে অদূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে গেব ম্যাকগ্রেগর।

চোখ ঘষল অগাস্ট। ভাবল ও বোধহয় আজ একটু বেশিই মদ খেয়ে ফেলেছে।

'গেব? এসব কী ঘটছে?'

'ওরা ওকে গ্রেফতার করছে,' একঘেয়ে শোনাল গেবের কণ্ঠস্বর। দেখলেই বোঝা যায় প্রচণ্ড শকের মধ্যে আছে ও। 'ইভ ব্ল্যাকওয়েলের আইনজীবীরা লেক্সির বিরুদ্ধে

জালিয়াতির অভিযোগ করেছে। ক্রুগার-ব্রেন্টের স্টক নিয়ে নাকি শর্ট সেলিং করা হয়েছে। যত্তসব ফালতু কথা।'

'অবশ্যই ফালতু কথা।' গেবকে সান্ত্বনা দিতে ওর কাঁধে হাত রাখল অগাস্ট। 'যীশাস। হোয়াট আ স্ক্রুআপ। আমি কোনো সাহায্য করতে পারি?'

'না। শুধু কথাটা কাউকে বোলো না। লেক্সির অ্যাটর্নি হয়তো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করতে পারবে।' হতভম্ব লাগছে গেবকে। 'আমাদের হানিমুনে যাওয়ার কথা ছিল।'

'নিশ্চয় যাবে,' বলল অগাস্ট। 'সিরিয়াসলি। চিন্তা কোরো না। এটা নিশ্চয় কোনো মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।

দুই মিনিট পরে নিজের গাড়িতে উঠে তার ব্রোকারকে জরুরি ফোন দিল অগাস্ট।

'বিল? তুমি ক্রুগার-ব্রেন্টে আমার যত স্টক আছে সব বিক্রি করে দাও। আ-আহ, হ্যাঁ। সোমবার মার্কেট খোলার আগেই সমস্ত আবর্জনা ফেলে দেবে।'

এবারে কী ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে লেক্সি জানে না অগাস্ট স্যান্ডফোর্ড। তবে জানতে চায়ও না। লেক্সি মৃত ক্রুগার-ব্রেন্টকে এক সময় জীবন দিয়েছে। এ জন্য লেক্সির প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকবে অগাস্ট। তবে আরও একবার স্ক্যান্ডাল হওয়া মানে সবকিছুর অবসান।

এমনকি লামারাসও দুইবার উঠে দাঁড়াতে পারে না।



গ্রেটা, ম্যাক্সিন ম্যাকগ্রেগরের ন্যানি, তার বসের গ্রেফতার নাটকটি মিস করল। ত্রিশ বছর বয়স, জাতিতে সুইডিশ, হালকা হলুদ রঙের চুল, শক্তপোক্ত গড়ন, বিশাল নিতম্বিনী গ্রেটা সরেনসেন নয় বছর ধরে পেশাদার ন্যানির কাজ করছে। লেক্সি টেম্পলটনের মতো বিখ্যাত এবং ধনী মানুষের সঙ্গে কাজ করাটা গ্ল্যামারাস শোনালেও আসলে এখানে পরিশ্রম অনেক বেশি। আজ বাড়ি ভর্তি লোক বলে ছোট্ট ম্যাক্সকে ঘুম পাড়াতে বেশ ধকলই গিয়েছে গ্রেটার ওপর। বাচ্চাটা ঘুমানোর পরে সে-ও নার্সারি সোফায় বসে নাক ডাকাছিল।

তাকে কাঁধে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে তুলল গেব।

'দুঃখিত, স্যার,' লাফিয়ে উঠল গ্রেটা। 'আমি একটু চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। ম্যাক্স পাশের ঘরে গভীর ঘুমাচ্ছে। ও একটু নড়াচড়া করলেই আমি টের পেতাম।'

'ঠিক আছে, গ্রেটা।'

'আমি ভেবেছি আপনি আর মিসেস ম্যাকগ্রেগর হানিমুনে চলে গেছেন। বাচ্চাটাকে বিদায় জানাতে এসেছেন?'

'আসলে আমাদের পরিকল্পনায় একটু রদবদল ঘটেছে। মিসেস ম্যাকগ্রেগর হঠাৎ একটা কাজে আটকে গেছেন। উনি দু'একদিন পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।'

হতবুদ্ধি দেখাল ন্যানিকে। 'আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন?'

'হ্যাঁ। ম্যাক্সিনকে আমরা হানিমুনে নিয়ে যাব ঠিক করেছি। লেক্সি ওকে ছাড়া থাকতে পারবে না। কাজেই তুমি আজ রাতে আমার সঙ্গে যাচ্ছ। তোমার বাক্স পেটরা গুছিয়ে নিতে কতক্ষণ লাগবে?

দাঁতে দাঁত ঘষল গ্রেটা, বন্ধ করে দিল টেলিভিশন। 'বাচ্চার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে, স্যার।'

ধনী লোকেরা সবসময় শেষ মুহূর্তে তাদের মত বদলে ফেলে কেন এবং কীভাবে আশা করে বললেই চট করে রেডি হওয়া যাবে? একটা শিশুকে নিয়ে ভ্রমণ করা বড় ধরনের সামরিক অভিযানের মতো। 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' বললেই হয়ে যায় না।

'তোমাকে কুড়ি মিনিট সময় দিলাম,' বলল গেব। 'কোনো চাকরানিকে বলো

তোমার কী কী দরকার। জেটিতে বোট অপেক্ষা করছে আমাদেরকে মেইনল্যান্ডে নিয়ে যাবে। ওখান থেকে অল্প দূরে এয়ারপোর্ট।

'জিজ্ঞেস করতে পারি কি কোথায় যাচ্ছি, স্যার?'

'টুর্কস অ্যান্ড কাইকোস।'

'ওহ।'

'চেহারা এমন শুকনো করে রাখতে হবে না,' বলল গেব। 'জায়গাটা তোমার ভালোই লাগবে।'

সুপারিনটেন্ডেন্ট জন কেরীর ঘাড়ের পেছন দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। ডার্ক হারবার থেকে লেক্সি টেম্পলটনকে গ্রেফতার করে স্থানীয় থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিয়ে আসাটা বড় একটা ঝুঁকি হয়ে গেছে। কেসটি বিশাল, বার্নি ম্যাডঅফের পরে সবচেয়ে বড় জালিয়াতি। একবার যদি খবরটা প্রকাশ পেয়ে যায় সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়বে ওর ওপর: এফবিআই, ফ্রড স্কোয়াড, ইন্টারপোল। তবে জন কেরী এদের কাউকে এখুনি কিছু জানতে দিতে রাজি নয়। সে একাই পুরো ক্রেডিট নিতে চায়। গ্রেফতার কর্ম শেষ। এখন পরিষ্কার একটি স্বীকারোক্তি পেলেই হলো।

'তো, মিস টেম্পলটন। কাজের কথায় আসি, কেমন? ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডকে দেউলিয়া করার আইডিয়াটি কি আপনার ছিল? নাকি মি. কোলেপের?'

মার্ক হ্যাম্বলি, লেক্সির অ্যাটর্নি ওর কানে কানে বলল, 'তোমার এ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না।'

মার্ককে বহুদিন ধরে চেনে লেক্সি। গাট্টাগোট্টা, বিশাল কাঁধ, মোটা ঘাড়, পেশিবহুল হাত নিয়ে মার্ক হ্যাম্বলিকে আইনজীবীর চেয়ে মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবেই মানায় ভালো। সে যখন আদালতে কাউকে ডিফেন্ড করতে নামে, প্রতিপক্ষের মনে হয় তারা গডজিলার সঙ্গে ফাইট করছে। অন্যান্য ডিফেন্স অ্যাটর্নি যেখানে সূক্ষ্মতা, জুরিদের ধোঁকা দেওয়া, প্রমাণ লোপের প্রচেষ্টা ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল থাকে, মার্ক হ্যাম্বলি ওসবের ধারই ধারে না। সে আবর্জনা বহনকারী ট্রাকের মতো স্রেফ ঝাঁপিয়ে পড়ে জুরিদের ওপর, তাদেরকে গুঁড়িয়ে দেয়। মার্কের এ ব্যাপারটি খুব পছন্দ করে লেক্সি।

ভাগ্যিস ওকে আমি বিয়েতে দাওয়াত দিয়েছিলাম, ভাবছে লেক্সি, তখন যদি মার্ক নিউইয়র্কে থাকত এবং আমাকে কোনো স্থানীয় ল-ইয়ার ভাড়া করতে হতো... চিন্তা করতেই শিউরে ওঠে ও।

বলে চলল সুপারিনটেন্ডেন্ট কেরী। 'আপনি কি এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে মি. কোলেপ দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়ে যাবেন?'

লেক্সির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল মার্ক হ্যাম্বলি। *জবাব দিও না।*

'মি. কোলেপের সঙ্গে শেষ কবে আপনার কথা হয়েছে?'

আবারও মাথা নাড়া।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল সুপারিনটেন্ডেন্ট কেরীর। নিউইয়র্কের এই উকিল ব্যাটা নিজেকে কী মনে করে, অ্যাঁ?

'এই যে মিস্টার, শুনুন। আমি ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন করছি, আপনাকে নয়। প্রশ্নের জবাব না দিয়ে উনি খুব একটা ভালো করছেন না। আপনার কি ধারণা এ টেপগুলো আদালতে খুব ভালো শোনাবে? কী মনে হয় আপনার?'

কথা বলে উঠল লেক্সি। 'ঠিক আছে, মার্ক। আমি সুপারিনটেন্ডেন্টের প্রশ্নের জবাব দেব। আমার কোনো কিছুই লুকোবার নেই। তুমি এখন বাড়ি যেতে পার।'

মার্ক হ্যাম্বলির চোয়াল ঝুলে পড়ল। লেক্সি টেম্পলটন বুদ্ধিমতী। একজন আইনজীবীর উপস্থিতি ছাড়া এ ব্যাটার সঙ্গে কথা বলা যে উচিত হবে না সেটা কি ও বুঝতে পারছে না?

'লেক্সি, তুমি যা বলছ তা ঠিক না। তোমার চিন্তাভাবনা আসলে গুলিয়ে গেছে।'

'না, মার্ক। আমি ঠিকই আছি।'

বিজয়ের হাসি ফুটল সুপারিনটেন্ডেন্টের মুখে। 'ওর কথা তো শুনলে, মার্ক। এখন বাড়ি যাও।'

'একটু আরামদায়ক কক্ষে বসে কথা বলা যায় না, সুপারিনটেন্ডেন্ট?'

জন কেরীকে ভুবন ভোলানো হাসি উপহার দিল লেক্সি যে হাসি দেখে ডিটেকটিভ সানচেজের হৃদয় গলে গিয়েছিল। 'মনে হচ্ছে কথা বলতে অনেক সময় লাগবে। আর এ চেয়ারটা খুব শক্ত। বসে আরাম পাচ্ছি না।'

মার্ক হ্যাম্বলি অনুনয়ের গলায় বলল, 'লেক্সি, কামন, দিস ইজ ক্রেজি। এই গর্দভটার সঙ্গে একাকী কথা বলতে যেয়ো না।'

এই গর্দভটা? লোকটার গলা চেপে ধরার অদম্য ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল জন কেরী। 'তুমি কানা নাকি হে? উনি না তোমাকে চলে যেতে বললেন?'

অসহায়ভাবে তার ক্লায়েন্টের দিকে তাকাল মার্ক। কিন্তু লাভ হলো না। সে ব্রিফকেসটি নিয়ে আর কিছু না বলে চলে গেল।

লেক্সির দিকে ফিরল সুপারিনটেন্ডেন্ট জন কেরী।

এ মহিলাটিকে আমি পছন্দ করতে শুরু করেছি।

'চলুন তিন নম্বর রুমে যাই, মিস টেম্পলটন। ওখানে একটা কাউচ আছে। আপনি কিছু খেতে চাইলে বলুন লোক দিয়ে আনিয়ে দিই।'

'তাহলে খুব ভালো হয়। ধন্যবাদ।'

মাই প্লেজার। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো, সুইটহার্ট, এবং তুমি যা চাইবে তাই পাবে।

দুশ্চিন্তায় ভুগছে গ্রেটা সরেনসেন। গেবের সঙ্গে একটি লিমুজিনে বসে আছে সে। গাড়ি ছুটছে এয়ারপোর্টে।

'আমি কী করব বুঝতে পারছি না, মি. ম্যাকগ্রেগর। মনে হচ্ছে ঝামেলায় পড়ব।'

'তোমাকে যা করতে বললাম তা করলে কোনো ঝামেলাই হবে না। এয়ারলাইনকে সব বলা আছে।'

কপালে ভাঁজ পড়ল গ্রেটার।

'জানি না কাজটা করতে পারব কিনা।'

চেকবই বের করল গেব। 'পঞ্চাশ হাজার ডলার পেলে দুশ্চিন্তাটা একটু লাঘব হবে ভাবছ?'

চেকের দিকে তাকাল গ্রেটা। তারপর গেবের দিকে। সবশেষে বেবি ম্যাক্গ্রিনের দিকে। গাড়িতে বসে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। জানেও না তাকে নিয়ে কী উঁচু স্তরের বাজি খেলা হচ্ছে। সে হয়েছে বাজির ঘুঁটি। হাত বাড়িয়ে দিল গ্রেটা।

'কী জানেন, মি. ম্যাকগ্রেগর? আমার ধারণা টাকাটা পেলে সত্যি আমার দুশ্চিন্তা একটু লাঘব হবে।'

মুচকি হেসে গেব চেকটি দিল গ্রেটাকে।

সে সবসময়ই সুইডিশ মেয়েদেরকে পছন্দ করে।



নতুন ইন্টারভিউ কক্ষটি চকচকে হলুদ রঙে রাঙানো, মেঝেয় কার্পেট, দেয়ালে ঝুলছে চিত্রকর্ম, একজোড়া ম্যাচ করা সুইড কাউচও রয়েছে। লেক্সির জন্য স্যান্ডউইচ এবং এক কাপ কফি নিয়ে আসা হয়েছে। দেয়াল ঘড়িতে বাজে সোয়া আটটা।

ওর হাতে বিশ মিনিট সময় আছে।

'কার্ল কোলেপের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলুন।'

বলল লেক্সি, মন্থর গতিতে। টেপে তার কণ্ঠ যেন রিল্যাক্স শোনা যায় সেটি জরুরি। তবে একই সঙ্গে প্রতিটি শব্দ ভেবে উচ্চারণ করতে হচ্ছে। *নিজেকে এর মধ্যে কিছুতেই জড়ানো যাবে না। সাবধানে এগোতে হবে।* সে ক্রুগার-ব্রেন্ট নিয়ে কথা বলল।

'কোম্পানির ইতিহাস জানা আপনার জন্য জরুরি, সুপারিনটেন্ডেন্ট। আমাদের স্টক প্রাইসে যা ঘটেছে তা রৈখিক বা লিনিয়ার নয়। এটা একটি মাত্র ঘটনা ছিল না, অনেকগুলো ঘটনার একটি জটিল জাল ছিল।'

মাথা ঝাঁকাল জন কেরি। 'বলে যান।'

কুড়ি মিনিট... ওকে কথা বলাতে থাকো।

বারো মিনিট।

লেক্সি কী বলছে তার অর্ধেকই বুঝতে পারছে না জন কেরী। ইনডাইস, মার্জিন কল, হেজ সবকিছুই তার কাছে ডাচ ভাষা বলে মনে হচ্ছে। তবে এতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা হলো লেক্সি কথা বলছে এবং সবকিছুই ধারণ করা হচ্ছে টেপ রেকর্ডারে।

ঘড়ি দেখল লেক্সি। সাত মিনিট। কপাল কুঁচকে সে পেটে একটি হাত রাখল।

'সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ। আমি... লেক্সি আবার পেট চেপে ধরল।

'আপনি কি কিছুক্ষণের জন্য টেপ রেকর্ডারটি বন্ধ রাখবেন, সুপারিনটেন্ডেন্ট?'

কেরী সিধে হলো, রেকর্ডিংয়ের সুইচ অফ করে দিল। কথা চলছে এ সময় রেকর্ডিং বন্ধ করে দেওয়ার কোনো ইচ্ছেই তার ছিল না। কিন্তু লেক্সির সঙ্গে বৈরিতা করতে চায়নি সে। মহিলা তার কাজে অনেক সাহায্য করছে।

'আপনি ঠিক আছেন তো, মিস টেম্পলটন?'

'আমি ঠিক আছি। ধন্যবাদ।' হাসল লেক্সি। 'আমি চাইনি আমার এ কথাগুলো রেকর্ড হয়ে যাক। আসলে হঠাৎ করেই জানতে পারি আমি আবার মা হতে চলেছি। শরীর খারাপ করাটা এ সময় স্বাভাবিক... আপনি তো জানেনেই।'

'নিশ্চয় জানি,' বিব্রত দেখাল জন কেরিকে। আসলে মেয়েদের প্রেগন্যান্সির সমস্যা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না।

'সরি, আমি কথাটা জানতাম না। আমি কী.. আপনার জন্য কী করতে পারি বলুন?'

'আমি ঠিক হয়ে যাব। একটু তাজা হাওয়া দরকার।'

'নিশ্চয়। আগে কি রেস্ট রুমে যাবেন?'

কৃতজ্ঞচিত্তে মাথা দোলাল লেক্সি। 'ধন্যবাদ।'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

হলঘর ধরে ওকে নিয়ে রেস্টরুমে চলল কেরী। সন্দেহভাজনদের ক্ষেত্রে এ সময়ে সাধারণত একজন নারী অফিসার পাহারা দেয় কিন্তু তার প্রয়োজন অনুভব করছে না জন কেরী। *এ লেক্সি টেম্পলটন। এ সাধারণ অপরাধীদের মতো জানালা গলে পালাবার চেষ্টা করবে না।*

পাঁচ মিনিট বাদেই করিডোরে আবির্ভূত হলো লেক্সি। মুখখানা ভীষণ ফ্যাকাসে।

'জানি আপনি আবার ইন্টারভিউতে ফিরে যেতে চাইছেন, সুপারিনটেন্ডেন্ট। কিন্তু আমি কি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে একটু হাঁটাহাঁটি করতে পারি? আমার শরীরটা একদমই ভাল্লাগছে না।'

'অব কোর্স। টেক ইয়োর টাইম।'

থানার পেছনে শান বাঁধানো ছোট একটি আঙিনায় লেক্সিকে নিয়ে এলো কেরী। এখানে একটি ধাতব টেবিল রয়েছে, সঙ্গে খানকতক চেয়ার, দুটোতেই সিগারেটের গোড়া ছড়িয়ে রয়েছে। কিনারে একটি প্ল্যান্টের পটে মরা ফুলের গাছ।

সুপারিনটেন্ডেন্টে কেরী হড়বড় করে বলল, 'জায়গাটা খুব বেশি সুন্দর নয়। আমার লোকজন বাগানের যত্নআত্তিও তেমন নেয় না... আমি কী বলতে চাইছি আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন... এনিওয়ে, আমি তিন নম্বর রুমে আছি। আপনি রেডি হলে বলবেন।'

'ধন্যবাদ। আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই চলে আসছি।'

দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল লেক্সি। তারপর একটি চেয়ার টানতে টানতে চলে এলো বাগানের পেছনে। প্রথম দর্শনে পাঁচিলটি মোটামুটি নিচু বলেই মনে হলো। তবে লেক্সি যখন চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়াল, দেখল বাড়ানো হাত থেকে আরও তিন ফুট উঁচুতে রয়ে গেছে তার স্বাধীনতা। লাফ দেয়া ছাড়া উপায় নেই।

হাঁটু ভাঁজ করল লেক্সি, হাতজোড়া টানটান থাকল সামনের দিকে। তারপর লাফ দিল। পায়ের ধাক্কায় ছিটকে গেল চেয়ার, দুড়ুম শব্দে পড়ল কংক্রিটে।

সন্ত্রস্ত লেক্সি ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের দরজাটি দেখল।

খুলিস না। দরজা খুলে যাস না।

যন্ত্রণাকাতর কয়েকটি সেকেন্ড পার হলো। কিছুই ঘটল না।

দেয়ালের ওপরে হাত রেখে ঝুলছে লেক্সি, তালু ভিজে যাচ্ছে ঘামে। *আমি পিছলে যাচ্ছি!* বাতাসে পা ছুঁড়ল ও। দেয়ালের গা থেকে বেরিয়ে আসা কোনো ইট কিংবা ফাটল অথবা যে কোনো কিছু খুঁজছে যাতে পা রাখা যায়। কিন্তু পায়ের নিচে কিছুই ঠেকল না। দেয়ালটাকে মনে হচ্ছে বরফখণ্ড। লেক্সির মুঠো আলগা হয়ে এলো।

ওহ গড! আমি পড়ে যাচ্ছি।

উষ্ণ, পুরুষালী একটা হাত নিচ থেকে লেক্সির হাত খামচে ধরল। তারপর আরেকটা। লেক্সির কব্জিতে চেপে বসল আঙুল। কেউ ওকে ধরে টানছে, এত জোরে লেক্সির মনে হলো ওর কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে হাতজোড়া। কয়েক সেকেন্ড পরে ও দেয়ালের ওপাশে উড়ে গেল।

লেক্সি দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। কনুই এবং নিতম্বে ভীষণ ব্যথা পেয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

'চুপ।'

কেউ ওকে ভাঙা পুতুলের মতো তুলে নিল মাটি থেকে। একটা গাড়ির পেছনে বস্তার মতো তাকে ফেলে দিয়ে ছুটিয়ে দিল বাহন। মেঝেতে পিঠ দিয়ে পড়ে আছে লেক্সি, ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে কলজে। শৈশবের অপহরণের স্মৃতি মনে পড়ে গেল তবে এবারে লেক্সি জানে সে কোথায় যাচ্ছে।

দশ মিনিট বাদে, অসংখ্য বাঁক ঘুরে কমে এলো গাড়ির গতি। রাস্তা ছেড়ে অন্য কোথাও দিয়ে চলেছে ওটা। বেদম ঝাঁকি লাগছে। অবশেষে থেমে গেল ইঞ্জিন।

'তুমি ঠিক আছ তো?' শোনা গেল রোবির কম্পিত কণ্ঠ।

'আমি ঠিক আছি। ধন্যবাদ। ভাবিনি তোমরা কাজটা করতে পারবে।'

প্রবল স্বস্তিতে হাসিতে ফেটে পড়ল লেক্সি।

'তোমার জায়গায় আমি থাকলে এভাবে হাসতে পারতাম না,' বলল রোবি। 'ওটা ছিল সহজ অংশ। এবারে তোমাকে দ্বীপ থেকে বের করার ব্যবস্থা করতে হবে।'

ইউএস ফ্লাইট ২৮ টু প্রভিডেনসিয়েনস, আপনারা এখন প্লেনে চড়তে পারেন।'

ব্যাংগর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের প্রথম শ্রেণির ডিপারচার লাউঞ্জে বসে আছে গেব এবং গ্রেটা। ম্যাক্সিন তার ন্যানির কোলে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। দুই তলা নিচে, গেটের ধারে, একদল পাপারাজ্জি ওঁৎ পেতে আছে, অপেক্ষায় আছে লেক্সির হানিমুনে যাওয়ার কোনো ছবি যদি তুলতে পারে। আর ম্যাক্সিনের ছবি হবে বোনাস।

'তুমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত তো?'

'জি, স্যার।'

'গুড।'

ঘড়ি দেখল গেব।

চলে এসো, লেক্সি।



পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল সুপারিনটেন্ডেন্ট জন কেরী। তারপর দশ মিনিট।

আমি কি বাইরে গিয়ে ওকে নিয়ে আসব?

লেক্সির কাছে নিজেকে অসংবেদনশীল প্রমাণ করতে চায় না কেরী। তার সাবেক স্ত্রী যখন মা হলো তার কথা মনে আছে তার। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল হরমোন, জলহস্তীর মতো মুটিয়ে গিয়েছিল সে।

পনের মিনিট। *আমি কি ওর জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে যাব? হুঁ। ওটাই ভালো হবে। লেক্সি ভাববে আমি তার শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত।*

তিন মিনিট বাদে কাগজের একটি কাপে পানি নিয়ে দরজা খুলে বেরল সুপারিনটেন্ডেন্ট কেরী। ডিউটি সার্জেন্ট তার বসের হাঁকচিক্কর শুনে ভাবল তিনি বুঝি হার্টঅ্যাটাক করেছেন। ছুটে গেল সে।

'গর্দভের মতো দাঁড়িয়ে থেকো না।' সুপারিনটেন্ডেন্টের মুখ লাল টকটকে। 'সব ইউনিটকে কল করো, সাসপেক্ট পালিয়ে গেছে। রোড ব্লক করো। এয়ারপোর্ট, জাহাজঘাটা সব জায়গায় লোক পাঠাও। হেলিকপ্টার চাই আমার।'

'জি, স্যার।'

'এবং সানচেজ ও শ'কে খবর দাও।'

'জি, স্যার। আর কাউকে খবর দিতে হবে?'

'কাকে?'

'জানি না, স্যার। ধরুন... এফবিআই?'

জন কেরি কটমট করে তাকাল সার্জেন্টের দিকে। 'না'।

ব্যাপারটা শুধু ডিপার্টমেন্টের সঙ্গেই সংযুক্ত থাকবে। বোঝা গেছে?

'জি, স্যার।'

'ও এখনও নিশ্চয় দ্বীপে আছে।'

ওই মাগিকে আমি যেভাবেই হোক খুঁজে বের করবই।

গেবের দিকে তাকিয়ে হাসল ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট। 'আপনার আসন দেখিয়ে দিই,

স্যার। এই দিক দিয়ে আসুন, আমার নাম ক্যাথেরিন।'

'ধন্যবাদ, ক্যাথেরিন।' সে মেয়েটির পিছু নিয়ে প্লেনের সামনে চলে এলো। ম্যাক্সিন একটু আগে ঘুম থেকে জেগেছে। ওর কোলের মধ্যে কুই কুই শব্দ করছে। ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট ভাবল বাবাটা কী ভালো। বেশিরভাগ বাপই প্লেনে চড়ার পরে বাচ্চাকে ন্যানির কাছে দিয়ে নিজে খবরের কাগজ পড়তে থাকে।

'অভিনন্দন, স্যার।'

গেব শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল।

'আজকেই তো আপনাদের বিয়েটা হলো, তাই না?'

'ও, হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

'মিসেস ম্যাকগ্রেগর আজ আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না?

'না,' সংক্ষেপে বলল গেব।

'আশা করি আপনারা দুজনেই খুব সুখী হবেন।'

হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না গেব।

আমিও তাই আশা করি, ক্যাথেরিন। আমিও তাই আশা করি।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না। কানে ভেসে আসছে ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ। ভাইয়ের হাত শক্ত করে ধরে রেখে নোংরা পথ ধরে জলের দিকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোল লেক্সি।

'ডেনি!' আঁধারে হিসিয়ে উঠল রোবির কণ্ঠ। 'তুমি আছ?

'আছি এখানে।'

গ্যাস ল্যাম্প হাতে নিয়ে পরিচিত একটি মুখ বেরিয়ে এলো তিমির রাত ফুঁড়ে। 'হেই লেক্সি। লং টাইম।'

'ওহ মাই গড। ডেনি ফ্রেঞ্চ?' লেক্সি ওকে জড়িয়ে ধরল।

'বিশ্বাসই হচ্ছে না আমার।'

শৈশব থেকে ডেনি ফ্রেঞ্চকে চেনে ও। ডার্ক হারবারে গরমের ছুটিতে একসঙ্গে খেলাধুলা করত। একবার, লেক্সির তখন তেরো বছর বয়স, বাবার মাছ ধরার নৌকার নিচে বসে ডেনিকে ও চুমু খেয়েছিল। তারপর থেকে বহুদিন ধরে ওর সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই।

'রোবি বলেছে তোমাকে আমার কথা?'

'বলেছে তুমি বিপদে পড়েছ। আমার জন্য ওটুকু শোনাই যথেষ্ট। চলো বোটে উঠে পড়ি।'

লেক্সির হাত ধরে ডেনি পথের শেষে জরাজীর্ণ জেটিতে নিয়ে এলো। ওকে ছোট একটি ফিশিং বোটে উঠতে সাহায্য করল। জাল, তারপুলিন ইত্যাদির নিচে লুকানোর একটি জায়গা বানানো হয়েছে। লেক্সি ডেনির প্রতি খুবই কৃতজ্ঞবোধ করল।

'ধন্যবাদ,' আবেগে গলা বুজে এলো ওর। ডেনির জন্য ও এমন কিছু করেনি যাতে এতবড় উপকার পাবার অধিকার রাখে। *কতগুলো ফালতু সিনেটরের বদলে ডেনিকেই বরং আমার বিয়েতে দাওয়াত দেওয়া উচিত ছিল। আমার আর কবে শিক্ষা হবে?*

'ইউ আর ওয়েলকাম। আমি জানতাম ঝামেলা থেকে যদি কেউ বেরিয়ে আসতে জানে তো সে লেক্সি। সব ঝামেলা চুকে যাওয়ার পরে আবার যখন তুমি ধনী হিসেবে থিতু হবে তখন আমার মর্টগেজের দেনাটা শোধ করে দিও। ঠিক আছে?'

হাসল লেক্সি। 'আচ্ছা।'

বোটের ইঞ্জিন চালু করল ডেনি।

তীরে দাঁড়িয়ে রইল রোবি টেম্পলটন। একসময় অমানিশা পুরোপুরি গ্রাস করে নিল তার বোনকে। ও জানে না আর কোনোদিন লেক্সির সঙ্গে দেখা হবে কিনা।



'ল্যান্ড করার আগে আপনার কিছু লাগবে ম্যাডাম? গরম তোয়ালে? কিংবা কিছু পান করবেন?'

মাথা নাড়ল গ্রেটা সরেনসেন। বুকের সঙ্গে লেপ্টে থাকা গোলাপি ছোট্ট বান্ডিলটির দিকে ইঙ্গিত করল। 'আমি ওকে বিরক্ত করতে চাই না।'

'ও খুব ভালো, না?' হাসল ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট। 'আমি এমন চুপচাপ বাচ্চা জীবনে দেখিনি।'

'ও ঘুমাতে ভালোবাসে। ওর বাবার মতোই।'

আইলের ওপাশে কতগুলো কম্বল নিশ্বাসের তালে উঠছে এবং নামছে। কম্বলের নিচে যে একজন মানুষ আছে তা শুধু বোঝা যায় সাদা চুলের মাথাটা দেখে।

'ঈশ্বর ওনার মঙ্গল করুন,' বলল ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট।

ফোনে কথা বলছে সুপারিনটেন্ডেন্ট কেরী।

'আমার জন্য কোনো খবর আছে?'

'ওরা আমানিয়ারায় হানিমুন সুইট বুক করেছে। টুর্কস অ্যান্ড কাইকস।'

দ্রুত বলল ডিটেকটিভ অ্যান্টনিও সানচেজ।

'ফ্লাইট?'

'প্রভিডেনসিয়েলস এর ৯১৫ নম্বর ফ্লাইটের টিকেট কিনেছিল দুজনে। তবে আমরা বাড়িতে আসার পরে দেখি গেব ম্যাকগ্রেগর বিকেলে বুকিং চেঞ্জ করেছে। সে স্ত্রীর রিজার্ভেশন ক্যান্সেল করেছে এবং ন্যানি ও শিশু মেয়েটির জন্য নতুন টিকেট কিনেছে। নিজের টিকেট বদলায়নি।'

'সে একা একা হানিমুনে যাচ্ছে? তার বউকে বিপদে ফেলে রেখে?'

'জি, স্যার। দেখে তো তাই মনে হয়। এতক্ষণে তার আকাশে থাকার কথা।'

'হুমম,' একটু চিন্তা করল সুপারিনটেন্ডেন্ট কেরী। 'আর কিছু?'

'জি, স্যার?' উত্তেজনা প্রকাশ পেল ডিটেকটিভ সানচেজের কণ্ঠে। 'সে প্রথম রিজার্ভেশন চেঞ্জ করার পরে তৃতীয় আরেকটি টিকেট কেনে। এটিও প্রভিডেনসিয়ালস এর টিকেট, প্রাইভেট চার্টার। ওই প্লেনটি আজ মাঝরাতে বারোজন যাত্রী নিয়ে ব্যাঙ্গরের

উদ্দেশে যাত্রা করবে।'

কেরীর কলজেটা লাফিয়ে উঠল।

'কী নামে সে টিকেট বুক করেছে?'

'ওটাই তো মজা। যাত্রীর নাম উইলসন। জেনিফার উইলসন।'

চোখ বুজল কেরী। নামটা চেনা চেনা লাগছে কিন্তু ঠিক মনে পড়ছে না... অবশেষে মনে পড়ল তার।

ইয়েস! জেনিফার উইলসন। সিডার ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট। ডিএইচ হোল্ডিংস-এর চেয়ারম্যান। লেক্সি টেম্পলটনের ব্যবসায়িক ছদ্মনাম।

ও কি সত্যি ভেবেছে সবকিছু এত সহজে ঘটবে? সে একটা ভুয়া নাম ব্যবহার করে স্বামীর সঙ্গে মধুচন্দ্রিমায় যোগ দেবে যেন কিছুই হয়নি? হয়তো এতদিন কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি বলে সে ভেবেছে সে চিরকাল ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে। *এবারে আর তা হচ্ছে না, সুইটহার্ট। এইবার তোমারে আমি খাইছি।*

ফোন রেখে ঘড়ি দেখল সুপারিনটেন্ডেন্ট কেরী।

ওকে এয়ারপোর্টে যেতে হবে।

চোখে বিশাল সানগ্লাস, স্বর্ণকেশী মহিলাটি তার পাসপোর্ট দিল সিকিউরিটিকে।

'আপনার সানগ্লাসটা একবার খুলবেন, ম্যাম? আপনার চেহারা দেখব।'

আদেশ পালন করল সে। কয়েকটি আড়ষ্ট মুহূর্ত বুথের লোকটি নিরবে তাকে দেখল। তারপর সে হাসল।

'হ্যাভ আ গুড ফ্লাইট মিস উইলসন। এনজয় টুর্কস অ্যান্ড কাইকস।'

'থ্যাংক ইউ। আই উইল।'

প্লেনের জানালা দিয়ে নিচে তাকাল গেব। নিচে মেঘের কার্পেট নরম লাগছে, ওকে যেন ডাকছে হাতছানি দিয়ে।

শান্তিময়।

লেক্সির কথা ভাবছে ও। ও এ মুহূর্তে কোথায়? জানে না বলে নিজের ওপরই রাগ লাগছে। গেব তার ওপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করেছে। কিন্তু লেক্সি কি তা পেরেছে? ও কি নিরাপদে আছে? যদি ও নিরাপদে থাকে এবং অলৌকিকভাবে পরিকল্পনা মতো কাজ করেও থাকে– তারপরে কী? এক ফেরারি অপরাধীর কন্যা হিসেবে কীভাবে বড় হয়ে উঠবে ম্যাক্সিন?

অপরাধী আসলে দুজন। আমিও এখন এর মধ্যে নাক পর্যন্ত ডুবে গেছি। এ থেকে আর ফিরবার পথ নেই।

ইভ ব্ল্যাকওয়েলের কথা মনে পড়ল ওর। তার ঘৃণা এবং তিক্ততা বহু জীবন ধ্বংস করেছে। গেবের জীবনও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? এবং তার মেয়ের জীবন?

বাবার কথা কানে বাজতে লাগল ওর 'ব্ল্যাকওয়েলরা এ পরিবারটি ধ্বংস করেছে। চোর। সবগুলো চোরের বংশ।

'আপনি ঠিক আছেন তো, স্যার? আপনার কি কিছু লাগবে?

লেক্সি একটি চোর। কিন্তু আমি ওকে ভালোবাসি। আমি ওকে ভালো না বেসে থাকতে পারব না।

'না, ধন্যবাদ। আমি ঠিক আছি।'

সুপারিনটেন্ডেন্ট কেরির রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছে ধাঁ ধাঁ করে।

'ট্রাফিক জ্যাম ছুটছে না কেন? সাইরেন বাজাও।'

ইতস্তত করল ড্রাইভার। 'কিন্তু চিফ আপনি না বললেন চুপি চুপি কাজ সারব আমরা?'

'বললাম সাইরেন বাজাতে। বাজাও।'

নিজেই এয়ারপোর্টে যাবে ঠিক করেছে কেরী। এটা এমন কাজ সবাইকে বিশ্বাস করা যায় না। যদি জানাজানি হয়ে যায় লেক্সি টেম্পলটন পুলিশ কাস্টডি থেকে পালিয়ে গেছে তার কাস্টডি থেকে– সে সকলের হাসির পাত্রে পরিণত হবে। লেক্সিকে ওই প্লেনে কিছুতেই উঠতে দেওয়া যাবে না।

অবশেষে ওরা পৌঁছাল গন্তব্যে। গাড়ি থামার আগেই লাফিয়ে নেমে পড়ল সুপারিনটেন্ডেন্ট কেরী।

'ওটা ৬২ নম্বর গেট, বস,' ইয়ারপিসে খড়খড় আওয়াজ তুলল ডিটেকটিভ সানচেজের কণ্ঠ।

দৌড়াচ্ছে সুপারিনটেন্ডেন্ট কেরী। তার গাল আগুনের মতো গরম, ঘামে ভিজে সপসপে জামা।

এখন মাঝরাত। প্লেনটা কি ইতোমধ্যে চলে গেছে?

গেট ৪৬...৫৮...হাঁপাতে হাঁপাতে মোড় ঘুরল সে।

শিট।

৬২ নং গেটে প্লেন-টেলেন কিছু নেই। খাঁ খাঁ করছে।



চোখে বড় সানগ্লাস স্বর্ণকেশী মহিলাটি টের পেল কেঁপে উঠছে প্লেনের ইঞ্জিন। টেক অফের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে আসনের কিনারা চেপে ধরল।

'নার্ভাস লাগছে?' পাশের আসনের লোকটি জিজ্ঞেস করল তাকে।

'ঠিক তা নয়। আজ একটু ক্লান্ত বোধ করছি।'

'কল্পনা করুন কাল পামট্রির নিচে সৈকতে শুয়ে আছেন, তাহলে আর ক্লান্তি লাগবে না। ওখানে কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হচ্ছে না।'

স্বর্ণকেশী ভাবল *কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না? তাহলে তো ভালোই হতো।*

ডেস্কের পেছন থেকে উদয় হলো এক পুরুষ স্টুয়ার্ড। সুপারিনটেন্ডেন্ট কেরী তার ব্যাজ দেখাল। বেদম হাঁপাচ্ছে, গলা দিয়ে রা প্রায় বেরচ্ছে না।

'আমি... পুলিশ... ওই প্লেনে আমাকে উঠতে হবে।'

'দুঃখিত, স্যার,' বলল স্টুয়ার্ড। 'তা সম্ভব নয়। কেবিন ক্রুরা বন্ধ করে দিয়েছে দরজা।'

'ওসব ফালতু কথা আমাকে শুনিয়ো না, ন্যান্সি ড্রিউ। আমার কথা শোনো। তুমি ওদেরকে ফোন করে বলো যেন দরজা খুলে দেয়। এবং এক্ষুনি। কাজটা না করলে তোমার ওল আমি টেনে ছিড়ে ফেলব।

স্টুয়ার্ড পুলিশ গোত্রের ম্যাচোম্যানদের খুব পছন্দ করে। তবে এ ব্যাটা তার বাপের বয়সী, সান্তাক্লসের চেয়েও মোটা, গায়ে বিশ্রি ঘামের গন্ধ।

'দুঃখিত, স্যার। আমি সত্যি কিছু করতে পারব না।'

ঘুরল সে, জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করল সুপারিনটেন্ডেন্ট কেরী।

বারো আসনের জেট বিমানটি রানওয়ে ধরে ছুটিতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেন্ড পরে ডানা মেলে উড়াল দিল আকাশে।

ফোন নিয়ে পড়ল কেরি।

ঘন্টাখানেক বাদে, ওয়েস্টইন্ডিজে একদল সিনিয়র ইন্টারপোল অফিসারকে ব্রিফ করা হলো। গেবের ফ্লাইটের জন্য প্রথমে একটি ডেপুটেশন পাঠানো হবে, তারপর প্রভিডেনসিয়েলস এয়ারপোর্টে লেক্সির জন্য। বিমান অবতরণ করা মাত্র দুজনকেই গ্রেপ্তার করে সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় পাঠানো হবে। তারপর এফবিআই যা খুশি করে করুক।

চোঁয়া ঢেকুর উঠছে সুপারিনটেন্ডেন্ট কেরীর।

হ্যাপি হানিমুন, মিসেস ম্যাকগ্রেগর।

আশা করি ওরা চাবিটি দূরে ফেলে দিয়েছে।



ইউএস এয়ার ফ্লাইট ২৮-এর যাত্রীরা টুর্কস অ্যান্ড কাইকস প্রভিডেনশিয়ালস এয়ারপোর্টের অ্যারাইভাল হল-এ এসে হাজির হলো। রাত বাজে আড়াইটা। এদের ভেতরে সন্তানসহ বাবা-মায়েদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর বুলাচ্ছিল একজন ইন্টারপোল অফিসার। সে বিশেষ একটি শিশুকে খুঁজছে।

'ওই যে ওরা।'

ডাবল ডোর ঠেলে বেরিয়ে এলো ওরা তিনজন। তাদেরকে দেখা মাত্র চিনে ফেলল অফিসার। যদিও স্বামী লোকটা সিল্কের রুমালে নাকমুখ ঢেকে রেখেছে। ব্রিফিংয়ের কথা মনে পড়ে গেল ইন্টারপোল কর্মকর্তার।

সুইডিশ নারী, বয়স একত্রিশ, স্বর্ণকেশী, কোলে সদ্যোজাত সন্তান। সাদা চুলের পুরুষ, উচ্চতা ছয় ফুট এক ইঞ্চি। (তবে এ লোকটা পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চির বেশি হবে না কিছুতেই) সঙ্গে নামমাত্র লাগেজ থাকবে।

তিন সহকর্মীকে নিয়ে ভিড় ঠেলে সামনে এগোল কর্মকর্তা। হাত রাখল গ্রেটা সরেনসেরেনের কাঁধে। অপর দুই অফিসার তার সঙ্গীকে ধরে ফেলল, ওদিকে এক পুলিশ উওম্যান বাচ্চাটির জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

'এক্সকিউজ মি, মিস, স্যার। আপনাদের সঙ্গে একটু কথা আছে।'

মুখ থেকে রুমাল সরিয়ে ফেলল লোকটি। বলিরেখায় ভরা চেহারার লোকটির বয়স কমপক্ষে সত্তর হবে। সে ইউরোপীয় অ্যাকসেন্টে কথা বলল।

'কোনো সমস্যা, অফিসার?'

'আপনি গ্যাব্রিয়েল ম্যাকগ্রেগর নন!'

হাসলেন পাওলো কজমিকি। 'অবশ্যই না। এয়ারলাইন বলেনি আপনাকে?'

'কী বলবে?'

'যে আমি মি. ম্যাকগ্রেগরের বদলে প্লেনে উঠেছি। পাপারাজ্জিদের কারণে এ কাজটি করতে হয়েছে, অফিসার। তারা লেক্সি এবং গেবকে সব জায়গায় ধাওয়া করছে। বিয়ের সময় এমন বাজে অবস্থা হলো যে ওরা সিদ্ধান্ত নিল প্রেসের কাছে ভুয়া হানিমুনের কথা বলে ওদেরকে বোকা বানাবে।

'প্রেসকে বোকা বানাবে?' চোখ পাকাল ইন্টারপোল অফিসার।

'জি। ইউএস এয়ার এ ব্যাপারে আমাদেরকে খুব সাহায্য করেছে।' পাওলো খুব মজা পাবার ভাব করলেন।

'গ্রেটা, আর আমি ওদেরকে বোকা বানিয়েছি। দারুণ নয়?'

ও হ্যাঁ, দারুণ ব্যাপার তো বটেই।

'স্যার,' মহিলা অফিসারটি তার বসের কাঁধে টোকা দিল।

'এখন না, লিণ্ডা,' সে পাওলোর দিকে ফিরল, 'তাহলে আপনি বলছেন আমি যদি এ মুহূর্তে ইউএস এয়ারের হেড অফিসে ফোন করি ওরা বলবে ওরা আপনাদের এই চালাকিটার কথা সব জানে?'

'নিশ্চয়,' খিক খিক হাসলেন পাওলো। 'চালাকিটা দারুণ করেছি।'

'সরি, স্যার,' বলল মহিলা পুলিশ কর্মকর্তা। 'আপনার একবার এদিকে একটু নজর দেওয়া দরকার। গ্রেটা সরেনসেন একটু আগে পরম যত্নে যে পুঁটলিটা কোলে জড়িয়ে রেখেছিল সেটি অফিসারের হাতে তুলে দিল সে। বিস্ফারিত হলো ইন্টারপোল অফিসারের চক্ষু। *যীশাস ক্রাইস্ট।*

ওটা কোনো শিশু নয়।

গোলাপি কম্বলে শক্ত করে জড়িয়ে রাখা হয়েছে একটি লাইফ সাইজ প্লাস্টিকের পুতুল।

প্লেনের ল্যান্ডিং গিয়ার রানওয়েতে নেমে আসতেই জোর ঝাঁকুনি খেল গেব। তার কোলে আসল ম্যাক্সিন তারস্বরে কান্না জুড়ে দিল।

'ও এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে,' বলল অ্যাটেনডেন্ট।

ক্যাথেরিন ব্লেককে অতি সম্প্রতি গেব এবং লেক্সির ব্যক্তিগত বিমানে কাজ করার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

'আমি ওর জন্য এক বোতল দুধ নিয়ে আসি। দুধ খেতে শুরু করলে থেমে যাবে কান্না।'

'তাই কি? ঠিক আছে,' বলল গেব। 'তাহলে দুধ নিয়ে এসো।'

বাচ্চাকে কোলে দোল দিতে দিতে গেব ভাবল এখন এখানে লেক্সির বড্ড দরকার ছিল। ও বুঝতে পারত কী করা দরকার।

'আবার টেকঅফ করতে কতক্ষণ লাগবে?'

'বেশিক্ষণ না, স্যার। রিফুয়েলিংয়ে মিনিট চল্লিশ লাগবে। পাইলট আপনাকে নেক্সট টেক অফ স্লট জানিয়ে দেবেন।'

'ঠিক আছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গেব। সে শুধু চাইছে যতদ্রুত সম্ভব যেন এসবের অবসান ঘটে।

এক ঘণ্টা বাদে দ্বিতীয় বিমানটি টুর্কস অ্যান্ড কাইকসে অবতরণ করল। ইন্টারপোল অফিসারটি ওখানে গেল।

'জেনিফার উইলসন?'

'জি, স্যার?' বিনীত হাসল স্বর্ণকেশী।

'অনুগ্রহ করে আপনার চশমাটি খুলবেন, ম্যাম?'

'নিশ্চয়।'

মেয়েটি সুন্দরী। নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়।

তবে এ লেক্সি টেম্পলটন নয়। কিংবা সে মাস্টারমাইন্ড ক্রিমিনালও নয়। জেনিফার উইলসন ক্রুগার-ব্রেন্টে দীর্ঘদিন সেক্রেটারির পদে কাজ করছে। ছদ্মবেশের জন্য লেক্সির একটি নামের প্রয়োজন ছিল। তাই সে এ নামটি বেছে নেয়। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অনেকেই এমন করে। গেব যখন আসল জেনিফার উইলসনকে ছুটি কাটানোর প্রস্তাব দিয়েছিল তখন তার ধারণাই ছিল না কীসের মধ্যে জড়াচ্ছে। ছুটি কাটানোর জন্য তার হাতে বেশ এক থোক টাকাও দেওয়া হয়। জেনিফার ভেবেছে অফিসে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করার পুরস্কার।

'আমি কি কোনো ঝামেলায় জড়িয়েছি?' উদ্বিগ্ন জেনিফার। পুলিশের লোকটাকে মাতালের মতো লাগছে।

'না, ম্যাম,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ইন্টারপোল অফিসার। 'তবে একজন ঠিকই ঝামেলায় পড়েছে।'

ইন্টারপোল দায়ী করল লোকাল পুলিশকে। লোকাল পুলিশ দোষ চাপাল এফবিআইয়ের ঘাড়ে। কেউ এয়ারলাইন চেক করেনি কেন? সবাই দোষারোপ করল জন কেরীকে যে গর্দভটা তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে লেক্সিকে গলে যেতে দিয়েছে। এ কেসের দায়িত্বে থাকা সিনিয়র এফবিআই এজেন্ট কনফারেন্স রুমে বসে বিষয়টি নিয়ে হাসিঠাট্টা করছিল।

'আমেরিকার ইতিহাসে অন্যতম অর্থনৈতিক জালিয়াতির ঘটনাটি তুমি ঘটিয়েছ। তোমাকে পৃথিবী নামের গ্রহটির সবাই চেনে। তুমি তোমার স্বনামধন্য স্বামী এবং নবজাতক সন্তানকে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। তুমি যাবেটা কোথায়?'

ফোন লাইনে একটি কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তুলল।

'এমন কোথাও যে দেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো এক্সট্রাডিশন ট্রিটি নেই।'

'যেখানে সাদা বালুর সৈকত আছে, আছে পামট্রি এবং দামি পাঁচ তারকা হোটেল।' আরেকজন সুর করে বলল। হেসে উঠল সবাই।

এক মুহূর্ত চুপ হয়ে রইল এফবিআই এজেন্ট। তারপর সে-ও উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগল।

আমি জানি ওরা ঠিক কোথায় গেছে।



চব্বিশ ঘণ্টা বাদে

হোয়াইটওয়াশ করা রুমে সূর্যের আলো পড়ে ঝকঝক করছে। গেব চোখ খুলেই আবার বুজে ফেলল।

'কটা বাজে?'

'প্রায় দুপুর। তুমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ।'

নগ্ন দেহে ঘরে হাঁটাহাঁটি করছে লেক্সি, কাচের শাটার খুলে ফেলল। বাইরে ভারত মহাসাগরের ঢেউ ছুঁয়ে যাচ্ছে বালুতট। ওদের প্রাইভেট বিচফ্রন্ট ভিলার একদিক থেকে সাগরের অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়, অন্য দিক থেকে স্বর্গদ্বীপ ইবুরু। লেক্সি অনেকদিন আগে এ বাড়িটি বেশ সস্তায় কিনে রেখেছিল। ওইসময় মালদ্বীপে জমির দাম খুব কম ছিল। এখন আবার বেড়েছে।

পৃথিবীতে গোটা পঞ্চাশ দেশ আছে যাদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো এক্সট্রাডিশন ট্রিটি বা বন্দী বিনিময় চুক্তি নেই। তবে এসব দেশের বেশিরভাগে অতি সংক্ষিপ্ত নোটিশে যাওয়া লেক্সির পক্ষে প্রায় অসম্ভবই ছিল। আবার কিছু দেশ বসবাসের এমনই অযোগ্য তার চেয়ে জেলখানাও ভালো। ম্যাক্সিনকে কম্বোডিয়ার রিফিউজি ক্যাম্প কিংবা ইকুয়াটেরিয়ান গিনিতে মানুষ করার কোনোই ইচ্ছে নেই লেক্সির।

আর তাছাড়া আমি এ কাজ করতে যাবই বা কেন যেখানে আমার জন্য চমৎকার হানিমুন হাউজ অপেক্ষা করছে?

'ম্যাক্স কোথায়?' ঝট করে বিছানায় উঠে বসল গেব। ঘামছে। 'দোলনা খালি! ওকে কেউ নিয়ে গেছে!'

'রিল্যাক্স,' লেক্সি এসে ওকে চুম্বন করল। 'ও নিচতলায় হাউজকীপারের কাছে আছে। আমরা এখানে নিরাপদ, ডার্লিং। আমরা তিনজন। তোমাকে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না।' গায়ের ওপর চাদরটা টেনে নিয়ে ওর পাশে শুয়ে পড়ল লেক্সি।

'এসো, প্রেম করি।'

স্বামী-স্ত্রী হিসেবে এই প্রথম ওরা প্রেম করল। এবং উপভোগও করল দারুণ। এখন

লেক্সির ক্লান্ত থাকার কথা। এখানে আসতে ওর দেড়টা দিন সময় লেগেছে। ছত্রিশ ঘণ্টায় সে কিছু খায়নি এবং কয়েক মিনিটের বেশি চোখ বোজার সুযোগও পায়নি।

ডেনি ফ্রেঞ্চ নৌকা করে ওকে মেইনল্যান্ডে পৌঁছে দেওয়ার পরে সে দুই ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে মেইনের গ্রামাঞ্চলে এক বন্ধুর খামারবাড়িতে যায়। ওখানে এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট একটি প্লেন লেক্সিকে একটি বড় এবং প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে পৌঁছে দেয়। ওখানে একটি জেট বিমান অপেক্ষা করছিল ওকে উত্তর ফ্রান্সের লো টুকেটে নিয়ে যেতে। তারপর সে লন্ডন পৌঁছায়, দীর্ঘতম ভ্রমণের জন্য আবার প্লেন বদল করতে হয় ওকে।

লেক্সি এসে দেখে গেব ভিলায় পৌঁছে গেছে। ম্যাক্সের দোলনায় একটা হাত রেখে বিছানায় শুয়ে মরার মতো ঘুমাচ্ছে। লেক্সি ওর হাত ধরতেই জেগে যায় গেব, ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, প্রবল স্বস্তিটুকু সে আর ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিল না। কয়েক সেকেন্ড পরে তারা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ে।

এখন, গেবের হাতের ওপর মাথা রেখে নগ্ন হয়ে শুয়ে, ওদের লাভমেকিং সমাপ্ত, নিজেকে লেক্সির দারুণ প্রফুল্ল এবং জীবন্ত লাগছিল। কিন্তু এখানে করার মতো কোনো কাজই তো নেই। ও লাফ মেরে বিছানা থেকে নামল, খুলল ক্লজিট, গায়ে দেয়ার পোশাক খুঁজছে। একটি ড্রেসও চেনা লাগছে না। ও বহুদিন এ বাড়িতে আসে না।

'এত তাড়া কীসের?' লেক্সিকে একটার পর একটা ড্রেস ওলটপালট করতে দেখে হাই তুলল গেব।

'তুমি হানিমুনে এসেছ, ভুলে গেলে?'

'জানি, হানি। অংসানা রিসোর্টে আমার একটা লাঞ্চ মিটিং আছে। ওখানে তো আর ন্যাংটা হয়ে যেতে পারব না।' একটি সাদামাটা বাদামি সানড্রেস মনে ধরল ওর। পরে ফেলল।

'লাঞ্চ মিটিং? এখানে? তুমি সিরিয়াস? কার সঙ্গে মিটিং?'

'আমার লইয়ারের সঙ্গে,' বলল লেক্সি। 'সে গতকাল রাতে হোটেলে উঠেছে। আগেই সব ঠিক করা ছিল। কেউ আমাকে নিরাপরাধ প্রমাণ করতে পারলে মার্ক হাম্বলিই পারবে।'

'ডার্লিং' নরম গলায় ওকে মনে করিয়ে দিল গেব। 'তুমি নিরপরাধ নও।'

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল লেক্সি। 'তুমি কার দলে শুনি?'

মার্ক হাম্বলি হাতের হিমশীতল চ্যাবলিসে একটি চুমুক দিয়ে লেক্সির হাতে *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*-এর লেটেস্ট সংখ্যাটি ধরিয়ে দিল।

'অভিনন্দন। তোমাকে নিয়ে প্রচ্ছদ রচনা করা হয়েছে।' নির্বিকার ভঙ্গিতে লেখাটিতে চোখ বুলাল লেক্সি। যথারীতি ভীতিকর রকম তথ্যে ভরা লেখা। তবে ওর আগ্রহ ছিল ছবিটির প্রতি। বিয়ের ড্রেস পরা ছবি ছেপেছে ওরা। দারুণ লাগছে লেক্সিকে। কাগজখানা ফিরিয়ে দিল ও।

'এ থেকে আমি পরিত্রাণ চাই, মার্ক।'

'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

'আমি এখানে থাকতে পারব না। তাহলে স্রেফ পাগল হয়ে যাব। আমি আমেরিকায় ফিরতে চাই।'

'এক মিনিট। এক মিনিট। তুমি মাত্রই আমেরিকা থেকে পালিয়ে এসেছ। এবং কাজটা মোটেই সহজ ছিল না।'

'আমি আমার কোম্পানি ফেরত চাই।'

হেসে উঠল মার্ক হাম্বলি। 'একেকবারে একেকটা, লেক্সি। আগে দেখি তোমাকে কীভাবে জেলের বাইরে রাখা যায়, কেমন?'

'কী ভাবে?'

মার্ক ডিফেন্স হিসেবে নানান সম্ভাবনার কথা তুলে ধরল ইভ ব্ল্যাকওয়েলকে সবাই জানে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। সুপারিনটেন্ডেন্ট কেরী যথাযথ প্রসিডিওর না মেনেই লেক্সিকে গ্রেপ্তার করেছিল।

'তবে সবচেয়ে ভালো হবে সমস্ত দোষ কোলেপের ওপর চাপিয়ে দিলে।'

মাথা নাড়ল লেক্সি। 'আমি তা করতে পারব না।'

'কেন নয়? লোকটা আছে প্যারাগুয়েতে। তাকে তো পুলিশ ধরতেই পারবে না। আর কোলেপের তো দেশে ফিরবারও কোনো প্রয়োজন নেই। সে বিয়ে করেনি। তার কোম্পানি নেই।'

একটু চিন্তা করল লেক্সি। মার্কের কথায় যুক্তি আছে।

'অথবা...' মদের গ্লাসে আরেকটু চুমুক দিল আইনজীবী। 'তুমি কোলেপের পদাঙ্কও অনুসরণ করতে পার।'

ভুরু কোঁচকাল লেক্সি। 'সে আবার কী?'

'বাড়ি যাওয়ার কথা ভুলে যাও। এখানেই থিতু হও। জীবনটা এখানেই গড়ে তোলো। তোমার নিশ্চয় অফশোর ফান্ড আছে যেখান থেকে টাকা তুলতে সমস্যা নেই?'

'আছে।'

'বেশ তো। তাহলে আর দ্বিধা কীসের? এরচেয়েও কত খারাপ জায়গা আছে দুনিয়ায়।'

সুনীল সাগরের দিকে তাকাল লেক্সি। দিগন্তে একজোড়া সেইলবোট ঢেউয়ের তালে উঠছে-নামছে, সিক্ত হচ্ছে মাখন কোমল হলুদ আলোয়। গেবের কথা ভাবল ও। বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্ত নিদ্রা যাচ্ছে এখন ও। বেবি ম্যাক্সিন ঘুমাচ্ছে হাউজকীপারের কোলে। *ওদেরকে আমি কত ভালোবাসি।* সুখের একটা শিহরণ বয়ে গেল শরীর জুড়ে।

তারপর ইভ ব্ল্যাকওয়েলের কথা মনে পড়ল। সুখ পরিণত হলো ক্রোধে।

'না, আমাকে ফিরে যেতেই হবে।'

'ঠিক আছে,' একটা ভুরু তুলল মার্ক। 'সে তোমার ইচ্ছা। তবে তুমি নিশ্চয় জানো,

প্রতারণার মামলা থেকে তোমাকে বাঁচাতে পারলেও অসংখ্য সিভিল কেসের মুখোমুখি হতে হবে তোমাকে। তোমার ইউএস অ্যাসেটগুলো ফেয়ার গেম হিসেবে বিবেচিত হবে। তোমাকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হবে। গেবও। ওইসব থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না।'

'জানি আমি।'

'তুমি গরিব হয়ে যাবে, লেক্সি। গরিব হতে কেমন লাগে তুমি জান না।'

'জানি আমি। তবে ক্রুগার-ব্রেন্ট...'

নিষ্ঠুর গলায় বলল মার্ক, 'ক্রুগার-ব্রেন্ট শেষ হয়ে গেছে, লেক্সি। আমি দুঃখিত। তবে বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া দরকার তোমার। এ থেকে ফেরার পথ নেই। এবারে পারবে না।'

তুমি ভুল বলছ। পথ আছে। সবসময়ই পথ থাকে।

সেদিন বিকেলে সাগর সৈকতে একাকী হাঁটছে লেক্সি। সাগরের ঢেউ এসে লুটিয়ে পড়ছে পায়ে। ফুরফুরে হাওয়ায় উড়ছে চুল।

কী যে শান্তি এখানে।

গেব এবং ম্যাক্সি ভিলাতে আছে। মার্ক হাম্বলি প্লেনে, নিউইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করেছে লেক্সির ঝামেলাগুলো সামলানোর জন্য। শীঘ্রি সবাই জেনে যাবে সে এবং গেব মালদ্বীপে রয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত দ্বীপ ইহুরু হয়ে উঠবে রণভূমি। জমিন, আকাশ এবং সাগর পথে হামলা চালাবে পাপারাজ্জিরা। লেক্সি তখন ভিলায় লুকিয়ে পড়বে। ভিলাটা সুন্দর তবে ওটা এখনও একটা জেলখানা। সময় থাকতে থাকতে ওকে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করতেই হবে।

বালুর ওপর বসে পড়ল লেক্সি। একখণ্ড কাগজের ভাঁজ খুলল। মাত্র দু'দিন আগে পেয়েছিল এটি কিন্তু ব্যবহারের করাণে মলিন হয়ে গেছে ইভের চিঠি। শেষবারের মতো আবার চিঠিটি পড়ল লেক্সি।

৪২৫ ফিফথ এভিন্যু
নিউইয়র্ক
১২ অক্টোবর, ২০২৫
প্রিয় আলেকজান্দ্রা,

তোমাকে কি আলেকজান্দ্রা বলে ডাকব আমি? অবশ্যই ডাকতে পার। যখন তুমি এ চিঠিটি পড়বে ততক্ষণে আমি, আমার প্রিয় বোন, তোমার মায়ের সঙ্গে নরকে দেখা করার উদ্দেশ্যে চলে গেছি।

ওদের সবার ধারণা আমি পাগল। কিন্তু আমি তা নই। এ পরিবারে একমাত্র আমিই মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলেছি। শুরু থেকেই ক্রুগার-ব্রেন্টের নেতৃত্ব যদি আমার হাতে থাকত

তাহলে এসবের কিছুই ঘটত না।

তুমি কী করেছ আমি জানি। সব জানি। আমার ছেলেকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়ে ঠিকই করেছ। ম্যাক্স ছিল একটা বোকা, তার বাপের মতো দুর্বল। তবে তুমি কি সত্যি ভেবেছিলে আমার কোম্পানিকে দেউলিয়া করে দিয়ে পার পেয়ে যাবে? তুমি একটা চোর, আলেকজান্দ্রা। তুমি শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে চুরি করেছ, তোমার মায়ের মতো আমার কাছ থেকেও চুরি করেছ। চোরদের অবশ্যই শাস্তি হওয়া দরকার।

পুলিশ রওনা হয়ে গেছে। আমি ওদেরকে আরেকটি চিঠি লিখেছি, বিস্তারিতসহ। তোমার পালাবার পথ নেই, আলেকজান্দ্রা এবারে অন্তত নয়। তুমি এবং তোমার বন্ধু মি. কোলেপ জেলে বসে স্মৃতিচারণ করবে। জেলখানা খুব বাজে জায়গা আলেকজান্দ্রা। যার এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে তার কাছ থেকে জেনে নিও।

ঈশ্বর তোমার আর তোমার সন্তানদেরকে অভিশাপ দেবেন, যেভাবে তিনি আমাকে এবং আমার সন্তানকে দিয়েছেন।

বিদায় আলেকজান্দ্রা।

তোমার প্রিয় খালা

ইভ।

চিঠিটি হাতে নিয়ে, স্কার্ট হাঁটুর ওপর তুলে সাগরে নেমে পড়ল লেক্সি। অনেকক্ষণ হাঁটার পরে ওর উরু পর্যন্ত ডুবে গেল। তারপর ও চিঠিটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ভাসিয়ে দিল জলে।

বিদায় ইভ খালা।

আমি হয়তো খেলায় জিততে পারিনি। এখনও নয়। তবে আমি এখনও এখানে আছি। এখনও খেলছি।

ইভ ব্ল্যাকওয়েলের জন্য খেলা শেষ।

কিন্তু লেক্সি টেম্পলটনের জন্য খেলা চলবে।

